উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

বাঙ্গালা-পাক্ষিক-পত্র।

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান
কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, [illegible]
প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক।

দ্বিতীয় বর্ষ।

১৩০৬ মাঘ হইতে ১৩০৭ পৌষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—[illegible]

খোলা অথবা থাবাগ [illegible] [illegible] ডাক মাশুল [illegible] ডাকমাশুল
চারি আনা, ও [illegible] পিঃ খরচ ৵৵ স্বতন্ত্র।

[illegible] বাগবাজার স্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন
উদ্বোধন [illegible] হইতে [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] পৌষ, ১৩০৭ সাল।

২। লেখকগণের আদ্যবর্ণানুক্রমিক সূচী।

...ী পত্র।

...ধন—দ্বিতীয় বর্ষ।

বিষয়ের আদ্যবর্ণানুক্রমিক।

উদ্বোধন

দ্বিতীয় বর্ষ। [illegible] সংখ্যা।

নববর্ষ প্রবেশ।

[illegible]

[illegible]

মাতঃ প্রণমি শ্রীপদে॥

মঙ্গল-কারিণী শিবা, ত্রাতো শম্ভু [illegible],

[illegible] আছেন যত দেবতা,

[illegible] পুরন্দরাদি দিক্‌পতি,

[illegible] সবে তথা,—

[illegible] মঙ্গল॥

[illegible] বর্ষ [illegible],

উদ্বোধন [illegible]—

[illegible] বরণ, [illegible] জনগণ,

[illegible] না করে যেন সুজন।

[illegible] দিন, [illegible] ধারণ,

[illegible] উন্নতি [illegible]

[illegible]

এই [illegible] নিশ্বাস [illegible]

[illegible] উচ্চহ্রদে [illegible]

[illegible] ভুলি না।

[illegible] সদা [illegible],

[illegible] জীবন আপন॥

বর্ষপ্রবেশ।

আজ উদ্বোধন নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। গত মাঘের প্রথম দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। "দেবগুরু-প্রসাদে" এই এক বৎসর মধ্যে বঙ্গের প্রায় সকল স্থলেই, এবং ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেই, বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন, অনেক সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতাধিক সফলতা লাভ, আর কোনও সহযাত্রী করিয়াছেন কি না সন্দেহ। পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদ ও সৎইচ্ছা থাকিলেই উন্নতি এবং উত্তরোত্তর উদ্দেশ্যের সফলতা হইতে থাকিবে সন্দেহ কি।

উদ্দেশ্য।

উদ্বোধনের উদ্দেশ্য কিছু নিম্নশ্রেণীর নহে; আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত গুণাবলিকে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করাই উদ্বোধনের কার্য্য। প্রয়োজনীয় যে সকল গুণাবলি স্বদেশে নাই তাহার আনয়ন করিতেই উদ্বোধনের আয়াস। নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-সাধনাই ইহার জীবনোদ্দেশ্য।

পরহিত।

পরহিত সাধনের আবশ্যক? নিজ-হিতকল্পে ব্যাপৃত থাকিলেই ত হয়। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি; পাঁচজনকে লইয়াই সমাজ; স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিলে কাহাকেও পরের কার্য্য করিতে হয় না; পরহিত আকাশকুসুম বা সোণার পাথরবাটীবৎ; নিজ-হিতই ত পরহিত। নিজের হিতই ত পরম হিত।

কিন্তু, কালের বিচিত্র গতি। সে কালে ছিল বটে ঐ প্রকার; একালে অন্য রকম,—কর্ত্তব্যপালনের পরিবর্ত্তে অহিতাচরণই যেন প্রথা। স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন বিলুপ্তপ্রায়, নিজ নিজ হিতসাধন সুদূরপরাহত; সুতরাং পরহিতের আবশ্যক, নিঃস্বার্থতার উদ্ভব; এবং কাহারও কাহারও বোধ হইতে লাগিল, পরহিতই পরমপুণ্য, পরহিতই নিজহিত; দেখা গেল—এমন কি পশুপক্ষীর জন্যও কেহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কে জানে কেন? কে জানে, এতই কি আবশ্যক? পরহিত, নিজহিত অপেক্ষা, এতই সুখকর? নিজ জীবন হইতেও তবে কি পরের জীবন এতই মূল্যবান? উত্তর মনোমত হইবে কি না সন্দেহ; অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত হইবে কিনা—আরও সন্দেহ।

পরহিত—নিজ হিতেরই জন্য;— না, পরহিতের জন্যই পরহিত; বা, স্বভাব বশতঃ পরহিত করিতে হয়? যে কারণেই হউক, পরহিত মাত্রই মঙ্গলকর।

'নিজহিতের জন্য পরহিত'—কি প্রকার?—আদান প্রদান ভাবে পরহিত,

[illegible] বা [illegible] প্রয়োগ [illegible]

[illegible] নিয়মে [illegible]

[illegible] ভিতর — হইতে [illegible] প্রয়োগকার করিতে করিতে প্রয়োগ [illegible] হইয়া যায় [illegible] ক্রমশঃ [illegible] হয়, [illegible] ক্রমশঃ [illegible] হয়, [illegible] লাভ করিতে পারিবার ? [illegible]

[illegible]

[illegible] চিন্তিত হয় [illegible] পরিশুদ্ধ হইতে [illegible] উপকার [illegible] কর্তব্য [illegible] বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে কি না। [illegible] কারণে [illegible]

[illegible]

[illegible]

বলিতে পারি না উদ্বোধনের এরূপ পবিত্র জীবন কি না, বলিতে পারি না উদ্বোধনের জীবন এইরূপ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে কি না। যদিও সংকল্প হইয়া থাকে,জানি না কার্য্যে কতদূর যাইয়া পর্য্যবশেষ হইবে। কালের বিচিত্র গতি; সৎও অসৎ হইয়া পড়ে, অসৎও সৎ হইয়া উঠে। সকলই ঈশ্বরের হাত, তিনি যদি সৎ রাখেন, তবেই থাকিবে। তাঁর ইচ্ছা কে জানিতে পারে?

কে বলে জীবন্মুক্তপুরুষের পক্ষে কর্ম্ম সম্ভবে না? জনকাদি ঋষি কি কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় বন্ধনে পতিত হইয়াছিলেন? মুক্তের আবার বন্ধন কি?

সিদ্ধপুরুষেও কর্ম্ম সম্ভব।

সন্তরণ একবার শিক্ষা করিলে আর কি কভু বিস্মৃত হয়?—ভবনদী সন্তরণ সম্বন্ধেও সেইরূপ। মথিত তক্রোত্থিত নবনীর, তক্রের সহিত, পুনর্মিশ্রীভাব যেমন অসম্ভব, দৃষ্টদোষসংসারবিমুক্ত পুরুষেরও পক্ষে কর্ম্মলিপ্ততা তদ্রূপ। ভর্জ্জিতবীজ যেমন বৃক্ষোৎপাদনশক্তিবিহীন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কর্ম্মও সেইরূপ বন্ধন-হেতু-শূন্য। তাঁহাদিগের কর্ম্ম কেবল পরেরই হিতের নিমিত্ত; স্বার্থ তাহাতে কিছু মাত্র থাকে না।—"পরোপকারায় সতাং জীবনং"।

কে বলে কর্ম্ম—'ত্যাগের' কারণ হইতে পারে না? কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে কর্ম্ম-ত্যাগের চেষ্টা বিফল। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়; "পায়ে কাঁটা ফুটিলে আর একটি কাঁটা দ্বারা সেইটী তুলিতে হয়"। শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন "ন কর্ম্মণা-মনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"।

কর্ম্মের ভিতরে থাকিলেও যে, ত্যাগ হয় না, ইহা ভুল ধারণা।

কর্ম্ম রজোগুণের [illegible]; সত্ত্বের প্রভাবে ত্যাগেচ্ছার উদ্ভব; তমোগুণের প্রাদুর্ভাবে সত্ত্ব [illegible] রজঃ প্রসুপ্ত থাকে, অজ্ঞানে জীব অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই তমোগুণের বিধ্বংসে [illegible] করা সকলকারই কর্ত্তব্য—বিশেষ ভারতবর্ষে। ভারতবাসী আজ আলস্য-[illegible]—সে ওজস্বি[illegible]তার তাঁহার নাই!!

ছিল বটে এককালে—কর্ম্ম-ম[illegible], কর্ম্মের আত্যন্তিক ত্যাগ না হইলে মুক্তিলাভের উপায় ছিল না। [illegible] কঠিন ও দুঃসাধ্য বটে; তখন কিন্তু, [illegible]ই প্রচলিত-মত ছিল। আধুনিক মলিন ভারত-বাসীর হৃদয়-কূপোদকে পড়িয়া সেই মত আজ কি বিকৃত রূপই ধারণ করিয়াছে!—তমোগুণকেই সত্ত্ব বলিয়া ভ্রম হইতেছে। "নৈষ্কর্ম্ম্য" বা সন্ন্যাসের ধর্ম্ম জ্ঞানে, কর্ম্মাক্ষমতা বা স্বাভাবিক আলস্যকেই, গ্রহণ করিতে আজকাল অনেককে দেখা যায়। বালক ও বৃদ্ধ, ক্ষিপ্ত ও ঈশ্বরোন্মত্ত, বোকা Idiot অথবা মিম্মিন (Aphasia)

[illegible]

[illegible] কে [illegible]

[illegible] হইতে [illegible]

[illegible]

কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

হইলে, সত্ত্বগুণ সত্যের বিকাশ করিয়া দেয়। দেশের মঙ্গল যদি কেহ চাহেন, কর্ম্মঠ হউন ; বিশেষ—বঙ্গবাসিগণের পক্ষে কর্ম্মণ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে ; এই ঘোর কর্ম্মযুগে কর্ম্ম ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যাবতীয় কর্ম্মমধ্যে, পরহিত-কর্ম্মই গরিষ্ঠ ও অতি মহৎ। পরের মঙ্গল করিয়া—দেশের মঙ্গল কর্ম্ম করিয়া নিজ-ভারত-বাসিত্বের সার্থকতা করুন। নিজের জীবনকে ধন্য করুন। কর্ম্ম-তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দেখুন, বুঝিবেন—পরের মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গলই নিজের মঙ্গল ; পরহিত সাধনেই—দেশের হিত-

পরের মঙ্গলই নিজের মঙ্গল।

সাধনেই – নিজের হিতসাধন। অর্জ্জুনকে দেশের সাধারণ হিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, শ্রীভগবান বলিতেছেন –“দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।”

একটী বাউল গানে আছে—“যারা পরে এলো আগে গেল, আমি রইলুম পড়ে।” আর্য্যজাতি প্রথমে ভারতেই প্রবেশ করেন বলিয়া প্রবাদ ; পরে, (আর

পাশ্চাত্য কর্ম্মশীলতা বাঙ্গালীর বিশেষ অনুকরণীয়।

এক শাখা) পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন। সেই পশ্চাদ্‌যাত্রী পাশ্চাত্যবাসিগণই আজ জগতের কতই হিতসাধন করিয়াছেন ; কেবল কর্ম্মশীল বলিয়াই, তাঁহারা আজ এতদূর [illegible]তি সকল বিভাগেই করিতে সক্ষম। পাশ্চাত্য প্রদেশে কর্ম্মমাত্রই [illegible]তি পবিত্র বলিয়া আদৃত। সেই পাশ্চাত্য কর্ম্মশীলতা, পবিত্র ভাবে, বঙ্গবাসীর অন্তরে আবির্ভূত করিয়া দেওয়াই উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ; প্রতিদানে—যাহাতে পাশ্চা[illegible] সমূহে আমাদের এই ভারতীয় প্রাচ্য পারমার্থিকতা প্রবেশ করে, তাহাও উদ্বোধনের লক্ষ্য। কতদূর কৃতকার্য্য হইবে বলা দুষ্কর।—জীবন পর্য্যন্ত ন্যস্ত করিয়া, যদি তৃণোত্তলনসম যৎসামান্য কার্য্যেও সফল হয়, কৃতার্থ ও পরম সৌভাগ্য মনে করিবে।

অতি মহৎ উদ্দেশ্য সহকারে উদ্বোধন জনসমাজে শুভযাত্রা করিয়াছেন ; কামনা—পরহিত ;—না, ‘পর’—নহে ; স্বজাতির, স্বদেশের,—নিজের অভিন্ন

উপসংহার।

বন্ধুবর্গের হিতকামনা। সমভিব্যাহারে সম্বল—একমাত্র নিঃস্বার্থতা ; বিশ্বাস—সেই সম্বলেই কৃতকার্য্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সৎকার্য্যে নানাবিঘ্ন, বিপদ প্রতিপদে,—কেবল সহায়—পরমবন্ধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। ভরসা—উদ্যম। প্রা[illegible]—জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

"নাচুক তাহাতে শ্যামা"।

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

ফুল্ল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী, যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয়পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিণী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময়, পতত্রিনিচয়, লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তূলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাবরাশি জেগে ওঠে॥

মেঘমন্দ্র কুলিশনিস্বন, মহারণ, ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায়, করাল বিজলী জ্বালা।
ফেনময়, গর্জি মহাকায় ঊর্মি ধায়, লঙ্ঘিতে পর্বতচূড়া॥
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল, রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥

শোভাময় মন্দির আলয়, হ্রদে নীল পয়, তাহে কুবলয়শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কত ব্রজের ভাব উদয়, কত গোপিকার তপ্ত শ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে॥
বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর, নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর বাড়ায়ে অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর ঝর দামামা নকাড়া, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব বব বম্, বব বব বম্, বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল, বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায় আসোয়ার ঘোড়া হাতী॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি সন সন, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥

আগে যায়, বীর্য্যপরিচয়, পতাকা নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে.
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃতবীর কায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্তবিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাঁসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্নতপনজ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি, মৃত্যুরূপা কালী, [illegible] বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্ম্মছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিকবাস, বলে মা দানব-জয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি, পূজাছলে, স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরু[illegible] দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্মকথা বলি কাকে?
ভাঙ্গ বীণা, প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধু রোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ-ভার, এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর, সং[illegible] অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্, স্বা[illegible]ধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিল, কিছু মূল্য পাইলে এক একটী শিশু রাখিয়া অপর গুলি আমাদিগকে দিতে পারে।

রাজপুতানার সর্ব্বত্রই রাজাপ্রজা মিলিয়া সাধ্যমত ক্লিষ্টদিগের ক্লেশ দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক ভাবে উপরোক্ত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাকে লোকে দয়াময় বলে, তিনি যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শক্তি মনুষ্যশক্তি অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক কি না, কাযে কাযেই মনুষ্য এত চেষ্টা করিয়াও অতি সামান্য মাত্র ক্লেশ দূর করিতে পারিতেছে।

কত শত নর নারী নিজ নিজ শিশু সন্তানসহ গৃহ ছাড়িয়া দূরদেশে চলিয়া যাইতেছে। অনেকে পথেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, অন্যে মুমূর্ষু অবস্থায় দেশান্তরে উপস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ে, অনাহারে এবং শীতে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে। যাহারা জীবিত আছে বুঝিতে হইবে তাহাদের ভোগ এখনও দয়াময় শেষ করেন নাই, তাহাদের প্রতি আরও দয়া করিবেন।

এ অঞ্চলে কষ্টের কথা লিখিয়া শেষ করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে আমাদের আপনা আপনির মধ্যে দেখা কয়েকটী আদর্শ চিত্র আছে, সেই গুলি লিখিয়া ক্ষান্ত হইব।

একটি বৃদ্ধ, একটি যুবা ও একটি বালক আসিয়া বলিল, অনেক দিন খাওয়া হয় নাই। যাঁহাকে বলিল তিনি তখনি তাহাদের তিনজনকে জল মিশ্রিত করিয়া একটু একটু ব্রাণ্ডি খাওয়াইলেন ও অল্পক্ষণ পরেই গরম গরম বার্লি পায়স খাইতে দিলেন। তিনজনে পাত্রটী পর্য্যন্ত চাটিয়া খাইয়া সেই খানেই শুইল—আর উঠিল না।

একটি স্ত্রীলোক—পতি ও কয়েকটী সন্তানসহ—কোন পল্লীর নিকট আসিয়া বসিল ও অনতিবিলম্বে ধড়ফড় করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। লোকে নিকটে গিয়া তাহার স্বামীর নিকট শুনিল, স্ত্রীলোকটি আসন্নপ্রসবা ছিল, ক্ষুধার তাড়নায় গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, পথপর্য্যটনে, অনাহারে ও শীতে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল, তাহার উপর প্রসব বেদনা আসিয়াছিল।

সে দিন একটি বালক আপনার কনিষ্ঠটিকে, অর্দ্ধেক ক্রোড়ে ও অর্দ্ধেক টানিয়া আনিয়া অনাথালয়ে উপস্থিত করিল। তখনি তাহাদিগকে কিছু খাইতে দিয়া ছোট ছেলেটিকে এক খানি চারপাইয়ে শোয়াইয়া হাঁসপাতালে পাঠান হইল। কিছুক্ষণ পরে অনুসন্ধান লওয়াতে শুনা গেল ছেলেটির নিমোনিয়া (Pneumonia) হইয়াছিল, মারা গিয়াছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হউক, আমি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সমালোচনা।

সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ৬ষ্ঠভাগ ২য়সংখ্যা।

(পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

সাহিত্যপরিষদের পারিভাষিকসমিতি-বিভাগে তিনটী প্রশাখা-সভা গঠন করিলে ভাল হয় : একটীর—কার্য্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, আর একটীর—যাবতীয় শিল্পিক, এবং তৃতীয়টীর—বিবিধ বিষয়ক (সামাজিক, নাবিক, সৈনিক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি) পরিভাষা নির্ণয় করা।

পরিভাষাসমিতির ৩টী প্রশাখা।

শিল্পিক পরিভাষা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "যন্ত্র বিজ্ঞানের পরিভাষা" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন) প্রস্তুত করিতে গেলে অনেক বিদেশীয় কথা প্রবেশ করাতেই হইবে ; যদি সৃষ্টি-করা সংস্কৃত কথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করা যায়—শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হইবে না। কঠিন বাঙ্গালা অর্থাৎ সংস্কৃতভাঙ্গা বাঙ্গালা, কেবল পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে। আর যাঁহারা শিল্পী যাঁহারা "হাতে কলমে" সে সকল কর্ম্ম করেন, এবং জন সাধারণে, সেই চলিত কথাই ব্যবহার করিবেন,—তা ইংরাজিই হউক, আর ফার্সিই হউক।

মনে করুন—ছাপাখানার ব্যাপার। এখানে পনরআনা-উনিশগ কথা ইংরাজী ; কায করছে অতিমূর্খলোকে—যাহাদের ক-অক্ষর গোমাংস যাহারা হয়ত অতি বালক—কিন্তু কইতে ইংরাজী! কি করিবে? বাঙ্গালা দেশে ও-পাঠ ছিল না ; ছাপাখানার কায ইংরাজি-শিল্প, পরিভাষাও ইংরাজী নিরক্ষর কম্পোজিটারগণও ইম্পোজ, বড্‌কিন, গেলী, ফ্রেম, কেস, স্ক্রু রুল, রেজিং, মেকঅপ, লক্‌-অপ, ইণ্ডেণ্ট প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি ইংরাজী প ভাষাই, চলিত সরল বাঙ্গালার স্থানে, ব্যবহার করে। এই সকলের পরিব দুরূহ সংস্কৃত কথা সৃষ্টি করিয়া দিন, তাহারা নিজেদের পূর্ব্ব বুলি কথা বদলাইতে পারিবে না। "প্রিণ্টিং প্রেসের" বদলে "মুদ্রাঙ্কন-যন্ত্র", "টাইপে বদলে "মুদ্রাক্ষর" কখনই তাহারা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ছাপাখানার পরিভাষা।

অনেক গুলি কথা কম্পোজিটারেরা ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশাইয়া ব্যব

করে ;—মেকাপ-শেষ, ময়লা-প্রুফ, প্রুফ-কাগজ, আধ-এম, গুলি-গটর, আট পেজী ;ইত্যাদি। কতকগুলি ইংরাজী কথাকে অপভ্রংশ করিয়া ব্যবহার করে, যথা—Space ইস্পেস্, Cutter কাতুরি, Ordered forme অর্ডারীফর্ম্মা ইত্যাদি। কতকগুলি জিনিষ আছে—যে সকল এ দেশে খুব চলিত এবং যে সকলের বাঙ্গালা নাম আছে, সে সকলের সেই বাঙ্গালা (?) নামই ব্যবহার করে ; যথা—সাজিমাটী ("ফুলার্স আর্থ" বলে না), শিরীষ ('Glue' বলে না), মেজ (টেব্‌ল), কালীর শীল (ইঙ্কিং টেব্‌ল) ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর মহাশয় কতকগুলি ইংরাজী কথার এইরূপ বঙ্গানুবাদ (বা সংস্কৃতানুবাদের বাঙ্গালা উচ্চারণ) করিতেছেন, যথা—"কলক্রম্" = স্তম্ভক, "লিভর্" = তোলক, "পেণ্ডুলম্" = দোলক, "স্ক্রু" = আবর্ত্তক, "স্প্রিং" = প্রস্থাপক। অনুবাদগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর কর্ত্তৃক কতকগুলি শব্দের সংস্কৃতানুবাদ।

কিন্তু ইহা কি চলিত বাঙ্গালার পক্ষে সুবিধা হইবে? কার্য্য ক্ষেত্রে চলিত-বাঙ্গালায় (ঐ ইংরাজী নামই) চালাইতে হইবে কি—চলিয়া গেছে। যত সব বাক্স-সারাওয়ালারা, যারা ফিরি করিয়া বেড়ায়, তাহারাও বলে "দুই লিবারের চাবি, তিন লিবারের চাবি" ইত্যাদি। ছোটলোক ভদ্রলোক, ছেলে মেয়ে বুড়ো—সকলেই ত আমরা "ইস্‌ক্রু" (বা 'ইস্ক্রুপ'), "ইস্প্রিং", "পেণ্ডুলম" ইত্যাদি কথাই ব্যবহার করি ; ভাবও বেশ প্রকাশ হয় ; কার্য্যও বেশ চলে। আচ্ছা বলি—সেলেট পেন্‌সিল, উট্ পেন্‌সিল, কাইল প্রভৃতির বাঙ্গালা রচনা করিয়া চলিত-ভাষায় চালান সম্ভব কি? নূতন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা (বা বিকৃত সংস্কৃত) প্রতিশব্দ প্রস্তুত করেন—খুব ভাল ; অধিকন্তু ন দোষায়। খুব উঁচু ধরণের বাঙ্গালা বই জোগাড় করতে ইচ্ছে হ'ল,—যত বিদেশীয় কথার নূতন বাঙ্গালা সৃষ্টি করিয়া ব্যবহার করুন, নানা রকমের কায়দা ও ধরণ ধারণ দেখান, বহুবিধ রত্নাদিতে গ্রন্থ খানিকে ভূষিত করুন—দেখিতে, শুনিতে, পড়িতে—অতীব উত্তম হইবে সন্দেহ কি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তলায় একটু টীকের আগুন জ্বালিতে হইবে বোধ হয়।

বাঙ্গালা ভাষাতে বিদেশী কথা চালান ত দূরের কথা, সংস্কৃত ভাষাতেই এক সময়ে অনেক বিদেশী কথা চলিয়া গিয়াছে—আজও আমাদের অনেকে হয় ত সেই সকল কথা সংস্কৃত বলিয়াই জানেন! আমাদের ফলিত জ্যোতিষে "দ্রেক্কাণ" বলিয়া একটী কথা পাওয়া যায় : প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে (ইংরাজী

৩০ ডিগ্রী) বিভক্ত, তাহার তিন ভাগের এক ভাগকে "দ্রেক্কাণ" কহে; প্রত্যেক রাশিতে তিনটী করিয়া দ্রেক্কাণ আছে। বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোনও অভিধান বা শব্দভাণ্ডারে দ্রেক্কাণের ব্যুৎপত্তি নাই। কেবল মাত্র উইলসন সাহেব তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে বলিতেছেন যে, দ্রেক্কাণ হয় ত ইউরোপীয় ফলিত জ্যোতিষের "ডিকেনস" নামক কথা হইতে উৎপন্ন।

প্রাচীন সংস্কৃতেও ইয়ুরোপীয় শব্দের প্রচলন দেখা যায়।

কিন্তু বোধ হয়, "ডিকেনস্" হইতে নহে, গ্রীক 'ড্রেকনিস' বা ইংরাজী ড্রেগন্ (একটি কন্‌ষ্টেলেশন বা নক্ষত্রপুঞ্জ) হইতে উৎপন্ন। অথবা দ্রেক্কাণ= দৃক্কর্ণ=ড্রেগন্; দৃক্কর্ণ অর্থ সর্প, ড্রেগনের অর্থও প্রায় সেইরূপ। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আরও এমন অনেক শব্দ আছে, যে সকল শুনিলেই বোধ হইবে যে, তাহাদিগের উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নহে, খুব সম্ভবতঃ গ্রীক ভাষা হইতে, যেমন, কৌর্প্য অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশি (বোধ হয় গ্রীক স্কর্পিয়স্ হইতে), তাবুরি অর্থাৎ বৃষ রাশি—গ্রীক 'টাউরস্'; আকোকের অর্থাৎ মকর রাশি, এবং লিয়া অর্থাৎ সিংহরাশি—সম্ভবতঃ ল্যাটিন কাপ্রিকর্ণস ও লিও হইতে উৎপন্ন। খানকতক এমন সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্র আছে, যাহা বিদেশীয় মূলক বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়। যেমন পৌলিশ-সিদ্ধান্ত, রোমক-সিদ্ধান্ত, যবন-সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। রোমক সিদ্ধান্তে নাকি শুনিতে পাওয়া যায়, যীশুখ্রীষ্টের কোষ্ঠী আছে; পৌলিশ সিদ্ধান্ত নাকি পৌলিয়স আলেকজাণ্ড্রিনস্‌-কৃত। বোধ হয় দ্রেক্কাণ প্রভৃতি কথা গর্গঋষি প্রথম ব্যবহার করেন। গর্গঋষি গ্রীকদিগের প্রতি অতি উচ্চভাব পোষণ করিতেন। গ্রীকেরা ম্লেচ্ছ হইলেও তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ উৎকৃষ্ট রূপে জানিতেন বলিয়া গর্গাচার্য্য তাঁহাদিগকে 'ঋষি' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। গ্রীকগণ দুই শতাব্দীর অধিক (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭-১৬১) ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে এদেশে গ্রীকদিগের অনেক আচার ব্যবহার ও ভাষা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ কি? করণ সাহেব বলেন গর্গাচার্য্য খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় পর্য্যন্তও বোধ হয় সংস্কৃত ভাষার খুব চর্চ্চা ছিল—আজ-কালকার মত মৃত-ভাষায় পরিণত তখনও হয় নাই।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই সময়ে, বাঙ্গালা ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষার ত কথাই নাই, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে—এমন কি, বেদে পর্য্যন্তও প্রক্ষিপ্ত ভাবে

অসংখ্য আরবী ও ফারসী কথা চলিয়া গিয়াছে। বেদে প্রক্ষিপ্তই হউক আর যাহাই হউক—অলোপনিষৎ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। বাঙ্গালায়—কাগজ কলম দোয়াৎ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য বাক্য, বিদেশীয় ভাষা হইতে আসিয়াছে। ইহাদিগের স্থলে পত্র, লেখনী, মসীপাত্র ইত্যাদি কথন ভাষায় চলন নাই।

আর একটা কথা মনে পড়ে গেল: ছেলেরা মারবেল খেলা করে—সে খেলাটী কোন্ দেশীয়? আমাদের দেশের কি? সে দিন ৭ বৎসরের ও ৫ বৎসরের দুইটী গরীব ছোট লোকের ছেলে ঐ মার্‌বেল খেলা করিতেছিল; জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম তাহারা সবে পাঠশালাতে বর্ণপরিচয় আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ত বেশ থ্রি, সিক্‌স্, নাইন, টুএল্‌ভ্, এইটিন কোর, নথিং নট্‌এনি, ইত্যাদি বিদেশীয় পরিভাষা ব্যবহার করিতেছে, অর্থ বুঝিয়েছে এবং তদনুযায়ী কার্য্যও করিতেছে। এইরূপস্থলে 'তিন', 'ছয়', 'নয়' ইত্যাদি প্রতিশব্দ তাহাদিগকে এখন হাজার শেখালেও আর 'থ্রি' 'সিক্‌স্' প্রভৃতি বল্‌তে ছাড়ছে না।

বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী শব্দের মিশ্রণ—অপরিহার্য্য।

এইত গেল নিরক্ষর শিশুদিগের কথা। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণপর্য্যন্তও "শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল বসু মল্লিকের ফেলোসিপের লেক্‌চর", "সপ্তম লেক্‌চর" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন।

একস্থলে সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন যে, "বাঙ্গলাভাষার ত্রিসীমার মধ্যে একটীও সাঁওতাল ভাষার বা অন্য কোনও জঙ্গলী ভাষার শব্দ নাই"।—ইহা কি সত্য? খুঁজিলে বোধ হয় বাঙ্গলা ভাষা থেকে, বিশেষ পশ্চিমাঞ্চলের চলিত বাঙ্গলা হইতে—অনেক সাঁওতালি শব্দ পাওয়া যায়; এবং দূরবর্ত্তী পূর্ব্ববাঙ্গলা হইতে অনেক জঙ্গলী ভাষার শব্দও পাওয়া যাইতে পারে।

সভাপতিমহাশয় কর্ত্তৃক কতিপয় ইংরাজী শব্দ ও বাক্যাংশের বঙ্গানুবাদ সমালোচনাসহ দেওয়া যাইতেছে:— ১। "Division of labour = শ্রমের বিভাজন"। অনুবাদটী সুন্দর হইয়াছে। 'শ্রম-বিভাজন' (স্থল বিশেষে 'শ্রম-বিভাগ') করিলে কি আরও একটু ভাল হয় না?

দ্বি. ঠা. কর্ত্তৃক কতিপয় ইংরাজী শব্দের বঙ্গানুবাদ ও সমালোচনা।

২। "Tendon = স্নায়"। "Nerve = তৈজসতন্ত; Ganglion = তৈজসপিণ্ড; Nervous system = একপ্রকার সূক্ষ্মশরীরের সামিল"।—সূক্ষ্ম শরীর হইতেছে নিরাকার, আর 'নর্ভাস সিস্‌টেম্' বলিলে সাকার কোন বস্তুকে বুঝায়—"সূক্ষ্ম-

শরীরের সামিল” কি করিয়া হইতে পারে? স্নায়ুকে নরভ্ বলিলে কিছু ক্ষতি হয় না, টেনডন্ বলিলে বিশেষ ক্ষতি। এ সম্বন্ধে “স্নায়ু বা নর্ভ্” নামক পৃথক প্রবন্ধাকারে পরবর্ত্তী এক সংখ্যায় কিছু বিচার করা যাইবে।

৩। “Centripetal and Centrifugal forces = কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্রাতিগা শক্তি”। —এই অনুবাদ দুইটী বড় যে ভাল হইয়াছে বোধ হয় না। কেন্দ্রানুগা শক্তি বলিলে যেন কেন্দ্রস্থ শক্তির বলবত্ব ও প্রাধান্য না বুঝাইয়া, আকৃষ্ট বস্তুর স্বকর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বুঝায়, যেন নিজের ইচ্ছাতেই নিজে কেন্দ্রের অনুগমন করিতেছে,—কেন্দ্রের আর আকর্ষণ-ক্ষমতা তত নাই। ‘কেন্দ্রাতিগা-শক্তি’ বলিলে যেন বোধ হয় পদার্থটি অপর এক স্থান হইতে আসিয়া পথিমধ্যে একস্থলে কেন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে; পদার্থটি যে, কেন্দ্র হইতেই পলায়ন করিতেছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইতেছে না। বোধ হয় পূর্ব্বাবধি প্রচলিত শব্দ “কেন্দ্রাভিকর্ষিণী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি” ব্যবহার করিলেই ভাল।

৪। “Organized labour = যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম”।—সভাপতিমহাশয় স্বয়ংই একস্থলে অনুবাদ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, অনুবাদ যেন “ভাবাংশে মূলের মত এবং ভাষাংশে মনের মত হয়”। ‘যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম’ অনুবাদটি ইহার ভাবাংশে মূলের মত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষাংশে ঠিক সকলকার মনের মত কতদূর হইয়াছে বলা সুকঠিন। ‘যন্ত্রবদ্ধ’এর পরিবর্ত্তে যদি ‘ধারাবদ্ধ’, ‘প্রণালীবদ্ধ’, ‘দলবদ্ধ সুবিভক্ত’, অথবা ‘দলবদ্ধ সুশৃঙ্খল’ (পরিশ্রম)—এইরূপ অনুবাদ করা যায় তাহা হইলে ভাবাংশে ও ভাষাংশে দুই দিকেই ঠিক হয় না কি?

৫। “Organic Chemistry = শারীরিক রসায়ন; Inorganic Chemistry = ভৌতিক রসায়ন”।—‘ভৌতিক’ শব্দ ত ব্যবহার করাই যায় না; কেননা জগতের যাবতীয় পদার্থই ভৌতিক; শরীরও ভৌতিক। ভৌতিক রসায়নের পরিবর্ত্তে ‘অশারীর রসায়ন’ বলিলে ভাল হয়। বেদান্তসারের টীকাকার ‘শারীরক’ মানে করিতেছেন ‘জীবাত্মা’; ‘শারীরক রসায়ন’ মানে তাহা হইলে ‘জীবাত্মা সম্বন্ধীয় রসায়ন’ হইয়া পড়ে। ‘শারীরবিধান’, ‘শারীর-স্থান’, ‘শারীর বিজ্ঞান’ প্রভৃতি যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন ‘শারীর রসায়ন’ এই শব্দ চালাইলেই ভাল। রসায়নবিৎ ডাক্তার চুণিলালবসু রায়বাহাদুর মহাশয় তাঁহার ‘ফলিত রসায়নে’ ‘অর্গানিক ও ইনর্গানিক্ কেমিষ্ট্রীর’ অনুবাদ ‘অঙ্গারক ও অনঙ্গারক রসায়ন’ করিয়া-

ছেন।—ইহা কিছু উচ্চারণ-কৃচ্ছ্র। অনুবাদটী পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞানসঙ্গত হইলেও বরং এক কথা ছিল। যখন, ইস্পাত (ডাক্তার টম্‌সন্ সাহেব বলেন, ইস্পাতে ৯৯ ভাগ লোহা আর একভাগ অঙ্গার ও সিলিকান আছে) এবং টার্পিন, মেথেন, এসিটিলিন, এথিলিন প্রভৃতি হাইড্রোকার্ব্বন্‌স্, এবং আরও অনেকানেক অঙ্গার-যৌগিক (কার্ব্বন-কম্পাউণ্ড্‌স্) অঙ্গারক-রসায়নের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না, তখন 'অঙ্গারক' 'অনঙ্গারক' এই দুইটী রাশ-নাম (রাশ্যাশ্রিত নাম) রাখিয়া, ডাক-নাম 'শারীর রসায়ন' ও 'অশারীর রসায়ন' রাখিলেও, তবু যাহা হউক এক রকম মন্দ হয় না; ইংরাজিতেও কেমিষ্ট্রী-অভ-কার্ব্বনকম্পাউণ্ড্‌স্ ডাক্‌নাম না হইয়া 'অর্গানিক কেমিষ্ট্রী ডাক-নাম হইল বোধ হয় সেই কারণেই। অর্গানিক কেমিষ্ট্রীকে 'আন্তর্দৈহিক রসায়ন' এবং ইনরর্গানিক কেমিষ্ট্রীকে 'নাস্তদৈহিক রসায়ন বলিলে অনুবাদটী ন্যায়সঙ্গত ত হয়ই, তা ছাড়া "ভাষাংশে মূলের মত এবং ভাবাংশে মনের মতও" অতি সুন্দররূপে হয়। আন্তর্দৈহিক অর্থাৎ যাহাদের ক্রিয়া অন্তর্দেহে (কোনও জীব জন্তু বা উদ্ভিদের অভ্যন্তরে) উৎপন্ন হয়; ইংরাজী 'অর্গানিক' শব্দেরও এ স্থলে অর্থ ঠিক তাহাই—যাহার প্রক্রিয়া কোনও অর্গানিক সিস্‌টেমের ভিতরে হয়।

৬। "Theory = সিদ্ধান্ত"। "Theoretical = তাত্ত্বিক"। "Practical = ব্যবহারিক।—থিয়রীর আরও দুইটী অর্থ আছে:—তত্ত্ব (বাদ বা বিচারসিদ্ধ জ্ঞান) এবং মত (অনুমান বা কল্পনাসিদ্ধ একটা অভিপ্রায় মাত্র)। থিয়রেটিকালেরও তাত্ত্বিক, পরোক্ষ, কল্পনাসিদ্ধ এইরূপ কয় প্রকার অর্থ হয়। 'থিয়রেটিকাল নলেজ' মানে 'পরোক্ষানুভূতি'। 'প্রাক্‌টিকাল' মানে 'প্রত্যক্ষ' বা 'অপরোক্ষ'; প্রাক্‌টিকাল সায়েন্‌স্ = প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান; প্রাকটিকাল নলেজ = অপরোক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষজ্ঞান। 'পরোক্ষ' 'অপরোক্ষ' দুইটী কথা বেদান্ত দর্শনে এইরূপ অর্থে ভূরি ভূরি ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাক্তার চুণিলাল বাবু 'প্রাক্‌টিকাল কেমিষ্ট্রীর' অনুবাদ 'ফলিত-রসায়ন' করিয়াছেন।

৭। "Moral science = "ধর্ম্মতত্ত্ব"।—কর্ত্তব্য-বিধান, কর্ত্তব্যশাস্ত্র বা কর্ত্তব্য-বিজ্ঞান বলিলে কি ঠিক হয় না? "Moral courage = সাত্ত্বিক সাহস"।—'চরিত্র-বল' বা 'মনের তেজ' এইরূপ হইলেই যেন ভাল হয়। "Morally strong = অন্তরাত্মা সবল"।—ইহারও অর্থ 'মনের তেজ খুব' অথবা 'মানসিক ওজঃপূর্ণ', করিলে ভাল হয়। "Conscience Satisfied = অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট"।

—'মন সন্তুষ্ট' এইরূপ হইলেও মন্দ কি? যেমন, তোমার Conscience clear থাকিলেই হইল = 'তোমার মন সাচ্চা থাকিলেই' বা 'তোমার মনে কোনও গলদ না থাকিলেই হইল'। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে 'মন'কে লইয়াই যত কায; 'মন' একটা অমনি ছোট খাট ফেলনা-জিনিষ নয়; নানা উচ্চ অর্থে 'মন' এই শব্দ ব্যবহার করা যায়।

৮। "Morality = Practical ধর্ম্ম'; 'Religion = Doctrinal ধর্ম্ম' (অর্থাৎ theoretical); 'Religionকে বিশ্বাসে ধরিয়া থাকিতে হয় এবং Moralityকে কার্য্যে ধরিয়া থাকিতে হয়।—নিতান্ত তলিয়া না বুঝিলে, অনেকের পক্ষে এ সকল—সর্ব্বনেশে কথা। Morality—religionএর পূর্ব্বাবস্থা; morality যেখানে শেষ হইয়া যায়, religion সেখানে আরম্ভ হয়; মনুষ্যকে morality, religionএর জন্য প্রস্তুত করাইয়া দেয় মাত্র। Morality কিছুদূর যাইয়াই অকূল পাথার দেখে; religion সেই খান হইতে তখন মনুষ্যকে তুলিয়া সম্মুখে অনন্ত পথ দেখাইয়া দেয়,—সত্যের পর সত্য, আনন্দের পর আনন্দ, ক্রমশঃ অবাঙ্মনসোগোচর যে সচ্চিদানন্দ তাহা পর্য্যন্ত লাভ করাইয়া দেয়।

প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার দৃষ্টিতে Moralityর রাজ্য অতি সঙ্কীর্ণ, অতীব ক্ষুদ্র—ইহজগতেও দুই দিনের জন্য, যতক্ষণ সত্যমিথ্যাজ্ঞান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান, ততক্ষণ পর্য্যন্ত। অন্তঃকরণ যখন ঈশ্বরের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, যখন তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, ইহজগৎকে যখন তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান হয়—ঈশ্বরের জন্য মন এক-লক্ষ্য হইয়া বেগে ধাবমান হইতে থাকে—আর কোনও দিকে দৃষ্টি করে না, তখন মনুষ্যের জীবন morality বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-রাজ্যের পরপারে উপনীত হয়;—দেখে 'অপূর্ব্ব একমাত্র-নিরপেক্ষ-পরমকর্ত্তব্য যে 'ঈশ্বর লাভ' তাহারই উপায়বিধানস্বরূপ—ধর্ম্মরাজ্য। এই ধর্ম্মরাজ্য প্রত্যক্ষ উজ্জ্বলরত্নের ন্যায় তখন নয়নপথে ভাসমান হয়—তখন আর সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মকে 'অন্ধ বিশ্বাসের পদার্থ' বা কেবল 'মতামতের' ব্যাপার বলিতে পারেন না; ধর্ম্মের জন্য তখন তিনি কত কঠোর তপস্যা করেন, কতপ্রকার যোগসাধনাদি করিতে থাকেন, অবশেষে পরমবস্তুতে আত্মহারা হইয়া যান। যদি তিনি কখন সেই অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তিনি কি বলিবেন না "Religion is the most practical of all practical sciences?

অবশ্য, প্রথম অবস্থায় morality ধরিয়া না থাকিলে কোনও মনুষ্য উন্নতি

করিতে পারেন না, ইহাও অতি সত্য; moralityর আশ্রয় ছাড়িলে 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইয়া পড়িতে হয়; না হয় কর্ম্ম না হয় ধর্ম্ম; ইহকালে ত শান্তি পাওয়াই যাইবে না, পরকালের পথেও কণ্টক পড়িয়া যায়।

সভাপতি মহাশয় একস্থলে আক্ষেপ করিতেছেন যে, যখন 'মানসিক' 'শারীরিক'' প্রভৃতি ষ্ণিক প্রত্যয়ান্ত শব্দের পূর্ব্বস্বরবৃদ্ধি, তখন 'ব্যবহারিক'এর স্থলে 'ব্যাবহারিক' লেখা হয় না কেন।

ব্যবহারিক ও ব্যাবহারিক।

ইহার উত্তর— তদ্ধিতের সাধারণ নিয়মমতে ষ্ণিক প্রত্যয় করিলে পূর্ব্বস্বরের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে—"ন লিং-কার্য্যং সর্ব্বত্র" এই সূত্রানুসারে আবার হয়ও না; যেমন—শিল্পিক, রসিক-কণিক, ক্ষণিক, চুলিক, দেবিক (দৈবিকও হয়) প্রভৃতি। যদি বলেন ইহারা দ্বিস্বরযুক্ত শব্দ,—ইহাদের সম্বন্ধে কোন কোন ব্যাকরণ মতে ঐরূপ বিশেষ নিয়ম আছে, অতিরিক্তস্বর-বিশিষ্ট শব্দেরও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—ব্যবসায়িক, প্রস্থানিক, অনুযাত্রিক, জ্যোতিষিক (জৌতিষিকও হয়) অপ্রস্তাবিক, অশ্বমেধিক, অহিতুণ্ডিক, দশমিক, কুসীদিক, কিঙ্কিলিক, করতুণ্ডিক, কোজাগরিক, পরিণামিক, পল্লবিক প্রভৃতি। এইরূপ, 'ব্যবহারিক' শব্দের আদ্যস্বরবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না; ইহা শিষ্টপ্রয়োগসিদ্ধ। সভা-পতি মহাশয় বোধ হয় কোনও অভিধান বা প্রামাণিক পুস্তক হইতে 'ব্যাবহারিক' এইরূপ দেখাইতে পারিবেন না। কদাচিৎ দুই একখানি সংস্কৃত অভিধানে 'ব্যবহারিক' এবং 'ব্যাবহারিক' দুই রকম শব্দেরই উল্লেখ দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শেষোক্ত শব্দটীর অর্থ অন্য প্রকার।

সাহিত্যপরিষদের চতুর্থ উদ্দেশ্য—"দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা"। এইস্থলে সভাপতি মহাশয় বলিতে-ছেন—'দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য' এই

সাহিত্যপরিষদের চতুর্থ উদ্দেশ্য।

বাক্যটীর মাথা-নিচু পা উঁচু অবস্থা ঘুচাইয়া উহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করানো উচিত; উহাকে করা উচিত 'কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন।' কেননা, প্রথমে কাব্য, পরে ইতিহাস, পরে বিজ্ঞান, পরে দর্শন, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের উত্তরোত্তর ক্রমান্বয় পদ্ধতি"। সভাপতি মহাশয় যেরূপ শব্দগুলি সাজাইয়াছেন তাহা যে মন্দ, তা নয়; তবে, শব্দগুলির যেরূপ বিন্যাস পূর্ব্বে ছিল তাহাই অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া বোধ হয়। সভাপতি মহাশয় একরূপ প্রণালীতে বিন্যাস করিয়াছেন,

সাহিত্যপরিষৎ আর একরূপ প্রণালীতে করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী—ক্রমাবস্থা মতে; শেষোক্ত প্রণালী—প্রয়োজনীয়াদ্য-ক্রমে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেমন—ইংরাজি ইডিয়ম 'pennywise poundfoolish, 'cut and dry' প্রভৃতি। শেষোক্ত প্রণালীর দৃষ্টান্ত, যেমন—'black and white''root and branch', 'day and night', 'buy and sell' প্রভৃতি। সাহিত্যপরিষৎ যদি মনে করেন—ইতিহাস ও কাব্য 'অপেক্ষা দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা বেশী আবশ্যক; তাহা হইলে তাঁহাদিগের এইরূপ শব্দবিন্যাস—দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য—কিছু অযথা হয় নাই। বাস্তবিক কথা—সকলদেশেই দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা অন্যান্য বিষয়ের অপেক্ষা বেশী আবশ্যক। যে দেশে যত বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চ্চা, সেই দেশে তত সভ্যতার আধিক্য।

সাহিত্যপরিষদ্ সভার উন্নতিতেই তৎপত্রিকার উন্নতি, এবং স্বদেশেরও উন্নতি। সাহিত্যপরিষদসভাবঙ্গের অমূল্য ভূষণ হউন,ইহাই সাহিত্য-সেবকগণের এবং বঙ্গবাসিমাত্রেরই একান্ত ইচ্ছা। পরিষদগণের যেন ইহা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকে। বাঙ্গালীর চিরন্তন চরিত্র বশতঃ যেন পরস্পর গরমিল না ঘটে; ব্রত, উদ্দেশ্য ও পরমদায়িত্ব যেন কেহ ভুলিয়া না যান; ইহাই প্রার্থনা।

উপসংহার।

সাধু দুর্গাচরণ নাগ।

বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রায় ৫৪ বৎসর, অতি পবিত্রভাবে, অতি সন্তর্পণে, অতিবাহিত করিয়া,সে দিন আবার আর একটী ঈশ্বরের প্রিয়তম সন্তান, সকলকে ফেলিয়া—অনেককেই অকূল শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া, স্বস্থানে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন! নাম ছিল তাঁহার—শ্রীমান্ দুর্গাচরণ নাগ; নিবাস ছিল—ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণ গঞ্জে, দেবভোগ নামক এক অপরিচিত ক্ষুদ্র গ্রামে। সকলে তাঁহাকে জানিতেন না, সকলে বোধ হয় তাঁহাকে চিনিবেনও না। তিনি ইহজগতের লোক ছিলেন না; সর্ব্বদাই তদ্গতচিত্তে থাকিতেন। চক্ষু,কর্ণ,জিহ্বা, মন প্রভৃতি সবই তাঁর ছিল বটে, কিন্তু দেখিলে মানবীয় বোধ হইত না;—

যেন অন্য উপাদানে অন্য রকমে গঠিত, যেন অন্য কার্য্যের জন্য অভিপ্রেত। সে অদ্ভুত সাধু পুরুষকে এই ক্ষুদ্র পত্রে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। তাঁহার পবিত্র জীবনের দুই একটী সামন্য সামান্য কথা দ্বারা, যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচয় দিতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করিব।

দুর্গাচরণের কোনও ধনসম্পত্তি ছিল না; সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন মাত্র। কার্য্যোপলক্ষে যদি কখন কোন মজুর নিযুক্ত করিতে হইত, ২।১ ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করিতে দিতেন না এবং তাহার নিকট হইতে সানুনয়ে অপরাধক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতেন। সকলকেই নারায়ণ জ্ঞানে দেখিতেন। যদি কাহারও নিকট আসিতেন, ফিরিয়া যাইবার সময়—পিছন ফিরিয়া যাইলে পাছে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়—তাঁহার দিকে সম্মুখ করিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জোড়হস্তে নমস্কার করিতে করিতে যাইতেন। সকলের নিকটেই সর্ব্বদা জোড়হস্ত এবং নতশির; মুখে অনবরত ঠাকুর দেবতার নাম; কখনও বা "গুরুদেব গুরুদেব" অথবা "কৃপা কৃপা"—উচ্চারণ করিতেন। এত দয়ার সাগর ছিলেন যে, বৃক্ষের পত্র পুষ্প বা ফল পর্য্যন্তও পাড়িতে পারিতেন না। বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটী বাঁশঝাড় ছিল, জীর্ণ পর্ণকুটীরে কোন রকমে একটী বাঁশ প্রবেশ করে, সাধু দুর্গাচরণ কখনও তাহা কাটিতে দেন নাই; বলিতেন—আহা! ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, থাক্ থাক্। অতিথি অভ্যাগত বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহাদিগের সেবার জন্য যে কি ব্যস্ত হইতেন তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছেন। নিজ শরীরের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন তাঁহার ছিল না; স্নান পর্য্যন্তও করিতেন না। এক বেলা দুই তিন গ্রাস মাত্র—যাহা হউক কিছু—খাইতেন; দেখিতে—জীর্ণ শীর্ণ কলেবর। দিন কতক তিনি একবারেই অনাহারে ছিলেন; আহারের জন্য কেহ অত্যন্ত পেড়াপিড়ি করিলে কাতরস্বরে উত্তর দিতেন "যে শরীর ঈশ্বর লাভ করিতে পারিল না, সে শরীর আহার করিবে কি?" পরে কোন মহাপুরুষের অনুরোধে, নিতান্ত কায়ক্লেশে জীবন রক্ষা মাত্র হয় এইরূপ পরিমাণে একাহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘরের ভিতরে, অথবা কোন ভাল স্থানে ভাল করিয়া, কখনও শয়ন করিতেন না; ফাঁকা জায়গায় পড়িয়া থাকিতেন।

ইহার সাধ্বী স্ত্রী আজও বর্ত্তমান। সাধু দুর্গাচরণ গৃহস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু অবস্থা তাঁর পরমহংসের ন্যায় ছিলেন। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—তিনি যেন মহাপ্রভুর এই উক্তিটীর প্রতিমূর্ত্তি; শ্লোকটীর প্রতিশব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ তাঁহাতে জাজ্জল্যমান দেখা গিয়াছিল। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটী পরমভক্ত ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক।

মৃগনাভির গন্ধ এত অধিক কাল স্থায়ী যে, ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে রোমসম্রাট্ জষ্টিনিয়ান যখন সেণ্টসোফিয়ার উপাসনামন্দির নির্ম্মিত করান, তখন তথায় কিছু মৃগনাভি রক্ষিত হইয়াছিল; সেই উপাসনামন্দির অদ্যাবধি তাহার সৌরভে আমোদিত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত কেভেণ্ডিস্ ল্যাবরেটরির রাসায়নিক তুলাদণ্ডে এক গ্রেণের দশমাংশ পরিমাণ মৃগনাভি বহুদিন হইতে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহার ভারের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

আগামী বর্ষে প্যারিস্ প্রদর্শনীতে যে সকল বস্তু প্রদর্শিত হইবে, তন্মধ্যে টেলেইলেক্ট্রস্কোপ নামক অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র বিশেষ দর্শনীয়। ঐ যন্ত্র এক সামান্য বিদ্যালয়ের পোলাণ্ডদেশীয় শিক্ষক হার জেপ্‌নিকের উদ্ভাবনাশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। দূরবীণগণের সাহায্যে দূরবর্ত্তী বস্তু সকল আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু গৃহে বসিয়া দেয়াল ভেদ করিয়া দূরবীক্ষণসাহায্যে দূরস্থ বস্তুসকল দর্শন করা সম্ভবপর নহে। উহার জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্রের আবশ্যক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতে এইরূপ একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হার জেপানিক ঐরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঐ অদ্ভুত যন্ত্র সকলবস্তু ভেদ করিয়া ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে নীত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং প্যারিস্ প্রদর্শনীতে যাঁহারা গমন করিবেন, তাঁহারা টেলেইলেক্ট্রস্কোপের সাহায্যে ৪০ মাইল দূরে কি হইতেছে, তাহা অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। যন্ত্রটীর যাবতীয় স্বত্ব ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এই প্রদর্শনী যত দিন না শেষ হয়, ততদিন কেহ ইহার যান্ত্রিক অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশের ন্যায় উষ্ণপ্রধান স্থান পৃথিবীতে বিরল। চারিদিকে বালুকাপূর্ণ শুষ্ক ভূমি এবং জলের চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তথাকার লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল পানের সম্পূর্ণ অনুপযোগী সুতরাং তথায় পানীয় জলের বিশেষ অভাব। কিন্তু প্রকৃতির সুবন্দোবস্তে সেই অভাব দূর হইয়াছে। তথাকার সমুদ্রের তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহুসংখ্যক প্রস্রবণ নির্ম্মল বারিধারা প্রবলবেগে উদ্গীরণ করিতেছে। ডুবুরিরা ভারি প্রস্তরের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে গমন করিয়া এই সকল প্রস্রবণের জলে মসক পূর্ণ করে এবং প্রস্তর ছাড়িয়া দিয়া উপরে উত্থিত হয়। তথাকার লোকেরা এইরূপে পানীয় জল প্রাপ্ত হয়।

ব্যারণ রথ্‌শ্চাইল্ডের পুত্র ওয়াল্টার রথ্‌শ্চাইল্ড পশু পক্ষী লইয়া থাকিতে বড় ভাল বাসেন। তাঁহার একদল এমন পোষা জেব্রা আছে যে, তাহারা ঘোড়ার মত গাড়ী টানে। তাঁহার বাগানে একটী পোষা সিংহও ছাড়া আছে, সিংহের ন্যায় মাংসাশী জন্তু কিরূপে গৃহপালিত পশুর ন্যায় শান্তপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল, তাহার কারণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

আমোনিয়ম্ নাইট্রেট্ নামক যৌগিক পদার্থে উত্তাপ প্রদান করিয়া নাইট্রস্ অক্সাইড্ নামক গ্যাস্ প্রস্তুত করা যায়। সার্ হাম্ফ্রি ডেভির সময়ে এই গ্যাস্ আবিষ্কৃত হয়। ডেভি পরীক্ষা করিতে করিতে ইহার এক অভিনব গুণ দেখিতে পাইলেন। এই গ্যাসের বিশেষত্ব এই যে, যদি কেহ ইহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করে, তাহা হইলে তাহার মনে সাতিশয় হর্ষের উদ্রেক হয় এবং সে ব্যক্তি হাসিতে আরম্ভ করে। বিশুদ্ধ নাইট্রস্ অক্সাইড্ গ্যাস সেবন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই এক প্রকার শব্দ শ্রুত হয় ও পরে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইতে হয়। এই সময়ে রুগ্ন দন্ত উৎপাটনের ন্যায় অল্পক্ষণব্যাপী অস্ত্রচিকিৎসা অনায়াসে করা যাইতে পারে। এইরূপে ঐ গ্যাসের সাহায্যে ঐ সিংহের দন্ত শাবক অবস্থায় উৎপাটিত হইয়াছিল। ঐ দন্ত কয়টাই মাংসাশী জন্তুর হিংস্র স্বভাবের কারণ।

আরবদেশে এক প্রকার গাছ জন্মে, তাহা পীতবর্ণের পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণের বীজ উৎপাদন করে। ঐ বীজ চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে নাইট্রস্ অক্সাইড্ গ্যাসের ন্যায় হাস্য উৎপাদন করে।

এখন তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তা কেবল স্বপ্নকল্পিত বিষয় নহে। একদিকে ভারতের উজ্জ্বল রত্ন অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু ও অপরদিকে বৈজ্ঞানিক

ইটালীয় যুবক মার্কনি তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তা কার্য্যে পরিণত করিয়া সভ্য জগতে বিখ্যাত ও বিদ্বৎসমাজে আদৃত হইয়াছেন। অধ্যাপক বসু তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িতবিজ্ঞানবিষয়ক উচ্চ শ্রেণীর জটিল তত্ত্বের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। সিনিয়র মার্কণি কেবল তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তার উন্নতিকল্পে যত্নচেষ্ট। সেদিন তিনি তাঁহার যন্ত্রের দ্বারা এক ইংরাজ রণতরী হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আর এক রণতরীতে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ওদিকে বিলাতের ম্যাস্কেলিন্ সাহেব মার্কণির যন্ত্রের সাহায্যে বেলুন হইতে ভূতলে রক্ষিত বারুদাদি দাহ্যমান পদার্থ প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমে তাড়িত ভবিষ্যৎ সমরাস্ত্রে বিপ্লব উপস্থিত করিবে।

রামকৃষ্ণ মিশন।

মহোৎসব।—আগামী ২৮শে ফাল্গুন ইংরাজী ১১ই মার্চ্চ রবিবারে, কলিকাতার সন্নিকট, ভাগীরথীর পশ্চিমকুলস্থ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের সপ্তষষ্টিতম জন্মোৎসব হইবে।

স্বামী সারদানন্দ।—বিগত ডিসেম্বর মাসে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সারদানন্দ প্রচারার্থ ঢাকায় গিয়াছিলেন। তথায় অনেকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বরিশালে আসেন। কাশীপুর নিবাসী নামক এক পত্র বলিতেছেন :—

রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ স্বামী প্রমুখ প্রচারক-দলের শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামী বরিশালে আসিয়াছেন। তিনি অত্রত্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বিগত ৬ই জানুয়ারী ইংরেজী ভাষায় "Catholicty and Hinduism" ৭ই জানুয়ারী বাঙ্গলা ভাষায় 'শক্তি ও সংযম' ৮ই তারিখে 'ভক্তি ও জ্ঞান' বিষয়ে বক্তৃতা এবং ৯ই ও ১০ই তারিখে সভায় সদালাপ প্রশ্নোত্তর করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। আমরা ক্রমান্বয়ে পরমহংস মহাশয়ের কয়েকটী প্রিয় শিষ্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি; সকলেরই প্রস্ফুটিত ধর্ম্মজ্ঞান এবং শান্তপ্রকৃতি দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা কালক্রমে একটী বিস্তৃত ধর্ম্মসমাজের অধিনায়ক হইবেন, তাহা প্রচারের সুপ্রণালী দেখিয়াই উপলব্ধি হইল।

সাপ্তাহিক বক্তৃতা।—স্বামী সারদানন্দ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় বাগবাজার বোসপাড়া রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৫৭ নং ভবনে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৫৷৷• টার সময় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

দ্বারা নিরবকাশ বা বাধক বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে) এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতি পুনর্ব্বার এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" "এই পরমাত্মার নানাবিধ পরাশক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়" "তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প" ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রতিপাদনপর উপনিষদের কি প্রকারে বাধ্যত্ব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে ? (ইহার উত্তর এই বলিতেছি যে) নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের সামর্থ্যেই (সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য সকল বাধিত হইয়া থাকে)।

ভাষ্য।—এতদুক্তং ভবতি "অস্থূলমনণু অহ্রস্বং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নির্গুণং নিরঞ্জন" মিত্যাদি বাক্যানি নিরস্তসমস্তবিশেষকূটস্থনিত্যচৈতন্যং ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়ন্তি ইতরাণি চ সগুণং উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে অনেনৈব অপচ্ছেদন্যায়েন নির্গুণবাক্যানাং গুণাপেক্ষত্বেন পরত্বাদ্বলীয়স্ত্বং ইতি ন কিঞ্চিদপহীনং।

অনুবাদ।—ইহা বলা হইয়াছে যে "ব্রহ্ম অস্থূল অনণু অহ্রস্ব সত্য জ্ঞান অন্তহীন" (ব্রহ্ম) "নির্গুণ ও নিরঞ্জন" এই সকল বাক্য, সকল প্রকার উপাধি-রহিত কূটস্থ নিত্য চৈতন্যই ব্রহ্ম—ইহা প্রতিপাদন করে ; এবং সত্যকাম ইত্যাদি বাক্য—সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে ; এই দ্বিবিধ বাক্যের বিরোধে প্রাগুক্ত "অপ-চ্ছেদ" ন্যায়-বলে নির্গুণবাক্যসমূহের সগুণবাক্যাপেক্ষানিবন্ধন সগুণবাক্যের অনন্তরভাবিত্ব আছে বলিয়া বলবত্তা আছে (সুতরাং তাহা দ্বারা সগুণবাক্য বাধিত হয়) এই কারণে অদ্বৈতবাদের কোন প্রকার হানি নাই।

ভাষ্য।—নন্বু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যত্র সত্যজ্ঞানাদয়োগুণাঃ প্রতীয়ন্তে নেত্যুচ্যতে সামানাধিকরণ্যেনৈকার্থত্বপ্রতীতেঃ অনেকগুণবিশিষ্টা-ভিধানেঽপ্যেকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ অনভিধানজ্ঞোভবান্ দেবানাম্প্রিয়ঃ একার্থত্বং নাম সর্ব্বপদানামর্থৈক্যং বিশিষ্টপদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থভেদোঽবর্জ্জনীয়ঃ।

অনুবাদ।—সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ এই সকল বাক্যে সত্য জ্ঞানাদি ব্রহ্মের গুণস্বরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ প্রকার শঙ্কা হইতে পারে না (কেন ?) তাহা বলা যাইতেছে যে এই বাক্যে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি-পদের সামানাধিকরণ্যনিবন্ধন একার্থত্ব প্রতীত হইতেছে, সত্য জ্ঞান প্রভৃতি

বহুগুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্মরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া ঐ সকল বাক্যে একার্থপ্রতিপাদকত্ব বিরুদ্ধ নহে, এ প্রকার সগুণ ব্রহ্মবাদীর শঙ্কা উচিত নহে, কারণ (যে ব্যক্তি একার্থত্ব শব্দের এই প্রকার গুণবিশিষ্ট এক অর্থ প্রতিপাদকত্বরূপ অর্থ অঙ্গীকার করেন,) তিনি অনভিধানজ্ঞ সুতরাং মূর্খ। সকল পদের অর্থ যদি অভিন্ন হয় তাহা হইলেই পদ সমূহের একার্থত্ব হয়, গুণবিশিষ্ট বস্তুর বোধ-অঙ্গীকার পক্ষে গুণরূপ বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের ভেদ থাকা প্রযুক্ত পদ সকলের বিভিন্নার্থকতা পরিহার করিতে পারা যায় না (সুতরাং সকল পদের একার্থতা কিরূপে সম্ভব হইবে?)

ভাষ্য।—তত্তশ্চৈকার্থত্বং ন সিধ্যতি এবং তর্হি সর্ব্বপদানাং পর্য্যায়তা স্যাৎ অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ একার্থাভিধায়িত্বেঽপি অপর্য্যায়ত্বমবহিতমনাঃ শৃণু একত্বতাৎপর্য্যনিশ্চয়াদেকস্যৈবার্থস্য তত্তৎপদার্থবিরোধিপ্রত্যনীকপরত্বেন সর্ব্বপদানামর্থবত্বং অপর্য্যায়তা চ।

অনুবাদ।—বিশেষ্য-বিশেষণভাব অঙ্গীকার করিলে একার্থতা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহাই যদি হইল তবে অভিন্ন অর্থের বোধকতা আছে এই কারণ (কলস ঘট প্রভৃতি শব্দের ন্যায়) সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের একপর্য্যায়তা হওয়া উচিত (এই প্রকার শঙ্কার সমাধানার্থ অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে) (কি প্রকারে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের অভিন্ন অর্থ প্রতিপাদকতা থাকিলেও) এক পর্য্যায়তা থাকে না তাহা অবহিত হৃদয়ে শ্রবণ কর।—একই অর্থের সেই সেই বিরোধী ধর্ম্মের অভাবরূপ অর্থ তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত সকল পদের সার্থকত্ব ও অপর্য্যায়রূপতা থাকিতে পারে।

ভাষ্য।—এতদুক্তং ভবতি লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যং ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থবিরোধিরূপং। তদ্বিরোধিরূপং সর্ব্বমনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুদস্যতে তত্র সৎপদং বিকারাস্পদত্বেন অসত্যাদ্বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরঃ জ্ঞান-পদং চ অন্যাধীনপ্রকাশাজ্জড়রূপাদ্বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরং অনন্তপদঞ্চ দেশতঃ কালতঃ বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্ব্যাবৃত্ত-পরং ন চ ব্যাবৃত্তির্ভাবরূপোঽভাবরূপো বা ধর্ম্মঃ অপি তু সকলেতর-বিরোধি-ব্রহ্মৈব যথা শৌক্ল্যাদেঃ কার্ষ্ণ্যাদিব্যাবৃত্তিঃ তত্তৎপদার্থস্বরূপমেব ন ধর্ম্মান্তরং এবমেকস্যৈব বস্তুনঃ সকলেতরবিরোধ্যাকারতামবগময়ৎ অর্থবত্তরমেকার্থমপর্য্যায়ঞ্চপদত্রয়ম্।

অনুবাদ।—ইহাই বলা হইতেছে যে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, ব্রহ্ম স্বীয়স্বরূপলক্ষণ পুরস্কারেই বোধিত হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম সকল প্রকার ইতর পদার্থ হইতে ভিন্ন স্বরূপ, ব্রহ্মের বিরোধিরূপ সকল বস্তুই এই পদত্রয়ের দ্বারা

ফলতঃ নিরাকৃত হইয়া থাকে। এই তিনটী পদের মধ্যে সত্য এই পদটী বিকারাশ্রয়ত্ব-নিবন্ধন অসৎ যাবৎ বস্তু হইতে বিভিন্ন স্বরূপ বস্তুর প্রকাশক, জ্ঞান এই পদটী পরাধীন প্রকাশ, যাবৎ জড় বস্তু হইতে বিভিন্ন স্বরূপ বস্তুর প্রকাশক, এই প্রকার অনন্ত এই পদটী, দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যাবৎ বস্তু হইতে বিভিন্ন স্বরূপ বস্তুর প্রকাশক, এই জড় মিথ্যা ও পরিচ্ছিন্ন বস্তুর ভেদ, ভাবরূপ কিম্বা অভাবরূপ, কোন একটী পৃথক ধর্ম্ম তাহা বলা যায় না, কিন্তু ঐ ভেদ সকল বিরোধী ব্রহ্মেরই স্বরূপ। যেমন কৃষ্ণতাদিভেদ শুক্লতাদির ধর্ম্ম নহে, কিন্তু উহা শুক্লতাদির স্বরূপ, এই প্রকার এই বস্তু সকল ইতর বিরোধী আকারের বোধক এই পদত্রয় সপ্রয়োজন ও অনেকপর্য্যায় হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—তস্মাদেকমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নিধূতনিখিলবিশেষমিত্যুক্তম্ ভবতি। এবং বাক্যার্থপ্রতিপাদনেসত্যেব "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়" মিত্যাদিভিরৈকার্থ্যং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদিভি র্জগৎকারণতয়া উপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি"।

অনুবাদ।—সেই কারণে অপগতসকলভেদ, স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম একই ইহা (শ্রুতিতে) উক্ত হইতেছে। এই প্রকারে বাক্যার্থ প্রতিপাদন হইলেই "হে সৌম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎই ছিল" "একমাত্র অদ্বিতীয়" ইত্যাদি (অর্থে প্রযুক্ত) শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা একার্থতা (লাভ করা যাইতে পারে)। "যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়" "হে সৌম্য এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে সন্মাত্রই ছিল" "এই বিশ্ব অগ্রে একমাত্র আত্মরূপে বিদ্যমান ছিল" ইত্যাদি তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত শ্রুতিনিবহের দ্বারা জগৎকারণস্বরূপে উপলক্ষিত ব্রহ্মের স্বরূপ "সত্যজ্ঞান ও নিত্য (ইহাই) ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—তত্র সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যেষু সর্ব্বেষু সজাতীয়ব্যাবৃত্তং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম অবগতম্ জগৎকারণতয়া উপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়স্য প্রতিপিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্ অদ্বিতীয়ত্বশ্রুতিগুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে অন্যথা "নিরঞ্জনং নিগুর্ণমিত্যাদিভিশ্চ বিরোধঃ অতশ্চ এতল্লক্ষণবাক্যং অখণ্ডৈকরসমেব প্রতিপাদয়তি।

অনুবাদ।—জগৎকারণত্ববোধক বাক্যসকলের এইপ্রকারে একার্থতা

সাধিত হইলে, বেদের এক শাখাতে যে কর্ম্ম বিহিত আছে অপর শাখাতে তাহার পৃথক্ বিধান না থাকিলে এবং নিষেধও না থাকিলে যেমন ঐ কর্ম্ম, সকল শাখাতেই বিহিত বলিয়া মীমাংসা শাস্ত্রে স্বীকার করা হইয়াছে সেই প্রকার এইস্থানে অনুক্ত অন্যান্য নানাকারণতাবোধক বাক্যেও সজাতীয়শূন্য ব্রহ্মই জগৎকারণত্বরূপে অবগত হয়। সুতরাং জগৎকারণত্বরূপে উপলক্ষিত ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন করা অভীষ্ট তাহাও ঐ সকল কারকতাবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ হইতে অবিরুদ্ধরূপেই বলা উচিত। অদ্বিতীয়ত্ববোধক শ্রুতি, গুণবিশিষ্টত্বরূপেও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব সহন করিতে পারে না। ইহা না স্বীকার করিলে "নিরঞ্জন ও নির্গুণ" ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। এই কারণে এই লক্ষণবাক্য নিত্য একরস ব্রহ্ম ইহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

ভাষ্য।—নম্ব চ সত্যজ্ঞানাদিপদানাং স্বার্থপ্রহাণেন স্বার্থবিরোধি ব্যাবৃত্তবস্তুস্বরূপোপস্থানপরত্বেন লক্ষণা স্যাৎ নৈষদোষঃ অভিধানবৃত্তেরপি তাৎপর্য্যবৃত্তের্বলীয়স্ত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য হি ঐক্যমেব তাৎপর্য্যমিতি সর্ব্বসম্মতম্।

অনুবাদ।—এক্ষণে এপ্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে যে "সত্যজ্ঞান প্রভৃতি পদের নিজ নিজ শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া নিজ শব্দার্থের বিরোধি "(যে অজ্ঞান অসত্য প্রভৃতি বস্তু তাহা হইতে) বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ-প্রতিপাদনপরতা-নিবন্ধন লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হইবে" (প্রকৃত পক্ষে) এ প্রকারের আশঙ্কায় কোন দোষ হইতে পারে না, কারণ পদের শক্তি অভিধা অপেক্ষা বাক্যের শক্তি তাৎপর্য্যের প্রাবল্য আছে, দুইটী পদে সমান বিভক্তি থাকিলে ঐ দুইটী পদের দ্বারা যে অর্থদ্বয় প্রকাশিত হয় তাহাদের বাস্তব পক্ষে একত্বই বাক্যের তাৎপর্য্যের বিষয় হয় ইহা ত সকলেই অঙ্গীকার করেন। (সুতরাং সত্যজ্ঞান পদের অভিধা-শক্তির বাধ হইলেও বলবতী বাক্যশক্তির বিষয়সিদ্ধির জন্য যথোক্ত প্রকারে লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহাতে হানির সম্ভাবনা কি ?) দুইটী পদে সমান বিভক্তি থাকিলে ঐ পদার্থদ্বয়ের অভিন্নতা-রূপ ঐক্য বোধিত হইয়া থাকে ইহ সর্ব্বসম্মত।

ভাষ্য।—নম্ব চ সর্ব্বপদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী ততঃ কিং বাক্যতাৎপর্য্য-বিরোধে সতি একস্যাপি ন দৃষ্টা সমভিব্যাহৃতপদসমুদায়স্য এতত্তাৎপর্য্য-মিতি নিশ্চিতে সতি দ্বয়োস্ত্রয়াণাং সর্ব্বেষাং বা তদবিরোধায় একদোব লক্ষণা ন দোষায়। তথা চ শাস্ত্রৈরভ্যুপগম্যতে।

অনুবাদ।—যদি বল সকল পদের লক্ষণা ত কোন স্থানে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, তাহাতে কি ক্ষতি? বাক্যের তাৎপর্য্যার্থের সহিত বিরোধ পরিহার করিবার জন্য একটী পদেরও লক্ষণা হয়, তাহা কি দেখা যায় না? (বাক্যের তাৎপর্য্যার্থের বিরোধ পরিহার নিমিত্ত যদি একটী পদেরও লক্ষণা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে) পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহরূপ বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য এই প্রকার নিশ্চয় থাকিলে, দুই তিন কিম্বা সকল পদেরই লক্ষণা স্বীকার করিলে কোন দোষই হইতে পারে না, শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতগণও এই প্রকার স্বীকার করিয়া থাকেন।

ভাষ্য।—কার্য্যবাক্যার্থবাদিভির্লৌকিকবাক্যেষু সর্ব্বেষাং পদানাং লক্ষণা অঙ্গীক্রিয়তে অপূর্ব্বকার্য্যে এব লিঙাদের্মুখ্যবৃত্তিত্বাৎ লিঙাদিভিঃ ক্রিয়াকার্য্যং লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যতে। কার্য্যান্বিতস্বার্থাভিধায়িনাং চেতরেষাং পদানামপূর্ব্বকার্য্যান্বিত এব মুখ্যোঽর্থ ইতি ক্রিয়াকার্য্যান্বিতপ্রতিপাদনং লাক্ষণিকমেব। অতঃ বাক্যতাৎপর্য্যাবিরোধায় সর্ব্বপদানাং লক্ষণাঽপি ন দোষায়।

অনুবাদ।—লিঙের [অপূর্ব্ব (পূর্ব্বজাত লৌকিক প্রমাণের অবিষয়) বস্তুতেই শক্তি আছে এবং সেই অপূর্ব্বই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই প্রকার যাঁহারা অঙ্গীকার করেন তাঁহাদিগকে অপূর্ব্বকার্য্যার্থবাদী বলা যায় সেই] অপূর্ব্বকার্য্যার্থবাদী মীমাংসকগণ লৌকিক বাক্যমাত্রেই সকল পদের লক্ষণা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। (কারণ তাঁহাদের মতে) (দদ্যাৎ যজেৎ জুহুয়াৎ ইত্যাদি) লিঙ্ প্রভৃতির পুরুষপ্রযত্নসাধ্য অপূর্ব্ব বস্তুতেই শক্তি থাকা নিবন্ধন (লৌকিক বাক্যে) লিঙ্ প্রভৃতির দ্বারা লৌকিক ক্রিয়ারূপ যে কার্য্য বোধিত হয় তাহা লক্ষণা দ্বারাই হয় (ইহা মানিতে হইবে কারণ লৌকিক কার্য্যে ত লিঙের শক্তি নাই) লিঙ্ ব্যতিরিক্ত লৌকিক বাক্যের মধ্যে অন্যান্য যে সকল পদ থাকে, তাহারাও লিঙের শক্যার্থ যে কার্য্য তাহার সহিত অন্বিত নিজের অর্থকে শক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকে। এই জন্য লৌকিক বাক্যস্থলে লৌকিক কার্য্যের সহিত অন্বিত যে অর্থকে বোধ করাইয়া থাকে তাহাও লক্ষণা দ্বারাই করায় ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে ([কারণ অপূর্ব্বরূপ লিঙর্থের সহিত অন্বিত নিজের অর্থবোধস্থলে তাহাদের অভিধাশক্তি উপযোগিনী হয়। লৌকিক কার্য্যরূপ লিঙের লাক্ষণিক অর্থ বোধস্থলে তাহাদের অভিধা শক্তির কোন উপযোগ থাকে না সুতরাং লক্ষণা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে)। এই

কারণে বাক্যের তাৎপর্য্যার্থের বিরোধ পরিহারের জন্য সকল পদেরই লক্ষণা স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না।

ভাষ্য।—অত ইদমেবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিবিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বমুক্তং। সতি চ বিরোধে বলীয়স্ত্বং বক্তব্যং বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্ব্বিশেষসন্মাত্রব্রহ্মগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য।

অনুবাদ।—এই কারণে এই অর্থ সকলের প্রতিপাদক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে শাস্ত্রেরই বলবত্ত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে ইহা ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (প্রকৃতপক্ষে কথা এই হইতেছে যে) দুইটীর মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তবে একের বলবত্ত্ব বলা উচিত (এস্থলে কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত শাস্ত্রের) বিরোধই দেখিতে পাওয়া যায় না! (কারণ) প্রত্যক্ষ প্রমাণও সমস্ত বিশেষরহিত সন্মাত্র ব্রহ্মেরই প্রকাশ করিয়া থাকে (ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত)।

ভাষ্য।—নন্বু চ ঘটোঽস্তি পটোঽস্তি ইতি নানাকারবস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব সন্মাত্রগ্রাহীত্যুচ্যতে? বিলক্ষণগ্রহণাভাবে সতি সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং একবিষয়ত্বেন ধারাবাহিকজ্ঞানবদ্ একব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ। সত্যং তথৈবাত্র বিবিচ্যতে কথং ঘটোঽস্তীত্যত্র অস্তিত্বতদ্ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে।

অনুবাদ।—এক্ষণে আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে এই ঘট রহিয়াছে পট রহিয়াছে ইত্যাদি নানা আকারের বস্তুর গ্রাহক সকল প্রত্যক্ষই এক মাত্র সং ব্রহ্মেরই প্রকাশক ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এই সকল নানাবিধ প্রত্যক্ষের দ্বারা বিলক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর গ্রহণ হইয়া থাকে ইহা না মানিলে সকল জ্ঞানেরই একমাত্র বিষয়ের প্রকাশকত্ব নিবন্ধন, একটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন ধারাবাহিক অনেকগুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন আকারের প্রত্যক্ষের স্থলেও একপ্রকার ব্যবহারের আপত্তি হইতে পারে (ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার অনুপপন্ন হইয়া পড়ে) এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে ইহা সত্য বটে। এই জন্যই এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে যে, একটী মাত্র প্রত্যক্ষ "যেমন ঘট আছে ইত্যাদি" কি প্রকারে অস্তিত্ব ও তাহার ভেদ এই বিভিন্নস্বরূপপদার্থদ্বয়ের গ্রাহক হইতে পারে?

ভাষ্য।—ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি। তয়োর্ভিন্নকালজ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য একক্ষণবর্ত্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ং ভেদগ্রহণস্য স্বরূপতঃ গ্রহণতৎপ্রতি-

যোগিস্মরণসব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন স ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে অতো ভ্রান্তিমূল এব ভেদব্যবহারঃ।

অনুবাদ।—(ঘট আছে এই প্রকার জ্ঞান হইলে লোকে ঘট স্বরূপ ও অন্য বস্তু হইতে ঘটের ভিন্নতা এই দুই প্রকার ব্যবহার করে। অন্যবস্তু হইতে ঘটের ভেদ গৃহীত না হইলে শুদ্ধ ঘটের কোন স্বরূপ আমাদের জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না, কারণ আমাদের ব্যবহারোপযোগী যত জ্ঞান সকলই সাপেক্ষবিষয়-গ্রাহি। নিরপেক্ষবিষয়গ্রাহি জ্ঞান কেবল সন্মাত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুর গ্রাহক হইতে পারে না এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলে) স্বরূপ ব্যবহার ও ভেদ-ব্যবহার এই দুইটী ব্যবহার যে এক অভিন্ন প্রত্যক্ষমূলক তাহা কখনই সম্ভবপর নহে, (কারণ) এই ব্যবহারদ্বয়ের প্রতি যে জ্ঞানদ্বয়ের কারণতা আছে তাহা কখনই এককালে হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ত ক্ষণস্থায়ি, এক্ষণে বিবেচনা কর দেখি, সদ্ভূত বস্তুর স্বরূপ কিম্বা অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপ ঘটত্বাদি শব্দপ্রতিপাদ্য ভেদ, ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, (ভেদ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ স্বরূপ তাহা হইতে পারে না) কারণ কোন একটী ভেদকে জানিতে হইলে যাহার ভেদ তাহাকে স্মরণ অবশ্যই করিতে হইবে। এই প্রকার প্রতি-যোগি জ্ঞানের অপেক্ষা ভেদজ্ঞানে করিতে হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় কেবল বস্তুর স্বরূপই হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, সুতরাং সেই বিশেষ-স্বরূপভেদ প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না, এই কারণ (মানিতে হইবে যে) ভেদব্যবহার কেবল ভ্রান্তিকল্পিতমাত্র আর কিছুই নহে।

ভাষ্য।—কিঞ্চ ভেদোনাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিদ্ভির্নিরূপয়িতুং ন শক্যতে ভেদস্তাবন্ন বস্তুনঃ স্বরূপং বস্তুস্বরূপে গৃহীতে স্বরূপব্যবহারবৎ সর্ব্বস্মাদ্ ভেদ-ব্যবহারপ্রসক্তেঃ। ন চ বাচ্যং স্বরূপে গৃহীতেঽপি ভিন্ন ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগিনঃ স্মরণসব্যপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদব্যবহার ইতি স্বরূপমাত্রভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমা স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ যথাস্বরূপব্যবহারঃ ন প্রতিযোগ্যপেক্ষঃ ভেদব্যবহা-রোঽপি তথৈব স্যাৎ হস্তঃ কর ইতিবৎ ঘটোভিন্ন ইতি পর্য্যায়ত্বং স্যাৎ।

অনুবাদ।—আরও এক কথা এই হইতেছে যে, ন্যায়বিদ্‌গণ ভেদ বলিয়া একটী পৃথক বস্তু নিরূপণও করিতে পারেন না, যাহাতে যে ভেদ আছে ঐ ভেদ সেই বস্তুরই স্বরূপ ইহা বলা যায় না। কারণ বস্তু গৃহীত হইলেই ভেদ ব্যব-হারের আপত্তি হইতে পারে। ইহা বলা যাইতে পারে না যে "ঘটাদি বস্তুর স্বরূপ

গৃহীত হইলেও ঘট, পটাদি বস্তুহইতে ভিন্ন এই প্রকার ব্যবহারের প্রতি,পটাদি-স্বরূপপ্রতিযোগি বস্তু স্মরণের অপেক্ষণীয়তা আছে বলিয়া ঐ সকল পটাদি প্রতিযোগি স্মরণ সেই সময়ে না থাকায় ঘট গ্রহণ কালেই ঘটাদিতে পটাদি হইতে ভিন্নতা ব্যবহার হইতে পারে না" কারণ যে ব্যক্তি পটাদিভেদ ও ঘটাদি বস্তুর স্বরূপকে একই বস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করেন তাঁহার মতে পটাদিভেদ ও ঘট এই উভয়ের একস্বরূপতা নিবন্ধন ভেদগ্রহণকালে ভেদের প্রতিযোগি জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। তাঁহার মতে ঘটের স্বরূপ জ্ঞানে যেমন প্রতিযোগি পদার্থান্তরের জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না সেই প্রকার ঘট হইতে অভিন্ন পটাদিভেদের স্বরূপজ্ঞানস্থলেও পটাদিপ্রতি-যোগি বস্তুবিশেষের জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না, কারণ ঘট হইতে ভেদের কোন প্রকার পার্থক্য নাই। যেমন হস্ত ও কর, এই দুই শব্দের একই অর্থ এই জন্য কর-ব্যবহারে যেমন অন্য কোন বস্তুর জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না, সেই প্রকার হস্ত এই প্রকার ব্যবহারেও অন্য কোন পদার্থ জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। (আরও স্বরূপ ও ভেদের ঐক্যবাদিগণের মতে এই প্রকার দোষ হয় যে) ঘট ও ভিন্ন এই দুইটী শব্দের একপর্য্যায়তা (একার্থকত্ব) হইতে পারে (বাস্ত-বিক ঘট ও ভিন্ন এই দুইটী শব্দের একপর্য্যায়তা কেহই অঙ্গীকার করে না)।

ভাষ্য।—নাপি ধর্ম্মঃ ধর্ম্মত্বে তস্য স্বরূপাদ্ভেদোঽবশ্যমঙ্গীকরণীয়ঃ অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ ভেদে তস্যাপি ভেদস্তদ্ধর্ম্মস্তস্যাপীত্যনবস্থা। কিঞ্চ জাত্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্টবস্তুগ্রহণে সতি ভেদগ্রহণং ভেদগ্রহণে সতি জাত্যাদিধর্ম্মবিশিষ্টবস্তু-গ্রহণমিতি অন্যোন্যাশ্রয়ণং অতোভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সন্মাত্রস্যৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষং।

অনুবাদ।—পটাদিভেদ, ঘটস্বরূপ বস্তুর ধর্ম্ম একথাও বলিতে পারা যায় না, কারণ ভেদ যদি ঘটের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সেই ভেদরূপ ধর্ম্মে ঘটাদি ধর্ম্মী হইতে ভেদ আছে ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। অঙ্গীকার না করিলে বলিতে হয় যে, ঘট ও ভেদ একই বস্তু। (এ পক্ষে যে দোষ তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,"ঘট ও ভেদের পরস্পর ভেদ থাকিলে ঘটভেদের যে ভেদ তাহাকেও ঘট-ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। আবার সেই ঘটভেদের যে ভেদ, তাহারও যে ভেদ তাহাকে ঘটধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই প্রকারে ঘটভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া অনবস্থা প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় (আর এক কথা এই

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। সাধু মহাপুরুষদিগকে নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরের লোকদিগের নিকট তাঁদের আদর হয়, ইহার কারণ কি?—যেমন বাজীকরের বাজী, তাদের কাছের আত্মীয় লোকেরা দেখেনা দূরের লোকেরা দেখে অবাক্ হয়ে যায়।

২। বজ্র বাঁটুলের বিচি গাছের তলায় পড়েনা, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে ও সেখানে গাছ হয়। সেই রকম ধর্ম্মপ্রচারকাদিগের ভাব দূরেতেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে।

৩। লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না, দূরের লোকরা তাদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৪। যে, মাছ ধরে ভালবাসে, সে যদি শোনে যে, অমুক পুখুরে বড় বড় মাছ আছে, সে কি করে? যারা সেই পুখুরে মাছ ধরেছে, সে যদি তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়—সত্যি সত্যি সে পুখুরে বড় ২ মাছ আছে কি না, যদি থাকে তবে কিসের চার ফেলিতে হয়, কি টোপে খায়,—এ সব বিষয় ভাল করে জেনে নিয়ে যদি তাকে মাছ ধরতে যেতে হয়, তা হলে তার মাছ ত একেবারেই ধরা হয় না। সেখানে গিয়ে ছিপ্ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকৃতে হয়, তার পর সে, মাছের ঘাই ও ফুট দেখ্‌তে পায় এবং তার পর সে, মাছ ধরতে পারে। ধর্ম্ম রাজ্যেও সেইরূপ; সাধক ও মহাজনদের কথায় বিশ্বাস করে, ভক্তি-চার ফেলে ধৈর্য্যরূপ ছিপ ফেলে বসে থাকৃতে হয়।

৫। মাছ যতদূরে থাকুনা, ভাল ভাল চার ফেল্‌বামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসিভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র আসিয়া উদয় হন।

৬। দাদ্ যত চুল্‌কাও ততই চুল্‌কাতে ইচ্ছা হয় ও চুল্‌কে সুখ হয়, ভক্তেরাও সেইরূপ ভগবানের যত গুণকীর্ত্তন কত্তে থাকে ততই সুখ পায়।

৭। যাকে ভূতে পায় সে যদি জান্‌তে পারে যে, তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হলে ভূত পালিয়ে যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব যদি একবার ঠিক্ জানতে পারে যে তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে, তা হলে মায়া তার নিকট থেকে তখনই পালায়।

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ]   [৬১৯ পৃষ্ঠার পর।

এই যে অহন্তাবাবৃত বিজ্ঞান, যাহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সূত্রাবলম্বনে বিচিত্র মালার ন্যায়, এই প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল,—বিচিত্ররূপসম্পন্ন ব্যবহারজগৎ প্রতিভাসমান আবার সুগভীর নিদ্রাবস্থায় সকল ব্যবহারের বিলয়কালে, শ্রাবণে ঘনঘটাবৃত অমাবস্যার রজনীতে বায়ু-বিতাড়িত মেঘচ্ছিদ্রের অন্তরাল হইতে প্রকাশমান সুবৃহৎ নক্ষত্রের ন্যায় যাহা নিজেই প্রকাশ পায়, চতুর্দ্দিকে অনন্ত তামস আবরণে আবৃত হইলেও যাহার শান্তিময় নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশভাব, আবরণেরও সত্তাপ্রকাশ করিয়া দেয়, সেই সর্ব্বান্তর অথচ সকল প্রপঞ্চের আশ্রয় আত্মার স্বরূপ, যে আবরণ শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে—রূপান্তরে পরিণতের ন্যায় প্রকাশ পায়, সুখপ্রকাশময় হইয়াও দুঃখময় ও মূঢ়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়, অনন্ত ও অসীম হইয়াও বিনশ্বর ও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও নানারূপের আশ্রয় ও নানাব্যক্তির ন্যায় জ্ঞাত হয়, সেই অঘটনঘটনাপটীয়সী সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের একমাত্র হেতু, অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী আবরণশক্তির সহিত সেই আত্মার কিপ্রকার সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে না পারিলে মায়াবাদের মর্ম্মে প্রবেশ অসম্ভব, এই জন্য সংক্ষেপে সেই বিষয়ের আলোচনার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

বাহ্য বস্তু নিবহের যথার্থ সত্তা আছে, তাহাদের সহিত জীবের সম্বন্ধও যথার্থ, এপ্রকার দার্শনিকমত জগতে চিরদিন প্রচলিত আছে, জীবের সহিত জড়ের এই পারমার্থিক সম্বন্ধের উদ্বোধনকারী দার্শনিকগণের কল্পনাময় যুক্তিজালের প্রতি যাহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের প্রযত্নসঞ্চিত আশার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে বলিয়া সত্যের প্রচার হইতে বিরত হওয়াকে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করা কখনই উচিত নহে। জড়জগতের সত্যতার প্রতি, দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আশা মরীচিকার প্রলোভনে সর্ব্বস্বনাশের পথে উল্লাসের সহিত অগ্রসর মানবের মনের বিষমভ্রান্তি দূর করিবার জন্য অপক্ষপাতে তত্ত্ববিচারের প্রবর্ত্তন, স্বার্থপর বা প্রতারিত সম্প্রদায়বিশেষের নেত্রে নাস্তিকতা বা ভিত্তিহীন প্রাসা-

দের ন্যায় প্রতীয়মান হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই তত্ত্ববিচারের ফলে নিষ্কলঙ্ক প্রবোধচন্দ্রের অনাদিকালসঞ্চিত মেঘাবরণ দূর হইয়া, যদি ভ্রান্ত ও তাপিত পথভ্রান্ত পথিকের যায় নাহ নয়নে, শান্তিময় ও চিরাভিলষিত শীতল চন্দ্রিকার বিকাশ হয়, তাহা হইলে কোন্‌ সুধীর সত্তা বলিবে যে, এরূপ কার্য্য মনুষ্যসমাজের অনভিপ্রেত?

বল দেখি ধীরভাবে ভাবিয়া এ জগতের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? যাহাকে পাইলে হৃদয়ের ভাবসমুদ্র, আনন্দের দীর্ঘ দীর্ঘতর তরঙ্গমালায় আলোড়িত হইয়া উঠে, যাহার বিরহে হৃদয়াকাশে সুখের জ্যোৎস্না কোন্ প্রান্তে মিশাইয়া যায়, বিষাদময় প্রলয় ঘনঘটার নিবিড় অন্ধকারে আপনাকে পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেল, সে কে? তুমিই বলিবে, সে পূর্ব্বে ছিলনা পরেও থাকিবে না, কিন্তু বর্ত্তমানে সে আছে! আগে সে কোথায় ছিল জানি না পরে সে কোথায় যাইবে বলিতে পারি না। যাহাকে গড়িবার সামর্থ্য আমার নাই ভাঙ্গিবার সামর্থ্যও প্রকৃত পক্ষে আমার আছে কি না তাহাও বলিতে পারি না, সংসার-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে দুইটী বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য সে ও আমি পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়াছি, ইহা না বুঝি তাহা নহে, তথাপি প্রাণ বলে সে আমার! অন্তরের ভিতর হইতে কেমন এক অস্পষ্টস্বরে কে যেন বলিয়া দেয় যে, তারই জন্য তুমি!

ভাবিয়া দেখ দেখি, বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, কাল্পনিক ছাড়া আর কি হইতে পারে? এই যে সুন্দর শরীর তারুণ্যের পূর্ণবিলাসে পূর্ণশশধরের ন্যায় কান্তিচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত, হাবভাব বিভ্রমের বিলাসকানন, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা কি কেহ বলিতে পার? তুমি পরমাণুবাদী, বলিবে প্রত্যক্ষের অযোগ্য নিত্য পরমাণুপুঞ্জের বিজাতীয় সংযোগে ইহার উৎপত্তি! আবার সেই সংযোগ নষ্ট হইলে এই দেহ—এই সুকুমার সৌন্দর্য্যভাণ্ডার দেহ নষ্ট হইবে, সেই নিত্য পরমাণুপুঞ্জ বিশ্লিষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকিবে! কথাগুলি শুনিতে ভাল লাগিলেও ভাবিতে গেলে যেন আল্‌গা বলিয়া বোধ হয়! কেন তাহাও বলি, আগাগোড়া পরমাণুবাদের বিষয় ভাবিলে কেমন একটা অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে নাকি? তুমি পরমাণুবাদী, তোমার মতে কারণ অব্যক্ত কিন্তু কার্য্য অব্যক্ত নহে। কারণ প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে কিন্তু কার্য্য প্রত্যক্ষের গোচর, তুমি বলিয়া থাক তন্তু রাশি মিলিত হইলে বস্ত্র উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তাই বলিয়া তন্তু ও বস্ত্র একই বস্তু নহে। তন্তু ও বস্ত্র যদি একই বস্তু হইত তাহা হইলে বস্ত্র দ্বারা যে সকল

কার্য্য সাধিত হয়, তন্তু দ্বারা তাহা হয় না কেন? বেশ কথা, তোমার যুক্তি-বলে বুঝিলাম তন্তু ও বস্ত্র এক হইতে পারে না কিন্তু, বল দেখি ভাই, বস্ত্র ও তন্তু ভিন্ন হইলেই বা চলে কই? তুমি বলি[illegible] দ্রব্য মাত্রের একটা পরিমাণ আছে—তন্তুও দ্রব্য বস্ত্রও দ্রব্য সুতরাং [illegible]মাণ আছে, বস্ত্রেরও পরিমাণ আছে ইহা তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু বল দেখি ভাই আরম্ভ-বাদী, একছটাক সূতা দিয়া যে বস্ত্রখানি প্রণীত হয় তাহা ওজন করিলে আধপোয়া হয় না কেন? বস্ত্ররূপ একটী নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি হইল অথচ তাহার পরিমাণটা গেল কোথা? এ সমস্যার উত্তর কে দিবে? কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে গেলে আর এক বিষম সমস্যা আসিয়া পড়ে, তাহাও বলি।

তন্তু হইতে পট উৎপন্ন হয়, ঘট উৎপন্ন হয় না কেন একথার উত্তর কি বল দেখি? তুমি বলিবে "তন্তুর সহিত পটের কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে ঘটের সঙ্গে তন্তুর কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ নাই এই কারণে তন্তু হইতে পটই উৎপন্ন হয় ঘট উৎপন্ন হয় না" এ উত্তরটী কি প্রকৃত দার্শনিকের উত্তর হইল? না, কখনই নহে। কেন তাহা বলি: সম্বন্ধ থাকিলে সম্বন্ধী থাকিবেই। সংযোগ একটী সম্বন্ধ, ভূতল ও ঘট এই দুইটী সম্বন্ধী যদি পূর্ব্বে থাকে তাহা হইলেই ভূতল ও ঘটের সংযোগ হইতে পারে, ঘট না থাকিলে ভূতলের সহিত ঘটের সংযোগ হইল একথা যে বলিবে তুমিই তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া উপহাস করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। এক্ষণে বল দেখি তন্তুর সহিত পটের কার্য্যকারণভাবরূপ একটী সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তন্তু হইতে পট উৎপন্ন হয়, ইহাও একপ্রকার পাগলের কথা না হয় কেন? তুমি বলিতেছ পট ছিল না পরে উৎপন্ন হইবে, অথচ বলিতেছ তন্তুর সহিত পটের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তন্তুতে পটের উৎপত্তি হইবে। কি সুন্দর যুক্তি! পট নাই অথচ পটের সহিত তন্তুর সম্বন্ধ আছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ত পট গগনকুসুমের ন্যায় অসৎ। ইহা তুমিই বলিয়া থাক, অসতের সঙ্গে সতের একটা সম্বন্ধই যদি মানিলে তবে গগনকুসুমের মালায় গাঁথিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত বোধ করিতে এত আপত্তি কর কেন তাহা বলিতে পার?

দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে বস্তুমাত্রেরই স্বভাব এই যে, উহা কোন বস্তু হইতে ভিন্ন এবং কোন বস্তু হইতে অভিন্ন, যেমন ঘট, ঘট হইতে অভিন্ন এবং পটাদি হইতে ভিন্ন, কিন্তু যে বস্তু কোন একটি বস্তু হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও

নহে, তাহার সত্তা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বদর্শিত যুক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে পট প্রভৃতি কার্য্য তন্তু প্রভৃতি কারণ হইতে ভিন্নও বলিতে পারা যায় না অভিন্নও বলিতে পারা যায় না। তাহাই যদি হইল তবে পটাদি কার্য্যের সত্তা নির্ণীত হইল না অথচ এই পট লইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক অনাদিকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহাও স্থির। যাহাকে লইয়া ব্যবহার তাহার স্বরূপ কেহই জানে না। তাহা সৎ কি অসৎ তাহাও স্থির করিবার উপায় নাই, অথচ তাহারই উপর অনন্ত সম্বন্ধের আরোপ করিয়া জীব, শোকের সমুদ্রকে ক্রমেই গভীরতর করিতেছে, ও তাহাতে ডুবিতেছে, এই এক বিচিত্র ব্যাপার। এই এক বিরাট সুবিশাল, অনাদি ও অনন্ত ইন্দ্রজাল! তুচ্ছ ঐন্দ্রজালিক বস্তুর সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধের প্রত্যাখ্যান করিতে আমরা অণুমাত্রও বিলম্ব করি না, কিন্তু আদি ও অন্তহীন সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসংহারক ইন্দ্রজালের জালে আবহমান কাল হইতে বেষ্টিত হইয়াও আমরা ইহার প্রতি ক্ষণকালের জন্য অবিশ্বাস করি না আরও বদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, এক কথায় বলিতে গেলে এই ইন্দ্রজালময় ব্যবহারই জীবের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। কেন যে এমন হয় ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে?

রামকৃষ্ণ মিশন।

দুই বৎসর আমেরিকায় দক্ষতার সহিত বেদান্ত প্রচার করিয়া স্বামী অভেদানন্দ গত ২২শে অক্টোবর হইতে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন এভিনিউস্থ টিউস্বোজ হলে প্রতি রবিবার ৩টার সময় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন মধ্যে মধ্যে বেদান্ত সভার পুস্তকাগার গৃহে বক্তৃতা ও শিক্ষা দিবেন।

স্বামী সারদানন্দ বাগবাজার ৫৭ নং রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট ভবনে গত ২১শে জানুয়ারী ও ১১ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে 'গীতা ও গীতাকার' এবং 'সংসার ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুইটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন।

অদ্বৈত আশ্রম।

হিমালয়।

হিমালয় নামটী শুনিবা মাত্র হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক দেব-ভাবের উদয় হয়; নানাপ্রকার পবিত্রতার কথা উদ্দীপিত হইয়া উঠে; প্রাণ যেন স্বতঃই সেই দিকে ধাবিত হয়; মন আর এখানে থাকিতে চাহে না, এ পৃথিবীর কোলাহলে—এ সংসারের আবর্জ্জনামধ্যে আর বাস করিতে চাহে না। ভীষণ উদ্বেলিত অশান্তি-সাগরে জীব অধিক কাল নিমগ্ন থাকিতে পারে না; নিয়ত ত্রিতাপে তাপিত আত্মা এ দেহপিঞ্জরে আর অধিক আবদ্ধ থাকিতে অক্ষম হইয়া পড়ে,—একবার কোনও মতে গাত্রকে ভাসমান করতঃ সেই স্ব স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মায় লীন হইয়া চির বিমল শান্তিতে মিশিয়া যাইতে বাঞ্ছা করে। এই অনিত্য সংসার ছাড়িবার জন্য, দুর্ভেদ্য মোহপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, জীব—দূরে পলাইতে চেষ্টা করে; কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে তাহার মতি হয়; তাই, কোন কোন তৃষিত প্রাণ—মায়া-জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেবভূমি-হিমালয়ে প্রবেশার্থ ধাবমান হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্বর্গোপম শোভায় বিভূষিত শান্তিনিকেতন-হিমালয়—ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ "তপোভূমি"—সন্ন্যাসিগণের কতই ঈপ্সিত স্থান, যোগি-গণের অহো কি পবিত্র ধাম! বাদরায়ণ বেদব্যাসের যোগাশ্রম অদ্যাপিও যথায় বিদ্যমান, যথায় নরনারায়ণ স্বয়ং অদ্যাপি তপস্যাচরণ করিতেছেন বলিয়া প্রবাদ, ভারতীয় হিন্দুগৌরবের উচ্চতম সেই আদিম স্থানে, শান্তির জন্য ব্যাকুলান্তঃ-করণে দৌড়াইতে কোন্ তাপিত প্রাণে প্রবল বাসনা জাগিয়া না উঠিবে?

পুরাকালে সেই হিমাদ্রির গুহায় গুহায়, শিখরে শিখরে, কত মুনি ঋষির

[illegible]

সকলকেই নির্ব্বিশেষে সমভাবে যাহাতে রীতিমত
াইতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত তথায় হইতেছে।
াশ্বাস ও আস্থা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত
আশ্রমস্থ সকলে অতিশয় আনন্দিত হইবেন।
দ্বৈত আশ্রম" বলিয়া এবং তথায় কেবল মাত্র অদ্বৈত-
হ মনে করিবেন না যে, অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের
ণের বা আশ্রমবাসিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই।
যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা
জানিতে ইচ্ছা করেন,—"অধ্যক্ষ, অদ্বৈত-আশ্রম,
লয়" এই ঠিকানায় লিখিলে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত

বাঙ্গালীর উপনিবেশ। *

ৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা যে হীন নহে, তাহা শত্রু
র করেন না। তবে, কলমপেষা ও আইন ব্যবসা
কেন?—এ প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গালীর শত্রু ও মিত্র
হইয়া কহিয়া থাকেন—আত্মনির্ভরাভাবই ইহার
জাপানে, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচার-
র্বি সাহেব Society for staatswissenschaft
এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবাসীরা বিদ্যা
তায় যে কোন জাতির নিকট পরাভূত হন না, তাহা
রন। অবশেষে আত্মশাসনের কথায় বলেন, একটি
ারতবাসীরা এখনও এ গুরু ভার বহনের উপযুক্ত

ভাগে কুমায়ুনের অন্তর্গত মায়াবতী নাম্নী পরমরমণীয়
াচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর অনুবর্ত্তী সন্ন্যাসী ভ্রাতৃবর্গ
মঠ করিয়াছেন। তথা হইতে প্রকাশিত "প্রবুদ্ধ ভারত"
সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, মায়াবতীতে উপনিবেশের প্রস্তাব আছে।
না যাইবে (এক খণ্ড "প্রবুদ্ধ ভারতের" মূল্য তিন আনা।)
ছু জানিতে ইচ্ছা হইলে "উদ্বোধন" সম্পাদকের কেয়ারে
বেন।

"সনন্দ"

হয় নাই। সে গুণটিকে তিনি দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরের মিশ্রণ বলি[illegible] করেন; তাহাতে কিছু "একগুঁয়েমির" ও অংশ আছে, তাহাও[illegible]-করিয়াছেন। এক কথায় এই গুণটিকে ইংরাজিতে "grit" কহে; [illegible] বাসীদের "গ্রিটের" অভাব নাই, একথাও তিনি বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধি ও চরিত্র সত্ত্বেও বাঙ্গালীর আত্মনির্ভর নাই, একথা প্রথম [illegible] বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। নির্বোধ অর্থাৎ হিতাহিতবিচারশূন্য ব্যক্তি কাপুরুষত্ব সম্ভব। ইষ্টলাভের পথে পশ্চাৎপদ হওয়া নির্বোধের ধর্ম্ম। বাঙ্গালীর অথচ নির্ব্বোধ বলিয়া অখ্যাতি নাই। তবে কি "বাঙ্গালীর আত্মনির্ভর নাই" একথা মিথ্যা ?

সর্ব্বাঙ্গীন সত্য না হইলেও একথা "শিক্ষিত" বাঙ্গালী শ্রেণীর পক্ষে প্রায়শঃ মিথ্যা নহে। বাঙ্গালা দেশে প্রতি সহর ও সহরের আশপাশের নিবাসীরা শতকরা প্রায় নিরানব্বই জন ম্যালেরিয়া ও ডিস্পেপ্সিয়ার জালায় জর জর। জাপানে ম্যালেরিয়া ও ডিস্পেপ্সিয়ার প্রকোপ কেমন—জানিতে ইচ্ছা হয়! আমাদের মনে হয় বংশাবলী ক্রমে ম্যালেরিয়া জ্বরে ও অম্বলের ব্যারামে ভুগিলে সকল জাতিরই স্নায়ুবলের সহিত "গ্রিট"ও অত্যন্তাভাবদশাগ্রস্ত হয়। সাধারণ অথবা অসাধারণ কার্য্যে ধারাবাহিকরূপে দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভর রক্ষা করা অনেকটা স্নায়ুদৃঢ়তার অপেক্ষা করে বলিয়া বোধ হয়। ম্যালেরিয়া বা ডিস্পেপ্সিয়ার ক্রমিক দহনে শরীরের স্নায়ু সমস্ত শিথিল ও বলহীন হইয়া পড়িলে সে শরীরের দ্বারা কোন দৃঢ়তা ও সাহসের কার্য্য দীর্ঘকাল যাবৎ হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

দৃঢ় স্নায়ু, সবল মাংসপেশী, ও সতেজ রক্তধারা শরীরে বিদ্যমান থাকিলে মূর্খের অগ্রণীতেও কাপুরুষতা স্থান পায় না, বুদ্ধিমানে কি প্রকারে পাইবে ? তবে যদি বুদ্ধিমান অর্দ্ধপোয়া পুরাতন বাঁক তুলসী চাউল, ও মরিচেরও ঝাল-শূন্য মাগুর মাছের ঝোল খাইয়া সমস্ত দিনরাত্রি আকণ্ঠ হইয়া অম্বলের উদ্গার, মাথা ধরা, বুক ধড় ধড়, অনিদ্রা প্রভৃতি অভিন্নহৃদয় বন্ধুসমষ্টিকে লইয়া বিরাজিত থাকেন, অথবা মাসের মধ্যে কুড়ি দিন ম্যালেরিয়া জ্বরে সিদ্ধ হন, তবে সে বুদ্ধিমানে দৃঢ়তাদির অবস্থিতির সম্ভাবনা কোথায় ? তাহার উপর যদি কয়েক পুরুষানুক্রমে এ ব্যাপার চলিতে থাকে, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই দশা নহে কি ?

আমাদের প্রবন্ধের নাম পড়িয়া কেহ যেন ঠাওরাইবেন না, আমরা সমগ্র

বাঙ্গালী জাতিটিকে এখনি পুঁটলি পাটলা বাঁধিয়া হিমালয়ে উঠিয়া আসিতে বলিতেছি। সে ইচ্ছা একান্ত থাকিলেও সে সুযোগ কোথায়? তবে আমরা একথা বলিতে চাহি যে, যে সকল শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যুবক একদিকে কোটরগত অগ্নিমান্দ্য বা জ্বরের তাড়নায় ও অপর দিকে চাকরীর প্রত্যাশায় অথবা চাকরীর পীড়নে জীবনকে জ্বালাময় জ্ঞান করিতেছেন, হিমালয় অপেক্ষা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বন্ধু আর আছে কি না সন্দেহ।

হিমালয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে আমরা অধিক বলিতে চাহি না। আমরা স্বচক্ষে কয়েক জন ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ম্যালেরিয়া ও ডিস্পেপ্সিয়াক্রান্ত পুরাতন রোগীকে এক বৎসরের মধ্যে অভিনব স্বাস্থ্য, বল, ও আশা লাভ করিতে দেখিয়াছি। বিশুদ্ধ বায়ু ও চিত্তচমৎকারজনক দৃশ্য এই দুইটী মহৌষধি এখানে বিনা মূল্যে যত ইচ্ছা তত পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমাস্থ গগনস্পর্শী, অর্দ্ধ বৃত্তাকার চিরনীহারাবৃত পর্ব্বতমালা হইতে যে পবন প্রবাহিত হয় তাহাকে সাক্ষাৎ ওজঃ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্নায়ুবলসাধনে এ বায়ু অমৃততুল্য।

হিমালয়ের দৃশ্য বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। যখন প্রথম সূর্য্যকিরণ বরফের পাহাড়ে একটির পর আর একটি শৃঙ্গকে রক্তাভ করিতে করিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সে শোভা মনকে রোগের চিন্তা হইতে অনেক তফাতে লইয়া যায়। যখন নানাবিধ গাছ, পালা, পাহাড়, বাড়ী, জীব জন্তুর আকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী মেঘ-শ্রেণী পাহাড়ের চূড়ার ২ প্রাতঃ বা সায়ংকালীন সূর্য্যদ্বারা রঞ্জিত হইয়া, কোন মহান জীবের ন্যায় মন্থর গমনে চলিতে থাকে; অথবা যখন উপত্যকা হইতে ঘন বাষ্পাকারে উঠিয়া, অ।পথে পর্ব্বত রাশির মধ্যে বায়ু-বিতাড়িত শুভ্র তরঙ্গমালাপূর্ণ আলোকিত সমুদ্রের রূপ ধারণ করে ও চারিদিকে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ সকল ঐ মেঘ-সমুদ্রের তীরস্থ বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সে দৃশ্য শরীরের অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেয়। একটি উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলে মনে হয়, যেন আমি কোন মহাসমুদ্রের একটি তরঙ্গের উপর চড়িয়া আছি, ও চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় নানাকারের স্থির তরঙ্গমালা সকল দাঁড়াইয়া আছে, এবং সকলের শেষে অর্দ্ধমণ্ডলাকারে স্বীয় বিপুল কলেবর দ্বারা ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমা ঘেরিয়া অবলীলাক্রমে সকলের মস্তকোপরি বহু উচ্চে নিজ অভ্রভেদী শৃঙ্গ সকল—কোনটি মন্দিরের ন্যায়, কোনটি মসজিদের ন্যায়, কোনটি গির্জ্জার ন্যায়, কোনটি কেল্লার প্যারাপেটের

ন্যায় এবং আরও কত বিচিত্র বস্তুর ন্যায়—ধারণ করিয়া বরফান। এই সমস্ত পর্ব্বতশ্রেণীরূপ তরঙ্গমালার পশ্চাতে পশ্চিম আকাশে ও বরফানের চূড়াগুলির উপর সূর্য্যাস্তের ছটা না দেখিলে বুঝা যায় না। লতা, পুষ্প পক্ষী ও কীট পতঙ্গাদির বহুত্বের ইয়ত্তা করা যায় না। স্থানে স্থানে বাঙ্গালা দেশের বিল্ব, হরিতকী, আমলকী, আম্র, আমড়া, খেজুর, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল উপত্যকা হইতে কিয়দ্দূর পর্যন্ত পাহাড়ের উপর পাওয়া যায়, পরে আবার শীতপ্রধান দেশের ওক্, পাইন্, রোডোডেনড্রন্ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল চূড়া পর্য্যন্ত দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বর্ণনা করিবার শক্তি নাই,—একথা জানা থাকিলেও, আমাদের বিশ্বাস, হিমালয়ের অনন্ত শোভা বর্ণনাতীত।

* * * * *

পাঠকের মনে হইতে পারে হিমালয়ে গেলে ম্যালেরিয়া বা ডিস্পেপ্সিয়া সারিয়া শরীর দৃঢ় ও সবল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা-রোগের ঔষধ-আয়োজনের উপায় কি? আমরা এ বিষয়ে, হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু দিবস অনুসন্ধান করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিলাম।

উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় ও গায়ে ঠাণ্ডা জায়গায়, আলু, গম, বার্লি, হলুদ, দোকতা, লঙ্কা, আদা, ও বড় এলাচ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়, প্রথম পাঁচটি দ্রব্য স্বচ্ছন্দে কলিকাতা পর্যান্ত পাঠাইয়া ব্যবসা করা চলে। ধান্য—উৎকৃষ্ট বাঁসমতি চাউল, মাস কলাই, মসুর, মটর, তিল, সরিষা, অপেক্ষাকৃত গরম অংশে ও উপত্যকায় যথেষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি অত্যন্ত লাভের ব্যবসা আছে—জ্যামের (jam, মোরব্বা)। এখানে নিতান্ত নীচু গরম জায়গা ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্র কিছু যত্ন করিয়া বাগান করিলে যথেষ্ট পরিমাণে আপেল, নাসপাতি, আলুবখারা খোবানি, পিচ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফল জন্মায়। দেশে এ সমস্ত ফল পাঠান লাভজনক হয় না, অর্দ্ধেকের বেশী নষ্ট হইয়া যায়। জ্যাম করিয়া টিনে বন্ধ করিয়া বিক্রয় করিলে এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভকর বলিয়া আমাদের ধারণা। নানাস্থানে পাহাড়া ও ইংরাজদিগের অনেক ফলের বাগান আছে, ইহাদিগের নিকট ফল কিনিয়াও যদি জ্যামের ব্যবসা করা যায়, তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

পাহাড়ীরা চাষ করিতে জানে না। জমী কিঞ্চিৎ আঁচড়াইয়া (ঘাস, পাতা, আবর্জ্জনা যেমন ছিল, তেমনিই রহিল) বীজ ছড়াইয়া দেয়। বাস্!

এই পর্য্যন্ত। আবার ক্ষেতে আসে—শস্য পাকিলে! এই প্রকারেই পুরুষানুক্রমে ইহাদের কার্য্য চলিতেছে। মাটী অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া এখনও এখানকার লোকের দিন কাটিতেছে, নতুবা অন্যথা ঘটিত।

উত্তম ফসলের জমীর সরকারী-কর প্রতি বিঘায় চারি আনারও কম। জঙ্গলাত-জমীর কর লাগে না। কেবলমাত্র চাষের ক্ষেত ছাড়া আর সমস্ত জমী জঙ্গলাত বলিয়া গণ্য হয়।

আর একটি ব্যবসা আছে—ঘৃতের। এখানে নাইনিতাল আলমোড়া প্রভৃতি সহর ছাড়া সর্ব্বত্রই টাকায় প্রায় দুইসের উত্তম ঘৃত পাওয়া যায়। কিছু দূরে, নেপাল সীমানায় "ডোটী" প্রভৃতি স্থানে তিনসের পাওয়া যায়। বন্দেজ করিয়া কারবার করিতে পারিলে, ইহাতেও লাভ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আরও কয়েকটি ছোট ছোট ব্যবসার সামগ্রী আছে, যেমন মৃগচর্ম্ম, মধু ইত্যাদি। এখানকার মজুরের রোজ দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত; দিনে নয় দশ ঘণ্টা খাটা নিয়ম।

চিররোগী ও পরাধীন হওয়ার পরিবর্ত্তে যাঁহারা সুস্থশরীর ও স্বাধীন হইতে চাহেন হিমালয়ে তাঁহাদের উপায় আছে। শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে, আর মোটা ভাত মোটা কাপড় মিলিবে। আবার এই প্রস্তাব লইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইব, আশা রহিল।

"সনন্দ"।

রামানুজ-চরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।) [২০ পৃষ্ঠার পর।

অতঃপর রাজ্ঞী তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বার বার তাঁহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাজাও পরম সমাদরে তাঁহাকে কহিলেন, "হে আল্ ওয়ান্দার! অদ্য তোমার পাণ্ডিত্য ও বাক্-চাতুর্য্যে তুমি সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছ। দাম্ভিক কোলাহল সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হইয়া দিবাকরসম্মুখে ক্ষুদ্র তারার ন্যায় আপনাকে এই বিশাল সভা-প্রাঙ্গনে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। বিদ্যাভিমানে মুগ্ধ হইয়া কোলাহল বহু সাধু-হৃদয় বিজ্ঞমণ্ডলীর

মনস্তাপের কারণ হইয়াছিল,আজ তাঁহাদেরই দীর্ঘশ্বাসে উহার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ক্রোধান্ধ হইয়া যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে তোমার প্রাণদণ্ড কামনা করিয়াছিল, আমি সেই মূঢ়াত্মা পণ্ডিতম্মন্যকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তোমার যাহা অভিরুচি হয়, উহাকে লইয়া তাহাই কর। ইহার সঙ্গে, তোমার জয়লাভের ফল স্বরূপ আমার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিয়া, প্রতিজ্ঞার হস্ত হইতে আমায় উদ্ধার কর"—এই বলিয়া রাণীর উৎসঙ্গ হইতে আপনার সিংহাসনের একাংশে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সভাসদ্‌বর্গ সকলেই তুমুল আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য যে, আল্‌ওয়ান্দার্ দিগ্বিজয়ীকে ক্ষমা করিলেন। তিনি পাণ্ড্য-রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করিয়া, বালক হইলেও, অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী দুই একজন রাজা তাঁহাকে বালকজ্ঞানে তাঁহার রাজ্য আক্রমণের জন্য চেষ্টিত হইতে লাগিলেন। চর দ্বারা উক্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া আলোয়ান্দার স্বরাজ্যে তাঁহারা আপন আপন দলবল লইয়া আসিবার পূর্ব্বেই সহসা তাঁহাদের রাজ্যে গিয়া এরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত আক্রমণ করিলেন যে, তাঁহারা 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার করদ ও মিত্র স্বরূপে পরিগণিত হইয়া আপনাদের কৃতার্থ মানিলেন।

আল্‌ওয়ান্দার্ বহুকাল ধরিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ পার্থিব সুখে মুগ্ধ হইয়া নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বরের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেও, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের তত অবসর পাইতেন না। তাঁহার রাজ্যশাসন-কালে প্রজারা অতি সুখে দিন যাপন করিতেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার পিতামহ পরলোকগত হইলেন। পিতামহ স্বীয় পৌত্রকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, সুতরাং মানবলীলা সম্বরণ করিবার পূর্ব্বে তিনি রামমিশ্র বা মানাক্কাল্ নম্বি নামক তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্যকে কহিলেন যে, "দেখিও যেন যামুনাচার্য্য বিষয়-ভোগে রত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়। আমি তাহার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম"। এই বলিয়া তিনি স্বনির্জ্জিত পুণ্যালোকে চলিয়া গেলেন।

আল্‌ওয়ান্দারের বয়স ক্রমে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইল। সেই সময় স্বীয় গুরুবাক্যানুসারে যতিবর নম্বি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাজদ্বারে উপনীত

হইলেন। কিন্তু রাজদ্বার সামন্তরাজগণের যান ও সৈন্যে সমাকুল দেখিয়া, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও বহু বিলম্বে রাজ বাটিতে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া এবং আপনাকে হীনবেশ-সন্ন্যাসী জানিয়া, তিনি সিংহদ্বার দিয়া রাজ-সদনে প্রবেশের আশা একবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবিলেন যে, যদিও দ্বারপালেরা তাঁহাকে প্রবিষ্ট হইতে দেয়, তথাপি সামন্ত-রাজগণ ও নগরের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোকে পরিবেষ্টিত, বহুবিধ রাজকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর ব্যাপৃত মহারাজ আল্ ওয়ান্দার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবসর পাইবেন না। অতএব তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

'তূদ্ বড়েই' নামক এক প্রকার শাক বুদ্ধি বর্দ্ধক বলিয়া যতিগণের সাতিশয় প্রিয়। তাহা ভোজনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করে। তিনি সেই শাক সংগ্রহ করিয়া রাজভবনের পশ্চাদ্দ্বারে গিয়া প্রধান পাচকের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহাকে অনুনয় সহকারে বলিলেন যে, "হে ভ্রাতঃ! নারায়ণ তোমার মঙ্গল করিবেন; তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই সাত্ত্বিকবুদ্ধি-বর্দ্ধনকারী শাক আমাদের পরম ধাম্মিক রাজাকে প্রতিদিন পাক করিয়া ভোজনার্থ দিও। ইহাতে তাঁহার দীর্ঘায়ু হইবে এবং বুদ্ধিমত্তা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমি নিত্য তোমায় এই শাক আনিয়া দিব"। পাচক ধর্ম্মশীল ছিলেন এবং উক্ত শাকের মহাগুণ তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং, তিনি তাহা অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং রাজাকে পাক করিয়া প্রতিদিন ভোজনার্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহাত্মা নম্বি অন্ততঃ ছইমাস কাল ঐ শাক প্রতিদিন যোগাইতে লাগিলেন। পাচকও রাজাকে উক্ত শাকের বহুবিধ ব্যঞ্জন ভোজনপাত্রে সাজাইয়া দিতেন। আল্ ওয়ান্দার সেই শাক অতি প্রীতির সহিত ভোজন করিতেন। নম্বি ইহা শুনিলেন। একদিন তিনি স্বেচ্ছায় শাক আনা বন্ধ করিলেন। সেই দিবস রাজা ব্যঞ্জনের মধ্যে উক্ত শাক না দেখিয়া পাচককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ শাক রন্ধন কর নি"? তাহাতে পাচক উত্তর করিল, "সাধুটি প্রতিদিন আনিয়া দেন; অদ্য আনেন নাই; এই জন্য রন্ধন হয় নাই"। সাধুর নাম শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই সাধু? তুমি কি মূল্য দিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহা ক্রয় কর"? পাচক উত্তর করিল, "মহারাজ! আমি সেই সাধুর নাম ধাম কিছুই জানি না। তিনি অর্থাদি

কিছুই লয়েন না। আপনার উপর তাঁহার সাতিশয় প্রীতি ও ভক্তিবশতঃ তিনি স্বেচ্ছায় কোথা হইতে প্রতিদিন উহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি করা উহার গুণ। আপনার স্বাস্থ্যবৃদ্ধি কামনায় তিনি প্রতিদিনই ঐ শাক আনিয়া আমায় আপনার ভোজনার্থ দেন। কিন্তু জানি না, অদ্য কেন আসেন নাই"। রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তামগ্ন হইলেন, তদনন্তর পাচককে কহিলেন যে, কল্য যদি তিনি শাক লইয়া পুনরায় আসেন, আমার নিকট তাঁহাকে সমাদরের সহিত লইয়া আসিও"। পাচক, "রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া স্বস্থানে গমন করিল।

পরদিন মহাত্মা নম্বি শাক লইয়া আসিলে পাচক তাঁহাকে বহুমান পুরঃসর কহিল যে—"হে সাধুবর্য্য! মহারাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। যদি অনুমতি করেন ত, আমি আপনাকে তৎসমীপে লইয়া যাই"। নম্বি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইতে বলিলেন। পাচক তাঁহাকে রাজ-সমীপে লইয়া গেলেন। রাজা সেই সময় এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনন্যমনে উক্ত সাধুর বিষয়ই তোলাপাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ পাচক-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "মহাশয়, আমি আপনার পাদবন্দনা করি। আমি আপনার দাস, আমার নিকট কোনও সঙ্কোচ করিবেন না। আপনি কি উদ্দেশে মূল্য না লইয়া প্রতিদিন উপাদেয় শাক আমার জন্য আনেন, তাহা বলুন। আমি যদি আপনার কোনও উপকারে আসিতে পারি, তাহা হইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব"। ইহা শুনিয়া নম্বি কহিলেন, "নির্জ্জনে আমি আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি"। রাজা তৎক্ষণাৎ পাচককে পাকশালায় যাইতে কহিলেন এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাধুকে বসিবার আসন দিলেন এবং পশ্চাৎ তাঁহার অনুমতি ক্রমে স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা উপবিষ্ট হইলে নম্বি কহিলেন, "হে মহারাজ! বহুকাল গত হইল, আপনার পিতামহ মহাত্মা নাথমুনি বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। বোধ হয় আপনি তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। আমি তাঁহার জনৈক দাস। দেহত্যাগ সময়ে তিনি আমার নিকট আপনাকে সমুচিত সময়ে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রভূত অমূল্য ধন রাখিয়া গিয়াছেন। আপনি সেই ধন গ্রহণ করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিউন"। আল্‌ওয়ান্দার ধনের কথা শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কারণ সেই সময়ে তিনি কোনও সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে গমনের জন্য

উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার অর্থের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। পিতামহ তাঁহার জন্য ধন রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা তিনি অবিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে,তাঁহার পিতামহ একজন খ্যাতনামা মহাপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। অতএব যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার জন্য তাঁহার পিতামহ প্রভূত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে মহাত্মা নম্বিকে কহিলেন "মহাশয়! আপনি যথার্থই মহাত্যাগশীল সাধু, যে হেতু উক্ত প্রভূত ধন আপনি আত্মসাৎ না করিয়া, আমায় প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কাল অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কোথায় সেই ধন আছে"। নম্বি উত্তর করিলেন "আপনি যদি আমার অনুগমন করেন,তাহা হইলে আমি আপনাকে যেখানে অর্থ নিহিত আছে,তথায় লইয়া যাই। দুইটি নদীর মধ্যস্থিত সাতটি প্রাকারের অভ্যন্তরে উক্ত অর্থ স্থাপিত আছে। একটি মহানাগ তাহাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছে এবং দক্ষিণসাগর হইতে প্রতি দ্বাদশবৎসরান্তে এক রাক্ষস আসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যায়। কোনও মন্ত্রবলে তাহা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং সেই মন্ত্র ও এক প্রকার উদ্ভিদের পত্রের মহীয়সী শক্তি প্রভাবে উহা পুনঃ প্রকাশিত হইবে। তখন আপনি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন"। রাজা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "আমি এখনিই চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি। আপনি পথপ্রদর্শক হউন।" নম্বি উত্তর দিলেন "হে রাজন্! তথায় বহু লোকের সমাগম হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আপনি একাই আমার অনুবর্ত্তী হউন"। তাহাতে বীরবর আলোয়ান্দার কহিলেন, "আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। অতএব অবিলম্বে অগ্রসর হউন"। ইহা বলিয়া ,তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে, সেইরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয় তিনি নম্বির অনুগমন করিলেন।

[ক্রমশঃ।]

আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [৬৯৬ পৃষ্ঠার পর।

তেজপুর সহর দারঙ্গ (Darrang) জেলার সদর ষ্টেশন। এখানে, ডেপুটী কমিশনরের আপিস, দাওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত, জেলা স্কুল, একৃসিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার আফিস, সদর জেলখানা, পাগলা গারদ ইত্যাদি জেলায় সদরে যাহা যাহা থাকা উচিত, তৎসমুদায়ই এখানে আছে। এতদ্ব্যতীত, ইণ্ডিয়া জেনারেল, ও রিভার ষ্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানিদ্বয়ের জাহাজের আফিস আছে, তেজপুর—বালিপাড়া রেলওয়ে কোম্পানিরও এইখানে হেড আফিস।

সহরের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। রাস্তা ঘাট অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও সামান্য ময়লা বা আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ করদাতাদিগের উপর ট্যাক্সের জন্য যে কোন পীড়ন আছে, তাহাও বোধ হয় না এবং কয়মাস মধ্যে তাহা শুনি নাই। মিউনিসিপাল কমিশনরগণ যে বিশেষ কার্য্যকুশল, এতদ্দ্বারা তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেল গ্রে (Col. Gray) সাহেব জেলার ডেপুটী কমিশনর। ইনিই এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান। তিনি নিজে মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে প্রতিদিন প্রাতে, ঝড়-বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্রের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, বেলা দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সমুদায় সহর প্রদক্ষিণ ও পরিদর্শন করিয়া বেড়ান, এবং যেখানে যেরূপ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক, নিজেই তাহার বন্দোবস্ত করেন। অক্ষম লোকদিগের বাটী পরিষ্কার করাইবার আবশ্যক হইলে সরকারী লোক দ্বারা তাহা করাইয়া দেন, সে ব্যয়ভার করদাতাকে বহন করিতে হয় না। সহরের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে গ্রে সাহেবের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা না থাকিলে, তেজপুর সহর কখনই এতদূর পরিষ্কার থাকিত না এবং স্বাস্থ্যসম্পন্নও হইত না, একথা কেহ অস্বীকার করিবে না। তাহা ব্যতীত, যেখানে বাক্যব্যয় কম, সেখানে কার্য্যও অধিক হইয়া থাকে।

আমাদিগের কলিকাতার দয়াময়গণ একবার তেজপুর সহরের অবস্থা দেখিলে আমাদিগের কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য—করদাতাদিগকে পরামর্শ দেওয়া, এবং কার্য্যে সহায়তা করা; আমাদি-

গের কার্য্যকরী দয়াময়গণ করদাতাদিগের ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর; এই জন্য করদাতাগণের সহিত মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারিবর্গের এরূপ বৈষম্যভাব। মিউনিসিপ্যাল আইন ক্রমশঃ যতই সূক্ষ্ম হইতেছে, করদাতাগণ ততই সতর্কতার সহিত বে-আইনী কার্য্য করিতে শিখিতেছে!

মিষ্টার ডি-টীভোলী (T. W. de Tivoly) সাহেব জনৈক ইটালীদেশীয় সম্ভ্রান্তবংশীয় ধীর প্রকৃতির লোক। ইঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমাকে যে কি কৃপার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আমি যে কুটীরে থাকিতাম, তাহা অতি জীর্ণ। প্রায় প্রতিদিন তিনি আমার কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেন এবং আমিও প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার বাঙ্গালায় যাইতাম। আমার কুটীরের দুরবস্থা দেখিয়া এবং আমার থাকিবার কষ্ট অনুভব করিয়া তিনি সর্ব্বদাই আমাকে তাঁহার সেই সুন্দর বাঙ্গালায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বদা ইয়ুরোপীয় আদব-কায়দা বজায় রাখিয়া সাহেবের সহিত বাস করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় অসম্ভব না হইলেও, কষ্টকর যে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং আমি তাঁহার কৃপার জন্য বারম্বার ধন্যবাদ দিয়া তথায় যাইয়া থাকিতে রাজি হইতাম না। তাঁহার সদাশয়তার কত পরিচয় দিব? একটী দিনের কথা বলিব, তাহা হইলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত সাহেবের হৃদয় কত উচ্চ, কত প্রশস্ত! একদিবস রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় ভয়ানক, মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাত হইতেছে, —মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। আর আমি সেই কুটীরখানির মধ্যে প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া আছি। এমন সময়ে সাহেবের একটী লোক আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল:—

My dear Mr De

Your house must be very cold and damp with all this rain, and I think you may get fever if you stay there. Please come up to sleep in my spare room until we get drier weather.

Yours sincerely
T. W. De Tivoli.

উক্ত ডি-টিভোলী সাহেব তেজপুর বালিপাড়া রেলওয়ে কোম্পানীর চীফ-ইঞ্জিনীয়র ও এজেন্ট। এই রেল-কোম্পানীর লাইন বড় দীর্ঘ নহে, তেজপুর হইতে বালিপাড়া পর্য্যন্ত ২০।২৫ মাইল গিয়াছে এবং উহারই একটী শাখা বড়-

জুলী চা বাগান পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেলের বন্দোবস্ত ভাল এবং লাইনও বেশ লাভের। এই ক্ষুদ্র লাইনটী কয়েকটী চা-বাগানের মালপত্র সরবরাহ করিয়া থাকে এবং অধিকাংশ আয় ইহারই উপর নির্ভর করে। লোকজনের গতায়াত বড় কম, কারণ দেশেই লোক জন কম। এই লাইনের সুবন্দোবস্ত এবং বার্ষিক ডিবিডেণ্ট বা শতকরা মুনাফা দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আনন্দের কারণ এই যে, কয়েকটী চা-বাগানের উপর নির্ভর করিয়া এই লাইনটী দিন দিন লাভবান হইতেছে; আর দুঃখের বিষয় যে,কতিপয় রেলওয়ে কোম্পানি আমাদের বাঙ্গালীর হস্তে থাকিয়া যে শোচনায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অংশীদারগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের উপরে যে কয়টী সাহেবের বাঙ্গালা আছে, তন্মধ্যে স্থানীয় সিবিল সার্জ্জন এবং ডি-টিভেলী সাহেবের বাঙ্গালা সুন্দর এবং উভয় স্থান হইতে জেলার দূরদৃশ্য অতীব মনোহর। শেষোক্ত সাহেবের বাঙ্গালাটী পাকা-বাটী এবং উহার বাগানটী অতি সুন্দররূপে রচিত। শুনিলাম, কলিকাতা হইতে কোন বিচক্ষণ উদ্যানিক আসিয়া উহা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক রকমের গাছ পালা আছে এবং ঔদ্যানিক কারুকার্য্যও আছে।

এখানে পাকা বাটী নাই বলিলেই হয়; অধিকাংশই খড়ের ঘর, দুই চারি খানায় টিনের চাল আছে। সাহেবদিগের যে সমুদায় খড়ের 'বাঙ্গালা' আছে, অট্টালিকা ছাড়িয়া তাহাতে বাস করা যায়। এই সকল বাঙ্গালা আদৌ স্যাঁৎসেঁতে বা ভিজে নহে, তাহার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ, জমি হইতে ছয় সাত ফুট উচ্চে তাহাদিগের মেজ; দ্বিতীয়তঃ, ঘর সকল এমনভাবে নির্ম্মিত যে, বাটীর চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে যথেষ্ট আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, ঘরসকলের উচ্চতাও যথেষ্ট। এ সকল ছাড়া আরও একটী কারণ এই যে, সাহেবেরা যে স্থানে ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহার চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত থাকে। দেশীয় লোকের যত বাটী দেখা যায়, তাহার কোনটীতে সকল সুবিধা থাকে না। স্বীকার করি, সাহেবদিগের ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, সুতরাং তত অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণ লোকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে পারে না; কিন্তু অনেক বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির বাঙ্গালাও দেখিয়াছি, এবং তাঁহারা মনে করিলে সাহেবদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারেন। তাঁহারা তবে করেন না কেন? স্বাস্থ্য-রক্ষার মূল নিয়ম তাঁহাদিগের জানা নাই বলিয়া, অথবা কার্পণ্যবশতঃ।

সাহেবদিগের বাঙ্গালা যে সমুদায় মালমসলায় নির্ম্মিত, দেশীয়দিগের বাড়ীও সেই সকল সরঞ্জামে গঠিত। আসাম প্রদেশে শর-বন প্রচুর, এবং যে শর জন্মে, তাহাও ৮।১০ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই শরকাটা দ্বারা ঘরের প্রাচীর গঠিত হইলে, উহার উপরে মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া হয়। অনেকে তাহাতে, পাকা বাড়ীর ন্যায়, বালি-পলস্তারা (Plaster) দিয়া তাহার উপরে চুনকাম করিয়া থাকেন। তখন আর তাহাকে মেটে প্রাচীর বলিয়া কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না। সে দেশে বেত গাছ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে, সুতরাং দড়ীর কাজ বেতের দ্বারাই হইয়া থাকে। বেতের দ্বারা বাঁধাই কাজ, দড়ীর অপেক্ষা দৃঢ়, স্থায়ী ও পরিষ্কার হইয়া থাকে।

সমগ্র আসাম দেশ চা'র জন্য বিখ্যাত এবং এই চা'র আবাদ না থাকিলে আসাম দেশকে একটা বৃহৎ জঙ্গল ভিন্ন কিছু বলা যাইত না। সরকার বাহাদুরের যে কিছু রাজস্ব আদায় হয়, তাহার বোধ করি তিন-চতুর্থাংশ চা-বাগিচা হইতেই হইয়া থাকে। চা'র ব্যবসায় খুব লাভজনক, এজন্য আসাম ছাড়া ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানে চা'র আবাদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দারজিলিং, হিমালয়-তরাই ডুয়ার্স, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম; পশ্চিমে আলমোড়া পার্ব্বত্য প্রদেশ, ছোটনাগপুর; দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর এবং সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি নানা স্থানে আজকাল চা জন্মিতেছে।

চা'র উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে; কেহ আসাম 'চা' কেহ বা দারজিলিং 'চা' কেহ বা সিংহলের 'চা'র পক্ষপাতী। যাহা হউক, আসামের চা যে কোনরূপে নিকৃষ্ট তাহা বলিতে পারি না। আসাম প্রদেশে চা'র আবাদ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আসাম বন-বিভাগের রিপোর্ট * হইতে আমরা নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম এবং তাহা দেখিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কি দ্রুতগতিতে ইহার আবাদ বাড়িতেছে।

বিগত ইং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে Sir Dietrich Brandis যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত সালে ৫৮৭,৪০৯ একার জমি চা-করদিগের হস্তগত ছিল, তন্মধ্যে ১৪৭,৮৪০ একার ভূমি আবাদে পরিণত এবং অবশিষ্ট—৪৩৯,৫৬৯ একার জঙ্গলাবৃত। কিন্তু ১৮৯৬ সালের তালিকায় দেখা যায়, ১,১৩১,৮০৭ একার ভূমি চা-করদিগের হস্তগত থাকে, তন্মধ্যে ২৯,২০০•

* Forest administration Report of Assam 1897—98.

একার আবাদে পরিণত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উক্ত অষ্টাদশ বৎসর মধ্যে চা-আবাদের জন্য ২৪৫ বর্গ-মাইল ভূমি বাড়িয়াছে।

১৮৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দে মোট আবাদী জমি ১,৫২৩,০০০ একার ছিল।

সন ১৮৯৫-৯৬ খৃঃ অব্দে ১,৬৯২,০০০, একার ভূমি চার আবাদ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

আসামদেশে জমীর মূল্য নাই বলিলেই হয়, এবং আবশ্যক হইলে অপরিমিত ভূমিখণ্ড এক স্থলেই পাওয়া যায়, এজন্য সে দেশে, অন্যান্য দেশের ন্যায় বিঘা হিসাবে মাপ না হইয়া, একার হিসাবে হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত একার হিসাবে মাপ হইবার আর একটী কারণ এই যে, যে পরিমাণে এক একটা বাগানের জন্য জমি আবশ্যক হয়, তাহা বিঘা হিসাবে মাপ করিতে অনেক পরিশ্রম হয়, সুতরাং তাহা লাঘব করিবার জন্য এবং অঙ্কপাতেরও সুবিধার জন্য এরূপ করা হইয়া থাকে। এক একার জমি বঙ্গীয় তিন বিঘা জমীরও কিঞ্চিদধিক। অতিশয় ক্ষুদ্রায়তনের বাগান হইলেও, হাজার বিঘার নিম্নে কোন বাগানই নাই বলিলেই হয়। দশ হাজার বিঘার বাগানও সেদেশে বিরল নহে. Borjuli Tea estate তাহার মধ্যে একটী এবং তেজপুর বা দারঙ্গ জেলায় প্রধান।

দারঙ্গ জেলার অন্তর্গত তেজপুরের এলাকাধীন যত গুলি চা-বাগিচা দেখিলাম, তাহার মধ্যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড়জুলি টী এষ্টেট সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার সকল ব্যাপারই অদ্ভুত। বাগীচার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলে তাহার সীমা যে কতদূর বিস্তৃত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বালিপাড়া তেজপুর রেলের মধ্যে উক্ত বাগীচার জন্যই যে শাখা লাইন গিয়াছে, তাহার ষ্টেশন ঐ বাগীচার মধ্যেই এবং সেই শাখা লাইন রাঙ্গাপাড়া ষ্টেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ণ গতিতে রেল যখন বাগানের সীমানায় প্রবেশ করে, তখন হইতে বাগানের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিতে প্রায় এক কোয়াটার লাগে। রেলের উভয় পার্শ্বে এবং যতদুর যাওয়া যায়, কেবল চা গাছ ;—দেখিতেই অতি সুন্দর।

এ বাগানে কেবল আসাম চা'র আবাদ দেখিলাম। পুরাতন বাগানসমূহে (China tea) চীনের চা'র আবাদ আছে, কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থানে তাহার পরিবর্ত্তে আসাম চা রোপিত হইতেছে। 'মণিপুর হাইব্রিড'কে আসাম চা কহে। মণিপুর দেশের চা'র সহিত চীনের চা'র যে সঙ্কর গাছ (hybrid) উৎপন্ন হয়, তাহাকে আসাম চা কহে। চীনের চা-গাছের আকার অপেক্ষাকৃত

ছোট এবং পত্র সকল ছোট ছোট কিন্তু গুণাংশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর মণিপুর চা'র গাছ বড় এবং পত্রও বড় হইয়া থাকে, সুতরাং ফলন চীনের চা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এতদুভয় জাতীয় চা'র গুণ একত্রে সমাবেশ করিবার জন্য হাইব্রিড চা সৃষ্ট হইয়াছে; ইহা অবশ্য মনুষ্যবুদ্ধি ও ঔদ্যানিক কৌশলের পরিচায়ক। চীনের চা'র সুগন্ধ ও উত্তেজনা শক্তি অধিক, পরন্তু ফলন অতি কম। চীন জাতীয় চা'র যে সমুদায় গুণ তাহা মণিপুরী চার সহিত সংযোজিত হইলে নবোৎপন্ন চা যে চীনজাতীয় চা'র তাবৎ গুণ লাভ করিয়া মণিপুরী চা'র ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট গাছ হইয়া অধিক পরিমাণে ফসল প্রদান করিবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? উভয় জাতীয় চা'র এই সংশ্রব রক্ষা করিবার জন্যই এক্ষণে নূতন বাগানে আসামী চার আবাদ হয় এবং পুরাতন বাগানেও চীনজাতীয় উঠিয়া গিয়া আসামী চা প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

আসাম চা গাছের আকার তিন চারি হস্ত বিস্তৃত হয় এবং উর্দ্ধে আট নয় হাতও হইতে দেখিয়াছি। এই যে ৮।৯ হাত উচ্চ গাছের কথা বলিলাম, তাহা ইহার স্বাভাবিক উচ্চতা, কিন্তু আবাদী ক্ষেত্রে উহাকে তিন হাতের অধিক উচ্চ হইতে কখনই দেওয়া হয় না, কারণ প্রতি বৎসরই গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং প্রতিনিয়ত উহাদিগের নবোদ্গত পত্র, পত্রকলি উঠাইতে হয়। আসাম চা'র পত্রের আকার অনেকটা গন্ধরাজ গাছের ন্যায়, কিন্তু উহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা ও চওড়া হইয়া থাকে এবং উহার বর্ণ ঘন সবুজ ও উজ্জ্বল চিক্কণ। আর যে, চায়না টী অর্থাৎ চীনের চা, তাহার গাছ ৫।৬ হাত স্বভাবতঃ উচ্চ হয়, কিন্তু ছাঁটাছাঁটিতে দুই বা সার্দ্ধ দুই হস্তের অধিক উচ্চ হইতে পায় না। ইহার পত্রগুলি দুই ইঞ্চ লম্বা এবং পত্রের মধ্যস্থল এক ইঞ্চ মাত্র চওড়া হয়। ইহার বর্ণ ফিকে সবুজ।

আসামদেশীয় যে মৌলিক (indigenous) চা, তাহা এখনও কোথাও কোথাও পতিত স্থানে দেখা যায়, কিন্তু তাহার আবাদ হয় না। তেজপুরে কপলিন সাহেবের বাঙ্গালার অন্তর্গত কোনাতে ইহার কয়েকটী গাছ দেখিয়াছি।

চীনের ও আসামী চা'র আবাদ ও চা-প্রস্তুতের তাবৎ প্রণালী একই রকমের সুতরাং সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই, তবে রোপন সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসামী চা অপেক্ষা চীনের চা-গাছ ঈষৎ ঘনভাবে বসাইতে হয়।

উদ্ভিদ্ মাত্রেরই স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, এই কারণে কোন স্থানে একই গাছ রুগ্ন শীর্ণ হয়, আবার কোন স্থানে সবল ও পুষ্ট হয়। এবং ইহাতেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণিপ্রকৃতির সহিত উদ্ভিদ্‌প্রকৃতির সামঞ্জস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। প্রাণি প্রকৃতি বৃহৎ ব্যাপার সুতরাং সংক্ষেপ করিয়া মানবপ্রকৃতির সহিত উদ্ভিদ্‌প্রকৃতির তুলনা করিলে অনেকদুর অবধি আমরা উদ্ভিদের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিতে পারি। মানবজাতিকে যতক্ষণ চৈতন্য হইতে পৃথক্ রাখা যায়, ততক্ষণ উদ্ভিদ্ ও মনুষ্য-মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাক্, যে কথা বলিতেছিলাম। আসামের আব-হাওয়া চা-আবাদের বিশেষ উপযোগী, এই জন্যই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা আসামঅঞ্চলে এত অধিক চা-বাগিচা দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রদেশের সম্বৎসরের গড়-বারিপাত (average rain-fall) এক শত ইঞ্চ বা ততোধিক, এইরূপ দেশই ইহার আবাদের যোগ্য। জঙ্গলময় ও পার্ব্বত্যপ্রদেশের বারিপাত স্বভাবতঃই সমধিক। আসামের বারিপাত দেড় শত ইঞ্চেরও অধিক। কিন্তু আর পঞ্চাশৎ বৎসর পরে এত অধিক বারিপাত থাকিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ; কেন না, যে পরিমাণে প্রতি বৎসরই নূতন চা-বাগানের সংখ্যা এবং অবস্থিত বাগানের বিস্তৃতি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে উক্ত কাল মধ্যে অধিকাংশ জঙ্গল নিঃশেষিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত আসাম গবর্ণমেণ্ট যেভাবে জমির বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে বাঙ্গালা, বেহার প্রভৃতি নিকটস্থিত প্রদেশের অনেক ভূম্যধিকারী সে দেশে জমি ইজারা লইয়া আবাদ, বসতি করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট লাভবান হইবেন, —দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে,—শিক্ষা ও সভ্যতার সূচনা হইবে, কিন্তু চা-করগণ বৃষ্টি অভাবে তাদৃশ লাভ গণিতে পারিবেন না বলিয়া অনুমান হয়।

আসামের আব-হাওয়ার বিশেষত্ব এই যে, বর্ষাকালে প্রায় প্রতিদিন সারা রাত্রি বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে বৃষ্টি ধরিয়া গিয়া সমস্ত দিবস প্রখর রৌদ্র হইয়া থাকে। এ ছাড়া তথায় ভারতের অনেক দেশ অপেক্ষা বর্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয়। যাহা হউক, রাত্রিকালে বৃষ্টি, দিবসে রৌদ্র প্রায় সকল আবাদের পক্ষে উপকারী। চা-আবাদে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। [ক্রমশঃ।]

"কেন মন ধায়"!

(বাবু অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।)

জানি, কায়া সব(ই) ছায়া, জানি ধরা, সব(ই) মায়া,
তথাপি পৃথিবী প্রতি কেন মন ধায়?
জানিয়া না জানি কেন, এ কি হ'ল দায়! ১ ॥

হৃদয়সর্ব্বস্ব যেই, দু'দিনের তরে সেই,
তবু তারি তরে কেন মন সদা ধায়!
মাটির পুতুল যদি মাটি বই নয়॥ ২ ॥

কলঙ্কের ডালি বহি, যাতনা হৃদয়ে সহি,
হৃদয়ের ভার, শুধু হৃদয়ে মিশাই।
বুঝিয়া না বুঝি তবু, কেন সদা ধাই! ৩ ॥

দুঃখ শুধু—সুখ-ঢাকা, সুখ—শুধু দুঃখ মাখা;
প্রাণের আবেগ শুধু মিশাই অন্তরে।
বুঝিয়া না বুঝি, থাকি কেন কারাগারে? ৪ ॥

গেছে সুখ, গেছে আশা; ফুরায়েছে ভালবাসা!
বলনা তথাপি কেন রয়েছে জীবন!!
যাতনা সহিতে কিবা হেথা আগমন? ৫ ॥

সকলি গিয়াছে ছেড়ে, রয়েছে জীবন পড়ে;
মধু-গন্ধহীন ফুল হয়েছে জীবন,
তবু কেন মন ধায়? বলনা (এ) কেমন! ৬ ॥

জান কেহ, বল মোরে, জিজ্ঞাসি হে সকাতরে—
তবু কেন সদা মন তারি তরে ধায়?
যদি কেহ জেনে থাক বলনা আমায়। ৭ ॥

মহাভাষ্যম্।

ভাষ্য মূল।—অথ কিমর্থো বর্ণানামুপদেশঃ।

বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ *।

বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

কিমিদং বৃত্তিসমবায়ার্থ ইতি। বৃত্তয়ে সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। বৃত্ত্যর্থো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ বৃত্তিপ্রয়োজনো বা সমবায়ো বৃত্তিসমবায়ঃ। কা পুনর্বৃত্তিঃ। শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ। অথ কঃ সমবায়ঃ। বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ সন্নিবেশঃ। অথ ক উপদেশঃ। উচ্চারণম্। কুত এতৎ। দিশিরুচ্চারণক্রিয়ঃ। উচ্চার্য্য হি শব্দানাহ উপদিষ্টা ইমে বর্ণা ইতি।

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ *।

অনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। অনুবন্ধানাসঙ্ক্ষ্যামীতি। ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যাঃ আসঙ্‌ক্তুম্। স এষ বর্ণানামুপদেশঃ বৃত্তিসমবায়ার্থশ্চানুবন্ধকরণার্থশ্চ বৃত্তিসমবায়শ্চানুবন্ধকরণঞ্চ প্রত্যাহারার্থম্। প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ *।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ ইষ্টান্ বর্ণান্ ভোৎস্যত ইতি। ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ ইষ্টা বর্ণাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্।

বঙ্গানুবাদ।—বর্ণের উপদেশ করা হয় কি নিমিত্ত? বৃত্তি সমবায়ের নিমিত্ত বর্ণ সকলের উপদেশ করা উচিত। বৃত্তি সমবায়ার্থ এই কথাটার অর্থ কি? বৃত্তির নিমিত্ত সমবায় বৃত্তিসমবায় বা বৃত্ত্যর্থ সমবায় বৃত্তিসমবায় অথবা বৃত্তি-প্রয়োজন সমবায় বৃত্তিসমবায়। বৃত্তি কাহাকে কহে? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিকে বৃত্তি কহে, সমবায় কাহাকে কহে? আনুপূর্ব্বক্রমে বর্ণ সকলের সন্নিবেশকে এস্থলে সমবায় কহে। উপদেশ কাহাকে কহে? উচ্চারণকে উপদেশ কহে। উচ্চারণকে উপদেশ কহে কেন? দিশ্ ধাতুর অর্থ উচ্চারণ করা, বর্ণ সকলকে উচ্চারণ করিয়া লোকে বলে, এই বর্ণসকল উপদিষ্ট হইল।

অনুবন্ধ করণের নিমিত্তও বর্ণ সকলের উপদেশ করা উচিত। বর্ণসকলকে উপদেশ না করিলে অনুবন্ধ নির্ণয় করা যায় না। সেই এই বর্ণসকলের উপদেশ বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত এবং অনুবন্ধকরণের নিমিত্ত। বৃত্তিসমবায় এবং অনুবন্ধকরণ প্রত্যাহারের নিমিত্ত; প্রত্যাহার বৃত্তির নিমিত্ত।

ইষ্ট বর্ণসকলকে বুঝিবার নিমিত্তও বর্ণ সকলের উপদেশ হয়, বর্ণ সকলকে উপদেশ না করিলে ইষ্ট বর্ণসকলকে জানিতে পারা যায় না।

ভাষ্য-মূল।—ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেদুদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানামপ্যুপদেশঃ ॥।

ইষ্টবুদ্ধ্যর্থশ্চেতি চেৎ উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানুনাসিকদীর্ঘপ্লুতানামপ্যুপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

এবং গুণা অপি হি বর্ণা ইষ্যন্তে। আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধম্। অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্ব্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথেবর্ণাকৃতিস্তথোবর্ণাকৃতিঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি ইষ্টবোধের নিমিত্তই বর্ণসকলকে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুত সকলেরও উপদেশ করা উচিত। এইরূপ গুণসম্পন্ন বর্ণসকলও অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অনুনাসিক, দীর্ঘ এবং প্লুতেরও প্রয়োজন। কিন্তু আকৃতির উপদেশেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, অবর্ণের আকৃতিই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই যত প্রকার অবর্ণ আছে, সকলই গৃহীত হইবে। তদ্রূপ ইবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারায় সকল প্রকার ইবর্ণই গৃহীত হইবে, উবর্ণের আকৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সকল উবর্ণই গৃহীত হইবে অর্থাৎ (পাণিনীয় মতে স্বরবর্ণ নয়টী, এই স্বরবর্ণ সকল প্রথমতঃ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত (১) ভেদে তিন প্রকার। এই তিন প্রকারের প্রত্যেকটী আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত (২) ভেদে তিন প্রকার। এই নয় প্রকারের স্বরবর্ণের প্রত্যেকটী আবার অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক (৩) ভেদে দুই প্রকার। পাণিনীয় মতে ঌকারের দীর্ঘ নাই, অতএব ঌকারের ভেদ দ্বাদশ প্রকার। এ ঐ ও ঔ ইহাদের হ্রস্ব নাই, অতএব ইহাদেরও ভেদ দ্বাদশ প্রকার।

---

(১) একমাত্রা বিশিষ্ট স্বরকে হ্রস্ব স্বর, দুই মাত্রা বিশিষ্ট স্বরকে দীর্ঘ স্বর এবং তিন মাত্রা বিশিষ্ট স্বরকে প্লুত স্বর কহে। যথা "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বঃ দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্"॥

(২) উচ্চৈরুদাত্তঃ। উচ্চারণ স্থানের উর্দ্ধভাগে নিষ্পন্ন স্বরকে উদাত্ত স্বর কহে; নীচৈরনুদাত্তঃ। উচ্চারণ স্থানের অধোভাগে নিষ্পন্ন স্বরকে অনুদাত্ত স্বর কহে এবং সমাহারঃ স্বরিতঃ। উদাত্ত ও অনুদাত্ত এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী স্বরকে স্বরিত স্বর কহে।

(৩) মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ। মুখের সহিত নাসিকা দ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বর্ণকে অনুনাসিক কহে। বর্ণ সকল নাসিকার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মুখ দ্বারাও উচ্চারিত হয়, তাহারা নিরনুনাসিক।

ভাষ্য-মূল।— আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধঃ *।

আকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতি চেৎ সংবৃতাদীনাং প্রতিষেধোবক্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যদি আকৃতির উপদেশ করিলেই বর্ণসকলের উপদেশ সিদ্ধ হয়, তবে সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ বলা উচিত।

ভাষ্য-মূল।—কে পুনঃ সংবৃতাদয়ঃ? সংবৃতঃ, কলঃ, ধ্মাতঃ, এণীকৃতঃ, অম্বুকৃতঃ, অর্দ্ধকঃ, গ্রস্তঃ, নিরস্তঃ, প্রগীতঃ, উপগীতঃ, ক্ষ্বিণ্ণঃ, রোমশ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—সংবৃত প্রভৃতি কি? সংবৃত (১), কল (২), ধ্মাত (৩), এণীকৃত (৪), অম্বুকৃত (৫), অর্দ্ধক (৬), গ্রস্ত (৭), নিরস্ত (৮), প্রগীত (৯), উপগীত (১০), ক্ষ্বিণ্ণ (১১) এবং রোমশ (১২)।

ভাষ্য-মূল।—অপরআহ—

গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হত—
মম্বুকৃতং ধ্মাতমথোবিকম্পিতম্।
সন্দষ্টমেণীকৃতমর্দ্ধকং দ্রুতং
বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ॥

ইতি। অতোঽন্যে ব্যঞ্জনদোষাঃ।

---

(১) "অ" এই বর্ণটিই সংবৃত। একার প্রভৃতিকে সংবৃত উচ্চারণ করিলে তাহা দোষ। অকারের সংবৃত উচ্চারণ দোষ নহে।

(২) কাকলী নামে প্রসিদ্ধ নিজ উচ্চারণ স্থান ভিন্ন অপর স্থান হইতে উচ্চারিত স্বরকে কল কহে।

(৩) অধিক শ্বাসের প্রয়োগ দ্বারা হ্রস্বস্বরও যে দীর্ঘ স্বরের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাহাকে ধ্মাত কহে।

(৪) যে স্থলে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না অর্থাৎ ওকার উচ্চারিত হইল বা উকার উচ্চারিত হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাকে এণীকৃত কহে।

(৫) যাহা ব্যক্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অম্বুকৃত কহে।

(৬) যাহা দীর্ঘ হইলেও হ্রস্বের ন্যায় উচ্চারিত হয় তাহাকে অর্দ্ধক কহে।

(৭) জিহ্বামূলে সংযমিত স্বরকে বা অব্যক্ত স্বরকে গ্রস্ত কহে।

(৮) নিষ্ঠুর অর্থাৎ কর্কশ স্বরকে নিরস্ত কহে।

(৯) সামবেদের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত স্বরকে প্রগীত কহে।

(১০) সমীপস্থিত বর্ণের স্বর গীত হইলে তাহার অনুরত স্বরকে উপগীত কহে।

(১১) কম্পিত স্বরের ন্যায় স্বরকে ক্ষ্বিণ্ণ কহে।

(১২) গম্ভীর স্বরকে রোমশ কহে।

বঙ্গানুবাদ।—অপর কেহ বলেন,—

গ্রস্ত, নিরস্ত, অবিলম্বিত (১), নির্হত (২), অম্বুকৃত, ধ্মাত, বিকম্পিত, সন্দষ্ট (৩), এণীকৃত, অর্দ্ধক, দ্রুত এবং বিকীর্ণ (৪) ইহারাই স্বরের দোষ। এতদ্ভিন্ন ব্যঞ্জনের দোষও আছে।

ভাষ্য-মূল।—নৈব দোষঃ। গর্গাদিবিদাদিপাঠাৎ সংবৃতাদীনাং নিবৃত্তি-র্ভবিষ্যতি। অস্ত্যন্যদ্ গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনং, কিং, সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহা দোষ নহে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ হইতেই সংবৃতপ্রভৃতির নিবৃত্তি হইবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ করাতে এতদ্ভিন্ন অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি? যাহাতে সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হ্যষ্টাদশধাভিন্নাং নিবৃত্তকলাদিকামবর্ণস্য প্রত্যাপত্তিং বক্ষ্যামি। সা তর্হি বক্তব্যা। লিঙ্গার্থা তু প্রত্যাপত্তিঃ। লিঙ্গার্থা সা তর্হি ভবতি। তৎ তর্হি বক্তব্যম্। যদাপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি অনেকমনুবন্ধশতং নোচ্চার্য্য-মিৎসংজ্ঞা চ ন বক্তব্যা লোপশ্চ ন বক্তব্যঃ। যদনুবন্ধৈঃ ক্রিয়তে। তৎকলা-দিভিঃ করিষ্যতে। সিধ্যত্যেবম্ অপাণিনীয়ং তু ভবতি। যথান্যাসমেবাস্তু।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ তবে অষ্টাদশবিভাগে বিভক্ত, কলপ্রভৃতিরহিত অবর্ণের সমাধান বলিব। তবে তাহা অর্থাৎ অবর্ণের প্রত্যাপত্তি বলিব। প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ। তবে তাহা অর্থাৎ প্রত্যাপত্তি লিঙ্গার্থ হইবে। তবে তাহা বলা উচিত। যদাপি ইহা বলা হয়। অথবা এই কারণে এত বহুতর অনুবন্ধ উচ্চারণ করিবার আবশ্যক নাই। ইৎ সংজ্ঞাও বলিবার আবশ্যক নাই। লোপও বলিবার আবশ্যক নাই। অনুবন্ধ যাহা করে, কল প্রভৃতিও তাহা করিবে অর্থাৎ অনুবন্ধের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, কল প্রভৃতি দ্বারাও তাহা সাধিত হইবে। এইরূপে সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা অপাণিনীয় অর্থাৎ ভগবান পাণিনির মতানুযায়ী নহে। অতএব, যাহা আছে, তাহাই থাকুক।

ভাষ্য-মূল।—ননু চোক্তমাকৃত্যুপদেশাৎ সিদ্ধমিতিচেৎ সংবৃতাদীনাং

---

(১) যাহা অপর বর্ণের সহিত মিশ্রিত হয় না, তাহাকে অবিলম্বিত কহে।

(২) রুক্ষ বা কর্কশ স্বরকে নির্হত কহে।

(৩) বৃদ্ধিপ্রাপ্তের ন্যায় স্বরকে সন্দষ্ট কহে।

(৪) অপরবর্ণে গতিশীল স্বরকে বিকীর্ণ কহে। কেহ কেহ বলেন, যাহা এক হইয়াও অনেকে প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকীর্ণ কহে।

প্রতিষেধ ইতি। পরিহৃতমেতৎ। গর্গাদিবিদাদিপাঠে প্রয়োজনমুক্তম্। কিম্ সমুদায়ানাং সাধুত্বং যথা স্যাদিতি। এবং তহ্যুভয়মনেন ক্রিয়তে পাঠশ্চৈব বিশেষ্যতে কলাদয়শ্চ নিবর্ত্তন্তে।

বঙ্গানুবাদ।—পূর্ব্বে তো ইহা বলা হইয়াছে "যদি বল, আকৃতির উপদেশ করিলে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সংবৃত প্রভৃতির প্রতিষেধ করা উচিত।" তাহা পরিহার করা হইয়াছে (যথা)—"গর্গাদিবিদাদির পাঠ হইতেই সংবৃত প্রভৃতির নিবৃত্তি হইবে। গর্গাদিবিদাদি পাঠ করাতে এতদ্ভিন্ন অপর প্রয়োজনও উক্ত আছে। কি? যাহাতে সমুদায়েরই সাধুত্ব হয়।" এইরূপ তবে ইহার দ্বারা উভয়ই সাধিত হয়। পাঠেরও বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ করা হয় এবং কল প্রভৃতিও নিবৃত্ত হয়।

ভাষ্য-মূল।—কথং পুনরেকেন যত্নেনোভয়ং লভ্যম্। লভ্যমিত্যাহ। দ্বিগতা অপি হেতবো ভবন্তি। তদ্যথা,—আম্রাশ্চ সিক্তা পিতরশ্চ প্রীণিতা ইতি। তথা বাক্যানি দ্বিষ্ঠানি ভবন্তি। শ্বেতোধাবতি অলম্বুসানাং যাতেতি।

বঙ্গানুবাদ।—একপ্রকার যত্ন কিপ্রকারে উভয় লাভ করিতে পারা যায়? লাভ করিতে পারা যায়, ইহা উক্ত আছে। হেতু সকল দ্বিগামীও হয়; যেমন, আম্রবৃক্ষও সেচন করা হইতেছে এবং পিতৃলোকের তর্পণও সাধিত হইতেছে। (এই বাক্যে আম্রবৃক্ষের সিঞ্চন এবং পিতৃলোকের তর্পণ এই উভয় হেতুই সাধিত হইতেছে।) তদ্রূপ বাক্য সকলও দ্বিগামী হয়। (যেমন)—অলম্বুস দেশে গমনাকাঙ্ক্ষী শ্বেতনামক ব্যক্তি দৌড়াইতেছে। (এই বাক্যে শ্বেতনামক ব্যক্তির অলম্বুস দেশে গমন এবং দৌড়ান এই উভয় ক্রিয়াই সাধিত হইতেছে।)

ভাষ্য-মূল।—অথবা ইদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ কেমে সংবৃতাদয়ঃ শ্রূয়েরন্নিতি। আগমেষু, আগমাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। বিকারেষু, তর্হি বিকারাঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রত্যয়েষু, তর্হি প্রত্যয়াঃ শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। ধাতুষু, তর্হি ধাতবোঽপি শুদ্ধাঃ পঠ্যন্তে। প্রাতিপদিকেষু, তর্হি প্রাতিপদিকান্যপি শুদ্ধানি পঠ্যন্তে। যানি তর্হ্যগ্রহণানি প্রাতিপদিকানি। এতেষামপি স্বরবর্ণানুপূর্ব্বীজ্ঞানার্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। শশঃ ষষ ইতি মা ভূৎ। পলাশঃ পলাষ ইতি মা ভূৎ। মঞ্চকো মঞ্জক ইতি মাভূৎ।

"আগমাশ্চ বিকারাশ্চ প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ।
উচ্চার্য্যন্তে ততস্তেষু নেমে প্রাপ্তা কলাদয়ঃ॥"

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলিবিরচিতে মহাভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য
প্রথমপাদে প্রথমমাহ্নিকম্॥

বঙ্গানুবাদ।—অথবা ইহা এই প্রকার হইল। কিন্তু, ইহা জিজ্ঞাস্য যে, এই সংবৃত প্রভৃতি কোন্ স্থলে শ্রুত হয়? যদি বল আগমে (১)? তাহা হইলে আগম সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, বিকারে (২) তাহা হইলে বিকার সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রত্যয়ে (৩)? তাহা হইলে প্রত্যয় সকল শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, ধাতুতে (৪)? তাহা হইলে ধাতু সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। যদি বল, প্রাতিপদিকে (৫)? তাহা হইলে প্রাতিপদিক সকলও শুদ্ধ পঠিত হয়। তবে যে সকল অগ্রহণ প্রাতিপদিক আছে, ইহাদিগেরও স্বর ও বর্ণের আনুপূর্ব্বীজ্ঞানের নিমিত্ত অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে জ্ঞানের নিমিত্ত উপদেশ করা উচিত। "শশ" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "ষষ" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। "পলাশ" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "পলাষ" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়। "মঞ্চক" এই প্রকার উচ্চারণ করিতে "মঞ্জক" এই প্রকার উচ্চারিত না হয়।

আগম, বিকার এবং ধাতুর সহিত প্রত্যয় অর্থাৎ ধাতু ও প্রত্যয় উচ্চারিত হয়। সেই হেতু উক্ত বল প্রভৃতির প্রাপ্তি হয় না।

শ্রীমদ্ ভগবান্ পতঞ্জলি মুনির বিরচিত মহাভাষ্য প্রথমাধ্যায়ের
প্রথম পাদে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত হইল।

---

(১) কোন বর্ণের উপস্থিতি হওয়াকে আগম কহে। যেমন, "অগচ্ছৎ" এই স্থলে পূর্ব্বের অকারটিকে আগম কহে।

(২) কোন বর্ণের বিকৃতি প্রাপ্তি হওয়াকে বিকার কহে। যেমন,—অন্য + অন্য এই দুই পদের সন্ধি করিলে "অন্যোহন্য" এইরূপ প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে অকার বিকৃত হইয়া ওকার হওয়াকেই বর্ণবিকার কহে।

(৩) মূলভাগের পর যাহা থাকে, তাহাকে প্রত্যয় কহে।

(৪) ক্রিয়াবাচী ভূ, স্থা, গম্ প্রভৃতিকে ধাতু কহে।

(৫) ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্দ স্বরূপকে প্রাতিপদিক কহে এবং কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ও সমাসনিষ্পন্ন শব্দকেও প্রাতিপদিক কহে।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে

দ্বিতীয়মাহ্নিকম্।

ভাষ্য-মূল।—অইউণ্। ১। (১)

অকারস্য বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্থঃ *।

অকারস্য বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কিং প্রয়োজনম্। আকারগ্রহণার্থঃ অকারঃ সবর্ণগ্রহণেনাকারমপি যথা গৃহ্ণীয়াৎ। কিং চ কারণং ন গৃহ্ণীয়াৎ। বিবারভেদাৎ। কিমুচ্যতে বিবারভেদাদিতি ন পুনঃ কালভেদাদপি। যথৈব হ্যয়ং বিবারভিন্ন এবং কালভিন্নোঽপি।

বঙ্গানুবাদ।—"অইউণ্।" এই মাহেশ্বর সূত্রে অকারের বিবৃত উপদেশ করা উচিত। কি নিমিত্ত? আকার গ্রহণের নিমিত্ত। যাহাতে আকার সবর্ণের দ্বারা আকারকেও গ্রহণ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত। কি কারণেই বা গ্রহণ না করিবে? বিবার ভেদ বশতঃ (অর্থাৎ অকারের প্রযত্ন সংবার, আকারের প্রযত্ন বিবার; অতএব অকার এবং আকার এই উভয়ের প্রযত্নের পার্থক্য আছে এই নিমিত্ত বিবারের উপদেশ না করিলে অকার কোন প্রকারেই আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।) কি বলিতেছেন? কেবল বিবারের ভেদ বশতই অকার সবর্ণরূপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারেনা, না, কালভেদেও অকার আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেনা (অকার উচ্চারণ করিতে যত সময়ের আবশ্যক, আকার উচ্চারণ করিতে তাহার দ্বিগুণ সময়ের আবশ্যক হয়। অতএব কেবল মাত্র বিবারভেদ বশতই যে অকার সবর্ণরূপে আকারকে গ্রহণ করিতে পারে না তাহা বলিতে পারেন না, কিন্তু কালভেদেও আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না)। অকার যেমন বিবার এই প্রযত্ন দ্বারা পার্থক্যবিশিষ্ট, তদ্রূপ উচ্চারণের সময় দ্বারাও পার্থক্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ যেমন প্রযত্নও পৃথক্ তদ্রূপ উচ্চারণের সময়ও পৃথক্)।

ভাষ্য-মূল।—সত্যমেবমেতৎ। বক্ষ্যতি তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণমিত্যত্রাস্য

---

(১) অইউণ্। ১। ঋ৯ক্। ২। এওঙ্। ৩। ঐঔচ্। ৪। হযবরট্। ৫। লণ্। ৬। ঞমঙণনম্। ৭। ঝভঞ্। ৮। ঘঢধষ্। ৯। জবগডদশ্। ১০। খফছঠথচটতব্। ১১। কপয্। ১২। শষসর্। ১৩। হল্। ১৪। এই চৌদ্দটি সূত্রকে মহর্ষি পাণিনী মহেশ্বরের ঢক্কা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই নিমিত্তই বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদীকার বলিয়াছেন "এতানি মাহেশ্বরসূত্রাণি অনাদিসংজ্ঞার্থানি।"

গ্রহণস্য প্রয়োজনম্। আস্যে যেষাং তুল্যোদেশঃ প্রযত্নশ্চ তে সবর্ণসংজ্ঞা ভবন্তীতি। বাহ্যশ্চপুনরাস্যাৎকালঃ। তেন স্যাদেব কালভিন্নস্য গ্রহণং ন পুনর্বিবারভিন্নস্য।

বঙ্গানুবাদ।—হাঁ ইহা সত্যই বটে। কিন্তু "তুল্যাস্য প্রযত্নং সবর্ণম্।" এই সূত্রে আস্য গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন। আস্যে অর্থাৎ মুখে যাহাদিগের দেশ অর্থাৎ উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ন তুল্য তাহারাই সবর্ণ হয়। কাল আস্য হইতে বহির্দেশে। অতএব উচ্চারণকাল পৃথক্ হইলেও তাহা সবর্ণরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু বিবার দ্বারা পৃথক্ হইলে অর্থাৎ পৃথক্ প্রযত্ন হইলে তাহা সবর্ণরূপে গৃহীত হয় না।

ভাষ্য-মূল।—কিং পুনরিদং বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে আহো স্বিৎ সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে। কথং জ্ঞায়তে। "অ অ" ইত্যকারস্য বিবৃতস্য সংবৃততাপ্রত্যাপত্তিং শাস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। অতিখট্টঃ অতিমাল ইত্যত্রান্তর্যাতো বিবৃতস্য বিবৃতঃ প্রাপ্নোতি। সংবৃতঃ স্যাদিত্যেবমর্থাঃ প্রত্যাপত্তিঃ। নৈতদস্তি। নৈব লোকে ন চ বেদেহকারো বিবৃতোহস্তি। কস্তর্হি। সংবৃতঃ। যোহস্তি স ভবিষ্যতি। তদেতৎ প্রত্যাপত্তিবচনং জ্ঞাপকমেব ভবিষ্যতি বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—ইহা কি বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে—তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে অথবা সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে—তাহারই বিবৃত উপদেশও বলা হইতেছে? বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে। কি প্রকারে জানিতেছেন? যে হেতু ইহা "অ অ" এই সূত্রে বিবৃত অকারের সংবৃতবোধকত্ব উপদেশ করিতেছেন। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইহা বলাতে অপর প্রয়োজনও আছে। কি? "অতিখট্ট" "অতিমাল" এই সকল স্থলে আন্তর্য্যানুসারে অর্থাৎ সবর্ণতানুসারে বিবৃতের বিবৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা সংবৃত হইবে এই প্রকার প্রত্যাপত্তি (অর্থাৎ বোধকত্ব) উপস্থিত হয়। ইহা কোথাও নাই, লৌকিক প্রয়োগে অথবা বৈদিক প্রয়োগে অকার বিবৃত নাই (অর্থাৎ কি বৈদিক প্রয়োগ এবং কি লৌকিক প্রয়োগ ইহার কোথাও অকার বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায় না, অকার সর্ব্বত্রই সংবৃত।) তবে অকার কি প্রকার আছে? সংবৃত। যাহা আছে তাহাই হইবে। অতএব এই প্রত্যাপত্তিবচন অর্থাৎ বোধকতাবাক্য ইহারই জ্ঞাপক হইবে, যে, বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন কথিত হইতেছে।

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। নিজে সাধু হ'লে তবে সাধুকে চিনতে পারে। যেমন স্থতোর কাজ যে করে, সে স্থতো দেখ্‌লেই কোন্ নম্বরের স্থতো, কি দর, ঠিক বলে দিতে পারে।

২। একটী সাধু একদিন এক গাছতলায় বোসে সমস্ত রাত ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়ে আছেন। ভোর রাত্রে একজন চোর তাঁকে দেখতে পেয়ে আপনাআপনি বলতে লাগ্‌লো "সমস্ত রাত্তির চুরির চেষ্টা ক'রে এখন গাছ তলায় প'ড়ে বেশ ঘুমুচ্ছে, এখনি পুলিষ আস্‌বে আর ধরে নিয়ে যাবে—আমি এইবেলা পালাই।" একজন মাতাল সেই রাস্তায় যেতে যেতে দেখে ব'ল্‌লে "এ দেখ্‌চি সমস্ত রাত্তির মদ্ টদ্ টেনে নেশায় বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছে—আমি আর পড়্‌ছি না বাবা।" শেষে একজন ভগবদ্ভক্ত—সে দেখে চিন্‌লে যে, ইনি একজন মহাসাধু "ঈশ্বরপ্রেমে সমাধিতে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছেন" এই ব'লে তাঁর পদধূলি নিয়ে তাঁর পদসেবা করতে আরম্ভ কর্‌লো।

৩। সাধু সন্ন্যাসীরা সাপের জাত। সাপ যেমন নিজের জন্য কখন গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করে না, ইঁদুরের গর্ত্তে থাকে, একটা গর্ত্ত ভাঙ্গলে আর একটায় গিয়ে ঢোকে, সেই রকম সাধুরা নিজের জন্য ঘর বাঁধে না, পরের ঘরে আজ এ বাড়ি কাল সে বাড়ি ক'রে দিন কাটায়।

৪। গরুর পালে যদি অন্য কোন জন্তু এসে ঢোকে, তা'হলে সব গরু গুলো তা'কে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গরু এলে তার সঙ্গে গা চাটাচাটী করে। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয়, তখন তারা উভয়ে ধর্ম্মকথা কহে, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে ইচ্ছা করে না ; কিন্তু বিজাতীয় লোক এলে তার সঙ্গে মেশামিশি করে না।

৫। যে সকল লোক নিজে কখনও ধর্ম্মচর্চ্চা করে নাই, অন্যকেও ধ্যান পূজা করতে দেখ্‌লে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখনও এরূপ লোকদের সঙ্গ কর্‌বে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকিবে।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ] [৭০৯ পৃষ্ঠার পর।

সুয়েজ খাল।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরের সংযোগ হয়ে, ইয়ুরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত

(ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ।)

সুবিধা হয়েছে। মানব জাতির উন্নতির বর্ত্তমান অবস্থার জন্য যত গুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কায কর্‌ছে, তার মধ্যে বোধ হয়, ভারতের বাণিজ্য সর্ব্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্ব্বরতায় আর বাণিজ্য শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে? ছুনিয়ায় যত স্থতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশ নানা কিংখব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখনই ঐ সকল জিনিসের জন্য

(ভারতের পথ।)

ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য ছুটী প্রধান ধারায় চল্‌তো: একটি ড াঙ্গা পথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে—রেডসি হয়ে। সিক ন্দর সা ইরান-বিজয়ের পর নিয়ার্কুস্ নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিত সমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখ্‌তে পাঠান। বাবিল ইরাণ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভার তের বাণিজ্যের উপর নির্ভর কর্‌ত, তা অনেকে জানেনা। রোমধ্বংসের পর মুসলমানি বোগ্দাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের ক প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোমসাম্রাজ্য দখল ক'রে ইতা- লীয়-দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বস (ক্রিষ্টোফোরো কলম্বো) আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আস্‌বার নূতন

রাস্তা বার কর্‌বার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বসের ভ্রম যায়নি যে, এ—ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধু নদের সিন্ধু ইন্দু দুই নামই পাওয়া যায়, ইরাণীরা হিন্দু, গ্রীকরা ইণ্ডুস্ করে তুল্‌লে, তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—নেটিভ্।

এদিকে পোর্ত্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে, আবিষ্কার কর্‌লে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্ত্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে,ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্চে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। একথা ইউরোপীরা স্বীকার কর্ত্তে চায় না। ভারত—নেটিভ্‌পূর্ণ, ভারত যে তাঁদের ধন সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মান্‌তে চায় না, বুঝ্‌তেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়্‌বো?

(ভারতের ছোটজাত।)

ভেবে দেখ কথাটা কি। ঐ যারা চাষা ভূষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোটজাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে,তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ সভ্যতা প্রাধান্য ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবি, তোমার নীরব অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান্, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস ...তিয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য; আর তুমি?—কে ভাবে একথা। স্বামিজি, তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাট্‌ছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর সকলের পূজ্য, কিন্তু কেউ যেখানে দেখেনা,কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না,যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারিতা, —যে আমাদের গরীবের ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে,তাতে

কি বীরত্ব নাই ? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতিক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য। সে তোমরা,—ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী। তোমাদের প্রণাম করি।

(সুয়েজ খালের ইতিহাস।)

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিস। প্রাচীন মিসরের ফেরো বাদসাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা, খাতের দ্বারা সংযুক্ত করে উভয় সমুদ্র স্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিসরে রোমরাজ্যের শাসন কালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখ্‌বার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু, মিশর বিজয় করে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বদ্‌লে এক প্রকার নূতন করে তোলেন।

তার পর বড় কেউ কিছু করেন নি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি মিসর খেদিব ইস্মায়েল ফরাসীদের পরামর্শে, অধিকাংশ ফরাসী অর্থে এই খাত খনন

(সুয়েজে জাহাজ যাতায়াতের বন্দোবস্ত।)

করান। এখালের মুস্কিল হচ্ছে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃ পুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্যজাহাজ একখানি এক বারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্যজাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন, একখানি জাহাজ যাচ্ছে আর একখানি আসছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে। এই জন্য সমস্ত খালটী কতক গুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের দুই দিকে হয় দুটী জল ত্যক খাল প্রশস্ত করে দেওয়া। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রা খালে বিভাগেই রেল ষ্টেসনের মত ষ্টেসন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটী সছে প্রবেশ করবামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি অ একটী কখানি যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তারা কে কোথায়, তা খবর যাচ্ছে এবং আসে নক্সার উপর চিহ্নিত হচ্ছে। একখানির সামনে যদি আর একখানি াহাজ এইজন্য এক ষ্টেসনের হুকুম না পেলে আর এক ষ্টেসন পর্য্যন্ত হ যেতে পায় না।

কাংশ

এই সুয়েজ খাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খালকোম্পানীর অধি

শেয়ার এখন ইংরাজদের, তথাপিও সমস্ত কার্য্য ফরাসীরা করে। এটা রাজনৈতিক মীমাংসা।

(ভূমধ্যসাগর।)

এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাইরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নাই। এসিয়া, আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতি নীতি খাওয়া দাওয়া শেষ হল, আর একপ্রকার আকৃতি প্রকৃতি আহার বিহার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার আরম্ভ হল— ইউরোপ এলো। সুধু তাই নয়, নানা বর্ণ জাতি সভ্যতা বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দীব্যাপী যে মহা সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এই খানে। যে ধর্ম্ম যে বিদ্যা যে সভ্যতা যে মহাবীর্য্য আজ ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়েছে এই ভূমধ্য সাগরের চতুঃপার্শ্বই তার জন্মভূমি। এই দক্ষিণে, ভাস্কর্য্যবিদ্যার আকর—বহুধনধান্যপ্রসূ অতি প্রাচীন মিসর; পূর্ব্বে ফিনিসিয়ান্, ফিলিষ্টিন্, য়াহুদী, মহাবল বাবিল, আসীর ও ইরাণী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি আসিয়া মাইনর। উত্তরে—সর্ব্বাশ্চর্য্যময় গ্রীকজাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

(জগতের প্রাচীন কাহিনী।)

স্বামিজী, দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা ত অনেক শুন্‌লে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন? এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয়—সত্য, মানবজাতির যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগরে প্রায় লয় হয়েছিল। যা কিছু লোকে জান্‌তো, তা প্রায় প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবল নামক য়াহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। এখন পুরাণো পাথর, বাড়ী, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ, শত মুখে গল্প করছে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই কত আশ্চর্য্য কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশদেশান্তরের মহা মহা পণ্ডিত দিন রাত এক টুক্‌রো শিলালেখ বা ভাঙ্গা বাসন বা একটা বাড়ি বা একখানা টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন আর সেকালের লুপ্ত বার্ত্তা বার করছেন।

যখন মুসলমান নেতা ওস্‌মান্ কনষ্টান্টিনোপল দখল করলে, সমস্ত পূর্ব্ব-ইউরোপে ইস্‌লামের ধ্বজা সগর্ব্বে উড়তে লাগ্‌ল, তখন প্রাচীন গ্রীকদিগের যে সকল পুস্তক বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্ব্বীর্য্য বংশধরেদের কাছে লুকান ছিল, তা পশ্চিম ইয়ুরোপে পলায়মান গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়্‌ল। গ্রীকেরা রোমকের বহুকাল পদানত হয়েও বিদ্যাবুদ্ধিতে রোমকদের গুরু ছিল। এমন কি,

গ্রীক্‌রা ক্রুশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক ভাষায় ক্রুশ্চানদের ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হওয়ায় সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে ক্রুশ্চান ধর্ম্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, যাদের আমরা যবন বলি, যারা ইউরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান ক্রুশ্চানদের অনেক পূর্ব্বে। ক্রুশ্চান হয়ে পর্য্যন্ত তাদের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্ব্বপুরুষদের বিদ্যা বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেম্‌নি ক্রুশ্চান্‌ গ্রীকদের কাছে ছিল। সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। তাতেই ইংরাজ জর্ম্মান ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। গ্রীক ভাষা গ্রীক বিদ্যা শেখ্‌বার একটা ধুম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়শুদ্ধ গেলা হল। তার পর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থবিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগ্‌লো, তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময়, প্রণেতা, বিষয়, যাথাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চল্‌তে লাগ্‌লো। ক্রুশ্চান্‌দের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অক্রুশ্চান্‌ গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ কর্ত্তে ত আর কোনও বাধা ছিল না, কাজেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্‌লো।

[ক্রমশঃ।]

বিবেক বৈরাগ্য।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

সৌন্দর্য্য দর্শনে কাহার না চক্ষু ধাবিত হয়? মনোহর বাদিত্রশ্রবণে কাহা[র] না চিত্ত উন্মাদপ্রায় হয়? সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের সার্থক[তা] করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সুগন্ধ চন্দনাদির আঘ্রাণে কাহার না বা[সনা] হয়? সুস্বাদু ভোজ্য পেয়াদি দ্বারা রসনার তৃপ্তি করিতে কে না মনে ম[নে] দৃঢ় বাসনা করে? এই সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পদার্থ যাহার প্রচুর পরিমা[ণে] থাকে, তাহাকেই সাধারণে ভাগ্যবান, সুকৃতিসম্পন্ন বা যোগভ্রষ্ট ব[লিয়া] বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে দরিদ্র— জীর্ণকন্থা যাহার অঙ্গের আভরণ, কদ[ন্ন] যাহার ওদন, পর্ণকুটীর যাহার আরামের একমাত্র স্থান, সে ব্যক্তি সমা[জে] হতভাগ্য, নরাধম ও ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থূলদৃষ্টি মানব ইহা অপে[ক্ষা]

আর কি বুঝিবে? সুতরাং তাহার যাবতীয় চেষ্টা, যাবতীয় উদ্যম কেবল নিজের দারিদ্র্যমোচনে ও সুখসম্পদের বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হয়। দরিদ্র ভাবে 'দশ টাকা হইলে আমি পরমসুখে থাকিব'। আবার যাহার কিছু সংস্থান আছে, সে তদপেক্ষা অধিক সুখসম্পদবৃদ্ধির চেষ্টা করে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমুদয় জগৎকে উন্মত্তভাবে আত্মদুঃখমোচনে ও সুখবৃদ্ধিতে যত্নবান দেখা যায়।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব সাধনাকালে জগৎকে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জগৎ অর্থে 'কামিনী ও কাঞ্চন'। এই দুই শব্দ দ্বারা তিনি বাস্তবিক কি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইহা যদি আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করি, তবে দেখিব যে, এই দুই শব্দ দ্বারা মানুষের সুখবাঞ্ছা লক্ষিত হইয়াছে। পুরুষের পক্ষে কামিনী সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখের আকরস্বরূপ, পক্ষান্তরে কামিনীর পক্ষে পুরুষও তদ্রূপ। আর কাঞ্চন অর্থে স্বর্ণ অথবা মুদ্রা আপাততঃ লক্ষিত হইলেও মুদ্রালভ্য ভোগরাশিই বাস্তবিক লক্ষিত হইয়াছে। বাস্তবিক মুদ্রা কি? মুদ্রার বিনিময়ে আমরা অপর্য্যাপ্ত ভোগ্য পদার্থ পাইতে পারি বলিয়াই মুদ্রার আদর। অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতদিগের অনুমান, পূর্ব্বে মানুষ এক পদার্থের বিনিময়ে আর এক পদার্থ লইত, কিন্তু তাহাতে নানাবিধ অসুবিধা হওয়াতে অবশেষে মুদ্রা প্রচলিত হইল। অতএব 'কামিনী কাঞ্চন' শব্দ দ্বারা মানবের অপরিমেয় ভোগবাসনা লক্ষিত হইয়াছে, বুঝা গেল।

এই তত্ত্বের আর এক দিক হইতে পর্য্যালোচনা করা যাউক। দেখা যাউক জগতে আছে কি? জগৎ কি পদার্থ লইয়া গঠিত? এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলে, জগৎ কেবল সুখের জন্য, ইহাতে যাহা কিছু আপাততঃ দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহাও পরিণামে সুখের জন্য—ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য। আবার অপর সম্প্রদায়ের নিকট কেবল 'দুঃখ' 'দুঃখ' 'দুঃখ' এই শব্দ নিরন্তর শুনিয়া হতাশে প্রাণ শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়। দুঃখ ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। আপাতত: যাহা সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা কেবল দুঃখের গুপ্ত চিত্র মাত্র। সুখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। তাহা ভ্রম বা স্বপ্নসদৃশ—দুঃখই সংসারে একমাত্র সত্যপদার্থ।

এক্ষণে কথা এই, আমরা কাহার কথা শুনিব? আমরা যদি উভয় পক্ষেরই কথা শুনিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে বোধ হইবে যে, এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য। আর এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী

অপূর্ব্ব জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উদিত হইবে যে, সুখ দুঃখ বাস্তবিক পৃথক পদার্থ নহে, উহারা পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে—একটী আর একটী ব্যতীত থাকিতে পারে না। একটী সহজ উদাহরণ দ্বারা এ তত্ত্বটী অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। একজন পথিক যদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করে,তাহা হইলে যখন সে কোন পথমধ্যবর্ত্তী পান্থশালায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার আরাম হয় বটে, কিন্তু তাহাকে বোঝা বহিবার কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই হইবে। যদি বলা যায়, সে যদি একটি মুটে সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভারবহনজনিত ক্লেশ হইবে না, কিন্তু মুটে অর্থসাপেক্ষ, অর্থ উপার্জ্জনসাপেক্ষ। যদিও প্রতিগ্রহ যাচ্ঞা বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অর্থসংগ্রহ হয়, তথাপি এই সকল বৃত্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। এই সকল বৃত্তিতে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়; পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জনে এই সকল ততদূর হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট ক্লেশ আছে। এই উদাহরণে আমরা বেশ বুঝিলাম, দুঃখ যেন সুখের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় অনুগামী। বাহিরের লোক ধনীকে দেখিয়া সুখী মনে করিতে পারে, কিন্তু তিনি জানেন, তিনি কতদূর সুখী। অনেকে মনে করিতে পারেন, এ সকল কবি-কল্পনা মাত্র, শুনিতে মনোরম, কিন্তু কার্য্যকালে এ সকল কথার সারবত্তা নাই। আমরা ইঁহাদের কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি আমাদের বলিবার উদ্দেশ্যও নহে যে, সকলে অর্থোপার্জ্জন পরিত্যাগ ক দারিদ্র্যব্রতে দীক্ষিত হউন। সকলকে সত্যতত্ত্ব বিচারে অনুরোধ করি। অ চাই যে, কৃত্রিমতা ছাড়িয়া আমরা অকৃত্রিমতার অনুসন্ধান করি।

সংসারে কৃত্রিমতা কোথায় নাই? সংসারের কোন্ বস্তু না আপাত চিক্যশালী? কোন্ বস্তু না আপন স্বভাব গোপন করিয়া দর্শকের ভ্রান্তি পাদনে চেষ্টা করিতেছে? একটী গোলাপ ফুল দেখিয়া কবির মন মুগ্ধ হ তিনি তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজে মুগ্ধ হইয়া অপরকে মুগ্ধ করিবার কতকগুলি লালিত্যময় শ্রবণমনোহর বচনবিন্যাস করিলেন। লোকে হইল। জগৎ ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। কবির জয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হ কিন্তু ভাই, একটু শান্ত হইয়া ভাব দেখি, তুমি যাহাতে মুগ্ধ হইলে, সেটী তাহা কি তুমি জানিয়াছ? তুমি ভীত হইতেছ যে, বিশ্লেষণ পূর্ব্বক করিলে উহার সৌন্দর্য্য থাকিবে না, তাই তুমি বিশ্লেষণের উপর খড়্গ ইহাতেও কি তোমাকে কৃত্রিমতাপ্রিয় বলিব না?

সমুদয় জগৎ কৃত্রিমতায় আবদ্ধ। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইয়া পেঁয়াজ কি পদার্থ, তাহা জানিতে কেহ চাহে না। পেঁয়াজ পেঁয়াজ করিয়াই লোকে ব্যস্ত। এক্ষণে, বিচারশীল ও ভাবুক উভয়েই উভয়কে আকাশকুসুমের অন্বেষী বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। আমরা কাহার পথ অনুসরণ করিব?

ভাবুকের ভাবকে আমরা নিন্দা করি না। তিনি তাঁহার ভাবরাজ্যে আনন্দে বিচরণ করুন। কিন্তু তাঁহার যদি কখন ভাবের নেশা ছোটে, যদি কখন যে ছবি তাঁহার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহার অপর ভাগ দৈবাৎ তাঁহার নেত্রগোচরে পতিত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, শেষে বিল্বমঙ্গলের ন্যায় উন্মত্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবেন, 'তুমি দেবী না দানবী', তুমি সুন্দরী কি কুৎসিতা? তুমি কি? হে সংসার, হে অনন্ত কাণ্ড, তুমি সুন্দর কি কুৎসিত? হে প্রকৃতি দেবি, তুমি হাস্যময়ী কি রুদ্রময়ী?

এইরূপ ভাবে যদি কখন কাহারও হৃদয় বিভোর হয়, তখন বোধ হয় তাহার চণ্ডীর সেই অপূর্ব্ব গীত ভাল লাগিবে ও অর্থপূর্ণ বোধ হইবে। *

এস তবে ভাই, এস একবার দেখি আমি কে? জগৎ কি? কস্মাৎ ইহম্ কথং কিমপি চ ভবান্ কোয়মনাঃ প্রপঞ্চঃ? একবার বিচারদৃষ্টি উন্মীলন কর, একবার মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া দেখ, সত্য বস্তু কি আছে? একি? আর যে কোন বস্তু দেখিতে পাইতেছি না! আর যে কোন বস্তুকেই তাহার পূর্ব্বস্বরূপে দেখিতেছি না। সকলই যে পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইল। পরমাণুপুঞ্জ এক মহা আকর্ষণে পরস্পর সংযুক্ত দেখিতেছি। কোন পদার্থকেই অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ দেখিতেছি না। ক্রমশঃ সকলই লয় হইয়া যে এক পরম চেতন পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে; আর সবই নামরূপের ক্রীড়া। পিতা—তুমি পিতা নহ, এক বুদ্বুদ মাত্র। মাতা—তুমি মাতা নহ, বন্ধু—তুমি বন্ধু নহ, পাপী—তুমি পাপী নহ, সাধু—তুমিও সাধু নহ। শুধু তাহা নহে, আমিও আমি নহি। সবই জলবুদ্বুদ—এক অনন্ত বস্তু, আর সবই নামরূপ, সবই কৃত্রিম, সবই ছায়া।

---

* অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
　　পুনঃ,—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
　　আবার,—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

মানুষের যখন এই জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণেও উদয় হয়, যখন মানুষ সেই পরম স্থির শান্ত মহা সমুদ্রের চকিতের মতও দর্শন পায়, তখন যে তাহার প্রবৃত্তি, আচার ব্যবহার, প্রকৃতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইহা কি আর বলিতে হইবে? সে তখন এক স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায়, সে তখন নবজীবন লাভ করে।

যখন মানুষের এই অবস্থা লাভ হয়, তখন সে সুখ দুঃখের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারে—তখন সে বুঝিতে পারে যে, জীবন কেবল দুঃখপরিহার করিয়া সুখলাভের জন্য মহা চেষ্টার জন্য নহে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই ত— তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে পরিণত হয়।

এরূপ অবস্থাপন্ন লোক যদি ধনী হয়, তবে ধনবৃদ্ধি, ধনরক্ষণ আদির তাহার যে বিজাতীয় আগ্রহ বা উদ্বেগ ছিল, তাহা একেবারে চলিয়া তখন সে রাজর্ষি জনকের মত বলিতে পারে, সমুদয় মিথিলানগরী ভস্মসাৎ লেও আমার তাহাতে কিছুমাত্র উদ্বেগ হয় না। আর যদি সে দরিদ্র হয়, তাহার দরিদ্রতা মোচনের জন্য ভয়ানক অশান্তি, ধনীকে দেখিয়া ইত্যাদি দোষ অন্তর্হিত হইয়া যায়। সে সন্তোষের বিমল ছায়ায় উপবে করিয়া আরাম অনুভব করে।

এরূপ অবস্থা লাভ হইলে জগৎকে আর সত্য বলিতে বড় প্রবৃত্তি হয় সাধারণ লোকের ধারণা—সুখ দুঃখ ভয়ানক সত্য পদার্থ। এই কার তাহারা সুখ দুঃখে এত অভিভূত হয়। কিন্তু সুখদুঃখের রহস্যবিৎ ব ঐ গুলিকে যেন খেলাস্বরূপ দেখিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংসারট খেলা বলিয়া জানে, সে আর কেন তাহাতে আসক্ত হইবে? কেন দুঃ অভিভূত হইবে—সুখে আত্মবিস্মৃত হইবে? সে যেন একটা খোঁটা পাইয়াছে সেই খোঁটাটিই ধরিয়া আছে বলিয়া কোন তরঙ্গ আর তাহাকে বিচা করিতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহা কি কেবল আকাশকুসুমমাত্র, কোন কার্য্যকর না কেবল সুখে দুঃখে অভিভূত হওয়াই একমাত্র কার্য্যকর ব্যাপার? বাস্ত সুখ দুঃখ ছাড়া জগতে আছে কি? জন্মমৃত্যু, আলো ও ছায়ার ন্যায় পর এক সূত্রে জড়িত। আর কে না উন্মত্তবৎ হইয়া আপাত সুখের জন্য ধা হইতেছে? স্থির বিচারবুদ্ধি কোথায়? এই জীবন-সংগ্রামের ভিতর কয় অর্জ্জুন আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করিতে পারিয়াছেন? বাস্তবিক আ

করি না কেন, এই সুখবাঞ্ছা আমাদের অস্থিতে —স্থিতে
ড়ত হইয়া রহিয়াছে। কেহ না হয়, অতি কষ্টে ভোগের
রলেন, অমনি কোথা হইতে মানের ইচ্ছা আসিয়া হৃদয়কে
। অনেক বড় বড় লোকও এই মানের প্রলোভন হইতে
নাই। কিন্তু মানের পশ্চাতে উহার ছায়া 'অপমান' রহিয়াছে।
নর সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া জগতে পূজিত ও সম্মানিত, তাঁহারা
-সম্মত মান পান নাই। তবে তোমার আমার মানের প্রয়াসে

মর অন্তরে অন্তরে এতদূর জড়িত যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে
ার চেষ্টা করিতে গেলেও কোথা হইতে যেন কে বলিয়া দেয়
লে তোমাকে সকলে পূজা করিবে। তুমি জগৎ-মান্য হইবে।

ান ব্যক্তি গুরুর নিকট শুনিয়াছিল যে, সর্ব্বত্যাগ করিলে সবই পাওয়া সে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যখন দেখিল, কিছুই পাইলাম না, তখন গুরুর নিকট যাইয়া বলিল, গুরো, আমি ত সর্ব্বত্যাগ করিলাম, কই, কিছু াইলাম না। গুরু বলিলেন, বাবা, সর্ব্বত্যাগ তোমার কই হইল—তোমার সব পাইবার আশা এখনও রহিয়াছে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা এমন বলিতেছি না যে, অর্থোপার্জ্জনের া করা বৃথা। এ কথা বলা একরূপ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। তবে এক্ষণে এই, অর্থোপার্জ্জন কর ও বৈরাগ্য অবলম্বন কর, এই দুই বাক্যের সাম- কোথায়? এই দুইটী আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় আপততঃ পরস্পর রাধী বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এস্থলে একটী প্রাচীন বাক্য করিলেই সমুদয় বিবাদ মিটিয়া যায়। বাক্যটী এই—'অধিকার-ভেদ'। র পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা আমার পক্ষে নহে, আমার পক্ষে যাহা, তোমার পক্ষে নহে। রোগীর পথ্যের একরূপ ব্যবস্থা—সুস্থশরীরীর অন্য । দুগ্ধপোষ্য বালকের পক্ষে যে ব্যবস্থা, তাহা যুবক বা বৃদ্ধের পক্ষে । অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ—দেশকালপাত্রভেদে ভিন্নভিন্নরূপ ব্যবস্থার যুক্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে, বৈরাগ্যভাব বা তৎপ্রসূত বিচার একটী মানসিক াবিশেষ। মনে মনে যথার্থ এইরূপ বিচার যতক্ষণ না প্রকৃতরূপে হয়, ততক্ষণ বাহ্য বৈরাগ্য অবলম্বন কষ্টের কারণ মাত্র। আমরা এই

পর্যন্ত বলিতে পারি, এই বিচারবুদ্ধি সকলের অন্তঃকরণে উ
শুভফল উৎপাদন করে ও ইহাই আমাদের বিবেচনায় সকল স
আদর্শ হওয়া উচিত; কিন্তু কিরূপে এই ভাব প্রকৃতরূপে
করিতে হইবে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সকলেই জানেন, কুরুক্ষেত্র
যুদ্ধে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাবিধ উ
পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। সেই সকল উপদেশ এক্ষণে 'গীতা'
পরম সমাদরে পূজিত হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরেরও একসময়ে এই
দয় হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বেদব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত না
দিয়াও তাঁহাকে রাজ্য করিতে প্রবৃত্ত করিতে না পারিলে প
শায়ী পরমযোগী ভীষ্ম তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া পরি...
সম্মত করেন। এই সকল এবং এতত্তুল্য সহস্র সহস্র উদাহর
দৃষ্টিগোচর সহস্র সহস্র ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা পূর্ব্বোক্ত
হের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি।

সাংখ্যদর্শন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক তি
দ্রব্যে জগৎ নির্ম্মিত। এই তিনটী পদার্থ নির্গুণ পুরুষকে গুণ অর্থাৎ রজ্জু
ন্যায় আবদ্ধ করে বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলে। কি জড়-জগতে, কি প
জগতে, কি মনুষ্য-জগতে সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে এই তিনটী গুণের অ
দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে কেহ তমোগুণপ্রধান, কেহ বা র
গুণ-প্রধান, কেহ বা সত্ত্বগুণপ্রধান। তমঃপ্রধান ব্যক্তিতে আলস্য,
নিদ্রা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে, রজোগুণী ব্যক্তিতে কার্য্যপ্রবৃত্তি, লোভ ই
অধিক পরিমাণে ও সত্ত্বগুণী ব্যক্তিতে শম দম, বিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদি
অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। তমোগুণী ব্যক্তি রজোগুণ দ্বারা তমোগু
অপনোদন করিয়া পরে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে জয় করিবেন, ত
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও নির্গুণ পুরুষের পার্থক্যবিচার দ্বারা আপনাকে
রূপে জানিতে পারিলেই কৈবল্য বা মুক্তিলাভ করিবেন। ইহাই মুক্তিলা
ক্রম বা সোপান।

এই তত্ত্বটী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ইহার
সাধারণের বুঝিবার ভুল হয় এইটুকু যে, তাঁহারা তমোগুণ ও সত্ত্বগুণে
পার্থক্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ উহারা বাহিরে দেখিতে
প্রকার। তমোগুণী ব্যক্তি জড়ের ন্যায় উদ্যমহীন হয়, পরিবারের

পোষণ পর্য্যন্ত করিতে বা নিজ অবস্থার উন্নতি করিতে তাদৃশ যত্ন করে না; সত্ত্বগুণী ব্যক্তিও তদ্রূপ। তবে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এই—তমোগুণী ব্যক্তির অভাব যথেষ্ট। সে সেই অভাব পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই নিরুদ্যম হয়। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির অন্তরে সর্ব্বদা শীতলতা বিরাজমান, তাঁহার অভাব নাই বলিলেই হয়। একজন আমাকে প্রহার করিল। করিবামাত্র আমার মনে মনে ইচ্ছা হইল, আমি তাহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করি। কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা-বশতঃ তাহা পারিলাম না। অপরে ভাবিল, আমি বড় সাধু পুরুষ, কিন্তু আমি নিজ মনে মনে বুঝিতেছি, আমি কতদূর সাধু। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির তাহা নহে, প্রহারিত হইলেও তাঁহার মনে কোন উদ্বেগ হয় না, প্রতিশোধের শক্তি থাকিতেও তিনি ক্ষমা করেন।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, যদিও আমাদের চরম লক্ষ্য—বিবেক ও তৎলাভ সকলের পক্ষে উহা লাভের উপায় এক নহে। যদি জিজ্ঞাসা হয়, আমরা কে কিরূপে কার্য্য করিব, তাহা স্থির করিবার উপায় কি, তাহা হইলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, ইহার উপায় আত্মপরীক্ষার দ্বারা অন্তর্যামীর প্রেরণা অথবা সদ্গুরুর উপদেশ মতে কার্য্য করা।

আজকাল সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রম লইয়া নানাস্থানে নানাবিধ তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। অনেকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদনাদিকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা আপনারাও সেই মতানুসারে চলেন এবং পর সাধারণকে তদনুসারে চলিতে উপদেশ দেন। আবার কাহারও কাহারও নিকট কামিনী কাঞ্চনের হেয়ত্ব ও ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্ত হইবে না, শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা জানি, ভগবান রামকৃষ্ণদেব কতকগুলি ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। আবার কাহাকে বলিতেন, বিবাহ করিয়া সংসার কর। এ রহস্যের মীমাংসা কি? সকলে সন্ন্যাসী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হয়, তবে ১০০ বৎসরের মধ্যে সমাজ একেবারে ধ্বংস হইবে; সৃষ্টিকর্ত্তার ইহা কি কখন অভিপ্রেত হইতে পারে? আমরা এ সম্বন্ধে গুরুকৃপায় এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় যাহাই হউক, কিন্তু বিবেকবৈরাগ্য ও তল্লাভের প্রকৃষ্ট উপায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যসমাজের, শুধু তাহা নহে, সমগ্র জগতের পূর্ণ আদর্শ। আমাদের ঈশ্বরকে আমরা শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়া জানি এবং তাঁহার

সন্তানেরাও সর্ব্বাংশে তাঁহার মত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হউক, ইহাও তাঁহার অভি-প্রায় ; ইহাই আমাদের, শুধু আমাদের নহে, সর্ব্বদেশের অবতার, সিদ্ধপুরুষ ও মহাপুরুষগণের মত। তবে এই আদর্শে পঁহুছিতে গেলে তাহার অনেক সোপান আছে। এক্ষণে ইহা আদর্শমাত্র ; কার্য্যে পরিণত কখন হইবে কি না, তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ। তবে একটী মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা ব্যতীতও মানবের উপায়ান্তর নাই। আমাদের বোধ হয়, বিবাহক্রিয়া পশু অবস্থা হইতে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে আরোহণ করিবার একটি সোপানমাত্র। এই হিসাবে ইহাকে ঈশ্বরে অভিপ্রেত বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কেহ বিবাহের পবিত্রতা ঘোষণা করিতে গিয়া পূর্ণব্রহ্মচর্য্যকে তাহার প্রকৃত পদ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে কি বলা যাইবে ?

এই অধিকারভেদবাদের দ্বারা সাধনসম্বন্ধীয় অনেক জটিল প্রশ্নের হইতে পারে আর ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব। হিন্দুধর্ম্মে সাম মাকালের পূজা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মানুষ অ অনুসারে ইহার কোন না কোনটি অবলম্বন করিয়া মুক্তির পরম সহায় f বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে।

বিবেক বৈরাগ্য কি, তাহা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে, বি বৈরাগ্যে অধিকার কাহার, তাহারও কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা গেল, এক্ষণে তল্ল উপায়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

(১) ভোগ—Experience.

(২) বিচার।

(৩) ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ।

(৪) সাধন বা অভ্যাসযোগ।

ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে বিবেক বৈরাগ্যলাভের উপায় জিজ্ঞাসা ক তিনি কাহাকেও কাহাকেও বলিতেন, "কিছুদিন আমড়ার অম্বল খেয়ে অর্থাৎ বিষয়ভোগ কর্। কাহাকেও বলিতেন, এই দেহটা হাড় চামড়া ইহার ভিতরে মলমূত্র প্রভৃতি রহিয়াছে, এই সকল ভাবিলে ক্রমশঃ বিরে দয় হয়। আবার কাহাকেও বা বলিতেন, সচ্চিদানন্দকে যে সম্ভোগ তাহার আর কি সামান্য বিষয়রস ভাল লাগে ? কাহাকেও বা কোন সাধন অভ্যাসে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া ভগবৎকৃপা প্রতীক্ষায় থাকিতে বলিতেন।

(১) আমরা দেখিতে পাই, এমন অনেক লোক আছে,যাহারা শত শত শাস্ত্র শ্রবণ করুক, শত শত সাধুর সহিত বাস করুক, কিছুতেই তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। তাহাদের জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করা উচিত। এক সময়ে যাহা অতি কঠিন বোধ হয়, অপর সময়ে তাহা অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন বীজ বপন করিবার জন্য এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়, অনেকের পক্ষে সেইরূপ সময়ের প্রতীক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহারা ভোগ ব্যতীত আর কিছু বুঝিতে পারে না—তাহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ বিচার পূর্ব্বক ভোগ করা আবশ্যক। ভোগে কি আছে,উহাতে সুখ কতটুকু, দুঃখই বা কতটুকু, এসকল একবার মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ না করিলে তাহাদের পক্ষে বৈরাগ্য লাভ বড় কঠিন হইয়া উঠে। জগতে এইরূপ প্রকৃতিই অধিকাংশ। অধিকাংশের জন্য, তাহারা যাহাতে উপযুক্তরূপ ভোগ করিতে পারে, তাহারই ব্যব[illegible] হওয়া উচিত। আমাদের দেশ হইতে যোগ ও ভোগ উভয়ই একরূপ অন্ত[illegible] হইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা যোগ ও অধিকাংশ যোগের ভা[illegible] ভোগ নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে ইউরোপ আমেরিকা ভোগবিষয়ে [illegible] প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাহাদের ভোগের তুলনায় আমাদের [illegible]হাধনী পর্য্যন্ত অতি দরিদ্র বলিলেও বলা যায়। সাধারণের জন্য প্রথম [illegible]ভাগের ব্যবস্থা না হইলে তাহারা কখন যোগের এক বিন্দুও আস্বাদ [illegible]পারিবে না। সেই জন্য আমাদের দেশে সাধারণের জন্য কিছু কর্ম্ম-[illegible] প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে লোকে যাহাতে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে [illegible]যাহাতে অন্নের সংস্থান বর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষাদির সম্ভাবনা কমিয়া [illegible]যাহাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া মহামারী প্রভৃতির কারণ [illegible] ও তন্নাশের উপায় উদ্ভাবিত হয়,যাহাতে বাণিজ্য ও শিল্পের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইয়া লক্ষ্মী শ্রীর পুনরাবির্ভাব হয়, দেশের নেতৃগণের ও সমাজপতিগণের [illegible]র জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্ত্তব্য। নতুবা সাধারণের পক্ষে বৈরাগ্য অর্থহীন [illegible]শেষ, বিবেক উন্মত্তপ্রলাপসদৃশ। সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে [illegible]ন তবে সংসারত্যাগের কথা মুখে আনা সাধারণের শোভা পাইতে [illegible]।

([illegible]) কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি আছেন,—তাঁহারা জন্মান্তরীণসুকৃতিসম্পন্ন। [illegible]র পক্ষে এই মহা দুর্গম, পিচ্ছিল, প্রতিক্ষণে পতনের সম্ভাবনাযুক্ত, [illegible]প্রবৃত্তি পথের অনুসরণ করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা একরূপ

বুঝিয়াছেন, বিষয় কিছুই নহে, কিন্তু মন হইতে বিষয়-বাসনা যাইতেছে না। তাঁহাদের পক্ষে ভগবান এই শেষোক্ত তিনটি ব্যবস্থার অন্যতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যদি তুমি জ্ঞানপ্রধান প্রকৃতির লোক হও, যদি তোমার বিশ্লেষণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, তবে ক্রমাগত খাইতে শুইতে বসিতে অহর্নিশি জগৎকে ও আপনাকে তন্নতন্নরূপে বিচার কর। এই বিচার-সাগরে আপনাকে ডুবাইয়া দাও। জগতের কিছুই অমিশ্র নহে। সুবিশাল সূর্য্যমণ্ডল হইতে সামান্য কীটাণু পর্য্যন্ত সকল পদার্থ বা সকল প্রাণীই মিশ্র। এই মিশ্রণকে ভঙ্গ করিতে হইবে। এই মিশ্রণের অন্তরালে কি এক অনির্ব্বচনীয় অমিশ্র পবিত্র পদার্থ রহিয়াছে, তাহারই অন্বেষণ করিতে হইবে। মানুষ মিশ্রণেই আসক্ত হয়, মিশ্রণ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে আসক্তির কোন হেতু থাকে না। যতই মিশ্রণ ভঙ্গ হয়, ততই আসক্তির হেতু চলিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, পরিশেষে উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। কোথায় আসক্তির উদ্দীপক, ন নিবাসভূমি রমণী, আর কোথায় কীটদষ্ট, পর্য্যুষিত, ধূলিধূসারিত সেই বাবচ্ছিন্ন অবস্থা! কামী লোক এই শেষোক্ত চিত্রের দিকে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, বা চাহে না। সে সেই বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ বা কৌশলে নির্ম্মিত পুত্তলিকাকেই নিরীক্ষণ করিতে ব্যগ্র হয়; ইহাকে বলে। বিচারপরায়ণ পুরুষের এ মোহ অসম্ভব, কারণ তিনি বস্তুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া তাহার গুপ্ততম রহস্য পর্য্যন্ত অবগত হন। ও পুরুষের জ্ঞান একদেশী, কিন্তু বিচারপরায়ণ পুরুষের জ্ঞান তাঁহার বিষয়ের সর্ব্বাংশকে ব্যাপিয়া থাকে। এইরূপে বিচার ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী দেখা যায়, সমুদয় প্রকৃতিই সত্ত্ব রজঃ তমঃ পদার্থত্রয়ের মিশ্রণ। অতীত পুরুষই যথার্থ সত্য বস্তু। ক্রমশঃ এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ পদার্থত্রয়ও মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া সেই অনন্তপুরুষে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই বৈরাগ্যের শেষ সীমা।

(৩) যাহাদের অন্তর স্বভাবতঃ ভাবপ্রিয়, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত আপাততঃ কিছু রুক্ষ বলিয়া বোধ হইতে পারে, সেই জন্য তাহারা ততদূর ভাল বাসে না। তাহারা চাহে কিছু অনুভব করিতে, কোন মন প্রাণ সমর্পণ করিতে, কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যে বিভোর হইতে, তাহাতে হইতে। কিন্তু তাহারা কাহাকে অবলম্বন করিয়া উন্মাদ হইবে?— নাটকাদিতে উন্মত্ত প্রেমিকদিগের কথা পাঠ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ

প্রেম পুরুষ স্ত্রী লইয়া সজ্ঘটিত হয়। এই প্রেমের এতদূর প্রভাব যে, মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়, পাগল করে, প্রিয় বস্তুকে সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করায়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করায়—সংক্ষেপতঃ মনকে তাহার একরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত করিয়া তোলে, তাহা যিনি ভুক্তভোগী তিনিই জানেন। ভগবান সচ্চিদানন্দে এই প্রেম ন্যস্ত করিতে হইবে। তিনি সকল সৌন্দর্য্যের মূল প্রস্রবণ, তাঁহা হইতে সকল আনন্দ, সকল ভালবাসা সকল ভাব উৎপন্ন ইয়াছে। "রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।" ফুলের সুগন্ধ, যানিলের সুখস্পর্শ, চন্দ্রের স্নিগ্ধকোমল কিরণ—সমুদয় রমণীয় সুন্দর সেই পরম সুন্দর দেবতার অঙ্গের কিরণমাত্র। সেই পরম সুন্দর তাকে ভাল বা হবে না? তাঁহাকে ভাল বাসিয়া হৃদয়ের ভালবাসা র্থ করিবে না? না, তাহা কি কেহ কখন পারে? সেই সৌন্দর্য্যে র আত্মহারা হইলে সমুদয় জগতে সেই পরম সুন্দররূপের ছটা দেখিয়া হইবে। তবে সেই রূপসাগরে ঝাঁপ দিই। জাতি তাঁহাতে ডুবিয়া ডুবিয়া তলাইয়া যাই। এস ভাই, সেই নন্দসুন্দরের সুন্দররূপে মুগ্ধ হই। তখন কি আর অন্যরূপ ল লাগিবে? "সেরূপ যে দেখেছে, সে মজেছে, অন্যরূপ লাগেনা না"।

(৪) অনেকের পক্ষে কোন একটী অভ্যাস বিবেকবৈরাগ্যলাভের বিশেষ হইয়া থাকে। যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, যাঁহার যাহা ভাল লাগে, এমন সাধনপ্রণালী লইয়া অথবা ভগবানের কোন একটি নাম লইয়া তোমার তটুকু ভক্তি বা একাগ্রতা আছে, সমুদয় প্রয়োগ করিয়া সাধন করিতে

৬। প্রবাদ আছে যে, শামুক স্বাতিনক্ষত্রের একবিন্দু জল াহিয়া থাকে। যখন এক বিন্দু এই জল পতিত হয় র জলে চলিয়া গিয়া তাহা হইতে মুক্তা প্রস্তুত করিতে ক, তুমি গুরুপ্রদত্ত মন্ত্ররূপ এক বিন্দু জল লইয়া এক- নামিয়া যাও।"

হাওয়া পাওয়া যায়, ততক্ষণ পাখার হাওয়া করিতে যাকে আসিয়া হাত ধরেন, ততক্ষণ প্রাণপণে মায়ের ক্রমশঃ ঈশ্বরকৃপায় বৈরাগ্য লাভ হইবে।"

এইরূপ ও অন্যান্য বিবিধ উপায়ে মানব বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে ও পরিশেষে চরমাবস্থা মুক্তি লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখের শান্তিস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করে।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ।

গত বসন্তপঞ্চমী-দিবসে ভারত-সঙ্গীত-সমাজে (১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতা) সারস্বত সম্মিলনের এক বিমল আ নন্দস্রোত বহিয়া কলিকাতার অনেক গুণশালী সাহিত্যানুরাগী উপস্থি ত ছিলেন। সঙ্গীত জের সভাগন, সকলকেই যার পর নাই আদর আপ উন্নু করিয়াছিলেন। বিধ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত হইয়াছিল। পরি শেষে সমাজের সভ্যগণ "গোড়ায় গলদ" নামক একখানি পুস্তি। অতি স্বাভাবিক করেন। একটী ছোট খাট বঙ্গীয় সাহিত্যিক প্রদর্শনীও ছিল; নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

ক। ১৪ রকম মহাভারত-পুঁথি—বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রেরিত। প্রণে তগণের নাম যথা :—

(১) কাশীরাম দাস (৯৮৫ সাল); (২) তৎপুত্র নন্দরামদাস (১ (৩) তজ্জামাতা নিত্যানন্দ ঘোষ (১১৫১); (৪) কৃষ্ণানন্দ বসু (১০ (৫) গঙ্গাদাস সেন; (৬) অভিরাম; (৭) দ্বৈপায়ন দাস; কবীন্দ্র পরমেশ্বর (পরাগলী); (৯) শ্রীকরনন্দী (ছু টি খাঁ কবিচন্দ্র; (১১) সারণ দাস; (১২) সঞ্জয় কবী চন্দ্র খাঁ; (১৪) বিজয় পণ্ডিত।

খ। অন্যান্য পুঁথি—ঐ স্থান হইতে প্রেরি কৃষ্ণমঙ্গল (বিষ্ণুপুরের রাজকুমার চন্দ্র সিংহের লিখিত সহস্রনাম; (৩) নাগরী অক্ষরে সিদ্ধরতিকারিকা (স (নাগরী ও বাঙ্গলা) গোবিন্দলীলামৃত; (৫) রসভা

গ। সাহিত্যপরিষদ্‌কার্য্যালয় হইতে পুঁথি।

(১৭০৬ শক); (২) ঐ চণ্ডিকা মঙ্গল ; (৩) রামনারায়ণের দুর্গামঙ্গল ; (৪) সঞ্জয় কবীন্দ্রের মহাভারত (১২২৩ সাল); (৫) রামাভিষেক। মুদ্রিত পুস্তক :—(১) কবিকঙ্কন চণ্ডী (১৮১৫); (২) Descriptive catalogue of Bengali books by Rev. G. Long.

ঘ। মেট্‌কাফ হল হইতে :—(১) প্রতাপাদিত্যচরিত (৺রাম রাম বসু প্রণীত, ১৮০১, শ্রীরামপুর) ; (২) লিপিমালা (ঐ, ১৮০২, ঐ) ; (৩) বত্রিশ সিংহাসন (গদ্য, ১৮০২, ঐ) ; (৪) কাশীরাম দাসের মহাভারত (আদিপর্ব্ব ১৮০২, ঐ) ; (৫) ভদ্রার্জ্জুন নাটক (১৭৭৪ শক)।

ঙ। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয় হইতে :—আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী (প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, ১২২৯) ; (২) ভূগোল ও জ্যোতিষ (১২৩৪) ; (৩) প্রাচীন ইতিহাস (১২৩৭) ; (৪) শব্দকল্পতরঙ্গিনী (১২৪৫) ; (৫) শিশুসেবধি (১২৪৭) ; (৬) প্রশ্নোত্তরকৌমুদী (১২৫২); (৭) বিদ্যাকল্পদ্রুম (১২৫৬) ; (৮) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১২৬১) ; (৯) বাঙ্গালার ইতিহাস (মার্সমান) ; (১০) দিগদর্শন (প্রথম মাসিকপত্র, শ্রীরামপুর)।

চ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রসমাজপতি-প্রেরিত পুঁথি :—(১) কৃষিপদ্ধতি (সংস্কৃত, পরাশরকৃত)।

ছ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রেরিত :—(১) সমাচারদর্পণ (প্রথমখণ্ড, ১৮১৮) ; (২) ৺রাজা রামমোহন রায়ের স্বাক্ষর (১০৪ বৎসর পূর্ব্বের)।

জ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক প্রেরিত পুঁথি :—(১) গঙ্গা-রাম দত্তের উষাহরণ (১৬৯৪ শক) ; (২) নরোত্তম দাসের প্রেমবিলাস।

মুদ্রিত পুস্তক :—(১) রামেশ্বরের শিবায়ণ (১২৬০ সাল) ; (২) ভূমি-পরিমাণবিদ্যা (১২৪৮) ; (৩) ৺রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ (১৮৪০) ; (৪) ঐ, শ্যামাচরণ শর্ম্মা (১৮৫২) ; (৫) ঐ, ব্রজ কিশোর গুপ্তের (১৮৫৫) ; (৬) সংস্কৃত সুলেমানী উপদেশ (১৮৫৭)।

ঝ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (বাগবাজার) প্রেরিত :—(১) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড, ১৮০৩, শ্রীরামপুর) ; (২) মহারাজকৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী (১৮১১,লন্দন) ; (৩) বত্রিশ সিংহাসন (পদ্য, ১৮১২) ; (৪) পথ্যপ্রদান

(রাজা রামমোহন রায়ের,—১৭৭০ শক) ; (৫) রোমিও জুলিয়েট (১২৫৫ সাল, গুরুদাস হাজরা) ; (৬) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১২৫৮ সাল, প্রথম মুদ্রিত চৈতন্য-চরিতামৃত) ; (৭) মালতীমাধব নাটক (১৭৮০ শক, ৺কালী প্রসন্ন সিংহ) ; (৮) রাজাবলী (তৃতীয় সংস্করণ, ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) ; (৯) ১০০১ শকের শ্যামল বর্ম্মরাজা প্রদত্ত তাম্রশাসনের অনুলিপি।

ঞ।—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রেরিত :—(১) প্রজ্ঞা পারমিতা (বৌদ্ধ গ্রন্থ) ; (২) মাদলা পঞ্জী (তাল পাতায় লিখিত)।

ট। প্রভৃতি, প্রভৃতি।

পরোপকারের দৃষ্টান্ত।

দিন কতকের কথা হইল, কোন কার্য্য উপলক্ষে জনৈক ভদ্রসন্তানকে, পল্লীগ্রাম হইতে সস্ত্রীক, কলিকাতায় আসিতে হয়। নিজ পিতৃস্বসার বাটীতে উঠেন। আসিয়াই রাত্রি ৯ঘটিকার সময় তাঁহার স্ত্রী ভীষণ বিসূচিকা-রোগাক্রান্তা হন। পিসীমা তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। ভদ্রলোকটী কি করেন ; সঙ্গে পাল্কী ক'রে স্ত্রীকে লইয়া সেই রাত্রে দুই একটী নিকট-আত্মীয় কুটুম্বের বাটী অন্বেষণ করিয়া তথায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। নানাপ্রকারের কপট কারণ দেখাইয়া, কেহই সে বিপন্ন নিরাশ্রয় দুইটীকে স্থান দিলেন না। অবশেষে, দূরসম্পর্কীয়া এক ভগিনীর বাটীতে আশ্রয় পাইলেন। রাত্রি ১২টা। রোগ তখন ক্রমশঃ সাঙ্ঘাতিক হইয়া আসিয়াছে।

ভগিনীটীর বাটী—শ্যামবাজারস্থ ট্রাম আস্তাবোলের সম্মুখে অপর ফুটপাথে এক ছোট গলির ভিতর। পুরুষের মধ্যে সে বাটীতে,—দু'টী ভাই, আর বড় ভাইয়ের একটী ছোট পুত্র ; স্ত্রীলোকের মধ্যে,—বৃদ্ধমাতা, দুই ভাইয়ের স্ত্রী এবং বড়ভাইয়ের একটী ছোট কন্যা। বড় ভাইটী চাকরি করেন বটে, কিন্তু অতি গরিব। বাড়ীটি খুব ছোট ; দুটি ভাইয়ের দুটি মাত্র ঘর। মহা বিপদ-গ্রস্ত দেখিয়া ছোট ভাইটি অভ্যাগতদ্বয়কে নিজের ঘর খানি সেই রাত্রে কোনও রকমে ছাড়িয়া দিলেন ; ইনিই বিপন্ন অভ্যাগত ভদ্রলোকটির ভগ্নীপতি। স্থান দিয়াই, তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে তাঁহাদিগের জন্য ডাক্তার বৈদ্যপ্রভৃতির বাটিতে ছুটিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়, এক্ষণে, ধৈর্য্য ধরিবেন ; পরে যে সকল ঘটনা উল্লেখ করিব তাহাতে বিচলিত হইবেন না।

শেষ রাত্রিতে, বড় ভাই, বড় ভাইএর স্ত্রী ও বড়ভাইএর কন্যা, তিনজনে এক সঙ্গে ঐ রোগে আক্রান্ত হন। বেলা আড়াইটার সময় কন্যাটির আয়ু-রবসান হইল। ভ্রাতৃকন্যাকে দাহ করিয়া আসিয়াই দেখেন বড় বধূটিও গত হইয়াছেন। বড় বধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া আসিয়া দেখেন আবার, বড় ভাই মৃত্যুমুখে পতিত। বাটীতে একমাত্র বড় ভাই যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেন; ছোট ভাইএর কর্ম্ম তখন ছিল না। উপর্য্যুপরি তিনটির প্রাণবিয়োগ হইল; বাটির কর্ত্তা, যিনি বড় ভাই, তাঁহারও মৃত্যু হইল; তত্রাচ, সেই বিপন্ন স্বামী ও স্ত্রীটি যাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াই এই সকল বিপদ ঘটিল, তাঁহাদিগের প্রতি, সে বাড়ীর লোক কেহই অসন্তোষের চিহ্ন কোনও রূপ দেখান নাই।

অভ্যাগত স্ত্রীলোকটির ক্রমশঃ জীবনলাভের আশা হইল। কিন্তু এ ধারে, ইহাদিগের যে পরোপকারের পুরস্কার শেষ হইল তাহা নহে। ইতিমধ্যে বড় ভাইএর পুত্রটিকে, বালকের মাতুলগণ আসিয়া তাঁহাদিগের বাটিতে, সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বাটিতে অবশিষ্ট রহিলেন—বৃদ্ধমাতা, সেই ছোট ভাই ও তাঁহার স্ত্রী। গত বৎসরে বৃদ্ধ মাতার সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, জীবনের আশা ছিল না; খাট পর্য্যন্তও আনা হইয়াছিল, গঙ্গাযাত্রা করান হইবে এমন সময়ে পুনর্জ্জীবিত হওয়াতে খাট ফিরাইয়ায়া দেওয়া হয়।

যাহা হউক, ছোট ভাই সংসারের একমাত্র-আশ্রয়-জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শ্মশানে লইয়া যাইলেন। এদিকে, ছোটবধূ পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে নিজে রোগাক্রান্ত হইয়া দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই গতাসু হইলেন। একটি প্রতিবাসী আসিয়া সেই বৃদ্ধা শাশুড়ীকে নিজের বাটিতে লইয়া যাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ছোট ভাই শ্মশান হইতে বাটিতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন ভীষণ ব্যাপার—স্ত্রী মৃতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন!—কখনই বা ব্যারাম হইল, কখনই বা মারা গেল!! তিন দিন ধরিয়া দিবারাত্র শ্মশান আর ঘর করিতেছেন,বাড়ীই একপ্রকার শ্মশান হইয়া গিয়াছে। বীরপুরুষ তখনও পরোপকার পরম ব্রত হইতে বিচলিত হন নাই। শোকা-গ্নিতে হৃদয়সাগর শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল বটে—আর চক্ষু দিয়া জল পড়িত না বটে, কিন্তু তাঁর সে হৃদয়প্রশস্ততার কিছু মাত্র লাঘব হয় নাই, বরং শতগুণে আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। নিজের যাহাই হউক, বিপন্ন আশ্রিতদ্বয়ের তত্ত্বাবধান তখনও লইতে কোনও মতে ত্রুটি করেন নাই। স্ত্রীলোকটীর রক্ষা পাইবার কিছু আশা হওয়াতেই তাঁহার স্বামী তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন।

এধারে ছোট ভাইটী পত্নীর মুখাগ্নি করিতে চলিলেন। শূন্য মনে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, বাটী শূন্য, চতুর্দ্দিক শূন্য, হৃদয় শূন্য। গাঢ় অন্ধকারময় বাটীতে একাকী। রাত্রি প্রভাত হইল। প্রতিবাসীর বাটীতে বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে যাইবেন এমন সময়ে নিজেই সেই কালরূপিরোগমুখে পতিত হইলেন। বোধ হয় তথন তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। আর তাঁহার জীবনের আবশ্যক ছিল না। হাঁসপাতালে যাইয়া এক দিবস পরে তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন!

চার পাঁচ দিনের মধ্যে একটী বাটীতে এতগুলি লোক বিসূচিকায় গত হইলেন; আশ্চর্য্য, পার্শ্বস্থ আর কোনও বাড়ীতে সে সংক্রামক রোগের সঞ্চার হয় নাই। রোগটী মহাকালবেশে যেন সেই বাটীর জন্যই আসিয়াছিল। যাহা বর্ণিত হইল—গল্প বা রঞ্জিত নহে; সমস্ত সত্য ঘটনা।

এক্ষণে, পাঠক মহাশয়, প্রধান দুই রকম চরিত্রের কথা শুনিলেন; একজন মৃত্যুর ভয়ে বা স্বজনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলেন না; আর একজন অনায়াসে নিজের প্রায় যাবতীয় পরিবারবর্গের প্রাণবিনিময়সত্ত্বেও একটী লোকের উপকার করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। বলুন দেখি—দুইটির মধ্যে কোন্‌টী ন্যায় বা নীতি-সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে হয়ত প্রথম ব্যক্তিটিই ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা স্বাভাবিক পরহিতকারী, পরহিতকর্ম্মই যাঁহাদিগের পরমব্রত, পরহিতের নিকট ধন ও জীবন প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব যাঁহাদিগের অতি তুচ্ছ বোধ হয়, তাঁহারা উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্যকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। এক শ্রেণীর লোক হয় ত এ সকল ঘটনা শুনিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিবেন। আর একশ্রেণীর ব্যক্তি বোধ হয় 'ঈশ্বরের পরীক্ষা' প্রভৃতি বাক্য বলিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিবেন, এবং হৃদয়কে আরও অধিকতর প্রশস্ত করিয়া পরহিত-কল্পে আরও দৃঢ়তর কটিবদ্ধ হইয়া, নিজ উন্নতিপথে ধাবমান হইবেন।

সমালোচনা।

আনন্দ-তুফান (শরৎকালে ভক্তের মানসিক দুর্গোৎসব)।—দ্বিতীয় প্রচার। বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রিয়নাথ বাবুর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন। তিনি একজন ভক্ত। তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে। উপস্থিত গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার দুর্গোৎসবব্যপদেশে ভক্তের

ভগবানের জন্ত ব্যাকুলতা ও তল্লব্ধ শান্তির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের দ্বারা যে সাধারণের উপকার হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপগুলিকে অসার বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু যাঁহারাই পূজাপদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, এই সমস্ত পদ্ধতির কোন কোন অংশ পরিবর্জ্জনীয় এবং স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইলেও ইহার অধিকাংশ আমাদের চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তৈকাগ্রতার জন্ত অভিপ্রেত এবং বাস্তবিক উহার সম্পাদনে সাহায্যও করে। আর আমাদের পূজাপদ্ধতি কেবল চালকলা নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া বা ঘণ্টা নাড়া নহে, তাহা যিনি পূজার মধ্যে ভূতশুদ্ধি, মানসপূজা ইত্যাদির বিধান আছে জানেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। তবে আমরা সাধক নই বলিয়াই এই পূজাকে এক তামসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ, সমুদয় পূজাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে বেদান্তজ্ঞান, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার প্রণালী মাত্র। এক্ষণে কথা এই, পূজা দ্বারা আমাদের শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বাস্তবিক সহায়তা লাভ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য? আমাদের অনেকে সংস্কৃত মন্ত্রাবলীর তাৎপর্য্য বুঝি না। আবার পুরোহিতকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমাদের বিবেচনায় এই পূজাদি হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিবার কতকগুলি উপায় আছে। সাধারণের ভিতর সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার, অন্ততঃ যাহাতে সাধারণকে মন্ত্রার্থগুলি আগে বুঝাইয়া দিয়া তার পর মন্ত্র পড়ান হয়। অথবা সমুদয় পূজাপদ্ধতি প্রত্যেক দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া তাহাই পাঠের প্রথা প্রবর্ত্তন। শুধু তাহাই করিলে চলিবে না, কেবলমাত্র পুরোহিতকে বেগার দিলে চলিবে না। পুরোহিত কেবল সহায়ক মাত্র থাকিবেন, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং সেই সকল ক্রিয়া করিতে পারেন, তৎপক্ষে কেবল সহায়তা করিবেন। আর যদি কতকগুলি প্রধান প্রধান সাধক-পণ্ডিত মিলিত হইয়া এই পদ্ধতির সংস্কার অর্থাৎ আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে ইহাতে যে আরও অধিক উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান ও ভাবরাশি আপনাদের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে উহাকে দেশকালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। তা না হইলে ঐ সকল পদ্ধতি হয় কেবল পোথাকী থাকিয়া যাইবে, না হয়,

কার্য্যতঃ অনেকে উহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের ব্যবহারোপযোগী নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন।

অনেকে বলিতে পারেন, এই সকল কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব, অন্ততঃ শীঘ্র এরূপ সম্ভব নয়। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, পূজাপদ্ধতি যেমন আছে থাকুক, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। সাধারণকে কেবল ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে শিখাও। পূজাপদ্ধতির সংস্কার আপনা আপনি হইয়া যাইবে। আমরা ইহাও মন্দ বলি না। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের সংস্কৃতে কোন জ্ঞান ছিল না, অথচ তাঁহার ভিতরে এরূপ অমানুষী ভক্তি কোথা হইতে আসিল?—এরূপ তন্ময়চিত্ততা কোথা হইতে আসিল? এইরূপে সাধারণে মন্ত্রার্থ বিশেষ না জানিলেও যদি কেবল প্রাণের আগ্রহের সহিত 'ভগবানকে ডাকিতেছি,' মনে করিয়া মন্ত্রগুলি কেবল আবৃত্তি করিয়া যায়, তাহা হইলেও উপকার হইতে পারে; এই কথার বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারে, এরূপ করিবার ফল কি? মন্ত্র না পড়িয়া শুদ্ধ ব্যাকুলতায়ই ত কার্য্য সাধন হইতে পারে। আমরা বলি, যাঁহার সেই জ্ঞান আছে, তিনি সেইরূপই করুন। কিন্তু যাহার মন্ত্র পাঠের এত আগ্রহ, তাহাকে শুধু মন্ত্র পড়া ছাড়াইয়া লাভ কি? ভগবানে সম্পূর্ণ তন্ময়চিত্ত হইলে তাহার মন্ত্র আপনি ছাড়িয়া যাইবে।

প্রিয়নাথ বাবু দুর্গোৎসবের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত বোধন, পূজা, বলিদান, আরতি, প্রণাম, বরণ, বিসর্জ্জন, নামবিসর্জ্জন, সিদ্ধিপান ও আনন্দলাভ প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থটী পদ্যে রচিত; অধিকাংশ আজকালকার ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে। গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার ভক্তি, ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমরা ইহার শেষ চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

'পেয়েছ দুর্ল্লভ দেহ 'মনুষ্য' আকার
চাহ ভাই 'আপনার' পানে, 'তুমি' ভিন্ন
নাহি বিশ্বে কিছু আর, মনুষ্যত্ব কর
উপার্জ্জন,—'শেষ দিন সম্মুখে স্মরিয়া।'

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! আত্মনি (পরমাত্মরূপে) আত্মনা (স্বেনৈব) তুষ্টঃ সন্ যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ জহাতি (পরিত্যজতি) তদা স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

মূলের অনুবাদ।—হে পার্থ! পরমাত্মস্বরূপ নিজরূপে পরিতুষ্ট হইয়া যে সময় (যোগী) সকলপ্রকার মনোগত কাম পরিত্যাগ করে, সেই সময় তাঁহাকে স্থিতধী বলা যায় ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্য।—যোহাদিত এব সংন্যস্য কর্ম্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তোযশ্চ কর্ম্মযোগেন তয়োঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য প্রজহাতীত্যারভ্য অধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনঞ্চ উপদিশ্যতে। সর্ব্বত্রৈব হি অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থ-লক্ষণানি যানি তান্যেবসাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি চ ভবন্তি তানি। শ্রীভগবানুবাচ প্রজহাতীত।

প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বান্ সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ সর্ব্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাৎ শরীরধারণনিমিত্তপরিশেষে চ সতি উন্মত্তপ্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেত্যত উচ্যতে আত্মন্যেব প্রত্যগাত্মস্বরূপএব আত্মনা স্বেনৈব বাহ্য-লাভানপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেন অন্যস্মাদলংপ্রত্যয়বান্, স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা আত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞো বিদ্বাংস্তদো-চ্যতে। ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সংন্যাসী আত্মারাম আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রথম হইতেই কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে (কিম্বা) যে ব্যক্তি (উক্তস্বরূপ) কর্ম্মযোগ (মার্গ) অবলম্বন করিয়া (জ্ঞানযোগনিষ্ঠাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) এই উভয়বিধ সাধকের মধ্যে যাহার প্রজ্ঞা স্থিত হইয়াছে তাহার লক্ষণ ও সাধন, প্রজহাতি ইত্যাদি শ্লোক হইতে অধ্যায় পরিসমাপ্তিপর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইতেছে। সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রেই কৃতার্থ (জীবন্মুক্ত) ব্যক্তির যাহা লক্ষণ তাহাই সাধন স্বরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ এ সকল লক্ষণ যত্নসাধ্য। যে সকল সাধন যত্নসাধ্য তাহাই (কৃতার্থ সাধকের) লক্ষণ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান (তাহাই) বলিতেছেন প্রজহাতি ইত্যাদি (শ্লোকের দ্বারা) "প্রজহাতি" (ইহার অর্থ) প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিয়া থাকে "যদা" যে কালে "সর্ব্ব" সমস্ত "কাম সকল" ইচ্ছাবিশেষনিবহ হে পার্থ "মনোগত" মনে স্থিত (অর্থাৎ) হৃদয়ে প্রবিষ্ট। সকল প্রকার কাম পরিত্যক্ত হইলে সন্তোষের কারণ থাকেনা, এই নিমিত্ত শরীরধারণের নিমিত্ত মাত্রের যাহা অবশেষ তাহাই থাকিবে। এই কারণ (তৎকালে) উন্মত্ত প্রমত্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রবৃত্তি হইতে পারে এই প্রকার আশঙ্কার পরিহারার্থে উক্ত হইতেছে যে, "আত্মন্যেব" (অর্থাৎ) সর্ব্বভূতস্থিত অন্তরাত্মাতেই "আত্মনা" স্বয়ং বাহ্যবস্তু সকলের লাভ বিষয়ে অপেক্ষাশূন্য (ও) "তুষ্ট" পরমার্থদর্শনরূপ অমৃতরসের আস্বাদে অন্য সকল প্রকার পদার্থ হইতে বিগততৃষ্ণ, স্থিতপ্রজ্ঞ "স্থিত" প্রতিষ্ঠিত (হইয়াছে) "প্রজ্ঞা" আত্মানাত্মবিবেকজ (বিজ্ঞান) যাহার, সেই বিদ্বানই স্থিতপ্রজ্ঞ (শব্দে) উক্ত হয়েন, পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণাকে যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সংন্যাসী, আত্মারাম ও আত্মক্রীড়, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ইহাই অর্থ ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়।—(যঃ) দুঃখেষু (প্রাপ্তেষু) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অব্যাকুলচেতাঃ) (তথা) সুখেষু (প্রাপ্তেষু) বিগতস্পৃহঃ (বিতৃষ্ণঃ) (তথা) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (পরিত্যক্তসমাসঙ্গভীতিকোপঃ) স স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) (তদা) মুনিঃ (সংন্যাসী) উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

মূলের অনুবাদ।—যাহার হৃদয় দুঃখ প্রাপ্তি হইলেও উদ্বিগ্ন হয়না এবং সুখ লব্ধ হইলে যাহার স্পৃহা বাড়িতে থাকে না, যাহার রাগ ভয় ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে, সেই স্থিতধী ব্যক্তিকেই সন্ন্যাসী বলা যায় ॥ ৫৬ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু আধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং দুঃখপ্রাপ্তৌ মনোযস্য সোহয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ। তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য নাগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে সুখান্যনু বিবর্দ্ধতে স বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগশ্চভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ বীতাবিগতা যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞোমুনিঃ সংন্যাসী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ।—আরও দুঃখেষ্বিত্যাদি। আধ্যাত্মিকাদিদুঃখ উপস্থিত হইলে "উদ্বিগ্ন হয়না" দুঃখ প্রাপ্তিতে যাহার চিত্ত প্রক্ষুভিত হয়না, সেই ব্যক্তিই অনুদ্বিগ্নমনাঃ। সেই প্রকার সুখ প্রাপ্ত হইলেও (তাহাতে) যাহার "স্পৃহা" তৃষ্ণা বিগত হইয়াছে (অর্থাৎ) কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নির ন্যায় সুখলাভে (যাহার তৃষ্ণা) বৃদ্ধিলাভ করেনা সেই ব্যক্তি বিগতস্পৃহ। "বীতরাগভয়ক্রোধ" আসক্তি ভয় এবং ক্রোধ যাহার (হৃদয়) হইতে "বীত" বিগত হইয়াছে সেই ব্যক্তি বীতরাগভয়ক্রোধ। "স্থিতধী" স্থিতপ্রজ্ঞ (ই) "মুনি" সংন্যাসী (বলিয়া) সেই সময়ে উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ (রাগবর্জ্জিতঃ) তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি (সন্তুষ্যতি) (তথা) ন দ্বেষ্টি (প্রতিকূলয়তি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা) ভবতি ॥ ৫৭ ॥

মূলের অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সকল পদার্থেই আসক্তিরহিত,যে ব্যক্তি সেই সেই শুভ বা অশুভ প্রাপ্ত হইয়াও সন্তোষ বা দ্বেষ প্রাপ্ত হন না,তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করে ॥ ৫৭ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ যঃ সর্ব্বত্রেতি। যো মুনিঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ অভিস্নেহবর্জ্জিতঃ "তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্" তত্তৎ শুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি শুভংপ্রাপ্য নতুষ্যতি নহৃষ্যতি অশুভঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টীত্যর্থঃ তস্যৈবং হর্ষবিষাদবর্জ্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ।—আরও যঃ সর্ব্বত্র ইত্যাদি। "যে মুনি সর্ব্বত্র" দেহজীবনপ্রভৃতিতে "অনভিস্নেহ" অভিস্নেহ-(প্রগাঢ় আসক্তি) বর্জ্জিত "সেই সেই শুভাশুভ পাইয়া" সেই সেই শুভ কিম্বা অশুভ লাভ করিয়াও অভিনন্দন করেন না বা দ্বেষও করেন না (অর্থাৎ) শুভ প্রাপ্ত হইয়া "তুষ্ট হয়েন না" হর্ষ প্রাপ্ত হয়েন না এবং অশুভ প্রাপ্ত হইয়াও দ্বেষ করেন না ইহা অর্থ। এইরূপ হর্ষবিষাদরহিত সে ব্যক্তিরই বিবেকজনিত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় (স্থিরতা লাভ করে) ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—অয়ং (জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রবৃত্তঃ) কূর্ম্মঃ অঙ্গানিইব সর্ব্বশ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি যদা সংহরতে (তদা) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (ভবতি) ৫৮ ॥

মূলের অনুবাদ।—কচ্ছপ যে প্রকার নিজের অঙ্গসকলকে সঙ্কোচিত করে, সেই প্রকার (জ্ঞান নিষ্ঠায় প্রবৃত্ত যোগী) যখন সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে উপসংহৃত করেন (সেই সময়) তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৫৮ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ যদা সংহরতে ইতি। যদা "সংহরতে" সম্যগ্ উপসংহরতে চ "অয়ং" জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তোযতিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশো যথাভয়াৎ কূর্ম্মঃ স্বানি অঙ্গানি উপসংহরতি সর্ব্বত এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ

সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহরতে। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ইতি উক্তার্থং বাক্যম্॥ ৫৮॥

অনুবাদ।—আরও (স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ এই যে) যদা সংহরতে ইত্যাদি। যে সময় "সংহার করে" সম্যক্‌প্রকারে উপসংহার করে "এই" জ্ঞাননিষ্ঠাতে প্রবৃত্ত সংন্যাসী কূর্ম্ম (কচ্ছপ) অঙ্গ সকলকে যে প্রকার (উপসংহার করে) সকল দিক হইতে (অর্থাৎ) ভয় পাইলে কচ্ছপ যেমন সকল দিক হইতে নিজ অঙ্গ সকলের উপসংহার করে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ (সংন্যাসী) ইন্দ্রিয়নিচয়কে "ইন্দ্রিয়ার্থ" সকল প্রকার বিষয় হইতে উপসংহার করেন, "তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়" এই বাক্যের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে॥ ৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥

অন্বয়।—নিরাহারস্য দেহিনঃ রসবর্জ্জং (রাগং বিহায়) বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে অস্য (যতেস্তু) পরং দৃষ্ট্বা (স্থিতস্য) রসঃ (আসক্তিঃ) নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥

মূলের অনুবাদ।—নিরাহার দেহীর বিষয়াসক্তি ব্যতিরিক্ত অন্য সকলপ্রকার বিষয়ই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই যোগীর পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে ঐ বিষয়াসক্তিও নিবৃত্ত হয়॥ ৫৯॥

ভাষ্য।—তত্র বিষয়ান্ অনাহরত আতুরস্যাপি ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে কূর্ম্মাঙ্গানীব সংহ্রিয়ন্তে ন তু তদ্বিষয়োরাগঃ স তু কথং সংহ্রিয়ত ইতি উচ্যতে বিষয়া-ইতি। যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানি ইন্দ্রিয়াণি অথবা বিষয়া এব নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মাণবিষয়স্য কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি বিনিবর্ত্তন্তে দেহিনঃ দেহবতো রসবর্জ্জং রসোরাগঃ বিষয়েষু তং বর্জ্জয়িত্বা। রসশব্দোরাগে প্রসিদ্ধঃ স্বরসেন প্রবৃত্তোরসিকো রসজ্ঞ ইত্যাদি দর্শনাৎ। সোঽপিরসঃ রঞ্জন-রূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতেঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা উপলভ্য অহমেবতদিতি বর্ত্তমানস্য নিবর্ত্ততে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাসতি সম্যগ্-জ্ঞানে রসস্যোচ্ছেদঃ। তস্মাৎ সম্যগ্‌দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্য-মিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫৯॥

অনুবাদ।—ব্যবহারভূমিতে বিষয় সকলকে আহরণ করিতে অসমর্থ আতুর ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়গণ (বিষয় সকল হইতে) কূর্ম্মের অঙ্গনিচয়ের ন্যায় বিনিবৃত্ত

হয় (বটে) কিন্তু বিষয় সমূহে আসক্তি নিবৃত্ত হয় না। সেই আসক্তি কি প্রকারে নিবৃত্ত হয় তাহাই বলা যাইতেছে যে, বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি (দ্বারা) বিষয় দ্বারা উপলক্ষিত ইন্দ্রিয়সকলই (এস্থলে) বিষয়শব্দবাচ্য, অথবা বিষয় সকল (শব্দাদিই বিষয় শব্দের অর্থ) যদ্যপি "নিরাহার" বিষয়োপভোগপরাঙ্মুখ ক্লেশ-করতপস্যানিরত মূর্খেরও (বিষয় সকল) বিনিবৃত্ত হয় (তথাপি ঐ নিবৃত্তি) রস ব্যতিরেকে (হইয়া থাকে) রস (শব্দের অর্থ) বিষয়ে অনুরাগ তাহাকে বর্জ্জন করিয়া (ইহাই রসবর্জ্জং এই শব্দের অর্থ) রস শব্দ রাগরূপ অর্থেও প্রসিদ্ধ আছে (কারণ স্বরসের সহিত প্রবৃত্ত, রসিক, রসজ্ঞ, ইত্যাদি স্থলে (রাগ রূপ অর্থে রস শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।) "পর" পরমার্থতত্ব ব্রহ্মকে "আমিই সেই বস্তু" এই প্রকারে দর্শন করিয়া অবস্থিত এই যতির সেই সূক্ষ্ম রঞ্জন রূপ রসও নিবৃত্ত হইয়া থাকে (তাহার ব্রহ্মব্যতিরিক্ত) বিষয়বিজ্ঞান নির্বীজ হইয়া থাকে ইহাই অর্থ। সম্যক্ জ্ঞান না হইলে রসের উচ্ছেদ হয় না। এই কারণে সম্যক্ দর্শনরূপ প্রজ্ঞার স্থৈর্য্য সম্পাদন করা উচিত ইহাই অভিপ্রায়। ৫৯।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয় প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি যততোহপি (যতমানস্যাপি) বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য মনঃ প্রসভং হরন্তি॥ ৬০॥

মূলের অনুবাদ। হে কুন্তীনন্দন! মেধাবী পুরুষ প্রযত্নপর হইলেও বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়নিচয়, বলপূর্ব্বক মনকে হরণ করিয়া থাকে॥ ৬০॥

ভাষ্য।—সম্যগ্দর্শনলক্ষণপ্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতা আদৌ ইন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি যস্মাৎ তদনবস্থাপনে দোষমাহ যতত ইতি। যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতোহপি হি যস্মাৎ কৌন্তেয়! বিপশ্চিতো মেধাবিনোহপি ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্তি আকুলীকুর্ব্বন্তি। আকুলীকৃত্য চ হরন্তি প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনো যতস্তস্মাৎ॥ ৬০॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি সম্যগ্দর্শনরূপ প্রজ্ঞার স্থৈর্য্য করিতে ইচ্ছা করে, প্রথমে তাহার ইন্দ্রিয় সকলকে নিজের বশে স্থাপন করা উচিত। যেহেতু ইন্দ্রিয় নিচয়ের বশীকরণ না করিতে পারিলে দোষ (হয়) তাহাই বলিতেছেন, যতত

ইত্যাদি (শ্লোকের দ্বারা)। "যততঃ"(ইহার অর্থ) প্রযত্ন করিলেও"হি"যে কারণ "বিপশ্চিত" মেধাবীরও এই দূরবর্ত্তীর সহিত অন্বয় (করিতে হইবে) ইন্দ্রিয় সকল "প্রমাথী" প্রমথনশীল (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিচয়) বিষয়াসক্ত পুরুষকে "বিক্ষুব্ধ করে" ব্যাকুল করিয়া থাকে। ব্যাকুল করিয়া "প্রসভ" বলপূর্ব্বক প্রকাশতঃ দোষদর্শনকারীরও মনকে হরণ করে যে কারণ এইজন্য। ৬০॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

অন্বয়।—সর্ব্বাণি তানি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য (নিয়ম্য) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) সন্ মৎপর আসীত যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে (আধীনো) (সন্তীতিশেষঃ) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

মূলের অনুবাদ।—সকল ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া সমাহিত ও মৎপর হইবে। এই ভাবে ইন্দ্রিয় নিকর যাহার বশীভূত হয় তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬১॥

ভাষ্য।—তানীতি। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীত মৎপরঃ অহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরঃ মৎপরঃ নান্যোঽহং তস্মাৎ ইতি আসীতেত্যর্থ। এবমাসীনস্য যতের্বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তেঽভ্যাসবলাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

অনুবাদ।—তানি ইত্যাদি। সেই সকল (ইন্দ্রিয়কে) "সংযত করিয়া" নিয়মিত (অর্থাৎ) বশীকৃত করিয়া "যুক্ত" সমাহিত হইয়া অবস্থান করিবে (কি প্রকারে সমাধান করিবে তাহাই বলা হইতেছে যে) "মৎপর" (হইয়া) আমি—সকল জীবের অন্তরাত্মা বাসুদেবই যাহার পরম (বস্তু) সেই মৎপর (অর্থাৎ) আমি সেই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি এই প্রকার ভাবনায়, সমা-হিত হইবে। এই প্রকারে সমাবিষ্ঠিত যে সংন্যাসীর অভ্যাস বলে ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়া যায় তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত॥ ৬১॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥

অন্বয়।—বিষয়ান্ [ইষ্টশব্দাদীন্] ধ্যায়তঃ পুংসঃ [পুরুষস্য] তেষু [বিষয়েষু সঙ্গঃ আসক্তিঃ] তস্মাৎ সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে কামাৎ ক্রোধোঽভি জায়তে॥ ৬২॥

মূলের অনুবাদ।—বিষয় সকলের চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কাম উৎপন্ন হয় [প্রতিহত] কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়॥ ৬২॥

ভাষ্য। অথেদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্ব্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে ধ্যায়ত ইতি। ধ্যায়তঃ চিন্তয়তঃ—বিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গআসক্তিঃপ্রীতিস্তেষু বিষয়েষু উপজায়তে। সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে কামস্তৃষ্ণা। কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোভিজায়তে॥ ৬২॥

অনুবাদ। অনন্তর এক্ষণে মহান্ অনর্থ প্রাপ্ত হইতে উন্মুখ পুরুষের সকল অনর্থের মূল কি তা বলা যাইতেছে যে ধ্যায়তঃ ইত্যাদি। ধ্যায়ত (ইহার অর্থ) চিন্তা করিতে করিতে [অর্থাৎ] "বিষয়" শব্দ প্রভৃতি বিষয় বিশেষের আলোচনা করিতে করিতে পুরুষের সেই সকল বিষয়েতে "সঙ্গ" আসক্তি [অর্থাৎ] প্রীতি উপজাত হয়। "সঙ্গ" প্রীতি হইতে "কাম" তৃষ্ণা "সঞ্জাত" সমুৎপন্ন হয়। কোন কারণবশে প্রতিহত কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়॥ ৬২॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩॥

অন্বয়।—ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি। সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমো [ভবতি] স্মৃতিভ্রংশাৎবুদ্ধিনাশো ভবতি বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩॥

মূলের অনুবাদ।—ক্রোধ হইতে সম্মোহ উৎপন্ন হয়। সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৬৩॥

ভাষ্য।—ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ অবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়ঃ। ক্রুদ্ধোহি সম্মূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি। সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাৎ বিভ্রমঃ ভ্রংশঃ স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তৌ অনুৎপত্তিঃ ততঃ স্মৃতে র্ভ্রংশাৎ বুদ্ধের্নাশঃ। কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতা অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি। তাবদেব হি পুরুষো যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্য বিষয়বিবেকযোগ্যং তদযোগ্যত্বে নষ্টএব পুরুষোভবতি অতস্তস্য অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থা যোগ্যোভবতীত্যর্থঃ॥ ৬৩॥

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। ভূত ছাড়বে কেমন করে বল ? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তাহারি মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে ; যে মন দিয়ে সাধন ভজন করবে, তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে সাধন ভজন কি করে হবে ?

৩। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের মনের ভিতর যেন সংসারভাব না থাকে।

৪। মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বল্‌ছি, হে ভগবান্! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন এবং মনে বিষয়কেই সর্ব্বস্ব জেনে বসে রয়েচি। এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল হয়।

৫। আপনাকে মার্ত্তে হ'লে একটী নরুন্‌ দিয়া হয় ; কিন্তু অপরকে মার্ত্তে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোক শিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয় ; কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটী কথায় বিশ্বাস কল্লেই হয়।

৬। যে পুকুরে অল্পজল তার যেমন জলপান কর্ত্তে গেলে ওপর থেকে আস্তে আস্তে নেড়ে জল খেতে হয়, বেশী নাড়তে নাই, নাড়্‌লে তার ভেতর হতে ময়লা উঠে জল ঘোলা হয়ে যায়. তেমনি যদি সচ্চিদানন্দ লাভ কর্ত্তে চাও, তা হলে তুমি গুরুবাক্য বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে সাধন কর। মিছে কেবল শাস্ত্র বিচার তর্ক করোনা, ক্ষুদ্রমন অল্লেতেই গুলিয়ে যায়।

৭। এক বাগানে দু'জন লোক বেড়াতে গেছলো ; তার ভিতর যার বিষয়-বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আঁব গাছ, কোন্‌ গাছে কত আঁব হয়েছে, বাগানটীর কত দাম হ'তে পারে ইত্যাদি নানা রকম বিচার কর্ত্তে লাগলো। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় ব'সে একটী করে আঁব পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো। বল দেখি কে বুদ্ধিমান ? আঁব খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুণে অত হিসাব কিতাব ক'রে লাভ কি ? যারা জ্ঞানাভিমানী তারা শাস্ত্র মীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন ; বুদ্ধিমান ভক্তেরা ভগবানের কৃপা লাভ ক'রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ] [৭০ পৃষ্ঠার পর।

প্রত্নতত্ত্ব।

মনে কর, একখানা পুস্তকে লিখেছে যে, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া করে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেছেন বল্‌লেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ, সেকালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখ্‌তো; আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অল্প ছিল, এই সকল কারণ গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগ্‌লো। মনে কর, একজন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত ব'লে এক জন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তা হলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বৈকি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ি পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তা হলে আর কোনও গোলই রইল না।

আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, একটা ঘটনা সিকন্দর বাদসার সময়ের কিন্তু তার মধ্যে দুএকজন রোমক বাদসার উল্লেখ রয়েছে, এমন ভাবে রয়েছে যে, প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। তা হলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদসার সময়ের নয় বোলে প্রমাণ হল।

অথবা ভাষা:—সময়ে সময়ে সকল ভাষায়ই পরিবর্ত্তন হচ্ছে, আবার এক এক লেখকের এক একটা ঢঙ্‌ থাকে। যদি একটা পুস্তকের থামকা একটা অপ্রা-সঙ্গিক বর্ণনা লেখকের অপরিচিত ঢঙ্গে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বোলে সন্দেহ হবে। এই প্রকার নানাপ্রকারের সন্দেহ সংশয় প্রমাণ প্রয়োগ করে গ্রন্থতত্ত্ব নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্‌লো।

তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক হতে রশ্মিবিকীরণ করতে লাগ্‌লো। ফল:—যে পুস্তকে কোনও অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়্‌ল।

সকলের উপর মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইউরোপে প্রবেশ এবং ভারত

বর্ষে, ইউফ্রেটিস্ নদীতটে ও মিশরদেশে প্রাচীন শিলালেখের পুনঃ পঠন আর বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্ব্বতপার্শ্বে লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবিষ্ক্রিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান।

পূর্ব্বে বলেছি যে, এ নূতন গবেষণাবিদ্যা বাইবেল বা নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ গুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মার ধোর, জেন্ত পোড়ান ত আর নেই, কেবল সমাজের ভয়; তা উপেক্ষা করে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেছেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতির ধর্ম্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করেন, কালে সেই প্রকার সৎসাহসের সহিত য়াহুদী ও কৃশ্চান পুস্তকাদিকেও কর্‌বেন। একথা বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই :—মাস্‌পেরো বলে এক মহা পণ্ডিত মিসরপ্রত্নতত্ত্বের অতি প্রতিষ্ঠ লেখক,ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিতের ইংরাজিতে তর্জ্জমা পড়ি। এবার British Musium এর এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল সম্বন্ধী গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাসপেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে শুনে তিনি বল্লেন যে, ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া কৃশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাস্‌পেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্ম্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল করে দেওয়া আছে। মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়্‌তে বল্‌লেন। পড়ে দেখি, তাইত—এ যে বিষম সমস্যা। ধর্ম্মগোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিস জানত ?—সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ও সব গবেষণাগ্রন্থের তর্জ্জমার উপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে।

জাতিবিদ্যা।

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেছে, যার নাম জাতিবিদ্যা অর্থাৎ মানুষকে, রঙ্গ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে, শ্রেণীবদ্ধ করা।

জর্ম্মাণরা সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্যায় বিশেষ পটু; বর্গস্ প্রভৃতি জর্ম্মাণ পণ্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল: মাসপেরো প্রমুখ মণ্ডলী ফরাসী। ওলন্দাজেরা য়াহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্লেষণে বিশেষ প্রতিষ্ঠ: কুনা প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ।

ইংরেজরা অনেক বিদ্যার আরম্ভ করে দিয়ে, তার পর সরে পড়ে।

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে তাদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করো, আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরী প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতা মাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে। একথা এখন বড় লোকে মান্‌তে চায় না।

কাল কুচ্‌কুচে নাকহীন ঠোঁটপুরু গড়ানে কপাল আর কোঁকড়া চুল কাফ্রী দেখেছো? প্রায় ঐ ঢঙ্গেরই গড়ন তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয়, সাঁওতালি আণ্ডামানি ভিল দেখেছ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro) ইহাদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয় জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito)—ছোট নিগ্রো; ইহারা প্রাচীন কালে আরবের কতক অংশে, ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণ ভাগে, ভারতবর্ষময়, আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বাস করত। আধুনিক সময়ে ভারতের কোন কোন ঝোড় জঙ্গলে, আণ্ডামানে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহারা বর্ত্তমান।

লেপ্‌চা ভুটিয়া চীনি প্রভৃতি দেখেছ?—সাদা রঙ্গ বা হল্‌দে, সোজা কাল চুল? কাল চোখ, কিন্তু চোখ কোনাকুনি বসান, দাড়ি গোঁফ অল্প, চেপ্টা মুখ, চোখের নীচের হাড় দুটো ভারি উঁচু।

নেপালি বর্ম্মি সায়ামি মালাই জাপানি দেখেছ? এরা ঐ গড়ন, তবে ছোট আকারে।

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল আর মোগলইড (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আসিয়া খণ্ড দখল করে বসেছে। এরাই মোগল, কালমুখ, হুন, চীন, তাতার, তুর্ক, মানচু, কিরগিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে এক চীন ও তিব্বতি সওয়ায় তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ কাল ওদেশ করে ভেড়া ছাগল গরু ঘোঁড়া চরিয়ে বেড়ায়, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মত এসে দুনিয়া ওলট পালট করে দেয়। এদের আর একটি নাম তুরানি। ইরাণ তুরাণ—সেই তুরাণ।

রঙ্গ কাল কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কাল চোখ; প্রাচীন মিসর প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস করত এবং অধুনা ভারতময়, বিশেষ, দক্ষিণদেশে বাস করে, ইউরোপেও এক আদ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়; এ এক জাতি। ইহাদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি।

সাদা রঙ্গ, সোজা চোখ কিন্তু কাল নাক, রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর

ডগা মোটা কপাল গড়ান, ঠোঁট পুরু ; যেমন উত্তর আরাবের লোক, বর্ত্তমান য়াহুদী, প্রাচীন বাবিল, আসিরী, ফিনিস্ প্রভৃতি ; ইহাদের ভাষাও এক-প্রকারের ; ইহাদের নাম সেমিটিক্।

আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ্গ সাদা, চুল কাল বা কটা, চোখ কাল বা নীল, এদের নাম আরিয়ান্।

বর্ত্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি অধিকাংশই সেই জাতির ন্যায়।

উষ্ণদেশ হলেই যে, রঙ্গ কাল হয় এবং শীতল দেশ হলেই যে বর্ণ সাদা হয়, একথা এখনকার অনেকেই মানেন না। কাল এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি, সে গুলি অনেকের মতে, জাতি মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে।

মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ি ঘর দোর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তের সময়ের যদি কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে, খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্ব্বের বাড়ি ঘর এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে তার বহু পূর্ব্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিঁদুদের "বেদ" অন্ততঃ খৃ পূঃ পাঁচ হাজার (৫০০০) বৎসর আগে বর্ত্তমান আকারে ছিল।

[ক্রমশঃ।]

রামানুজ চরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ]   [৪৮ পৃষ্ঠার পর।

তাঁহারা মথুরা হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইলে কোনও স্থানে স্নানাদি করিয়া তিনি বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমন সময়ে নম্বি সুস্বরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজা বহুকাল অধ্যাত্মরাজ্য সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; গীতার মধুর ধ্বনিতে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট যেন পূর্ব্ব স্মৃতি আনিয়া দিতে লাগিল। জগৎ নশ্বর বোধ হইতে লাগিল, এবং তিনি যেন জগতের লোক নন, তাঁহার বাটি যেন সংসার

সাগরের পরপারে অবস্থিত—তিনি ভ্রমান্ধ হইয়া এতদিন মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করিতেছিলেন,—পান্থশালাকে গৃহ বলিয়া ভাবিতেছিলেন—এইরূপ ভাব তাঁহার মনোমধ্যে ধীরে ধীরে স্বতঃই উদিত হইতে লাগিল। গীতার মধুর ধ্বনি তিনি অমৃতের ন্যায় উপভোগ করিতে লাগিলেন। নম্বি নিত্য নিয়মিত পাঠ শেষ করিলে, আল্‌ওয়ান্দার তাঁহাকে করযোড়ে কহিলেন "হে সাধুবর! যদি বাধা না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া এ দাসকে শ্রীশ্রীগীতামৃতপানে অধিকারী করুন। আপনার শ্রীমুখ হইতে গীতার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় আজ অভিনব ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইতেছে। ইচ্ছা হইতেছে, যেন রাজ্য ধন সকলই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ জগতে পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করি। বাস্তবিকই বোধ হইতেছে, যেন আমি একজন এখানে পথিক, আমার বাটি অন্যত্র। আপনি কৃপাবান্ হইয়া আমায় গীতামৃত উপভোগের অধিকারী করুন। আমি আজ হইতে আপনার শিষ্য হইলাম"।

নম্বি শুনিয়া স্মিতবিকশিতাননে তাঁহার দিকে সস্নেহদৃষ্টিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "হে রাজন্! আপনার ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের বদন হইতে যে ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই আশা করিয়াছিলাম। আমার আশা ফলবতী হওয়ায় আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আপনি আমার শিষ্যের উপযুক্ত নহেন, পরন্তু আমিই আপনার শিষ্য হইবার যোগ্য। আপনার নিদেশানুসারে আমি যথাসাধ্য গীতার্থ ব্যাখ্যা করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। যদি কার্য্যগৌরব না থাকে, তাহা হইলে এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া গীতাচর্চ্চা করিলে কোনও ক্ষতি আছে কি"? ইহাতে আল্‌ওয়ান্দার উত্তর করিলেন, "কার্য্যগৌরব থাকুক বা নাই থাকুক, গীতাধ্যয়ন সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তাহা আমি আপনার সহবাসে উপলব্ধি করিয়াছি। গীতাধ্যয়নই সর্ব্ব প্রথমে অনুষ্ঠেয়, অন্যান্য কর্ম্ম পরে অনুষ্ঠিত হইবে"। রাজার বাক্যানুসারে নম্বি প্রতিদিন শ্রীগীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিরসপরিপ্লুত সুমধুর ব্যাখ্যা শুনিয়া আলওয়ান্দার রাজকার্য্য প্রভৃতি সকলই বিস্মৃত হইলেন। ভগবানের সৌন্দর্য্য যে ভাগ্যবান্ একবার উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই জগৎ বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই জন্যই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া "ইতররসবিস্মারণং নৃণাম্" বলিয়া তাঁহার অতুলনীয় রূপের পরম মাধুরী বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীগীতা সেই ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। তিনি বলিয়াছেন, "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা

যে সারমুত্তমম্।" শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়সাগর মথিত হইয়া গীতারূপ অমৃতময় নবনীত উদ্ভূত হইয়াছে। সেই গীতার মর্ম্ম যে পুণ্যশীল ভাগ্যবান্ পুরুষ একবার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি কি আর অন্য কোনও রসে আকৃষ্ট হইতে পারেন? সত্য বটে, গীতা আজকাল বালকেও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, এবং বিজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহার বর্ণে বর্ণে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না; অতএব হে পাঠক! তুমি বলিতে পার যে, গীতা যদি এতই মনোহর তবে কেন সকলেই এতদ্দ্বারা আকৃষ্ট হয় না? ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, রূপ, রস, গন্ধ,স্পর্শ বা শব্দের মাধুরী উপলব্ধি করিতে হইলেই চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও শ্রোত্রের সাহায্য বিনা তাহা যেমন কখনই সম্ভবে না, সেইরূপ গীতার মাধুরী উপলব্ধি করিতে হইলেও ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের এবং শুদ্ধ বুদ্ধির আবশ্যক। এগুলি যাহার নাই তাহার পক্ষে গীতার মাধুরী উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা অন্ধের চন্দ্রদর্শনজন্য আনন্দলাভ প্রত্যাশার তুল্য হইবে। বহুজন্ম ধরিয়া সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আস্তিক্যবুদ্ধি আনয়ন করে। সেইরূপ চিত্তে ভগবদ্ভক্তি স্বতঃই প্রকাশ পায়। উক্তরূপ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ই গীতারূপ অমৃত আস্বাদনে অধিকারী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনোহর উদাহরণ এই বিষয় আরও সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে। পাখী যদিও সর্ব্বদা পবিত্র "রাধাকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করে, তথাপি সেই পবিত্র নামের রসাস্বাদনশক্তি না থাকায়, যখন সে বিড়াল কর্ত্তৃক ধৃত হয়, তখন নিখিললোকৈকশরণ যুগল নাম ভুলিয়া গিয়া জাতীয়-স্বভাবসুলভ ক্যাঁ ক্যাঁ ধ্বনি করিয়া স্বীয় মর্ম্মান্তিক ভীতি প্রকাশ করে। সেইরূপ যদিও অনেকে আদ্যোপান্ত গীতা অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন, তথাপি তাঁহারা পাখীর ন্যায় পাঠ করেন বলিয়া তাহাতে কোনও বিশেষ ফলোদয় হয় না। তবে ভগবানের মুখপদ্মবিনিঃসৃত পবিত্র বচনাবলি উচ্চারণ করিলে যে হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ম্মল হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আলওয়ান্দার কিন্তু পাখীর ন্যায় শ্রোতা বা বক্তা ছিলেন না। তাঁহার অসীম ধীশক্তির পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রজোবৃত্তি অবলম্বন করিলেও, পিতৃপিতামহানুগত সাত্ত্বিক প্রকৃতি তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। কেবল রাজসিক আবরণে তাহা চাপা ছিল মাত্র। মহাত্মা নম্বির সহবাসে এবং হয় ত তৎপ্রদত্ত শাকভক্ষণে তিনি সেই রজ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তখন যে তাঁহার সম্মো-

দ্রাবিত হৃদয় গীতার্থ সম্যক্ উপলব্ধি ও ধারণা করিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? নম্বির ভক্তিময় হৃদয়সরোবরসম্ভূতা প্রেমকমলিনীর মধুরসৌরভে তাঁহার মনোভৃঙ্গ মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই মধুরিমা তাঁহার পক্ষে "ইতররসবিস্মারণং নৃণাং" স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তাঁহার রাজকার্য্য ও রাজভোগলিপ্সা অন্তর হইতে ক্রমে ক্রমে ধুইয়া যাইতে লাগিল। যখন নম্বি প্রেমাশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন,—

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

তখন তিনি আক্ষেপসহকারে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হায়! হায়! আমি এতদিন কেবল অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর "কামিনী কাঞ্চনে" মন বুদ্ধি উৎসর্গ করিয়া দিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছি! অথচ "আমি বুদ্ধিমান্" বলিয়া আমার বিশেষ অভিমান! ধিক্ আমার বুদ্ধিমত্তায়! কাকের বুদ্ধি যেমন তাহাকে বিষ্ঠাভোজনে প্রবৃত্ত করায়, আমার বুদ্ধিও তদ্রূপ আমায় বিষয়বিষ্ঠার কীট করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ বুদ্ধিতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। হায়! হায়! কবে আমি বিষয় হইতে মন উঠাইয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিব? হে গুরো! সে দিন আমার কবে আসিবে?" এই বলিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। নম্বি কহিলেন "হে রাজন্, আপনার সাত্ত্বিকীবুদ্ধি নিত্যই নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে আবদ্ধ আছে। মধ্যে কেবল, মেঘ যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, বিষয়বাসনা সেই রূপ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, সর্ব্বভূতের জীবনস্বরূপ আনন্দঘনবিগ্রহ, অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, অবিচ্ছিন্ন প্রেমপ্রবাহের উৎপত্তিস্থান নিখিলজীবমনোহর শ্রীমদ্ভগবদ্‌বিগ্রহকে কিছু কালের জন্য সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। সেই মেঘ এক্ষণে অপসরণোন্মুখ হইয়াছে। অতএব আপনি চিন্তিত হইবেন না। সুখসূর্য্য আপনার হৃদয়ের যাবতীয় অন্ধকার শীঘ্রই দূরীকৃত করিবে। কাতর হইবেন না।" আলোয়ান্দার কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

বাল্যকাল হইতে যামুনাচার্য্য অতি আদরে লালিত ও পালিত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি কষ্ট কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজা হইয়া অবধি রাজভোগে জীবন যাপন করিতেছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অষ্টলোকপালের অংশস্বরূপ জানিয়া ভগবানের ন্যায় পূজা করিতেন। তাঁহার অসীম মেধা ও ধীশক্তি বলে সকলেই

তাঁহাকে গুরু-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। কেহ তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না, কারণ সকলেই জানিতেন যে, "মহারাজ যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভ্রমপ্রমাদ রহিত।" এইরূপে বাল্যাবধি তিনি কেবল আধিপত্যই করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অধিপতি কেহই ছিল না। এক্ষণে নম্বিকে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে দাস্যভাব জাগরূক হইয়া উঠিল। "মা চুষিকাটি দিয়া আর তাঁহাকে ভুলাইতে পারিলেন না।" শুদ্ধ বুদ্ধির প্রভায় তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, "যে ব্যক্তি বিষয়ভোগলিপ্সা দ্বারা ইতস্ততঃ নীয়মান, যে কাম ক্রোধের দাস, সে আবার প্রভু কোন কালে? দাস কি কখন প্রভু হইতে পারে? আমি এত দিন আপনাকে প্রভু মনে করিয়া কি ভ্রমই না করিয়াছি! দাসের দাসজনোচিত বেশ ধারণ করাই উচিত। প্রভুর বেশ আমি আজ হইতে পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা নম্বির দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ করিব।" ইহা স্থির করিয়া তিনি স্বীয় অভিপ্রায় এই বলিয়া নম্বির নিকট ব্যক্ত করিলেন, "হে স্বামিন্! আপনি আমায় আপনার দাস করিয়া লউন। কামিনীকাঞ্চনের দাসত্ব হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া যদি আমি আপনার ন্যায় নারায়ণৈকশরণ মহাপুরুষের দাস হইতে পারি, তদপেক্ষা আর আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় কি আছে? অতএব আপনি আমায় কৃপা করুন। আমার অর্থাদিতে কোনও প্রয়োজন নাই। অর্থে কেবল অভিমান ও অহঙ্কার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পিতামহদত্ত অর্থলাভে আর আমার ইচ্ছা নাই। আপনি আমায় নিজ দাসরূপে স্বীকার করিয়া কামক্রোধাদির দাসত্ব হইতে উদ্ধার করুন।" আলোয়ান্দারের হৃদয়ে তীব্রবৈরাগ্যহুতাশন প্রজ্বলিত হইয়াছে দেখিয়া নম্বির হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে হৃদ্গত উল্লাস গুপ্ত রাখিয়া রাজাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আপনার ন্যায় মহাবীর মহাপুরুষ কখনও কি ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে পারে? আপনি হৃষীকেশের নিত্যদাস।"

[ক্রমশঃ।]

দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী যদি কখনও মান্দ্রাজনগরে আসিয়া তথা হইতে বাষ্পীয় শকটযোগে ৺রামেশ্বর দর্শনে বহির্গত হন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের গিরি-শিখর-সদৃশ, শিল্পবিদ্যাদেবীর প্রিয়তমভূষণস্বরূপ, মনোমুগ্ধকারী দেবমন্দির-সমূহের বিশাল সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হইবে। যখন মুসলমানগণ পশ্চিমদেশ হইতে তরবারি হস্তে দলে দলে আসিয়া স্বভাব-নির্ম্মল শান্তিপ্রিয় ভারতসন্তানগণের শোণিতপাতে, এই ঋষিজননী মাধুর্য্য-রসময়ী সর্ব্বকল্যাণশালিনী অসীমশৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ননরদেবপ্রসূতি ভারত-মাতার প্রকৃতিকোমল-হৃদয়কে ব্যথিত করে নাই; যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা মাতৃ-জঠরে বীজাকারে অবস্থান করিতেছিল; যখন বেদবিহিত মার্গই সকলের অনু-সরণীয় ছিল; যখন ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র বংশানুগত-ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী না হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং এইরূপে ব্রাহ্মণনামের সার্থকতা করিয়া-ছিলেন; যখন শাক্যসিংহ বুদ্ধ তাঁহার কোনও অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষের অঙ্গে বিলীন ছিলেন; সেই সময় হইতেই, অমরভূমিসদৃশ এই সকল বিশালসুন্দর মন্দির নবপ্রস্ফুটিত কমলকুলের ন্যায়, সকলের নয়নমনের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে।

মন্দির-গুলির রচনাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন কোনও প্রেমোন্মত্ত সাত্বতপ্রধান আপনার ব্রহ্মলোকসদৃশ পবিত্র হৃদয়রাজ্যকে পরোক্ষ-ভূমি হইতে উৎখাত করিয়া, সকলকে ব্রহ্মানন্দের ভাগী করিবার জন্য বাহিরে বসাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই ভবিষ্যতে তত্তৎ দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির সন্দর্শন করিয়া কত নরনারী যে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। মাণিক্য বাচকর, মহামনা নন্দ, তিরুপ্পান আলোয়ার তিরুমঙ্গই আল্ওয়ার, নাথ মুনি, যামুনাচার্য্য, পেরিয়া নম্বি, রামানুজ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ, শ্রীশ্রীচিদম্বরস্থ নটরাজন্ ও শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জীউর মন্দিরপ্রান্তে আপনাদের দেবতুল্য পবিত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলেখক বর্ণনাদ্বারা কখনও তাহাদের মহত্ব ও সৌন্দর্য্যের

একাংশও কাহারও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারে না। যাঁহার পৃথিবীতে স্বর্গশোভা দেখিবার ইচ্ছা, তাঁহাকে আমার এই নিবেদন, যেন তিনি স্বচক্ষে এই সকল বিশাল মন্দির সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এক একটী মন্দির যেন এক একটী দেবতার নগর। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই বোধ হইবে যেন মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়া দেবলোকে উপনীত হইয়াছি। অসংখ্য দাস দাসী প্রত্যেক দেব-বিগ্রহের সেবায় অহরহ নিযুক্ত আছেন। নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি, বেদধ্বনির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে আনিয়া দেয়। ভক্তি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শিল্পনৈপুণ্যের মনোহর ও নিরন্তর বিকাশ, চিত্তে পরমানন্দ আনিয়া দেয়। দেববিগ্রহবিলম্বিত কুসুমমালিকাগুলি বায়ুসহায়ে চারিদিকে দিব্য সৌরভ বিস্তার করে। সেবকমণ্ডলীর উৎফুল্ল মুখকমলগুলি অবলোকন করিলে দুঃখদগ্ধ হৃদয়েও আনন্দের সঞ্চার হয়। কোথাও কোথাও সমবেতপ্রেমিককণ্ঠোত্থিত ভগবদ্ভক্তিরসপরিপ্লুত মধুর গীতধ্বনি নবাগতের প্রাণমন পুলকিত করিয়া স্বর্গের সোপান দেখাইয়া দেয়।

মন্দিরগুলি প্রায়শঃই পঞ্চ বা সপ্তপ্রাকারপরিবেষ্টিত। সেই সকল সুবিশাল প্রাকারের অভ্যন্তরে বিশ্বশক্তির অদ্বিতীয় কেন্দ্রস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবন্মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। যেমন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়-সংজ্ঞক পঞ্চকোষের মধ্যে বিশ্বভাসক পরমাত্মার অবস্থান, অথবা যেমন সপ্তভূমির অপর পারে তাঁহার অধিষ্ঠান,—সেইরূপ পঞ্চ বা সপ্তপ্রাকারের অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহের ভক্তহৃদয়মুগ্ধকারী নিত্য বিকাশ, দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই নয়নগোচর হইবে।

বর্ত্তমান সভ্যসমাজের চক্ষে এই সকল মন্দির দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিকই কর্ণাট যুদ্ধের সময় যখন ইংরাজ ও ফরাসিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভের জন্য পরস্পর ঘোর সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় সুবিপুল ফরাসী সৈন্য শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জীউর মন্দিরস্থ "সহস্র স্তম্ভে" আশ্রয় লইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই,এক সহস্র "অচল অটল সুমেরুবৎ" প্রস্তরস্তম্ভের উপর শ্রীশ্রীভগবানের জন্য যে মহতী সভা নির্ম্মিত রহিয়াছে, তাহারই নাম সহস্রস্তম্ভ। লক্ষাধিক লোক অনায়াসে সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে। আর্য্যাবর্ত্তে উক্তপ্রকার বিশাল সভাগৃহ আছে কিনা সন্দেহ। কথিত আছে, চিদম্বরস্থ নটরাজের মন্দিরে ইংরাজভয়ে দাক্ষিণাত্যের জনৈক নবাব

আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাহা জানিতে পারিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাকারে গোলাবর্ষণ করিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি প্রাকারে ও গোপুর-দ্বারে গোলার দাগ বর্ত্তমান আছে।

গো শব্দ নানার্থে প্রয়োগ হয়। গোপুর শব্দের অর্থ পৃথিবীপুর ও স্বর্গপুর উভয়ই হইতে পারে। পৃথিবীপুরের ভিতর দিয়া স্বর্গপুরে যাইতে হয়, এই জন্যই মন্দিরের বহির্দ্বার গোপুর নামে খ্যাত। বহির্দ্বার গুলি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে থাকিয়া চারিটি গিরিশিখরের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু নরনারী ও তাহাদের কার্য্যকলাপ, ভাবভঙ্গি, ও নানারূপ অবস্থা, দেবতা ও তাঁহাদের লীলা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয় সুনিপুণ শিল্পী এরূপ দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত ও চিত্রিত করিয়াছেন যে, দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মাই এই সকলের নির্ম্মাতা ও রচয়িতা। দুর্ব্বল মনুষ্যের হস্ত হইতে যে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার বহির্গত হইয়াছে, সহসা এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় প্রাকারের গোপুরগুলি বহির্দ্বার অপেক্ষা কিছু উচ্চ। তৃতীয় প্রাকারের গোপুর গুলি দ্বিতীয় প্রাকারের দ্বারাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। এই রূপ ক্রমে ক্রমে মন্দিরগুলি নিম্নতর নিম্নতম হইয়া গিয়াছে। প্রাকার গুলিরও আয়তন এবং পরিসর ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে। শেষে এই বিশাল দেব-রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে উপনীত হইলে, স্বর্ণরৌপ্যখচিত নাতিনিম্ননাত্যুন্নত হেমকলসমণ্ডিত বিমান বা গর্ভগৃহ নামক মূল বিগ্রহের পরমরমণীয় মন্দির নয়নগোচর হইবে।

তিন চারিদিন ধরিয়া ক্রমাগত না দেখিলে একটী মন্দির ভাল করিয়া দেখা হয় না। অভ্যন্তরে পাঁচ ছয়টি দীর্ঘ সরোবর আছে। তাহাদেরই পবিত্র সলিলে দেববিগ্রহসমূহের পূজাস্নানাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেকটিই গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলিয়া সকলের বিশ্বাস। ভক্তগণ সেই সকলে অবগাহন ও স্নান করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র মনে করেন। জলে কেহ নিষ্ঠীবন বা উচ্ছি-ষ্টোদক পরিত্যাগ করেন না। স্থলে স্থলে পুষ্পোদ্যান গুলি পুষ্পিত লতা গুল্ম ও তরুরাজিতে মণ্ডিত হইয়া, এবং চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া দেবনগরের সম্যক্ শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেবদেব যেন নগরপর্য্যবেক্ষণের ভার স্মিত-বিকশিতাননা শান্তিদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। "ভূতলে অতুলশোভা" দেখিতে হইলে, দগ্ধচিত্তকে শান্তিরসাভিষিক্ত করিতে হইলে, পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে হইলে, অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য

যোগানন্দের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে হইলে, ভক্তহৃদয়ের পরম পবিত্র উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিতে হইলে, সজ্জনমাত্রেরই এই সকল অমরভূমি দর্শন করা একান্ত বিধেয়।

চিদম্বরস্থ নটরাজের মন্দির অতি বিশাল। ইহার সত্বাধিকারী ব্রাহ্মণেরা দীক্ষিতর নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই সকল দীক্ষিতর এক সহস্র পরিবারে ব্যাপ্ত ছিল এবং ইহাদেরই বংশে ভগবান্ নটরাজের আবির্ভাব হয়। অধুনা সেই সহস্র পরিবারের সংখ্যা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ইহারাই শ্রীশ্রীনটরাজের সেবাকার্য্যে অহরহ নিযুক্ত থাকেন। ইহারাই মন্দিরের সর্ব্বতোভাবে সত্বাধিকারী। নীচকুলোদ্ভব মহামনা ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দ, এবং মাণিক্য বাচকর্ নামক আর এক জন ঈশ্বরপ্রেমিক এই সুবিশাল মন্দিরের দুইটী সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। তাঁহারা নটরাজের গুণগান করিয়া সর্ব্বদাই শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রেমোন্মত্তহৃদয়ে কত কত সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। সজ্জনগণ তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীনটরাজের সচলমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করিতেন।

দীক্ষতরগণ চিদম্বরকে এত পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যত্র গমন করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মানবলীলার আরম্ভ ও পর্য্যবসান উভয়ই সেই পবিত্র ভূমিতে হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীনটরাজ মহাদেবের নৃত্যমূর্ত্তি। কথিত আছে যে, একদা মহেশ্বরী স্বীয় সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে এরূপ নৃত্যোন্মত্তা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পদভরে ধরিত্রীদেবী সাতিশয় কাতরা হইয়া শ্রীশ্রীসদাশিবের শরণাগতা হয়েন। তিনি অশেষ অনুনয় বিনয় সহকারেও যখন পার্ব্বতীকে নিরস্তা করিতে পারিলেন না, তখন আপনিই এমনি তাণ্ডবোন্মত্ত হইলেন যে, দেবীর নৃত্য তাহার নিকট সাতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। সুতরাং তিনি লজ্জিতা হইয়া আপনার নৃত্য নিরস্ত করিলেন। মহাদেবও, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, শান্ত হইলেন।

পঞ্চভূত সদাশিবের পঞ্চমূর্ত্তি। কালহস্তী নামক স্থানে তাঁহার বায়ুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। ত্রিচিনপল্লির নিকট শিবের জলমূর্ত্তি জম্বুকেশর নামে শোভা পাইতেছেন। এই মন্দিরটিও অতিশয় বিশাল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এখানে পার্ব্বতীপতি সর্ব্বদাই জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছেন। সপ্তপ্রাকারের মধ্যে গর্ভগৃহ। সেই গর্ভগৃহের মধ্যে ভূমিগর্ভ হইতে প্রস্রবণমুখে

দিয়া অহরহ সলিলরাশি বহির্গত হইয়া ত্রিলোকপতির স্নানকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। পূজক সেখানে জলমূর্ত্তির জলের উপরই পূজা করিয়া থাকেন। কাঞ্চীপুরস্থ একাম্বরেশ্বর মহাদেবের পৃথিবীমূর্ত্তি। তিরুবন্নামলাই নামক স্থানে তাঁহার অগ্নিমূর্ত্তি বা রুদ্রমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। চিদম্বরস্থ বিশাল মন্দিরে তাঁহার আকাশমূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনপালন-কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া জগতের এক মাত্র মাতা পার্ব্বতী এবং জগতের একমাত্র পিতা মহেশ্বর স্বানন্দোল্লাসে নৃত্যরসে মগ্ন হয়েন, তখনই প্রলয়কালের আবির্ভাব। এই প্রলয়ের সময় রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য হইয়া যাইলে, কেবল আকাশমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই আকাশমূর্ত্তিই শ্রীশ্রীনটরাজের প্রকৃত মূর্ত্তি। পূজকেরা সেই অরূপ রূপেরই এখানে পূজা করিয়া থাকেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীশিবমন্দিরেরই সংখ্যা ও প্রাধান্য অধিক। ত্রিচিনপল্লিস্থ তায়মানবরের গিরিমন্দির, মথুরাস্থ মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরের মন্দির, পাম্বানদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীরামেশ্বরের বিরাট্ মন্দির পৃথিবীর মধ্যে বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর দৃশ্য। আগামীবারে আমরা এই সকল মন্দিরসম্বন্ধীয় দু একটি আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তিসাধন করিতে চেষ্টা করিব ইচ্ছা রহিল।

রামকৃষ্ণ-মিশন।

আমেরিকা।

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের প্রচার কার্য্য এবং তথায় স্বামিগণের বেদান্ত-প্রচারের প্রভাব সম্বন্ধে, একজন শিক্ষিতা আমেরিকান ব্রহ্মচারিণী নিউইয়র্ক হইতে অনেক সংবাদ দিতেছেন :—

(বোষ্টন ক্রিমেশন সভায় স্বামী অভেদানন্দ।)

১৮৯৯ সালের ১লা জুনে স্বামী অভেদানন্দ 'নিউ-ইংলণ্ড ক্রিমেসন সভার' (শবদাহসভার) সাম্বৎসরিক অধিবেশনে (বোষ্টনে) একটী বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন,ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্ব হইতেই শবদাহপ্রথা ভারতে প্রচলিত; আর ঐ প্রথা, সমাধি দেওয়া অপেক্ষা, সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকতর উপযোগী। ইউনাই-

টেড ষ্টেটসে এক্ষণে এই প্রথা দ্রুত প্রচলিত হইয়া যাইতেছে। এই রাজ্যে সর্ব্ব-শুদ্ধ ২৪টী শবদাহস্থান (Crematories) আছে। স্বামীজি বলিলেন, সমাধি-স্থান হইতে মৃত শরীরের পুনরুত্থান হয়,গত ২০০০বৎসরের এই শিক্ষাই শবদাহ প্রথার প্রবল অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই কুসংস্কার চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইং ১৮৯৯ সালের ৩০শে এপ্রেলের 'এসোসিয়েটেড প্রেস ডেসপ্যাচ' (Associated Press Despatch) নামক পত্রিকা বলেন, লণ্ডনের বিশপ (Bishop) এবং আরও অনেক গণ্যমান্য পুরোহিত (Clergy) চর্চ্চ অফ ইংলণ্ডের প্রার্থনাপুস্তকে (Prayer book) একটি নূতন বিষয় যোগ করিবেন মনে করিতেছেন। শবদাহপ্রথার অতিশয় দ্রুত প্রচলন হেতু অনেকে মনে করিতেছেন, মৃতদেহকে অগ্নিসাৎ করিবার পূর্ব্বে কোন নূতনপ্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। যে সভার হস্তে এই নূতন প্রকার প্রণালী-নির্ণয়ের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সে প্রণালিটি কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

(স্বাধীন ধর্ম্ম সমিতিতে—স্বামী অভেদানন্দ।)

তৎপরদিন স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকার স্বাধীন ধর্ম্মসমিতিতে, (Free Religious Association) উহার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সহস্র শ্রোতার সমক্ষে এক বক্তৃতা করেন। ইহার প্রথম অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল—'অমরত্বের ধারণা' (Conception of Immortality)। কেম্ব্রিজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিশারদ অধ্যাপক রয়েস সাহেব 'অমরত্বের' পক্ষে দার্শনিক যুক্তিসমূহ বিবৃত করেন। নিউ ইয়র্ক কলম্বিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপক দর্শনবিশারদ জে, এইচ, হিস্‌লপ Psychical research * এর দিক হইতে এই বিষয়টীর আলোচনা করেন। মিস. এ. বি. টমসন অতীন্দ্রিয়বাদীদের (Transcendentalist) দিক হইতে এই বিষয়ের আলোচনা করেন। ডাক্তার লুইস জি জেন্‌স (Dr. Lewis G. Janes) অমরত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পরম্পরা বিবৃত করেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন 'অমরত্ব' সম্বন্ধে প্রাচ্যদিগের মত বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সভাস্থ সকলে অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

* পাশ্চাত্য প্রদেশে এক সম্প্রদায় আছে; এই সম্প্রদায়ের সভ্যগণ অলৌকিক ও ভৌতিক নানাবিধ ঘটনাবলীর প্রকৃত সত্য ও ব্যাখ্যা নির্ণয়ে যত্নবান। এই সম্প্রদায়কে Psychical Research Society বলে।

এই সভার আরএকটী অধিবেশন অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছিল। ইহাতে 'বর্ত্তমান চিন্তাপ্রণালীর আলোকে বাইবল' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'চর্চ্চ' এর উন্নতমনা কৃশ্চান আচার্য্যগণের ভাব সাধারণের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রেভরেণ্ড বি. কে. মিল্স্, যিনি সমুদয় ইউনাইটেড ষ্টেট্সে অনেক দিন ধরিয়া একজন পুনরুদ্ধারবাদী বলিয়া (Revivalist*) বিখ্যাত ছিলেন এবং এক্ষণে যিনি একজন ইউনিটেরিয়ান আচার্য্য হইয়াছেন, বলিলেন—"আজকালকার বাইবল মানুষের পূর্ণ উন্নতির প্রতিবন্ধক; উহা কতকগুলি শ্রেণীর ভিতরে ভয়ানক প্রভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। আজকালকার অবিশ্বাসীরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। আমরা যখন এই পৃথিবীতেই চারিত্রহীনতারূপ নরক স্বীকার করিতেছি, তখন পরলোকে আর একটি নরক আছে, স্বীকার করায় লাভ কি? অপেক্ষাকৃত অধিক রক্ষণশীলসম্প্রদায়ভুক্ত-বক্তাগণের মধ্যে চিকাগোর রেভারেণ্ড জে. এল. জোনস বলিলেন যে, প্রাচীন প্রফেট (Prophet—ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবান মহাপুরুষ) দিগের উন্নত চিন্তা ও কার্য্য সমুদয়ই ওল্ডটেষ্টামেণ্টের পুরোহিতগণের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে।

(কর্ণেল রবার্ট ইঙ্গারসোল—বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী।)

কর্ণেল রবার্ট. জি. ইঙ্গারসোল একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic); তাঁহার যশ জগদ্ব্যাপী; খুব সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সভায় তাঁহার শেষ বক্তৃতায়, সুতরাং, বিশেষ আকর্ষণ আছে। কর্ণেল ইঙ্গারসোলের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মত সম্বন্ধে লোকে যেরূপ বিবেচনা করুক না কেন, তিনি যে ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাহা চিরকালই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। এই সভায়, তিনি 'অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য ও পাপে জগৎ যে পরিপূর্ণ হইতেছে' তাহার কুফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য—স্ত্রীলোককে নিজে নিজের প্রভু হইতে শিখান। বিজ্ঞান, যাহা মানবের একমাত্র পরিত্রাতা, তাঁহার স্ত্রীলোকের হস্তে এমন শক্তি দেওয়া উচিত, যাহাতে তিনি নিজেই স্থির করিতে পারেন, তিনি জননী হইবেন বা কুমারী থাকিবেন।" তিনি বলিলেন "ধর্ম্ম কখন মানুষকে সংস্কার করিতে পারে না, কারণ ধর্ম্ম দাসত্ব মাত্র। তাহা অপেক্ষা বরং স্বাধীন থাকা ভাল, ভয়ের দুর্গগুলিকে ভেদ করিয়া আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যের সহিত ভবি-

---

* যে সম্প্রদায় বাইবলস্থ (কৃশ্চান ধর্ম্মপুস্তক) পুরাতন ভাবগুলির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর।

ষ্যতের সম্মুখীন হওয়া বরং ভাল। সময়ে সময়ে বরং চিন্তাস্রোতে গা ভাসান দিয়া স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী হওয়া ভাল। এই জীবন, যে সকল বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ, সেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ সুন্দর চিত্রশালিকায় ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া, অতীতের মধুর আলিঙ্গনে আপনাকে আপ্যায়িত করিয়া, জীবনের মধুময় প্রভাত কালকে ফিরাইয়া আনিয়া, অতীত মৃত মহাপুরুষদের শান্তিপূর্ণ মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ আর ভবিষ্যতের জন্ম সুন্দর চিত্রাঙ্কন করা বরং ভাল। সমুদয় দেবতা—তাঁহাদের বর শাপ সব ভুলিয়া নিজের শিরার অভ্যন্তরে জীবনের মধুময় স্রোত অনুভব ও নিজের নির্ভীক হৃদয়ের তালবদ্ধ ধ্বনিরূপ রণসঙ্গীত শ্রবণ করা বরং ভাল। তার পর সেই স্বপ্নরাজ্য হইতে জাগরিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্ম প্রস্তুত হও, তোমার মনে যে মহা আদর্শ রহিয়াছে, তাহাকে ভাব ও কার্য্যের দ্বারা ধরিতে চেষ্টা কর। কল্পনাকে তাহার পক্ষ বিস্তার করিতে দাও, যাহাতে সে খুব সামান্ম বস্তুর ভিতরেও অতি রমণীয় ভাব দেখিতে পায়। শিক্ষিত চক্ষে প্রকৃত সত্যের অন্বেষণ কর। যে সূক্ষ্ম সূত্র দূরবর্ত্তীর সহিত বর্ত্তমানের যোগ সম্পাদন করিতেছে, তাহার আবিষ্কার কর; জ্ঞানের বৃদ্ধি কর; দুর্ব্বলের ভার মোচন কর; মস্তিষ্কের উন্নতি বিধান কর; সত্য-পক্ষের সমর্থন কর; আত্মাকে তাহার উপযুক্ত পদ ও স্থান প্রদান কর।

ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম; ইহাই প্রকৃত উপাসনা।"

(ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক।)

মিসেস ই. ডি. চেস্নি বলিলেন,ধর্ম্ম ও শিল্প একই জিনিষ; শিল্প যেন ধর্ম্মের খোসা—বাহ্য আবরণ স্বরূপ। আর এক জন বক্তা সেই দিনের সান্ধ্য-সমিতিতে ব্যক্ত সমুদয় চিন্তারাশির সারসংগ্রহ করিয়া বলিলেন, আগে লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া একটী আর অধার্ম্মিক বলিয়া আর একটী স্বতন্ত্র থাক করিত; এখন আর এ প্রভেদ নাই। প্রত্যেকেরই ভিতরে কিছু না কিছু ধর্ম্ম আছে। অধার্ম্মিক কেহ নাই। বেদান্তবাদীর পক্ষে এই শেষোক্ত বক্তাদের কথার কিছু নূতনত্ব নাই, কিন্তু যাঁহারা আমেরিকার সমাজের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা ইহাকে সময়ের এক শুভচিহ্ন বলিয়া বুঝিবেন সন্দেহ নাই।

(স্বামী অভেদানন্দ কংকর্ডে।)

৯ই জুন, স্বামী অভেদানন্দ চার্লস ম্যালয়ের সহিত ওয়ালথাম হইতে কঙ্কর্ডে শকট যোগে গমন করেন। চার্লস ম্যালয়, এমার্সনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু; এই এমার্সনই প্রথম বৈদান্তিক ভাব আমেরিকার সাহিত্যে প্রবেশ করান।

স্বামীজি একদিন ওয়াল্ডেন-পন্ড্ দর্শন করিতে যান ; এখানে এমার্সনের সময়ের একজন দার্শনিক—নাম থোরিয়ান—কয়েক বৎসর প্রাচ্য সাধুর ন্যায় নিজ হস্তনির্ম্মিত কুটীরে বাস করিয়াছিলেন।

(নিউপোর্টে বক্তৃতা—খৃষ্টানের উদারভাব।)

এই শান্তিময় নির্জ্জন স্থান ত্যাগ করিয়া স্বামী রোডদ্বীপস্থ নিউপোর্ট নামক স্থানে গমন করেন। এই স্থান আমেরিকার এক বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস। এখানে ইনি ডাক্তার কেট ষ্ট্যাণ্টনের অতিথিরূপে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। পরে, ইনি 'বিশপ বার্কলির চেয়ার' নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। এই থানেই বার্কলি মনোবাদ(Idealism) সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত দর্শন লেখেন। এক পার্শ্বে সমুদ্র,অপর পার্শ্বে উপসাগর,ইহাতে উক্ত স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোহারী ও গম্ভীর-ভাবাত্মক ; দেখিয়া চিন্তাশীলের মনে স্বতঃই এই ভাব উদ্দীপিত হয়,যে,এই জগৎ এক বিরাট স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নরাজ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ২০শে তারিখে স্বামী নিউপোর্টের ল্যাড্ভিলা নামক প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক প্রশস্ত গৃহে "হিন্দুদের ধর্ম্মভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার কাটার— একজন ইউনিটেরিয়ান আচার্য্য— তাঁহাকে শ্রোতৃগণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। স্বামিজীর দেড়ঘণ্টা বক্তৃতার পরে প্রশ্নোত্তর হইল। দর্শকবৃন্দের অন্তর্গত কন্‌গ্রিগেশনাল * সম্প্রদায়ের এক আচার্য্য, চর্চ্চসমূহে উদারভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহার প্রমাণ স্বরূপ কথায় কথায় বলিলেন, "কংগ্রিগেশনালিষ্টরা এক্ষণে আর 'অনন্ত শাস্তি ও নরকাগ্নির' মত মানে না।" বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়, গোঁড়া-চর্চ্চগুলির ভিতর পর্য্যন্ত কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে,—দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সভাভঙ্গের পর এই আচার্য্যটী স্বামীজিকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি জানি না, আমি আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হিন্দু করিয়াছি কি না, তবে আপনি আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল খৃষ্টান করিয়াছেন বুঝিতেছি"। স্বামীজির একটী বিশেষ গুণ এই যে,তিনি কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করেন না, বরং শ্রোতার বিশ্বাসকে জ্ঞান ও সত্যের দ্বারা আরো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করিয়া দেন।

২১শে তারিখে স্বামী, মিষ্টার সোয়ানের গৃহে অনেক শ্রোতার সমক্ষে

* খৃষ্টানদের এক সম্প্রদায় বিশেষ। ইহাদের স্থানীয় চর্চ্চগুলিকে, তাহাদের কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে, প্রধান চর্চ্চের মতামতের অপেক্ষা করিতে হয় না।

বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। এইঃশ্রোতারা বেদান্তসম্বন্ধে এই প্রথম শুনিলেন।

(মুসিল্যাক ও লেকেইট পর্ব্বতে।)

১লা জুলাই স্বামী. হর্শেল সি পার্কার নামক বোষ্টনের আপ্পেলেচিয়ান শৈল সমিতির এক সভ্যের অতিথি হইয়া নিউহ্যাম্পসায়ারস্থ শ্বেত-পর্ব্বতে গমন করেন। স্বামীজি ১০ দিন ঐসভার সভ্যগণের সহিত মুসিল্যাক ও লেকেইট নামক পর্ব্বত (সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ) দ্বয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই পর্ব্বতে একস্থানে অনেকগুলি শৈলখণ্ডের সম্মিলনে এমন এক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা দেখিলে বোধ হয়, এক বৃদ্ধের মুখ। আবার সূর্য্যকিরণসম্পাতের তারতম্যে ইহা কখন মৃদুহাস্যযুক্ত কখন বা বিষাদময় প্রতীয়মান হয়। অনেকে অনুমান করেন, ইহা আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসিগণের (রেড্ইণ্ডিয়ানদের) দেবতা। কিন্তু বাস্তবিক দেখিলে উহা স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। স্বামীজি এই সকল দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

(ক্লার্ক ইউনিভার্সিটিতে।)

৮ই জুলাই স্বামীজি ঐ সমিতিতে "হিন্দুদিগের দর্শন" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন; এই বক্তৃতা সকলের অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। ১২ই জুলাই স্বামীজি মাসাচুসেট্স্থ উরষ্টরে ক্লার্ক ইউনিভার্সিটির শিক্ষকগণের জন্য যে গ্রীষ্মবিদ্যালয় আছে, তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাক্তার ষ্ট্যান্লি হল খুব উদার প্রকৃতির লোক; শিশুদের শিক্ষা ও স্কুলের সংস্কার বিষয়ে তাঁহার মত খুব উন্নত ও বিজ্ঞজনোচিত।

এইরূপ লোক ভারতবর্ষে, শুধু ভারতে কেন, সর্ব্বত্রই শিক্ষাসংক্রান্ত মহোপকার সাধন করিতে পারেন। পুরাতন প্রণালীর শিক্ষায় সমুদয় বৃত্তির বিকাশ হওয়া দূরে থাক, বরং যাহা আছে, তাহা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। ভারতের শিক্ষিত লোকগণের উচিত—আমেরিকায় আসিয়া এখানকার উন্নত শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তাহা স্বদেশে প্রবর্ত্তন করান। স্বামীজি শারীরবিধান, খনিজবিদ্যা, শারীরস্থান, দর্শন, মানবতত্ত্ব (Anthropology) ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে ছেলেদের পড়ার সমুদয় বিষয়, ক্লাসে উপস্থিত থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। এই পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ যন্ত্রাদির সহিত হাতে কলমে সর্ব্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া সব দেখান হইয়াছিল। এই সমুদয় অধ্যাপকগণ— যাঁহারা

সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—নিজ নিজ মৌলিক অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করিলেন। এই বিদ্যালয় ইহার মৌলিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ও বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধানের জন্য বিখ্যাত।

এই গ্রীষ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে স্বামীজি ২৩শে জুলাই 'হিন্দুদের দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রশস্ত গৃহ সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়— দ্বার পর্য্যন্ত লোক হইয়াছিল। একজন শ্রোতা অন্যান্য মন্তব্যের পর বলিলেন, আমাদের আচার্য্যেরা চর্চ্চে যদি এইরূপ উপদেশ দেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

(লিলিডেল—প্রেতবাদীদের সভায়।)

উর্‌ষ্টর হইতে স্বামীজি প্রায় ৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী নিউইয়র্কের লিলি-ডেল নামক স্থানে গমন করিলেন। এই প্রদেশের দৃশ্য অতি সুন্দর—ক্রমাগত জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী এবং অপূর্ব্বভাবোদ্দীপক হ্রদসমূহ। লিলি-ডেল প্রেততত্ত্ববাদীদের গ্রীষ্মাবাস, তাঁহারা স্বামীজিকে 'ভারতের ঋষিগণ-জ্ঞাত আধ্যাত্মিক সত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রকৃত ভৌতিক ঘটনা যে দর্শনের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিলেন। এই বক্তৃতা সকলের অভাবনীয় শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্বামীজি আরো বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি আর দুইটী বক্তৃতা দিলেন। আত্মা-আনয়নকারী মিডিয়মগণ, পরচিত্তবিজ্ঞানকুশলগণ (Thought-reader) এবং অন্যান্য অতিপ্রকৃত-তত্ত্বান্বেষীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব সভায় স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রেততত্ত্ব-বাদীদের অনেকেই পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন, তাঁহারা স্বামীজির বক্তৃতায় যেরূপ শুনিলেন, তাঁহাদের পরলোকবাদিনেতাগণও ঠিক সেইরূপ পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন। এই সমস্ত বক্তৃতার পরেই প্রশ্নোত্তর হয়। এখানে বেদান্তদর্শনের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় যে, লিলিডেলে একটী রীতিমত ছাত্রসমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহারা বেদান্তের পাঠ ও আলো-চনা করেন; কোন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হইলে, স্বামীজির সহিত চিঠীপত্র লেখালেখি করেন।

(চানটানকোয়ায় আদি-গ্রীষ্মবিদ্যালয়ে।)

লিলিডেল হইতে ১২ই আগষ্ট স্বামীজি চানটানকোয়াতে গমন করিলেন; ইহাই সমুদয় গ্রীষ্মবিদ্যালয়ের জননীস্বরূপ। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহা স্থাপিত হয়, তখন ইহা ঠিক চর্চ্চের মতানুসারেই পরিচালিত হইত, এক্ষণে

অপেক্ষাকৃত উদার শিক্ষাপ্রণালী ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে— এক্ষণে এখানে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কেবল একঘেয়ে ভাবেই উহার আলোচনা হয় না। এবার এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন—ডাক্তার জে, এইচ, ব্যারোজ। তিনি প্রেসবিটেরিয়ন * এবং যে সকল মিসনরি, 'হিদেন' (Heathen—উপধর্ম্মাবলম্বী) হিন্দুদের আত্মার উদ্ধারেরজন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের মতানুযায়ী বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করেন।

(গ্রীনএকার।)

তারপর স্বামীজি গ্রীনএকার নামক স্থানে গমন করিলেন ; এস্থান চানটা-নকোয়া হইতে কয়েক সহস্র মাইল দূর। এখানে তিনি ডাক্তার লিউইস জি, জেন্‌স পরিচালিত 'মন্‌শালভাট বিদ্যালয় নামক' নানাদেশীয় ধর্ম্মালোচনার সভায় বক্তৃতা করেন। একটী বৃক্ষের তলে এই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হয়। ইহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখার নিম্নে দুইশত লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়। যখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীনএকারে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন ইহার নাম রাখা হয় 'স্বামী'স পাইন'। সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে শিক্ষা দিতেন, আর উহাকে বেদান্তের শিক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত করেন। এই পাইনের ছায়ায় কেবল স্বামিগণই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন ; যে সকল হিন্দুসন্ন্যাসী এই আমেরিকায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির সহিত, কত অতীত শতাব্দীর সাক্ষিস্বরূপ, বৃক্ষ জড়িত। ২৩শে আগষ্ট ১ম বক্তৃতা হয় ; বিষয় :— হিন্দুধর্ম্ম প্যান্থিয়িজম্ কিনা ? ৩০শে তারিখে 'পুনর্জ্জন্ম' সম্বন্ধে, ইহাও স্বামী'স পাইনের নীচে হয়, এবং ৩১শে তারিখে এক বৃহৎ শিবিরে 'পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভাব' বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

(মান্দ্রাজী নেটিভ খৃষ্টান—গ্রীনএকারে।)

এই বৎসরের গ্রীষ্মকালে গ্রীনএকারে একজন মান্দ্রাজী—নূতন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত—আগমন করেন। উদ্দেশ্য,—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্যারিয়াদের জন্য একটী কূপখননের নিমিত্ত অর্থভিক্ষা। তিনি নিজেকে একজন রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্যারিয়াদের দুরবস্থা খুব বাড়াইয়া বলেন। হিন্দুরা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে এরূপ করিয়া থাকে,এরূপ অনেক দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহাতে কিছু নূতনত্ব নাই। এই সেদিন একজন আপনাকে রাজবংশীয় বলিয়া

* খৃষ্টানদের এক সম্প্রদায়। ইহারা প্রেস্‌বিটর নামক একজন অধ্যক্ষের অধীনে পরি-চালিত বলিয়া ইহাদের নাম প্রেস্‌বিটিরিয়ান।

পরিচয় দিয়া বোম্বায়ে হাঁসপাতাল খুলিবার জন্য অর্থভিক্ষা করিলেন, আবশ্যকীয় অর্থ পাইলেনও। শেষে এক ফরাসিকে বিবাহ করিলেন, এক্ষণে লণ্ডনে গুপ্তযোগবিদ্যা শিখাইতেছেন। এই সকল নিঃস্বার্থ অথবা স্বার্থপর ব্যক্তিগণের এইরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য বোঝা ভার; সময়েই সব প্রকাশ হইবে।

(গুরুভাইদের সহিত মিলন।)

গ্রীনএকারে স্বামীজি,স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলেন, আর ক্যাট্‌স্কিল পর্ব্বতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিবেকানন্দ স্বামীর নিকট হইতে একটী তার পাইলেন। এত দিনের পরে পরস্পরের সাক্ষাতে যে আনন্দ হইল, তাহা কল্পনায় বেশ বোঝা যায়। দশ দিন ইঁহারা (ইঁহারা যাঁহার অতিথি, তাঁহার জমীদারীস্থ একটী কুটীরে থাকিয়া) পরস্পরে এবং বন্ধুগণের সহিত বিশ্রমালাপে অতিবাহিত করিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ক্রমশঃ স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিতে লাগিলেন ; আশা হইতেছে তিনি ক্রমশঃ তাঁহার পূর্ব্বের সেই অদম্য ওজস্বিতা পুনরায় লাভ করিবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত যাঁহারই সাক্ষাৎ হইতেছে,তিনিই তাঁহাকে ভাল বাসিতেছেন। তাঁহার মৌন ও শান্ত ভাবই, যেখানে তিনি পরিচিত হইতেছেন, সেই থানেই অনেক বন্ধু ও ছাত্র আকর্ষণ করিতেছে।

(নিবেদিতা।)

স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কে বেদান্তসভার সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাঁহার সহিত মিস নোবলের (সিষ্টার নিবদিতার) সাক্ষাৎ হয়। ইনি সেই মাত্র ইংলণ্ড হইতে আসিতেছেন। হিন্দুদিগের এই বন্ধু দ্বারা আমেরিকাস্থ বেদান্তবাদী ও ভারতহিতৈষগণের সহানুভূতি ভারত-রমণীগণের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবে। এই নিষ্কাম পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিতা সিষ্টার নিবেদিতা হিন্দুরমণীগণের যথাসাধ্য উপকার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন,—এক রকম কুসংস্কার হইতে আর এক রকম কুসংস্কারে লইয়া গিয়া নয় ;—হিন্দু রমণীর ভিতরে যে সদ্‌গুণ আছে, তাহারই অধিকতর বিকাশে সাহায্য করিয়া এবং তাহাদিগকে নানাপ্রকার লৌকিক বিদ্যার শিক্ষা দিয়া।

(উর্‌ষ্টরে সঙ্গীতোৎসবে।)

সেপ্টেম্বরের শেষে স্বামীজি মাসাচুসেট্‌স্থ উর্‌ষ্টরের একটী সঙ্গীতোৎসবে গমন করেন। এখানে ইউরোপ আমেরিকার কতকগুলি বিখ্যাত কণ্ঠ

ও যন্ত্রসঙ্গীতবেত্তা সমবেত হন। তারপর ১লা অক্টোবরে নিউইয়র্কে আসিয়া আবার বেদান্তসভার নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এই সহরে ইঁহার এই তৃতীয় বর্ষ পদার্পণ হইল। এইরূপ প্রায় ২০০০ মাইলের উপর ভ্রমণ করিয়া স্বামীজির সহিত অনেক শিক্ষিত মার্জ্জিতমনা, বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ধার্ম্মিক লোকের সাক্ষাৎ হয়—যাঁহাদের সহিত অন্য কোনরূপে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না। স্বামীজি এই ছয়মাস নিয়মিত রূপে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না; অনেকে মনে করিতে পারেন, এই সময় অধ্যয়ন বিশ্রামাদির জন্য তিনি সময় পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার যে কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে, আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের সময় উপস্থিত কি না। বন্ধুগণ স্বামী অভেদানন্দের সর্ব্বদা মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন,তাঁহাতেও দিন দিন অধিকতর শক্তির বিকাশ হইতেছে। যেখানেই তিনি থাকুন, যেখানেই তিনি কার্য্য করুন, তাঁহার কার্য্যে ঈশ্বর সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সমালোচনা।

আর্য্যপ্রতিভা।—কালীবর-বেদান্তবাগীশ-প্রণীত। ১২৭ নং মসজিদ-বারী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীহীরালাল ঢোল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ছয় আনা।

বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়া এ জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বিজ্ঞান যখন অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ বলে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন কতকগুলি লোকে প্রাচীন দেশপ্রচলিত শাস্ত্রের তথ্য সকলের উপর একবারে অবিশ্বাসী হয়। আর একদল লোকে বলে, প্রাচীনেরা সমুদয় বিজ্ঞান তত্ত্ব জানিতেন; আমরা তাঁহাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝি না বলিয়াই আমরা বুঝিতেপারি না—তাঁহারা বিজ্ঞানে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রাচীন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি। কেহ কেহ আবার আর একটু সাহসী হইয়া বলেন,অধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত,

তাহারই বা প্রমাণ কি ? আমরা যে কয়েকটী কারণের উল্লেখ করিলাম, সেই কার্য্যকারণেই আর্য্যপ্রতিভার জন্ম। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়,এই পুস্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—আর্য্যেরা পৃথিবী, সলিল, ব্যোম, চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল সম্বন্ধে কি জানিতেন। বিষয়টী অতি জটিল, তবে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মত উপযুক্ত ব্যক্তি এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী।

বেদান্তবাগীশ মহাশয়, আমাদের বেদ পুরাণ ও জ্যোতিষে বর্ণিত বাহ্য জগতের তত্ত্বের কতকগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহাকে রূপক ব্যাখ্যার সাহায্য লইতে হইয়াছে, আবার কোন কোন পৌরাণিক বিষয় একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কোন কোন স্থলে আবার আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থলে স্থলে আমাদের ঋষিদিগের বহুদিনের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান-সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

আমরা সত্যের অন্বেষী হইতে ইচ্ছা করি। যদি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবিক যুক্তি ও সত্যের উপর স্থাপিত হয়, তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। তবে যাঁহারা কেবল সাহেবে বলিতেছেন, অতএব সত্য, এই যুক্তির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মস্তিষ্কের সবিশেষ উন্নতি হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পক্ষান্তরে আর্য্যঋষিগণ সবই জানিতেন, অতএব তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিবেই, না মিলে ত কোন না কোনরূপ ব্যাখ্যার সাহায্য অবলম্বন করিয়া মিলাইতেই হইবে, এও আমাদের ভাল লাগে না। সত্য বলিতে হইবে, নির্ভীক হইতে হইবে। 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'। মোট কথা, স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে। যিনি যে সত্য পাইয়াছেন, তাঁহার নিকটই সেই সত্য অবলম্বন করিতে হইবে, তা আমাদের আর্য্যপিতৃগণই হউন আর আধুনিক বিজ্ঞানবিৎই হউন।

আমরা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের আলোচানপ্রণালীর প্রশংসা করি।

অনুবাদ।—ক্রোধ হইতে সম্মোহ (অর্থাৎ) কার্য্যাকার্য্য বিষয় অবিবেক উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি সম্মূঢ় হইয়া গুরুর প্রতিও আক্রোশ করিয়া থাকে। সম্মোহ হইতে "স্মৃতিবিভ্রম" (অর্থাৎ) শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জন্য সংস্কার সমূহের ফলস্বরূপ যে স্মৃতি "তাহার বিভ্রম" ভ্রংশ হইয়া থাকে। স্মরণ হইবার কারণ সঙ্ঘটন হইলেও স্মরণ করিতে না পারাই (স্মৃতিবিভ্রম শব্দের অর্থ)। সেই স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয়—অন্তঃকরণের কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে বিবেকযোগ্যতার অভাবই বুদ্ধির নাশ বলিয়া অভিহিত হয়। বুদ্ধিনাশ হইতেই বিনাশ হয়। পুরুষ সেই পর্য্যন্তই (থাকিতে পারে) যে কাল পর্য্যন্ত তদীয় অন্তঃকরণ কার্য্য ও অকার্য্য বিষয়ে বিবেকের যোগ্য থাকে, (অন্তঃকরণের) বিবেকযোগ্যতা না থাকিলে পুরুষ নষ্টই হয়। এই কারণ অন্তঃকরণ-(শব্দবাচ্য) বুদ্ধির নাশ হইতেই পুরুষ নষ্ট হয় (অর্থাৎ) পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। ইহাই অর্থ॥ ৬৩॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪॥

অন্বয়।—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ [উপভুঞ্জানঃ] বিধেয়াত্মা [বশীকৃতহৃদয়ঃ পুরুষঃ] প্রসাদমধিগচ্ছতি [প্রাপ্নোতি]॥ ৬৪॥

মূলের অনুবাদ।—রাগ ও দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা [শব্দস্পর্শাদি] বিষয়ের উপভোগকারী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, [শীঘ্রই আত্ম-] প্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। ৬৪॥

ভাষ্য।—সর্ব্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানমথেদানীং মোক্ষকারণমিদমুচ্যতে রাগদ্বেষেতি।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ তৎপুরঃসরাহিইন্দ্রিয়াণাংপ্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী। তত্র যো মুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিযুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ অবর্জ্জনীয়াং শ্চরন্ উপলভমানঃ আত্মবশ্যৈরাত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্মবশ্যৈঃ বিধেয়াত্মা ইচ্ছাতো বিধেয় আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি। প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্।

অনুবাদ।—বিষয়াভিধ্যানই সকল অনর্থের মূল [ইহা] উক্ত হইয়াছে। অনন্তর এইক্ষণে রাগদ্বেষ ইত্যাদি [শ্লোকের দ্বারা] মোক্ষ কারণ এইপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

"রাগদ্বেষবিমুক্ত" রাগ ও দ্বেষ "রাগদ্বেষ"; ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রাগ দ্বেষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকার স্বভাব হইলেও যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী, সে সেই রাগ ও দ্বেষ হইতে বিনির্ম্মুক্ত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা অবর্জ্জনীয় বিষয়সমূহের "চরন্" অনুভবিতা [(ও) ঐ ইন্দ্রিয়েরও কিপ্রকার হওয়া উচিত তাহাই বলা হইতেছে যে] (অর্থাৎ) আত্মবশ্য আত্মার "বশ্য" বশীভূত সেই আত্মবশ্য ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা [ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বিত] বিধেয়াত্মা (অর্থাৎ) ইচ্ছানুসারে "আত্মা" অন্তঃকরণ যাহার "বিধেয়" বশীভূত হয়, সেই বিধেয়াত্মা এই মুমুক্ষু প্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। প্রসাদ [শব্দের অর্থ] প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—প্রসাদে [সতি] অস্য [যতেঃ] সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ (বিনাশঃ) উপজায়তে [ভবতি] হি [যস্মাৎ] প্রসন্ন চেতসঃ [স্বস্থান্তঃকরণস্য] বুদ্ধিঃ আশু [শীঘ্রং] পর্য্যবতিষ্ঠতে [নিশ্চলা ভবতি]॥ ৬৫ ॥

মূলের অনুবাদ।—প্রসাদ উপস্থিত হইলে এই যতির সকল প্রকার দুঃখের বিনাশ হয়। কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি পরমাত্মবিষয়ে নিশ্চল হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

ভাষ্য।—প্রসাদে সতি কিংস্যাদিত্যুচ্যতে প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্বিনাশোহস্য যতেরুপজায়তে। কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বস্থান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে আকাশমিব পরিসমন্তাদবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ। এবং প্রসন্নচেতসঃ অবস্থিতবুদ্ধেঃকৃতকৃত্যতা যস্মাৎ তস্মাৎ রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ রিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষু অবর্জ্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ।—প্রসাদ হইলে কি হয়, তাহা বলা যাইতেছে যে প্রসাদ ইত্যাদি। প্রসাদ উপস্থিত হইলে আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকলপ্রকার দুঃখের "হানি" বিনাশ সন্ন্যাসীর হইয়া থাকে। আরও প্রসন্নচেতার [অর্থাৎ] স্বস্থান্তঃকরণ ব্যক্তির যে কারণ "আশু" শীঘ্র বুদ্ধি, পর্য্যবস্থিত হইয়া থাকে [অর্থাৎ] আকাশের ন্যায় সকল দিকেই আত্মস্বরূপে নিশ্চল হয়, ইহা অর্থ। এই প্রকার প্রসন্নচিত্ত ও স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির যে কারণ কৃতকৃত্যতা লাভ হয়, এই জন্য রাগ ও দ্বেষ-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা শাস্ত্রাবিরুদ্ধ অথচ অপরিহরণীয় [অন্নপানাদি] বিষয়নিচয়ে যুক্ত হইয়া [যতি] ব্যবহার করিবে, ইহাই বাক্যার্থ ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়।—অযুক্তস্য বুদ্ধির্নাস্তি। অযুক্তস্য ভাবনা চ নাস্তি অভাবয়তঃ শান্তিঃ নাস্তি অশান্তস্য সুখং কুতঃ ?। ৬৬।

মূলের অনুবাদ।—অযুক্ত ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি বা আত্মজ্ঞানের অভিনিবেশ হইতে পারে না। যাহার অভিনিবেশ নাই তাহার শান্তি হইতে পারে না, অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায় ?

ভাষ্য।—সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে নাস্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন ভবতীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া অযুক্তস্য অসমাহিতান্তঃকরণস্য। ন চাস্ত্যযুক্তস্য ভাবনা আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ। তথা ন চাস্ত্যভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমঃ। অশান্তস্য কুতঃ সুখং। ইন্দ্রিয়াণাংহি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তিঃ যা তৎসুখং ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা দুঃখমেবহি সা ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ।—এই সেই প্রসন্নতার স্তুতি করা যাইতেছে যে নাস্তীত্যাদি। "অযুক্ত" অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না; অযুক্ত ব্যক্তির "ভাবনা" আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশও হইতে পারে না। যাহার ভাবনা নাই (অর্থাৎ) আত্মজ্ঞানবিষয়ে যে ব্যক্তির অভিনিবেশ নাই, তাহার "শান্তি" উপশম হয় না ; অশান্ত ব্যক্তির কিরূপে সুখ হইতে পারে ? ইন্দ্রিয়

সমূহের বিষয় ভোগ বিষয়ে তৃষ্ণা হইতে যে নিবৃত্তি, তাহাই [প্রকৃত] সুখ,বিষয় ভোগের তৃষ্ণা সুখ নহে (প্রকৃত পক্ষে) তাহাই দুঃখ, [কারণ] তৃষ্ণা থাকিতে সুখের লেশও উপপন্ন হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়।—হি যস্মাৎ প্রচরতাং ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনোঽনুবিধীয়তে তৎ [মনঃ] বায়ুরিবাম্ভসি নাবং অস্য প্রজ্ঞাং হরতি ॥ ৬৭ ॥

মূলের অনুবাদ। নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে হৃদয় প্রবৃত্ত হয়, সেই হৃদয় জলের মধ্যে বায়ু যে প্রকার নৌকাকে ব্যাকুল করিয়া নষ্ট করে,সেই প্রকার এই সাধকের প্রজ্ঞাকে নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

ভাষ্য।—অযুক্তস্য কস্মাদ্ বুদ্ধির্নাস্তীত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণামিতি ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাৎ চরতাং স্ব স্ব বিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাং যন্ মনোঽনুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ত্ততে তদিন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য যতের্হরতি প্রজ্ঞাং আত্মানাত্ম-বিবেকজাং নাশয়তি কথং ? বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্য উন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্ত্তয়তি এবমাত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনো বিষয় বিষয়াং করোতি। যততোঽপীত্যুপন্যস্তস্য অর্থস্য অনেকধা উপপত্তিমুক্ত্বা তৎচার্থমুপপাদ্য উপসংহরতি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ।—অযুক্ত ব্যক্তির কি কারণে [আত্মবিষয়িণী] বুদ্ধি থাকে না, তাহাই উক্ত হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়াণামিত্যাদি। "হি" যে কারণে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাৎ যে মন প্রবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের বিকল্প-পর সেই মনঃ এই যতির আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর বিবেকজনিত প্রজ্ঞাকে হরণ করে [অর্থাৎ] নাশ করে। কাহার ন্যায় ? বায়ু নৌকাকে যেমন জলে (নিমগ্ন) করে(অর্থাৎ) জলে গমন করিতে অভিলাষী জনগণের গন্তব্য মার্গ হইতে ফিরাইয়া যেমন উন্মার্গেই বায়ু নৌকাকে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ তাদৃশ হৃদয় আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া বিষয়বিষয়িণী করিয়া থাকে। "যততো-

হপি” ইত্যাদি শ্লোকে যে অর্থ উপন্যস্ত হইয়াছিল,নানাপ্রকার উপপত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহারই উপসংহার [এই শ্লোকে] করা হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়।—হে মহাবাহো তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ।—হে মহাবাহো এই কারণে [বলিতেছি যে] যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।। ৬৮ ॥

ভাষ্য।—ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাৎ তস্মাদ্ যস্য যতেঃ হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ মানসাদিভেদৈঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যস্তস্য প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ।—যে হেতু ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তিতে দোষ উপপাদিত হইয়াছে, সেই কারণ যে যতির মানসাদি ভেদে সকল ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দাদি হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, হে মহাবাহো, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি [প্রবুধ্যতে] যস্যাং [নিশায়াং] ভূতানি জাগ্রতি পশ্যতোমুনেঃ সা নিশা ॥ ৬৯ ।

মূলের অনুবাদ।—সকল প্রাণিগণের নিকট যাহা রাত্রি, তাহাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জাগরিত থাকেন। সকল প্রাণিগণ যাহাতে প্রবুদ্ধ থাকে, বিজ্ঞানশালী যতির নিকট তাহাই রাত্রি ॥ ৬৯ ॥

ভাষ্য।—যোঽয়ং লৌকিকোবৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ সউৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য অবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে। অবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যা-বিরোধান্নিবৃত্তিরিত্যেতমর্থং স্ফুটীকুর্ব্বন্নাহ যা নিশেতি।

অনুবাদ।—যাহা কিছু জ্ঞানগোচর লৌকিক কিম্বা বৈদিক ব্যবহার আছে, বিবেকবিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞের সমক্ষে, ঐ সকল ব্যবহার অবিদ্যাকার্য্যত্ব নিবন্ধন অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বিদ্যার সহিত বিরোধ থাকা নিবন্ধন [বিদ্যার উদয় হইলেই] অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এই অর্থকে বিশদ করিবার জন্য বলিতেছেন যে যা নিশেত্যাদি।

ভাষ্য।—যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানাং অবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বভূতানাং কিং তৎ ? পরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ। যথা নক্তঞ্চরাণাং অহরেব সদ্ অন্যেষাং নিশা ভবতি তদ্বৎনক্তঞ্চরস্থানীয়ানাম্ অজ্ঞানাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বং অগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাম্ তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়ামজ্ঞাননিশায়াঃ প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী, সংযমবান্ জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—যাহা "নিশা" রাত্রি [কাহাকে বলে ? যাহা] সকল পদার্থের অবিবেককরী। সকল প্রাণীরই তমঃস্বভাববশতঃ [তাহা রাত্রি] কি তাহা ? স্থিতপ্রজ্ঞের জ্ঞানগোচর পরমার্থ আত্মতত্ত্ব। যেমন অন্যের নিকট যাহা দিন, তাহাই তমঃস্বভাববশতঃ রাত্রিচর পেচক প্রভৃতির নিকট রাত্রিই হইয়া থাকে সেই প্রকার নিশাচরস্থানীয় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট, পরমার্থ তত্ত্বই নিশা (অর্থাৎ) নিশার ন্যায় হইয়া থাকে, কারণ অজ্ঞানবশতঃ অনাত্মবুদ্ধি ব্যক্তি-গণের তাহা জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। অজ্ঞানীর নিকট যাহা অন্ধকার-ময়ী নিশার ন্যায় প্রতীত হয়, সেই পরমার্থতত্ত্ব রূপ অজ্ঞানীর রাত্রিতে অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ, "সংযমী" সংযমবান্ [অর্থাৎ] জিতেন্দ্রিয় যোগী জাগরণ করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ।

ভাষ্য।—যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়াং অবিদ্যানিশায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যতে যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তাইবস্বপ্নদৃশঃসা নিশা অবিদ্যারূপ-ত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতোমুনেঃ। অতঃ কর্ম্মাণি অবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে ন বিদ্যাবস্থায়াং বিদ্যায়াংহি সত্যাং উদিতে সবিতরি শার্ব্বরমিবতমঃ প্রণাশ-মুপগচ্ছত্যবিদ্যা। প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারক-ফলভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্ম্ম-

হেতুত্বোপপত্তিঃ। প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি হি কর্ম্মণি কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে নাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং নিশেবেতি।

অনুবাদ।—গ্রাহ্য ও গ্রাহকের ভেদজ্ঞানের কারণ যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা-রাত্রিতে প্রসুপ্ত প্রাণিনিচয়, (ব্যবহারদশাতে) জাগরিত আছে বলিয়া ব্যবহৃত হয় এবং যাহাতে প্রসুপ্ত জীবগণ স্বপ্নদর্শীর ন্যায় জাগিয়া থাকে, পরমার্থতত্ত্বদর্শী যতির সমক্ষে অজ্ঞানস্বরূপতা নিবন্ধন তাহা (প্রকৃত পক্ষে) রাত্রিই হইয়া থাকে, এইকারণে অবিদ্যাবস্থাতেই [প্রাণিগণের] সকলপ্রকার কর্ম্ম বিহিত হয়, বিদ্যাবস্থায় বিহিত হইতে পারে না। বিদ্যার উদয় হইলে, সবিতার উদয়ে নৈশ অন্ধকারের ন্যায়, অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার উদয়ের পূর্ব্বের প্রমাণবুদ্ধির বিষয়ীভূত অবিদ্যা ক্রিয়াকারক ও ফলাদি নানারূপে পরিণত হইয়া সকল প্রকার কর্ম্মের হেতু হইয়া থাকে। অবিদ্যা অপ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইলে তাহাতে কর্ম্মহেতুতা উপপন্ন হইতে পারে না। "বেদ প্রমাণ, সেই বেদ আমার এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে" এই প্রকার জ্ঞান হইলেই কর্ত্তা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই সকলই অবিদ্যামাত্র নিশার ন্যায় (পরমার্থ বস্তুর আবরক) এই প্রকার জ্ঞান থাকিলে [কর্ত্তা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত] হয় না।

ভাষ্য।—যস্য পুনর্নিশেবাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বংভেদজাতং ইতি জ্ঞানং তস্য আত্মজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ ন প্রবৃত্তৌ। তথাচ দর্শয়িষ্যতি "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ" ইত্যাদিনা জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারঃ। তত্রাপি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতিচেৎ ন স্বাত্মবিষয়ত্বাদাত্মজ্ঞানস্য। ন হ্যাত্মনঃ স্বাত্মনি প্রবর্ত্তকপ্রামাণাপেক্ষতা আত্মত্বাদেব তদন্তত্বাচ্চ সর্ব্ব প্রমাণানাং প্রমাণত্বস্য। নহ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনঃ নিবর্ত্তয়ত্যন্ত্যং প্রমাণং নিবর্ত্তয়দেব চ অপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে। লোকে চ বস্তুবিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্য। তস্মান্নাত্মবিদঃ কর্ম্মণ্যধিকার ইতি সিদ্ধং॥ ৬৯॥

অনুবাদ।—এই সকল [ক্রিয়া কারক ফল] ভেদ ব্যবহার অবিদ্যা মাত্র এই প্রকার জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সেই আত্মজ্ঞব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেতেই অধিকার আছে, প্রবৃত্তি [মার্গে] তে অধিকার নাই। "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভগবান্ও সেই ভাবেই দেখাইবেন যে, তাহার জ্ঞান-নিষ্ঠাতেই অধিকার আছে। সকল প্রমাণও যদি অবিদ্যামাত্র হইল,

তাহা হইলে, [তাঁহার পক্ষে] সর্ব্বপ্রকার প্রবর্ত্তক প্রমাণ না থাকায় আত্ম-জ্ঞানেই বা প্রবৃত্তি কি প্রকারে হইবে, এই প্রকার শঙ্কাও হইতে পারে না ; [কারণ] আত্মজ্ঞানের বিষয় আত্মা [অর্থাৎ বিষয় সন্নিহিত থাকিলেই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে সেই জ্ঞান, প্রবর্ত্তক প্রমাণের অপেক্ষা করে না সুতরাং আত্ম-জ্ঞানে প্রবর্ত্তক প্রমাণ না থাকিলে ক্ষতির সম্ভাবনা কি ?] আত্মার নিজস্বরূপে প্রবর্ত্তক প্রমাণের অপেক্ষা হইতে পারে না কারণ তাহা যে হেতু সকলের আত্মভূত সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের প্রমাণত্ব ও যে নিমিত্ত আত্মপর্য্যবসায়ি। আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান হইলে আবার প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার সম্ভব হইবে ইহা হইতে পারে না। বেদান্তরূপ শেষ প্রমাণ আত্মার [উপর কল্পিত] প্রমাতৃত্ব নিবৃত্ত করিয়া থাকে ও নিবর্ত্তন করিয়া পরে আপনিও অপ্রমাণ হইয়া উঠে প্রবোধ হইলে যেমন স্বপ্ন কাল প্রমাণ অপ্রমাণ হয়। ব্যবহারদশাতেও [দেখিতে পাওয়া যায় যে] প্রমাণ স্ববিষয় বস্তুর জ্ঞান করাইতে গিয়া প্রবর্ত্তক প্রমাণের অপেক্ষা করে না। সেই কারণে আত্মবিদ্ যতির কর্ম্মনিকার-অধিকার নাই ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬৯ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবেশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—আপঃ [নদী জলানি] যদ্বৎ [যথা] আপূর্য্যমাণং অচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবিশন্তি তদ্বৎ [তথা] সর্ব্বকামা যং প্রবিশন্তি স শান্তিমাপ্নোতি, ন কামকামী [শান্তিং আপ্নোতি] ॥ ৭০ ॥

মূলের অনুবাদ।—[জলের নিচয়ের দ্বারা] আপূর্য্যমাণ হইয়া ও অচল-স্থিতি সমুদ্রের মধ্যে যেমন জলনিচয় প্রবিষ্ট হয় সেই প্রকার [বিষয় লাভে অক্ষুব্ধ হৃদয়] যে ব্যক্তির আত্মাতে সকল কাম বিলীন হয় সেই শান্তি লাভ করে, কামাসক্ত ব্যক্তি শান্তি লাভ করে না ॥ ৭০ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

(শ্রীম——কথিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীশ্রীভগবানুরামকৃষ্ণের ভক্তগৃহে আগমন ; ও তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত-নরেন্দ্র, গিরীশ ঘোষ, বলরাম, চুনীলাল, লাটু, নারায়ণ, ইত্যাদি ভক্তের কথোপকথন ; ভক্তগৃহে ভক্তসঙ্গে আনন্দ।]

ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী তিথি, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র। ২৯এ ফাল্গুন বুধবার, ইংরাজী ১১ই মার্চ্চ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তগৃহে বসু-বলরামের মন্দিরে। আন্দাজ বেলা ১০টার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু আদি ভক্ত।

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় রাজধানীমধ্যে আজ ঠাকুরের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে ঠাকুর আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন ; ভক্ত সঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন ; যেন আবার শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্চেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন ; নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন বলে ব্যাকুল ; রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও ; মা ওকে এখানে এনে দাও ; যদি না আসিতে পায়, তা হলে মা আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ী ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন। যখন আসেন,অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান ; বলেন 'যাও, নরেন্দ্রকে † ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো ; পূর্ণ, ছোট নরেন, নারান এই সব ভক্তকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে

* মতামতের জন্য লেখক মহাশয় সম্পূর্ণ দায়ী।

† নরেন্দ্র,—স্বামী বিবেকানন্দ।

নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।" বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্ত্তনানন্দ, এই খানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে।

('পশ্যতি তব পন্থানং')

মাষ্টার নিকটে একটী বিদ্যালয়ে পড়ান্। শুনিয়াছেন, আজ ১০টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার অবসর কিঞ্চিত পাইয়া বেলা দু প্রহরের সময় ঐখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানার সেই ঘরে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলী থেকে কিছু মস্‌লা বা কাবাবচিনি খাচ্চেন। অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারি দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সস্নেহে) তুমি এখন এলে! স্কুল নাই?

মাষ্টার। স্কুল থেকে আস্‌ছি, এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

একজন ভক্ত। না মহাশয়, উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার। (স্বগতঃ) হায়, কে যেন টেনে আন্‌লে।

ঠাকুর একটু চিন্তিত হইলেন।

পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন, আমার গামছাটা নিঙড়ে দাও তো গা। আর জামাটা শুকোতে দাও, আর আমার পা'টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার? মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর তাঁকে সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া এ'কে এ'কে ঐ কাযগুলি করিতে লাগিলেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্য্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) হাঁগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি: ধাতুর কোন জিনিষে হাত দোবার যো নাই; একবার একটা বাটীতে হাত দিছলুম, তাহাতে সিঙী মাছের কাঁটা ফোটার মত হলো। হাত ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ কর্‌ত্তে লাগ্‌ল। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে

করলুম, গামছা খানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুলতে পারি কিনা। যাই হাত দিয়েছি অমনি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করে খুব বেদনা। শেষে মাকে প্রার্থনা করলুম, মা আর অমন কর্ম্ম করবো না, মা এবার মাফ্ করো।

[শুদ্ধ (pure) কে ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) হাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা করে বাড়ীতে কি কিছু ব'লবে ? কিন্তু খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।

মাষ্টার। আর খোলটা বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুনলে আমার মনে থাকে। বলে, ছেলে বেলায় আমি কাঁদতুম,ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না বোলে।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, মাষ্টার মহাশয়, স্কুলে যাবেন না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কটা বেজেছে ?

একজন ভক্ত। একটা বাজতে দশ মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি এস, তোমার দেরী হ'চ্ছে। একে কাজ ফেলে এসেছ। [লাটুর প্রতি] রাখাল কোথায় ?

লাটু। চলে গেছে—বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(অপরাহ্নে—ভক্ত সঙ্গে।)

স্কুলে ছুটীর পর মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিশ করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি—সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাষ্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রণাম করিলে পর ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনী বাবু ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরীশের প্রতি) তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।

(অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।)

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত, যা কিছু আমরা দেখি শুনি, এ জিনিসটী, কি এই ব্যক্তিটী—তাঁর অংশ এপর্য্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই। Infinity এক, তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড়ই হউন—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু যে মানুষ, সেই মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে প্যারেন ও আসেন।

তিনি অবতার হন—ইহা উপমা দিয়ে বুঝান যায় না; অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। দেখ, গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হলো, পাটা বা ল্যাজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হলো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ ঈশ্বর, প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য, মানুষ-দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা করা যায়? তিনি অনন্ত—

(Perception of the Infinite *)

শ্রীরামকৃষ্ণ। [গিরীশের প্রতি] ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারেনা আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর, সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হলো। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হলো।

"গঙ্গাজল যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। [সকলের হাস্য]।

"তোমার পা'টা যদি ছুঁই, তা'হলে তোমায় ছোঁয়াই হলো।

"যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জলস্পর্শ করো, তা'হলে সাগর স্পর্শ করাই হলো।

* Compare discussion about the order of perceptions of the Infinite and the finite in Max Muller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures.

"অগ্নিতত্ত্ব সব যায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী—

গিরীশ। [হাসিতে হাসিতে] যেখানে আগুন পাবো, সেই খানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হাসিতে হাসিতে] অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে, মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জ্জিতাভক্তি, প্রেমভক্তি উথলে পড়্‌ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

[মাষ্টার দৃষ্টে] তিনি আছেনই তো, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ; কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।

(ঈশ্বর কি—মনের গোচর ?)

গিরীশ। নরেন্দ্র বলে, তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরং'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, এ মনের গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ মনের শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনী-কাঞ্চন হ'তে আসক্তি গেলেই—শুদ্ধমন আর শুদ্ধবুদ্ধি। তখন তিনি শুদ্ধ মন-শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। ঋষিমুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ করেছিলেন।

গিরীশ। [হাসিতে হাসিতে] নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, আমায় বলেছে "গিরীশ ঘোষের—মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস, এখন আমি কি বল্‌বো? অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বল্‌তে নাই"।

* * * * *

গিরীশ। [হাসিতে হাসিতে] মহাশয়, আমরা সব হল্‌ হল্‌ করে কথা কচ্চি, কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে? মহাশয়, কি বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হাসিতে হাসিতে]—

"মুখ হল্‌সা ভেতরবুদে কানতুল্‌সে দীঘলঘোমটা নারী।
পানা-পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী॥" [সকলের হাস্য]

—ইনি তা নন, ইনি গম্ভীরাত্মা" [সকলের হাস্য]।

গিরীশ। মহাশয়, শোলোকটী কি বল্লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কটী লোকের কাছে সাবধান হবে:—১ম, মুখ হল্‌সা; তার পর, ভেতরবুদে (মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না); তার

পর, কানতুলসে (কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য); দীঘলঘোমটা নারী (লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারি সতী,তা'নয়) ; আর পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয় ; [হাস্য]।

চুনী বাবু। এঁর (মাষ্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন ওঁর পোড়ো, বাবুরাম ওঁর পোড়ো ; নারাণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র এরা সব ওঁর পোড়ো। কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এই খানে আনেন, আর তাদের পড়া শুনা সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এঁর নামে দোষ দিচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাদের কথা কে বিশ্বাস করবে?

এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নারাণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। নারাণ গৌরবর্ণ, ১৭। ১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাকে বড় ভাল বাসেন, তাকে দেখ্‌বার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল, তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে বসে বসে কাঁদেন। নারাণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

গিরীশ। (নারাণ দৃষ্টে) কে খপর দিলে? মাষ্টারই দেখছি সব সারলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। [হাসিতে হাসিতে] রোসো! চুপ্‌চাপ্‌ করে থাকো! ঐ এঁর (মাষ্টারের) নামে বদ্‌নাম উঠেছে।

(অন্নচিন্তা।)

নরেন্দ্রর কথা আবার পড়িল।

একজন ভক্ত। এখন তত আসেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালীদাস হয় বুদ্ধি হারা।

[সকলের হাস্য]

বলরাম। শিবু গুহোর বাড়ীর ছেলে অন্নদা গুহোর কাছে খুব আনা গোনা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, একজন আফিসওলার বাটীতে নরেন্দ্র, অন্নদা এরা সব যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।

একজন ভক্ত। আফিসওয়ালার নাম তারাপদ।

(প্রতিগ্রহ ও মতামত।)

বলরাম। (হাসিতে হাসিতে) মহাশয়, বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বামুনদের ও সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল! [হাস্য]। অন্নদাকে আমি জানি—ভাল লোক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে—ভজনানন্দে।

এই সময়ে ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

তারাপদ গান গাইলেন—

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহনমুরলীধারী॥
[হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।]
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধনধারণ; বনকুসুমভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম রাসরসবিহারী॥
[হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার]।

শ্রীরামকৃষ্ণ [গিরীশের প্রতি]। আহা বেশ গানটী! তুমিই কি সব গান বেধেছ?

একজন ভক্ত। হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ [গিরীশের প্রতি]। এগানটী খুব উতরেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ [গায়কের প্রতি]। নিতাইয়ের গান গাইতে পার?

আবার গান হইল। (নিতাই গেয়েছিলেন)—

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছে রে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল'রে হরি।

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়,

রাধার প্রেমে হরি বলি আয় আয় আয় আয় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল—

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ।

প্রেমসাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কুলমান।

(মন মজালে গৌর হে)

ব্রজমাঝে রাখাল সাজে চরালে গোধন

ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপীর মন।

ধয়ে গোবর্দ্ধন রাখ্‌লে বৃন্দাবন,

ভেসে গেল চাঁদ বয়ান!

[মন মজালে গৌর হে]।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুমি একটী গান গাও; মাষ্টার লাজুক; ফিস্ ফিস্ করে মাফ্ চাহিতে লাগিলেন।

গিরীশ। [ঠাকুরের প্রতি] মহাশয়, মাষ্টার কোন মতে গান গাইলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও স্কুলে দাঁত ব'র করবে, যত গান গাইতেই লজ্জা!

মাষ্টার মুখ্‌টী চুন করে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র একটু দূরে বসেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্য বদনে কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি তো কি, ইনি (গিরীশ) তোমার চেয়ে!

সুরেশ [হাসিতে হাসিতে]। আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা।

[সকলের হাস্য]

(শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

গিরীশ [ঠাকুরের প্রতি]। আচ্ছা মহাশয়, আমি ছেলে বেলায় কিছু লেখা পড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান—

শ্রীরামকৃষ্ণ। মহিম চক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্র টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে, খুব আধার! [মাষ্টারের প্রতি] কেমন গা?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

গিরীশ। কি? বিদ্যা! ও আমি অনেক দেখেছি ওতে আর ভুলি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ [হাসিতে হাসিতে]। আমার এখানকার ভাব কি জান?

" বই, শাস্ত্র, এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ বলে দেয়। পথ—উপায়—জেনে লেবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কায করতে হয়।

" একজন একখান চিঠি পেয়েছিল, কুটুম্ বাড়ী তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিন্‌তে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক জন মিলে খুঁজে খুঁজে শেষে চিঠি খানি পাওয়া গেল। তখন আনন্দের আর সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন, আর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে আর একখানি কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

" শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু ঐগুলি জেনেই কর্ম্ম আরম্ভ। তবে বস্তুলাভ।

" শুধু পণ্ডিতে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাক্‌তে পারে। কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী ও কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্রে ধারণা হয় নাই, মিছে পড়া।

' পাঁজীতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। একফোঁটা প্‌ড়, কিন্তু একফোঁটাও পড়ে না।

[সকলের হাস্য]

গিরীশ [সহাস্য]। মহাশয়, পাঁজী টিপ্‌লে একফোঁটাও পড়ে না?

[হাস্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ [সহাস্য]। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়?—কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখে আর টাকায়।

শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে,

[সকলের হাস্য]

—কেবল খুঁজ্‌ছে কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

(নরেন্দ্রের কথা)

শ্রীরামকৃষ্ণ [গিরীশের প্রতি]। নরেন্দ্র খুব ভাল। গাইতে, বাজাতে, পড়ায়, শুনায়, বিদ্যায়। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ!

[মাষ্টারের প্রতি] কেমন রে?—কেমন গা, খুব ভাল নয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল।

(গিরীশ)

শ্রীরামকৃষ্ণ [জনান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি]। দেখ, ওর [গিরীশের] খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস!

মাষ্টার অবাক হইয়া গিরীশকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। গিরীশ ঠাকুরের কাছে কএকদিন আসিতেছেন মাত্র। মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন, যেন পূর্ব্বপরিচিত, অনেক দিনের আলাপ, পরম আত্মীয়, যেন একসূত্রে গাঁথা মণিগণের একটী মণি!

একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়, আপনার গান হবে না?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই মধুর কণ্ঠে মায়ের নাম গুণ গান করিতে লাগিলেন।

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি আর যেন
কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে।
(মাঝে মাঝে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে।

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতে লাগিলেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায়, নিরানন্দ কোরোনা।
(ওমা) ওদুটী চরণ, বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানেনা,
তপনতনয় আমায় মন্দ কয় কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা,

অকূল পাথারে ডুবাবে আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো
জানি না।
অহরহর্নিশি, দুর্গা নামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি
গেলনা,
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গা নাম
কেউতো লবেনা।

আবার নিত্যানন্দময়ীর আনন্দের কথা গাইলেন,—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল তবু ঢলে পড়ে না (মা)।
বিপরীতরতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানেনা (মা)।

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন আর এক দৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, আমার আজ গান ভাল হ'লনা— সর্দি হয়েছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে, যথায় অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্ব্বত শিখরে, অনিলবিকম্পিত নদীতীরে, দিগ্দিগন্তব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন! বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল! কি আশ্চর্য্য, কে এরূপ করিল? পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদিকবি, কারণের কারণ, পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা যে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, তাই সকলে উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখন শুনেন নাই— যেন সুধাবর্ষণ হইতেছিল। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা বলে ডাকা, তাঁরা কখন দেখেন নাই। আকাশ, পর্ব্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখবার প্রয়োজন কি? গরুর শৃঙ্গ, হস্ত, পদ, শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে

গরুর বাঁটের কথা কহিলেন, এই গৃহ মধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশান্তমন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সেই সুন্দররূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এই খানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসার শান্তি হইবে? অবতার হউন আর নাই হউন, ইঁহার চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার যো নাই। ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা! দেখি ইঁহার হৃদয়সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ এরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিনাম আর মায়ের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে-ছেন। নামগুণকীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন,'মা, আমি তোমার শরণাগত, তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে শরণ নিলাম। মাগো, দেহসুখ চাইনা, মা লোকমান্য চাইনা [অণি-মাদি] অষ্টসিদ্ধি চাইনা; কেবল এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি হয়—নিষ্কাম, অমলা, অহেতুকী ভক্তি হয়; আর যেন মা তোমার ভুবন-মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার মায়ার সংসারের—কামিনী কাঞ্চনের-উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।

ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন—যাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈল-ধারায় ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন, তাঁর আবার সন্ধ্যা কি? পরে বুঝিলাম। লোক-শিক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন!

"হরি আপনি এসে যোগী বেশে করিলে নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

* * * * *

গিরীশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাত হবে না?

গিরীশ। না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন; আমায় আজ theatre [থিয়েটর] যেতে হবে, তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ]

[১০১ পৃষ্ঠার পর।

(বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা।)

এই ভূমধ্য সাগরপ্রান্ত, যে ইয়ুরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী তাহার জন্মভূমি। এইতটভূমিতে মিসরি, বাবিলি. ফিনিক, য়াহুদী প্রভৃতি সেমিটিকজাতিবর্গ ও ইরাণি, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্য্য জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ইয়ুরোপী সভ্যতা।

(মিসরতত্ত্ব।)

"রোজেট্টাষ্টোন"নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলালেখ মিসরে পাওয়া যায়। তাহার উপর জীব, জন্তুর, লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে লিখিত এক লেখ আছে, তাহার নীচে আর একপ্রকার লেখ, সকলের নিম্ন গ্রীকভাষার অনুযায়ী লেখ। একজন পণ্ডিত ঐ তিন লেখকে এক অনুমান করেন। কপ্ত নামক যে ক্রীশ্চিয়ান জাতি এখনও মিসরে বর্ত্তমান এবং যাহারা প্রাচীন মিসরিদের বংশধর বলে বিদিত,তাদের লেখের সাহায্যে তিনি এই প্রাচীন মিসরি লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলিদের ইট এবং টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহারাজা অশোকের সমসাময়িক লিপি বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানাপ্রকার মন্দির স্তম্ভ শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি পঠিত হয়ে, প্রাচীন মিসরতত্ত্ব বিশদ করে ফেলছে।

মিসরিরা "পুন্ট" নামক সমুদ্রপার দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে ঐ "পুন্ট"ই বর্ত্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা এবং দ্রাবিড়িরা এক জাতি। ইহাদের প্রথম রাজার নাম "মেহুস্"। ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মও কোনও কোনও অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। "শিবু" দেবতা "নুই" দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে ছিলেন, পরে আর এক দেবতা "শু" এসে বলপূর্ব্বক "নুইকে" তুলে ফেললেন। নুইর শরীর আকাশ হল, দুহাত আর দুপা হল সেই আকাশের চারস্তম্ভ। আর শিবু হলেন পৃথিবী। নুইর পুত্রকন্যা "অসিরিস্" আর "ইসিস্" মিসরের প্রধান

দেবদেবী এবং তাঁহাদের পুত্র "হোরস" সর্ব্বোপাস্থ। এই তিন জন এক সঙ্গে উপাসিত হতেন। "ইসিস্" আবার গোমাতারূপে পূজিত।

পৃথিবীতে নীল নদীর ন্যায়, আকাশে ঐপ্রকার নীল নদী আছেন। পৃথিবীর নীল নদী তাহার অংশ মাত্র; সূর্য্যদেব ইহাদের মতে নৌকায় করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। মধ্যে মধ্যে "অহি" নামক সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড করে ফেলে, পরে ১৫ দিন তাঁর সারতে লাগে। মিসরের দেবতা সকল কেউ "শৃগালমুখ", কেউ "বাজের" মুখযুক্ত, কেউ "গোমুখ", ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিসতীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল।

তাদের দেবতাদের মধ্যে "বাল্" "মোলখ্" "ইস্তারত্" ও "দমুজি" প্রধান। ইস্তারৎ দমুজি নামক মেষপালের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেল্‌ল। পৃথিবীর নীচে পরলোকে ইস্তারৎ দমুজির অন্বেষণে গেলেন। সেথায় "আলাৎ" নামক ভয়ানক দেবী তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে ইস্তারৎ বলিলেন যে আমি দমুজিকে না পেলে মর্ত্ত্যলোকে আর যাবনা। মহামুস্কিল; উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে মানুষ জন্তু গাছ পালা আর কিছুই জন্মাবেনা। তখন দেবতারা সিদ্ধান্ত কর্লেন যে, প্রতি বৎসর "দমুজি" চার মাস থাক্‌বেন পরলোকে পাতালে, আর আট মাস থাকবেন মর্ত্ত্যলোকে। তখন "ইস্তার" ফিরে এলেন, বসন্তের আগমন হলো, শস্যাদি জন্মাল।

এই দমুজি আবার "আদুনোই" বা আদুনিস্ নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অবান্তর ভেদে প্রায় একরকমই ছিল। "বাবিলি" "য়াহুদী" ফিনিক্ ও পরবর্ত্তী আরাবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম "মোলখ্", যে শব্দটী বাঙ্গলা ভাষাতে মালিক্ মুল্লুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েছে, অথবা "বাল", তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারুর কারুর মত, এ "আলাৎ" দেবতা পরে আরবদিগের "আল্লা" হলেন।

এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। মোলক বা বালের নিকট পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ান হত। ইস্তারদের মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কামসেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

(য়াহুদী জাতির ইতিহাস।)

য়াহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের

মধ্যে "বাইবল" নামক ধর্ম্মগ্রন্থ খৃঃ পুঃ ৫০০ শতাব্দী হতে আরম্ভ হয়ে খৃঃ পর পর্য্যন্ত লিখিত হয়। বাইবলের অনেক অংশ, যা পূর্ব্বের বলে প্রথিত, তাহ অনেক পরের। এই বাইবলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি "বাবিল" জাতির। বাবি-লদের স্থষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবন বর্ণনা অনেক স্থলে বাইবল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদসারা যখন আসিয়া-মাইনরের উপর রাজত্ব কর্ত্তেন, সেই সময়ে অনেক "পারসী"মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব ; আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে 'পারসীদের" পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয় এবং সয়তান-বাদটী একেবারে 'পারসীদের"।

(য়াহুদী ধর্ম্ম।)

য়াহুদীদের ধর্ম্মের প্রধানঅঙ্গ "যাভে" নামক "মোলখের" পূজা। এই নামটী কিন্তু য়াহুদী ভাষার নয়, কারুর কারুর মতে ঐটী মিসরী শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এলো কেউ জানেনা। বাইবেলে বর্ণনা আছে যে য়াহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেক দিন ছিল, সে সব এখন কেউ বড় মানে না এবং

(য়াহুদী ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।)

"এব্রাহিম" "ইসহাক" "ইয়ুসুফ" প্রভৃতি গোত্রপিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

য়াহুদীরা 'যাভে' এ নাম উচ্চারণ কর্ত্তনা, তার স্থানে "আদুনোই" বলত। যখন য়াহুদীরা ইস্রেল আর ইফ্রেম দুই শাখায় বিভক্ত হলো, তখন দুই দেশে প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হল। জিরুশালমে ইস্রেলদের যে মন্দির নির্ম্মিত হলো, তাতে "যাভে" দেবতার একটি নরনারী সংযোগ মূর্ত্তি একটী সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত। দ্বারদেশে একটী বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে যাভে দেবতা সোণামোড়া বৃষের মূর্ত্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত এবং একদল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস করত। তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যা বৃত্তি করে যা উপার্জ্জন করত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগ্‌ত।

(নবী বা প্রফেট।)

ক্রমে য়াহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হলো, তারা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এদের নাম নবী বা Prophet ভাববাদী। এঁদের মধ্যে অনেকে ইরানীদের সংসর্গে মূর্ত্তিপূজা

পুত্রবলি বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়্‌লো। ক্রমে বলির যায়গায় হলো "সুন্নত"। বেশ্যাবৃত্তি মূর্ত্তিআদি ক্রমে উঠে গেল। ক্রমে ঐ নবীনসম্প্রদায়ের মধ্য হতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সৃষ্টি হলো।

(ঈশা কি ঐতিহাসিক ? Higher Criticism.)

'ইসা'নামক কোনও পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কিনা এনিয়ে বিষম বিতণ্ডা; নিউটেষ্টামেণ্টের যে চার পুস্তক, তার মধ্যে সেণ্টজন নামক পুস্তক ত একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকি তিন কোনও এক পুস্তক দেখে লেখা এই সিদ্ধান্ত; তাও "ইসা" হজরতের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে,তার অনেক পরে।

তার উপর যে সময় 'ইসা' জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ য়াহুদীদের মধ্যে দুজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন, জোসিফুস্ আর "ফিলো"। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈষা বা ক্রশ্চীয়ানদের নামও নাই, অথবা রোমান জজ্ তাকে ক্রুশে মার্‌তে হুকুম দিয়েছিল,এ কোনও কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে।

রোমকরা ঐ সময়ে য়াহুদীদের উপর রাজত্ব কর্‌ত, গ্রীকেরা সকল বিদ্যা শিখ্‌ত। ইহারা সকলেই য়াহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন কিন্তু 'ঈষা' বা ক্রশ্চানদের কোনও কথাই নাই।

আবার মুস্কিল যে,যে সকল কথা উপদেশ বা মত নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও সমস্তই নানা দিক্‌দেশ হতে এসে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই য়াহুদীদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল এবং 'হিলেল্' প্রভৃতি রাব্বি (উপদেশক) গণ প্রচার কর্‌ছিলেন। পণ্ডিতেরা ত এই সব বল্‌ছেন,তবে অন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন সাঁ করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তা বল্লে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম Higher Criticism হাইয়ার ক্রিটিসিসম্।

(ভারতে প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যাচর্চ্চার বিঘ্ন।)

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এই প্রকার দেশ দেশান্তরের ধর্ম্ম-নীতি জাতি ইত্যাদির আলোচনা কর্‌ছেন। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কিছুই নাই, হবে কি করে! এক বেচারা ১০ বৎসর হাড় গোড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যদি এই রকম এক খানা বই তর্জ্জমা করে ত সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বল্লেই হয়। মা জগদম্বাই জানেন এমত দিন কি হবে যে, আমরা সব প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করবো। কে জানে "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং—যৎ "কৃপা"।

ইউরোপ।

জাহাজ নেপল্‌সে লাগ্‌লো। আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এ ইটালীর রাজধানী 'রোম'। এই 'রোম' সেই প্রাচীন মহাবীর্য্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। যাহাদের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ সংস্থান, পরদেশবিজয় এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ।

নেপলস্ ত্যাগ করে জাহাজ মার্সাইতে "লেগেছিল", তারপর একেবারে লণ্ডন।

ইয়ুরোপ সম্বন্ধে তোমাদের ত নানা কথা শোনা আছে,"তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতি নীতি আচার ইত্যাদি। তা আর আমি কি বলবো। তবে ইউরোপী সভ্যতা কি। এর উৎপত্তি কোথায়? আমাদের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ। এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত। এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌বার রইল। শরীর কাউকে ছাড়েনা ভায়া,অতএব বারান্তরে সে সব কথা বল্‌তে চেষ্টা করবো। অথবা বলে কি হবে? বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙ্গালীর) মত কে বা মজবুত? যদি পার ত করে দেখাও। কাজ

(গরীবের উন্নতিতে দেশের উন্নতি।)

কথা কউক্, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে রাখি, গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগ্‌লো,তখন থেকেই ইউরোপ উঠ্‌তে লাগ্‌লো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখ গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড় মানুষ পণ্ডিত ধনী এরা শুন্‌লে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝ্‌লে,তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা কর্লে,কিছুই এসে যায়না। এঁরা হচ্চেন শোভা মাত্র দেশের বাহার, কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়মনবাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলোনা। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়,যে জিনিষ যত নূতন হবে যত উত্তম হবে, সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাইত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি॥

রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৯ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ ক্যালিফর্ণিয়া দেশস্থ লস্ এঞ্জেলিস্ Los Angelis সহরে উপস্থিত হন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তিনি রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং ১৯ ডিসেম্বর হইতে পুনরায় ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সহরে সত্যমন্দির House of truth নামক ধর্ম্মালয়ে দর্শনোপলব্ধ সত্যের মনুষ্য-জীবনে পরিণতির Applied Psychology বিষয়ে তিনি চারিটী বক্তৃতা দিয়াছেন শ্রোতার সংখ্যা সহস্রাধিক হইয়াছিল। তত্রস্থ জনৈক বন্ধুর ২৬এ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে জানিলাম যে, জন সাধারণের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহই উক্ত ধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে লস্ এঞ্জেলিস্ হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত Pasadena পাসাডিনা সহরের Shakespeare Club সেক্সপীয়র-সভা তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করেয। সেখানে কয়েক সপ্তাহ বক্তৃতার পর তিনি ক্যালিফর্ণিয়ার রাজধানী সান্ ফ্রান্সিস্কো সহরে যাত্রা করিবেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ।

গত ১০ই ডিসেম্বর Cambridge Conferance কেম্ব্রিজ সমিতিতে তুরীয়ানন্দ স্বামী "আচার্য্য শঙ্কর" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমেরিকার বিখ্যাত Harvard University হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এবং অন্যান্য কৃতবিদ্যসভ্যেরা তাঁহার প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ল্যানম্যান্ Prof. Lanman সাহেব, স্বামিজির বক্তৃতান্তে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্ভুত প্রতিভা এবং অলোকসামান্য চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ।

বিগত ২৫ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অভেদানন্দ স্বামী নিউইয়র্কে স্থানীয় যুবকদিগের উপকারার্থ "যুবক বৃন্দের যোগ-

সমিতি" Youngmen's Yoga Association নামক একটী নূতন সভার অধিবেশন করিয়াছেন। যোগসমিতির সভ্যদিগকে প্রতিসপ্তাহে যথানিয়মে প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারণাদির শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১৮৯৯ খৃঃ অক্টোবর মাস হইতে ১৯০০ খৃঃ মে মাস পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অভেদানন্দ স্বামীর, বেদান্তজ্ঞান সম্বন্ধে, বক্তৃতা হইতেছে। বক্তৃতাগুলি নিউইয়র্কের বেদান্তসমিতির আফিস এবং লাইব্রেরী গৃহেই দেওয়া হয়। মঙ্গলবার—বক্তৃতা ; বুধবার—বিশেষ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সহিত জীবনে ধর্ম্ম পরিণতির উপায় সম্বন্ধে কথোপকথন ; বৃহস্পতিবার—ছাত্রদের, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা শঙ্কা সমাধান ; এবং শনিবারে—হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা হয়। এতদ্ভিন্ন ছাত্রদিগকে প্রতিদিন বৈকালে একঘণ্টা করিয়া ধ্যান শিক্ষা এবং প্রতি রবিবার Tuxedo Hall টুক্সেডোহলে এক মহতী সভাসমক্ষে বিশেষ বক্তৃতা হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের উচ্চ উদার ভাব এখন সাধারণে বিশেষ উপলব্ধি করিতেছেন। বেদান্ত সমিতি এইরূপ, চিরন্তন বিরোধ দূর করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত 'যত মত তত পথ' প্রচার করিয়া জগৎকে ধর্ম্মসমন্বয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের এই সৎ উদ্যম সফল হউক।

নিবেদিতা।

ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতার (মিস্ এম্, ই, নোবল্) পরিচয় কলিকাতার জন সাধারণকে আর অধিক দিতে হইবে না। কলিকাতায় অবস্থান কালে গত মহামারীর সময়ে তাঁহার প্রশংসনীয় উদ্যম, বাগবাজারের বালিকা বিদ্যালয় এবং কালীসম্বন্ধিনী বক্তৃতা প্রভৃতি, তাঁহাকে আমাদের বিশেষরূপে মনে জাগরূক রাখিয়াছে। ইনি আমেরিকার চিকাগো সহরে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়া সম্প্রতি Michigan মিচিগান সহরে প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

বেদান্তপ্রচারের ফল।

হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রফেসর রয়িস্ বিগত শীতকালে স্কট্লণ্ডের এবার্ডিন সহরে গিফর্ড লেকচারর রূপে মনোনীত হন। তাঁহার বক্তৃতা গুলি সম্প্রতি "The world andthe Individual"জগৎ এবং মানব গত ব্যক্তিত্ব নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক তাঁহার পুস্তকের একাংশে ভারতের বেদান্ত-দর্শনের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং

Mysticism 'রহস্ত' শীর্ষক অধ্যায় গুলিতে উপনিষৎ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। বিবেকানন্দ প্রমুখ স্বামীগণের আমেরিকায় কেম্ব্রিজ সহরে বেদান্ত প্রচারের ফলেই যে তত্রস্থ অধ্যাপক ছাত্র এবং জন সাধারণের মধ্যে ভারতীয়দর্শন এবং ধর্ম্ম উচ্চস্থান পাইতেছে এ বিষয়ে সংশয় নাই।

মিসেস্ মেল্‌টন্।

আমেরিকা আজ কাল, সভ্যতা, শিল্প,বানিজ্যাদিতে, যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কালে সেইরূপ ধর্ম্ম এবং যোগাভ্যাসাদিতেও উন্নতি করিতে পারে। এ বিষয়ের পরিচয় অনেক ঘটনায় পাওয়া যায় : চিকাগোর ধর্ম্মসভা জগতে এক নূতন ব্যাপার। যোগশক্তিতে শারীরিক-রোগ বিনা ঔষধে আরোগ্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কত নরনারী তথায় অনুসন্ধান এবং ফল লাভ করিতেছেন। এ বিষয়ে এক মহানসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। এবং কত ধর্ম্মালয় না প্রেতিষ্ঠীত হইয়াছে। সম্প্রতি Mrs. Melton মিসেস্ মেল্‌টন্ নামক জনৈকা রমনীর অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ইনি ক্যালিফর্ণিয়ার লেস্ এঞ্জেলিস্ নামক সহরে বাস করেন। রোগ নির্ণয় এবং আরোগ্য করিবার ইঁহার বিশেষ দৈবশক্তি। ইনি বলেন রোগীর শরীর মধ্যে কোথায় কি রোগ হইয়াছে, তাহা তিনি দেখিতে পান এবং কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দেয়। এবং শরীরের যে স্থানে রোগ হইয়াছে। সেই স্থানে হস্তঘর্ষণমাত্র উহা সারাইয়া দেন। সম্প্রতি এক বন্ধু লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এক আত্মীয়ার পায়ে একস্থানে ক্ষত হয়; ইউরোপ এবং আমেরিকার যত বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা ১৮ মাস চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হয় নাই। মিসেস্ মেল্‌টন্‌কে ৩০০০ মাইল দূরে নিউইয়র্ক সহর হইতে চিঠি লিখিয়া রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মিসেস মেল্‌টন উত্তরে লিখেন যে, তাঁহার পায়ের ঐস্থানে একটী সূচী বিদ্ধ হইয়াছে এবং নিকটে আসিলে তিনি উহা সারাইয়া দিবেন। রোগী তাঁহার কথামত লেস্ এঞ্জেলিস্ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষত স্থানে ৪। ৫ দিন হস্তঘর্ষণ করিবার পর একটী সরু সূচ নির্গত হইয়া আসিল। ক্ষতটীও এক মাস বাদে আরাম হইয়া গেল। মানুষের ভিতর যে কত অদ্ভুৎ শক্তি আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? এই জন্যই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন কোন বিষয়ে 'ইতি' করা হীনবুদ্ধির কাজ।

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

গঙ্গাবিধৌত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর বায়ু কোণস্থ ক্ষুদ্রগৃহে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বলিয়াছিলেন "ওহে ভগবানের বিশেষ লীলা—গাছ পাথর জল আকাশ লইয়া নয়, মনুষ্য হৃদয় বিশেষতঃ সাধুভক্তের হৃদয় লইয়া।" বাস্তবিক এই বাক্যের সার্থকতা তাঁহার স্বীয় জীবনে কি অদ্ভুত ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। কোথায় সেই দরিদ্র নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ—গদাধর, এবং কোথায় এই উনবিংশ শতাব্দীর নবীন জ্ঞানালোকে উন্নতশীর্ষ গর্ব্বিত-পাদক্ষেপী ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি জাতিসকলের—জেমস্ মুলার, হিবার নিউ-টন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের—সম্মুখে দণ্ডায়মান বীর ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ।—আকাশ পাতালের ব্যবধান। কিন্তু অঘটন-ঘটন পটীয়ান্ ভগবানের বিশেষ লীলার স্রোতে ইহাও দেখিলাম। গুটি পোকার প্রজাপতিত্বে পরিণত হওয়া দেখিয়াছি—কতই আশ্চর্য্য; কিন্তু এই সর্ব্বতোনিরুদ্ধশক্তিক জড়ভাবাপন্ন পূজারীমনের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অভূতপূর্ব্ব সংযম তপস্যার, জগতের যাবতীয় শক্তিমানের শীর্ষস্থানে উপনীত হওয়া দেখিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ও মোহিত হই।

'ভগবানের বিশেষ লীলা—মানুষের ভিতর দিয়া'; এই জন্যই কি বিশেষ বিশেষ মনুষ্য-হৃদয় আমাদের গর্ব্বিত মস্তক অবনত করাইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই জন্যই কি জগতে বীরপুরুষ এবং বীররমণীর পূজা আবহমান প্রচলিত আছে ও থাকিবে? এই জন্যই কি বৈদিক, বৈজ্ঞানিক ঋষিরা প্রতি মনুষ্যে তাঁহার লীলা দেখিয়া 'আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' বাক্যের উপদেশ করিয়া সকলকে তন্মূর্ত্তিজ্ঞানে পূজার উপদেশ করিয়াছেন?

'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু' মানব-মন (Hero worship) বীরপূজায় স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। ইহাতে যে তাহার কামকাঞ্চন-মোহিত মন ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ উন্নত এবং আলোকিত হইবে এবিষয় আর তাহাকে যুক্তি সাহায্যে বুঝাইতে হয় না। বসন্তাগমে বৃক্ষবল্লীর ন্যায় বিজ্ঞানবীর, কাব্যবীর, যুদ্ধবীর, বিশেষতঃ ধর্ম্মবীরের শুভাগমনে এবং তৎপূজায় তাহার মনে নূতন প্রাণ, নূতন আশা, নূতন আলোকের সঞ্চার হয়। দুইটি, দশটিতে যথার্থ প্রাণসঞ্চারের সহিত ক্রমে সংসারজালা হইতে মুমুক্ষুর জনতা দুইশত,দশশত ইহয়া উঠে এবং কালে ঐ স্রোত সমগ্র দেশ এবং কখন কখন সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসে। পাঁচ জন মাত্র প্রথমে বুদ্ধবীরের শরণাপন্ন হন; দ্বাদশ জন ধীবরমাত্র বীর ঈশার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। কালে ঐ দুই বীরের পশ্চাতে কি দেশ মহাদেশ ব্যাপী জন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা সকলের বিদিত আছে।

আমাদের চক্ষের সমক্ষে যে ধর্ম্মবীরের মধ্য দিয়া ভগবানের বিশেষ লীলার অভিনয় হইতেছে ইঁহার শক্তি যে শেষে কতদূর অধিকার করিবে তাহার নির্ণয় সুকঠিন। বিংশাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন দুই চারিটী মাত্র মানব-হৃদয় দক্ষিণেশ্বরদেবালয়-প্রাঙ্গনে এইধর্ম্মবীরের পূজায় সম্মিলিত হইতেন তখন তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই ঐ পূজায় একদিন সহস্র সহস্র নরনারী দেশে বিদেশে শ্রদ্ধা সহকারে যোগদান করিবেন। কল্পনার সুখারোহণ-উন্নতশৃঙ্গে উঠিয়াও তাঁহারা দেখিতে পান নাই যে, কালের বৎসরব্যাপী বিশটি তরঙ্গের গতায়াতে মান্দ্রাজ হিমালয় এবং সুদূর পাতালপ্রদেশ-আমেরিকায় জন্মোৎসবে এই বীরপূজার তরঙ্গ এককালে এত ক্রীড়া করিবে। কে ভাবিয়াছিল এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসনাশকারী কিঞ্চিদর্থকরী পাশ্চাত্য বিদ্যার ক্রীড়াভূমি কলিকাতার পার্শ্বে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে পঞ্চবিংশতিসহস্র লোকের সমাগম হইবে? বিগত ১১ই মার্চ্চ রবিবার আমরা মনুষ্য মধ্য দিয়া ভগবানের এই বিশেষ লীলাভিনয় দেখিলাম।

কলিকাতার অপর পারে ভাগীরথীতটস্থ বেলুড় মঠে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের সপ্তষষ্টীতম জন্মতিথিদিবস উপলক্ষে গত ২০শে ফাল্গুনে, বেলা ৯টা হইতে রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত যাবতীয় দেবদেবী ও অবতারের পূজা হইয়াছিল। পূজান্তে অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া হোম হইয়াছিল। এই জন্ম তিথি পূজা উপলক্ষে, পরবর্ত্তী সপ্তাহে ২৮শে ফাল্গুন ইং ১১ই মার্চ্চ রবিবারে উক্ত সাধারণের মঠে জন্ম মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই মহোৎসব ব্যাপারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায়ই জন সাধারণের উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সেই সৌম্যদর্শন ধর্ম্মবীরের সিংহাসনস্থ পত্রপুষ্পশোভিত অহেতুকদয়াসিন্ধুমূর্ত্তি, সেই অসংখ্য মানবের কণ্ঠোচ্চারিত গগনভেদী হরিনাম, সেই জটাজুটসিন্দুরগৈরিকধারী গায়কবৃন্দের মধুর শক্তিবিধায়িনী সঙ্গীত, সেই আপামর সাধারণে বিতরিত সুখসেব্য প্রসাদ ও শীতল পানীয় প্রভৃতি সকলই পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। বেণেটোলা, আহিরীটোলা, দর্ম্মাহাটা, বহুবাজার শালকিয়া, খিদিরপুর, চেতলা, বরাহনগর, আলমবাজার, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীর সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় সকল অতিশয় আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় শত সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিয়াছিলেন। কয়েকটী সম্প্রদায় নিজেরা পৃথক্ পৃথক্ ষ্টীমার ভাড়া করিয়া অতি জাঁক জমকের সহিত আসিয়াছিলেন। কম বেশ ২৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। সময়োপযোগী দুইএকটি বক্তৃতাও হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণমূর্ত্তির পুষ্পসাজ এবং মেলার সকল বিষয় নির্বিরোধে সুসম্পন্ন হওয়া বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম মান্দ্রাজে ক্যসল্ কর্ণান্ (Castle Kernon) নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদে ঐ দিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং তত্রস্থ বন্ধুবর্গ একত্র সমাগত হইয়া সমস্ত দিবস, ভজন কথকতা পূজা ও বক্তৃতা প্রভৃতির পরে, পাঁচসহস্র লোককে প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কার্য্যের তালিকা এইরূপ ছিল:—বেলা ৭টা হইতে ১০টা—পূজা ও ভজন; ১০টা হইতে ৩টা—নিমন্ত্রিতদিগের অভ্যর্থনা,সেবা ও পরত; ৩টা হইতে ৫টা—হরিকথা; ৫টা হইতে ৭টা—"শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার মিশন" এর উপর বক্তৃতা; ৭টা হইতে ১০টা—আরত্রিক এবং প্রসাদ বিতরণ।

মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রমেও জন্মতিথিদিবসে পূজা পাঠ হোম ভজন প্রভৃতি অতি সুচারুরূপে হইয়াছিল।

ভাগলপুরেও কয়েকটী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত একত্রিত হইয়া পূজা পাঠ ও শতাধিক দরিদ্রকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

যশোহরস্থ রেঙ্গটীয়া ধর্ম্মাশ্রম হইতে সংবাদ পাইলাম,—সেখানে রামকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে খুব ধুম সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

রাজপুতানস্থ কিসেনগড়ে রামকৃষ্ণমিসনের দুর্ভীক্ষমোচনালয়ে স্বামী কল্যানানন্দ উক্ত দিবসে পূজা এবং ১৫০০ দরিদ্রকে ভোজন-দান করিয়াছিলেন।

হিমালয়স্থ অদ্বৈতাশ্রমেও সেদিন ঐরূপ উৎসব হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাই প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও ঐরূপ কিছু কিছু হইয়াছিল।

পরিশেষে ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা যেন এই জন্মোৎসবের তরঙ্গে আবালবৃদ্ধনরনারীর হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মধুরোদার "যত মত তত পথ" বাণী, এবং সেই জ্ঞানভক্তিযোগকর্ম্মের সমানৈক ক্রীড়ার ভূমি জীবনাদর্শ চিরপ্রবিষ্ট হইয়া শুভফল প্রদান করুক।

ভাষ্য মূল।—কঃ পুনরত্র বিশেষঃ বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমাখ্যায়েত সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যেতেতি। ন খলু কশ্চিদ্বিশেষঃ। আহোপুরুষিকামাত্রং তু ভবানাহ সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যত ইতি। বয়ং তু ব্রূমো বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—"বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে।" এবং "সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে তাহারই বিবৃত উপদেশ বলা হইতেছে।" এতদ্বয়ে বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ কি? কোন প্রকার প্রভেদই নাই। আপনি কেবল মাত্র আহোপুরুষিকা (১) অর্থাৎ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছেন যে, বলিতেছেন, "সংবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই বিবৃত উপদেশ বলা হইতেছে।" কিন্তু আমরা বলিতেছি,—"বিবৃত উপদেশ করা হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন বলা হইতেছে।"

ভাষ্য-মূল।—তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ সবর্ণগ্রহণার্থঃ *।

* তস্যৈতস্যাক্ষরসমাম্নায়িকস্য বিবৃতস্যোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কান্যত্র। ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতস্থস্য কিং প্রয়োজনম্। সবর্ণগ্রহণার্থঃ। আক্ষরসমাম্নায়িকেনাস্যগ্রহণং যথা স্যাৎ। কিং চ কারণং ন স্যাৎ। বিবারভেদাদেব।

বঙ্গানুবাদ।—এই অক্ষর সমূহের বিবৃত উপদেশ করা ব্যতিরেকে অন্যত্র অর্থাৎ অপর স্থলেও বিবৃত উপদেশ করা উচিত। অপর কোন্ স্থলে? ধাতু প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরেরও বিবৃত উপদেশ করা উচিত। তাহাতে প্রয়োজন কি? সবর্ণগ্রহণের নিমিত্ত। যাহাতে অক্ষর সমূহের দ্বারা ইহার গ্রহণ হইতে পারিবে। কি কারণেই বা অক্ষর সমূহের দ্বারা ইহার অর্থাৎ ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরের গ্রহণ না হইবে? বিবার এই প্রযত্নের প্রভেদ বশতই গ্রহণ হইতে পারে না।

ভাষ্য-মূল।—আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ভবত্যাক্ষরসমাম্নায়িকেন ধাত্বাদি-

(১) আহোপুরুষিকা শব্দের অর্থ অহঙ্কার। এই কৈয়ট ব্যাখ্যা করিতেছেন,—অহো অহং পুরুষ ইত্যহঙ্কারবান্ অহোপুরুষস্তস্য ভাবইতি মনোজ্ঞাদিত্বাদ্বুঞ্। অহঙ্কারবত্ত্বমিত্যর্থঃ।

স্বস্য গ্রহণমিতি। যদয়মকঃ সবর্ণে দীর্ঘ ইতি প্রত্যাহারে অকোগ্রহণং করোতি। কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। নহিদ্বয়োরাক্ষরসমাম্নায়িকয়োর্যুগপৎ সমবস্থানমস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যস্যাক্ষরসমাম্নায়িকেন গ্রহণমস্তি তদর্থমেতৎস্যাৎ। খট্বাঢ়কং মালাঢ়কমিতি।

বঙ্গানুবাদ। আচার্য্যের প্রবৃত্তি অক্ষর সমূহের দ্বারা ধাত্বাদিস্থের অর্থাৎ ধাতু,প্রাতিপদিক,প্রত্যয় এবং নিপাতে স্থিত স্বরের গ্রহণ ইহা জ্ঞাপন করিতেছে। যেহেতু "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।" এই সূত্রে প্রত্যাহারে (১) অকের গ্রহণ করিতেছেন (২)। কি প্রকারে ইহা জ্ঞাপক। দুই প্রকার অক্ষর সমূহের একেবারে সমবস্থান অর্থাৎ বিদ্যমানতা নাই। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইহা বলিবার প্রয়োজনও আছে। কি? অক্ষর সমূহের দ্বারা যাহার গ্রহণ আছে, তাহার নিমিত্তই এই প্রকার হইবে (অর্থাৎ ধাত্বাদিস্থের গ্রহণ হইবে।) যেমন,—"খট্বাঢ়কম্।" "মালাঢ়কম্।"

ভাষ্য-মূল।—সতি প্রয়োজনে জ্ঞাপকং ভবতি তস্মাদ্বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ক এষ যত্নশ্চোদ্যতে বিবৃতোপদেশো নাম। বিবৃতো বোপদিশ্যেত সংবৃতো বা কোন্বত্র বিশেষঃ। স এষ সর্ব্ব এবমর্থো যত্নঃ ক্রিয়তে। যান্যেতানি প্রাতিপদিকান্যগ্রহণানি তেষামেতেনাভ্যুপায়েনোপদেশশ্চোদ্যতে তদ্গুরু ভবতি। তস্মাদ্বক্তব্যং ধাত্বাদিস্থশ্চ বিবৃত ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—প্রয়োজন থাকিলে জ্ঞাপক হয় না, অতএব বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। বিবৃতের উপদেশে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কেন? বিবৃতই উপদিষ্ট হউক, অথবা সংবৃতই উপদিষ্ট হউক, ইহাতে আর প্রভেদ কি? এই নিমিত্তই এই সকল প্রকার যত্ন নিরূপণ করা হইতেছে

---

(১) "অ ই উ ণ্।" প্রভৃতি চৌদ্দটি সূত্রকে প্রত্যাহার সূত্র কহে। ঐ প্রত্যাহার সূত্রের অনুসারে যে, অক্, ইক্, এচ্, হশ্ প্রভৃতি সংজ্ঞা নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে প্রত্যাহার কহে।

(২) এই স্থলে কৈয়ট বলেন।—"অত্র হি ককারেণ চিহ্নেন প্রত্যাহারস্থো বিবৃতো নির্দ্দিষ্টস্তেন চ সংবৃতস্যাগ্রহণে ইকঃ সবর্ণ ইতি বক্তব্যম্।" অর্থাৎ"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।" এই স্থলে ক কারের দ্বারা যদি প্রত্যাহারে স্থিত বিবৃত বর্ণেরই নির্দ্দেশ থাকিত এবং তদনুসারে সংবৃতের গ্রহণ না করা হইলে "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" না বলিয়া 'ইকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।' ইহাই বলা উচিত ছিল।

যে সকল প্রাতিপদিক অগ্রহণ, তাহাদিগের এই প্রকার উপায়ে উপদেশ বলা হইলে, তাহা বিস্তীর্ণ হয়। (অর্থাৎ প্রত্যেক পদানুসারে পাঠ করিতে পারা যায় না, তাহা করিতে গেলে গ্রন্থ গৌরব হয়।) অতএব, ধাতু প্রভৃতি স্থিত স্বর বিবৃত এই প্রকার বলা উচিত।

ভাষ্যমূল।—দীর্ঘপ্লুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থঃ ৬।

দীর্ঘপ্লুত বচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থো বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। দীর্ঘ একত্ব-সংবৃতৌ মাভূতামিতি। বৃক্ষাভ্যাং দেবদত্তা৩ ইতি। নৈব লোকে ন চ বেদে ও দীর্ঘপ্লুতৌ সংবৃতৌস্তঃ। কৌতর্হি। বিবৃতৌ। যৌস্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ।

বঙ্গানুবাদ।—দীর্ঘপ্লুত বাক্যেও সংবৃতের নিবৃত্তির নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। সংবৃত স্বর দীর্ঘ বা প্লুত না হয়, এই নিমিত্ত বিবৃতের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। "বৃক্ষাভ্যাং দেবদত্তা ৩" এই স্থলে "দেবদত্তা ৩" এই আকারটি প্লুত; অতএব ইহা বিবৃত। লৌকিক ভাষায় বা বৈদিক ভাষায় কোথায়ও দীর্ঘ বা প্লুত সংবৃত নাই। তবে কি আছে? বিবৃত আছে। যাহা আছে, তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় সর্ব্বত্রই দীর্ঘস্বর বা প্লুত স্বর বিবৃতই আছে; অতএব দীর্ঘস্বর বা প্লুতস্বর বিবৃতই হইবে।

ভাষ্যমূল।—"স্থানী প্রকল্পয়েদেতাবনুস্বারো যথাযণম্।" সংবৃতঃ স্থানী সংবৃতৌ দীর্ঘপ্লুতৌ প্রকল্পয়েদ্ অনুস্বারো যথাযণম্। তদ্‌যথা সয়ঁন্তা,সব্বঁৎসরঃ যল্লোঁকম্, তঁল্লোকমিতি। অনুস্বারস্থানী যণমনুনাসিকং প্রকল্পয়তি। বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং যৎসতত্তত্র প্রক্লৃপ্তির্ভবতি। সন্তি হি যণঃ সানুনাসিকা নিরনুনাসিকাশ্চ। দীর্ঘপ্লুতৌ পুনর্নৈব লোকে ন চ বেদে সংবৃতৌস্তঃ। কৌ তর্হি। বিবৃতৌ। যৌস্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যেমন অনুস্বার যণকে অর্থাৎ য ব ল কে অনুনাসিক করে অর্থাৎ যেমন অনুস্বারের স্থানে যণ্ হইলে তাহা অনুনাসিক হয়; তদ্রূপ স্থানী অর্থাৎ সংবৃত ইহাদিগকে অর্থাৎ দীর্ঘ ও প্লুতকে সংবৃত করিবে। যেমন,—সংযন্তা এইরূপ স্থলে সন্ধি হইয়া সয়ঁন্তা এইরূপ প্রয়োগ হয়। সংবৎসরঃ এইরূপ স্থলে সন্ধি করিয়া সঁব্বৎসরঃ এইরূপ প্রয়োগ হয়। যৎ লোকম্ এইরূপ স্থলে সন্ধি করিয়া যঁল্লোকম্ এইরূপ প্রয়োগ হয়। তৎ-লোকম্ এইরূপ সন্ধি করিয়া তঁল্লোকম্ এইরূপ প্রয়োগ হয়। স্থানী অনুস্বার যণকে অনুনাসিক করে। ইহা বিষম কথা। ইহাই উচিত, যে, যাহা থাকে, তাহারই সেই স্থানে সম্ভাবনা হইতে পারে। যণ্ অর্থাৎ য ব ল ইহারা

সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক দুই প্রকারই আছে। কিন্তু, দীর্ঘ ও প্লুত ইহারা লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় কোথায়ও সংবৃত নাই। তবে দীর্ঘ ও প্লুত কি প্রকার আছে? দীর্ঘও প্লুত বিবৃত আছে। যাহা আছে তাহাই হইবে অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অথবা বৈদিক ভাষায় দীর্ঘ ও প্লুত বিবৃতই আছে; অতএব দীর্ঘ ও প্লুত বিবৃতই হইবে।

ভাষ্যমূল।—এবমপি কুতএতত্তুল্য স্থানৌ প্রযত্নভিন্নৌ ভবিষ্যতঃ। ন পুনস্তুল্য-প্রযত্নৌ স্থানভিন্নৌ স্যাতাম্। ইকার উকারো বেতি। বক্ষ্যতি স্থানেঽন্তরতম ইত্যত্র স্থানে ইত্যনুবর্ত্তমানে পুনঃ স্থানগ্রহণস্য প্রয়োজনং যত্রানেকবিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যং বলীয়ো ভবতীতি।

বঙ্গানুবাদ।—এই প্রকার হইলে অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে তুল্য স্থান হইলেও প্রযত্ন ভিন্ন হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! কেবল মাত্র তুল্য প্রযত্ন নহে; ঈকার বা উকার এই প্রকার স্থান ভিন্নও হইতে পারে অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।" যাহার উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ন তুল্য তাহারা সবর্ণ হয়। এই সূত্রানুসারে সংবৃত অকারের স্থানে সংবৃত ঈকার অথবা সংবৃত উকার হইতে পারে। "স্থানেঽন্তরতমঃ।" এই সূত্রে স্থানে এই পদটির পূর্ব্ব হইতে অনুবৃত্তি আসিলেও পুনর্ব্বার স্থানে গ্রহণের প্রয়োজন বলিবেন,—যে স্থলে অনেক প্রকার অন্তরতা অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকে, সেই স্থলে স্থানানুসারে আন্তর্য্যই বলবৎ হয়।

ভাষ্যমূল।—তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণাগ্রহণমনণ্ত্বাৎ *।

তত্রানুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণানাংগ্রহণং ন প্রাপ্নোতি। অস্য চ্বৌ। যস্যেতি চ। কিং কারণম্। অনণ্ত্বাৎ। নহ্যেতে অণঃ যে অনুবৃত্তৌ। কে তর্হি। যে অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিশ্যন্তে।

একত্বাদকারস্য সিদ্ধম্ *।

একোঽয়মকারো যশ্চাক্ষরসমাম্নায়ে যশ্চানুবৃত্তৌ যশ্চ ধাত্বাদিস্থঃ।

অনুবন্ধসংকরস্তু *।

অনুবন্ধসংকরস্তু প্রাপ্নোতি। কর্ম্মণ্যণ্। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি। কে অপি ণিৎকৃতং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—সেই অনুবৃত্তিনির্দ্দেশে সবর্ণ সকলের গ্রহণ হয়না। (অস্যচ্বৌ। ৭।৪।৩২।) চ্বি প্রত্যয় পরে থাকিলে অবর্ণের স্থানে ঈকার

হয়। (যস্যেতি চ। ৬। ৪। ১১৮।) ঈকার এবং তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে ভসংজ্ঞক (১) ইবর্ণ ও অবর্ণের লোপ হয় ('অস্যচ্বৌ) এই সূত্রে অবর্ণের স্থানে ঈকার হয় এই কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সবর্ণানুসারে ইকার প্রভৃতি হইতে পারে না)। কি কারণে অনুবৃত্তিতে সবর্ণ সকলের গ্রহণ হয় না ? অণ্ নহে বলিয়া গ্রহণ হয় না। যাহারা অনুবৃত্তিতে থাকে,তাহারা অণ্ নহে। তবে অণ্ কাহারা ? যাহারা অক্ষর সমাম্নায়ে উপদিষ্ট হয়। অকারের একত্ব-বশত সিদ্ধ হয় (২)। এই অকার একমাত্রই যাহা অক্ষরসমাম্নায়ে আছে, ও যাহা অনুবৃত্তিতে আছে এবং যাহা ধাতু প্রভৃতিতে আছে। তাহা হইলে অনুবন্ধ সঙ্কর ও উপস্থিত হয়। কর্ম্মণ্যণ্। ৩। ২। ১। (কর্ম্ম উপপদে থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়।) আতোঽনুপসর্গে কঃ। ৩। ২। ৩। (কর্ম্ম উপপদে থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয়।) এই সকল স্থলে কপ্রত্যয় পরেও অণ্ প্রত্যয়ের ন্যায় ণিৎ প্রত্যয়ের কার্য্য হইতে পারে (অর্থাৎ অণ্ প্রত্যয়েও অকারমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং কপ্রত্যয়েও অকারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যদি সকল অকারই এক হয়, তাহা হইলে, যেমন, অণ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন "কুম্ভকার" প্রভৃতিস্থলে কৃ ধাতুর ঋকারে বৃদ্ধিরূপ ণিৎপ্রত্যয়ের কার্য্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, কপ্রত্যয়নিষ্পন্ন গোদ প্রভৃতি স্থলেও "গোসন্দায়" প্রভৃতি অণ্ প্রত্যয়ান্তের ন্যায় ণিৎপ্রত্যয়ের কার্য্য হইতে পারিত।))।

---

(১) যচি ভম্। ১। ৪। ১৮। যকারাদি ও স্বরবর্ণাদি কপ্রত্যয় পর্য্যন্ত সর্ব্বনামস্থানসংজ্ঞক ব্যতীত সুপ্‌প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্বভাগের ভসংজ্ঞা হয়। সুড়নপুংসকস্য। ১। ১। ৪৩। সু, ঔ,জস্,অম,ঔট্ ইহাদিগের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হয় ; কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে সু, ঔ, জস্, অম্ ঔট, ইহাদিগের সর্ব্বনামস্থান সংজ্ঞা হয়না। শি সর্ব্বনামস্থানম্। ১। ১। ৪২। 'শি' র সর্ব্বনাম স্থান সংজ্ঞা হয়। জস্‌শসোঃ শিঃ। ৭। ১। ২০। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের পরস্থিত জস্‌শসের স্থানে শি হয়।

(২) এই স্থলে কৈয়ট বলেন,—একৈবাকার ব্যক্তিঃ উদাত্তাদিভেদ-প্রতিভাসস্তু ব্যঞ্জকধ্বনিকৃতঃ খড়্গতৈলাদর্শাদিভেদে প্রতিবিম্বপ্রতিভাসভেদবৎ। অকারস্য নিদর্শনার্থত্বাদিকারাদীনামপ্যৈক্যং বোদ্ধব্যম্।" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—অকার একইমাত্র, উদাত্ত প্রভৃতির অনুভব, উচ্চারকের ধ্বনিজনিত। অকারের নিদর্শনে ইকার প্রভৃতিরও একত্ব বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যমূল,—একাজনেকাজ্ গ্রহণেষু চানুপপত্তিঃ* ।

একাজনেকাজ্ গ্রহণেষু চানুপপত্তির্ভবতি। তত্র কোদোষঃ। কিরিণা গিরিণেত্যেকাজ্ লক্ষণমন্তোদাত্তত্বং প্রাপ্নোতি। ইহ চ ঘটেন তরতি ঘটিক ইতি দ্ব্যজ্ লক্ষণঃ ঠন্ ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—একাচ্ ও অনেকাচ্ গ্রহণবিষয়েও অনুপপত্তি ঘটে। তাহাতে দোষ কি? "কিরিণা" "গিরিণা" এই সকল স্থলে একস্বরনিমিত্তক অন্তোদাত্তত্ব উপস্থিত হইতে পারে এবং "ঘটেন তরতি" এই বাক্যে "ঘটিক" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে দ্বিস্বরনিমিত্তক ঠন্ প্রত্যয় হইতে পারে না। (অর্থাৎ স্বরপ্রকরণের নিয়মানুসারে "কিরিণা" "গিরিণা" এই সকল অন্তোদাত্ত নহে। কিন্তু, সকল ইকারেরই একত্ব স্বীকার করিতে গেলে এই সকল স্থলে একস্বর-নিমিত্তক অন্তোদাত্তত্ব হইতে পারে এবং সকল অকারেরই একত্ব স্বীকার করিলে তদ্ধিত প্রত্যয়ের "নৌদ্ব্যচষ্ঠন্। ৪।৪।৭।" নৌশব্দ ও দ্বিস্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় হয়। এই নিয়মানুসারে ঠন্ প্রত্যয় হইয়া "ঘটিক" এই প্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না; কারণ, ঘকারে স্থিত অকার এবং টকারে স্থিত অকার এই উভয় অকারই এক হইলে এই স্থলে কোন প্রকারেই দ্বিস্বরত্ব সম্ভবপর হয় না।)

ভাষ্যমূল।—দ্রব্যবচ্চোপচারাঃ* ।

দ্রব্যবচ্চোপচারাঃ প্রাপ্নুবন্তি। তদ্ যথা দ্রব্যেষু নৈকেন ঘটেনানেকোযুগপৎ কার্য্যং করোতি। এবমিমমকারং নানেকো যুগপদুচ্চারয়েৎ।

বঙ্গানুবাদ।—দ্রব্যের ন্যায় উপচার অর্থাৎ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়। যেমন, দ্রব্যপদার্থের মধ্যে একটি ঘট দ্বারা অনেক ব্যক্তি এক সময়ে অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না; তদ্রূপ এই একটি মাত্র অকারকে অনেক ব্যক্তি এক সময়ে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না।

ভাষ্যমূল।—বিষয়েণতু নানালিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্ * ।

যদয়ং বিষয়ে বিষয়ে নানালিঙ্গমকারং করোতি "কর্ম্মণ্যণ্" "আতোঽনুপসর্গে কঃ।" ইতি। তেন জ্ঞায়তে নানুবন্ধসংকরোস্তীতি। যদিহি স্যাৎ নানালিঙ্গ-করণমনর্থকং স্যাৎ একমেবায়ং সর্ব্বগুণমুচ্চারয়েৎ। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। ইৎসংজ্ঞা প্রক্৯প্ত্যর্থমেতৎ স্যাৎ। নহ্যয়মনুবন্ধৈঃ শক্যো বক্তুম্ উপচেতুম্। ইৎসংজ্ঞায়াংহি দোষঃ স্যাৎ। আবয়োহিদ্বয়ো রিৎসংজ্ঞা স্যাৎ। কয়োঃ। আদ্যন্তয়োঃ। এবং তর্হিবিষয়েণতু পুনর্লিঙ্গকরণাৎসিদ্ধম্। যদয়ং বিষয়ে বিষয়ে

পুনর্লিঙ্গমকারং করোতি "প্রাগ্দীব্যতোঽণ্।" "শিবাদিভ্যোঽণ্" ইতি। তেন জ্ঞায়তে নানুবন্ধসঙ্করোঽস্তীতি। যদি হি স্যাৎ পুনর্লিঙ্গকরণমনর্থকং স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—প্রতিবিষয়ে নানাপ্রকার লিঙ্গকরণবশতঃ অর্থাৎ বহুপ্রকার চিহ্ন নিরূপণ বশতঃ সিদ্ধ হয় *।

যেহেতু, ভগবান্ পাণিনি "কর্ম্মণ্যণ। ৩। ২। ১।" কর্ম্ম উপপদ থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। "আতোঽনুপসর্গে কঃ। ৩। ২। ৩।" কর্ম্ম উপপদ থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয়। এই প্রকার নানাবিধ চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত অকার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহা জানিতে পারা যায় যে, অনুবন্ধসঙ্কর নাই। যদি অনুবন্ধসঙ্কর ঘটিতে পারিত, তাহা হইলে, নানাবিধ চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করা অনর্থক হইত, এই একমাত্র অকারকেই সর্ব্বপ্রকার গুণবিশিষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতেন। ইহা জ্ঞাপক নহে। ইৎ সংজ্ঞার প্রকৢপ্তির নিমিত্ত ইহা হয়। অনুবন্ধ দ্বারা ইহা শল্যকের (১) ন্যায় সংগৃহীত করিতে পারা যায় না। ইৎসংজ্ঞাতে দোষ হয়, যেহেতু ছয়ের লইয়া ইৎ সংজ্ঞা হয়। কোন্ ছয়ের লইয়া ইৎ সংজ্ঞা হয়, আদির ও অন্তের লইয়া ইৎ সংজ্ঞা হয়। এই প্রকার তবে প্রতিবিষয়ে বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করাতে সিদ্ধ হইল। যে হেতু ভগবান্ পাণিনি "প্রাগ্দীব্যতোঽন্। ৪। ১। ৮৩।" তেন দীব্যতি খনতি জয়তি জিতম্। ৪। ৪। ২। এই সূত্রের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অণ্ প্রত্যয় অধিকৃত হইতেছে। 'শিবাদিভ্যোঽণ্। ৪। ১। ১১২।" অপত্য অর্থে শিব প্রভৃতি শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অকারকে চিহ্নরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাহা দ্বারা জানিতে পারা যায়। অনুবন্ধসঙ্কর নাই। যদি থাকিত, পুনর্ব্বার চিহ্ন করা অনর্থক হইত।

ভাষ্যমূল।-অথবা পুনরস্তু বিষয়েণ তু নানালিঙ্গ-করণাৎসিদ্ধমিত্যেব। ননুচোক্ত-মিৎসংজ্ঞাপ্রকৢপ্ত্যর্থমেতৎ স্যাদিতি। নৈষদোষো লোকত এতৎসিদ্ধম্। তদ্যথা লোকে কশ্চিদেবং দেবদত্তমাহ ইহমুণ্ডোভব, ইহজটিলোভব, ইহশিখীভবেতি।

(১) এই স্থলে কৈয়ট বলেন,—"শল্যকঃ প্রাণিবিশেষঃ। স যথা কণ্টক-তুল্যৈঃপক্ষৈর্ব্যাপ্যতে নৈবং সর্ব্বানুবন্ধযুক্তোঽকারঃ শক্যো নির্দ্দেষ্টুম্।" শল্যক অর্থাৎ শজারু নামক প্রাণী যেমন কণ্টকতুল্য পক্ষসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ সকল অনুবন্ধ যুক্ত অকারের নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

যল্লিঙ্গো যত্রোচ্যতে তল্লিঙ্গস্তত্রোপতিষ্ঠতে। এবময়মকারো যল্লিঙ্গো যত্রোচ্যতে তল্লিঙ্গস্তত্রোপস্থাস্যতে।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা প্রতিবিষয়ে নানাপ্রকার চিহ্ন নিরূপণ বশত সিদ্ধ হয়, ইহাই সিদ্ধ হউক। কিন্তু ইহাও ত বলা হইয়াছে, "ইৎসংজ্ঞা প্রকল্পনের নিমিত্তই ইহা হইয়াছে।" ইহা দোষ নহে। লোক হইতেই ইহা সম্পন্ন হয়। যেমন, লোকে কোন ব্যক্তি অপরব্যক্তিকে বলে "এক্ষণে মুণ্ড (নেঁড়া) হও," "এক্ষণে জটিল (জটাবিশিষ্ট) হও" "এক্ষণে শিখী (শিখাযুক্ত) হও।" যে ব্যক্তিতে যে চিহ্ন বলা হয়, সেই ব্যক্তিতে সেই চিহ্ন উপস্থিত হয় ; তদ্রূপ এই অকারকে চিহ্নবিশিষ্ট যে স্থানে বলা হয়, সেইস্থলে সেই চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া ব্যবহৃত হইবে।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে একাজনেকাজ্গ্রহণেষু চানুপপত্তিরিতি।

একাজনেকাজ্গ্রহণেষু-চাবৃত্তিসংখ্যানাৎ *।

একাজনেকাজ্গ্রহণেষু চাবৃত্তেঃসংখ্যানাদনেকাচ্ত্বংভবিষ্যতি। তদ্যথা সপ্তদশ-সামিধেন্যোভবন্তীতি ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমামিত্যাবৃত্তিতঃ সপ্তদশত্বংভবতি। এবমিহাপ্যাবৃত্তিতোঽনেকাচ্ত্বং ভবিষ্যতি। ভবেদাবৃত্তিতঃ কার্য্যং পরিহৃতম্ ইহতু খলু কিরিণা গিরিণেত্যেকাজ্লক্ষণমন্তোদাত্তত্বং প্রাপ্নোত্যেব। এতদপি সিদ্ধম্। কথম্। লোকতঃ। তদ্যথা ঋষিসহস্রমেকাং কপিলামেকৈকশঃ সহস্র-কৃত্বোদত্ত্বা তয়া সর্ব্বে তে সহস্রদক্ষিণাঃ সম্পন্না এবমিহাপ্যনেকাচ্ত্বং ভবিষ্যতি।

বঙ্গানুবাদ।—একাচ্ ও অনেকাচ্ অর্থাৎ একস্বর ও বহুস্বর গ্রহণ বিষয়ে আবৃত্তির অর্থাৎ পুনঃপাঠের সংখ্যা বশতঃ অনেকাচ্ত্ব হইবে। যেমন,—"সপ্তদশ সামিধেন্যোভবন্তি।" "সপ্তদশটি সামিধেনী (১) হয়।" এইস্থলে প্রথমটী ও উত্তমটীর তিনবার আবৃত্তি করিয়া সপ্তদশত্ব সম্পন্ন হয়। তদ্রূপ, এইস্থলেও অর্থাৎ "ঘটেন তরতি ঘটিকঃ।" এই প্রয়োগ স্থলেও আবৃত্তি দ্বারা অনে-কাচ্ত্ব হইবে ("ঘট" এইস্থলেও অকার একমাত্র হইলেও তাহার দুইবার আবৃত্তি দ্বারা "নৌদ্ব্যচষ্ঠন্। ৪।৪।৭।" নৌশব্দ ও দ্বিস্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় হয়। এই সূত্রানুসারে দ্বিস্বরনিমিত্তক ঠন্ প্রত্যয়

(১) বিকৃতিযাগে ত্রয়োদশটী সামিধেনী ব্যবহৃত হয়। সামিধেনী অগ্নিসন্দীপন মন্ত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ ২০ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, ক্যালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত "লস্ এঞ্জিলস" নামক স্থান হইতে আমাদিগকে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট ; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি—কিম্ভূত কিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ একচাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে

ধরিয়েছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব্ব পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কল্‌কেতার ভাষাই রাখ্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝ্‌তে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়; মরে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম্—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্‌করে—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল: বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থাম্‌গুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক্ ফুঁড়ে, ঘাঁড় ফুঁড়ে, ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধুম্!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে,—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝ্‌তে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকা বাঁকা ডামা ডোল্—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এ গুলো সোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে

বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন,—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝ্‌বে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আস্‌বে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাব রাশি আস্‌বে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখ্‌লেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌ মগ্‌ কর্‌বে।

পাপ পুণ্য।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

পাপ পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব লইয়া জগতে বড়ই বিবাদ বিষম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ কাল পাত্র বিশেষে যাহা পুণ্য বা ধর্ম্ম, দেশান্তরে কালান্তরে এবং পাত্রান্তরে তাহাই আবার পাপ বা অধর্ম্ম। অনাদি কাল হইতে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগী মত চলিয়া আসিতেছে; নিঃশেষবিলয় পর্য্যন্ত এ বিবাদের মীমাংসা হইবে কি না বলিতে পারি না।

আমাদের ধর্ম্মভিত্তি শ্রুতিতেও বিধি নিষেধাজ্ঞা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৈদিক ঋষিগণকেও সংহিতাভাগে অনুতাপ প্রকাশ করিতে দেখা যায়; যজ্ঞভাগে ত কথাই নাই। নিগমশীর্ষ বেদান্ত শাস্ত্রেও বিধি নিষেধাদেশ রহিয়াছে। জৈমিনিদর্শনের প্রতি ছত্র বিধি নিষেধের আজ্ঞানুবর্ত্তী। বস্তুতঃ কি বৈদিক যুগ, কি দার্শনিকযুগ, কি পৌরাণিক বা তান্ত্রিকযুগ, সর্ব্বকালেই বিধি নিষেধ বিচারিত হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমতেই পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম অল্লাধিক বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রে যাহা বিধ্যর্থক, তাহা করাই পুণ্য; যাহা নিষেধার্থক, তাহা করাই প্রত্যবায় বা পাপ। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে, যাহা বেদের ব্রাহ্মণভাগের

পরিস্ফুটভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এই বিষয় বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে। বৈদিক পণ্ডিত বলিতেছেন, উদাত্ত স্বরের স্থানে অনুদাত্ত বা স্বরিতপাঠ হইলেই তোমার মুণ্ডপাত হইবে; হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই বলিবে, "যথেন্দ্রশত্রু স্বরতোপরাধাৎ"। মীমাংসক বলিবেন, উডুম্বরশাখা বস্ত্রে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ষোড়শীযাগ করিলে নরকে যাইয়া অশীতি সহস্র বৎসর বাস করিতে হইবে। নৈয়ায়িক বলিলেন, আমার ষোড়শ পদার্থ জ্ঞান না হইলে তোমার দুঃখ নিবৃত্তি হইবে না; এইরূপ সাংখ্য, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, বৌদ্ধ, আর্হত,পাণিনীয় ও অন্যান্য দার্শনিক নানা বিধান ও নিষেধের দুই রাজ্য স্থাপন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি চঞ্চল করিয়া দিয়াছেন। নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত খৃষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মমত, খুঁটি নাটি বিষয়ের অনৈক্যে ঘোরতর স্বর্গ নরকের দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই এই একটী অদ্ভুত মত দৃষ্ট হইতেছে; হয়ত একটী অনাচার করিয়া অদ্য তোমার ধর্ম্মমতে তুমি চতুর্দ্দশ পুরুষ সহিত নরকাগ্নিতে পড়িয়া গেলে; কিন্তু কল্য যদি তুমি একবার তুলসী গাছ ছোঁও, বা একবার ঈসা বা হরি নাম কর, তোমার সকল পাপ চলিয়া যাইবে। স্বর্গের দূত তোমাকে খৃষ্ট বা বিষ্ণু লোকে লইয়া যাইবে। পতন ও যেমন চক্ষের নিমিষে সাধিত হয়, উত্থানও তেমনি। তাই সময় সময় মনে হয়, ধর্ম্মরাজ্যে এ সকলের গূঢ় রহস্য কি। ভাবিয়া ভাবিয়া এবিষয়ে দুই একটী কথা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যাক্, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক কোন সংজ্ঞা হইতে পারে কি না। যদি পারে, তবে তাহার প্রতিকূলে কোন দোষ স্থাপন করা যাইতে পারে কিনা এবং অবশেষে সে দোষের পরিহার করিয়া, আমাদের সংজ্ঞা দোষলেশশূন্য মনে করা যাইতে পারে কিনা। ইহাই এ প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়।

পাঠকগণ সকলেই জানেন যে, এ সংসারে পাপের (তাহা যে পদার্থই হোক্ না কেন) তুলনায়ই পুণ্য শব্দ বোধগম্য হয়। পুণ্যের তুলনায় আবার পাপ বুঝা যায়। জগতে কেবল পুণ্য থাকিলে আমাদের পাপের ভাব আসিত না। তেমনি কেবল পাপ থাকিলে পুণ্য বলিয়া কোন পদার্থের আভাস থাকিত না। সুতরাং পাপ পুণ্য উভয়ই উভয়ের আপেক্ষিক (Relative)।

বেদান্তবাদী বলেন, পাপ পুণ্য উভয়ই আধ্যাসিক; আত্মজ্ঞানে এ উভয়েরই অন্ত হয়। তিনি গীতা প্রমাণ দেখাইয়া বলেন, "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং

ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" তাই বলিয়া তিনি পাপ পুণ্যের বিচার না করেন নাই। তিনি বলেন আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে ইহাদের আধ্যাসিক বন্ধনে থাকিতেই হইবে। তবে বেদান্তবাদী এ কথা বলিয়াছেন, পুণ্য পাপ যখন আপেক্ষিক তুলনা ভিন্ন বুঝা যায় না, তখন ইহার কোনটীকেই আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। উভয়ই অনাদি; কিন্তু সান্ত; আত্মজ্ঞানে ইহাদের নির্ম্মূলতা সাধিত হয়, তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "ন পুণ্যং ন পাপং" ইত্যাদি। আমাদের দেশীয় স্মৃতিতে, পুরাণ শাস্ত্রে এবং স্লেচ্ছাদি ধর্ম্মগ্রন্থে যে অনবছিন্নসুখস্থান স্বর্গের বর্ণনা বা অনবছিন্নদুঃখস্থান নরকাদির বর্ণনা আছে, বৈদান্তিক, তাহা যুক্তির ক্ষুরধারে শতধা কর্ত্তন করেন। তিনি বলেন, কেবল সুখের বা কেবল দুঃখের কল্পনাই হইতে পারে না। কারণ উভয়স্থলেই আপেক্ষিক তুলনার অভাব। বেদান্তমতে সেজন্য পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সুখদুঃখের সমষ্টি চির কাল একই আছে। দেশকালপাত্রভেদে তাহাদের অল্পাধিক স্ফুরণের পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র।

খৃষ্টানেরা বলেন,আদম ইভ প্রথমে মহাপবিত্র ছিলেন। সর্পরূপী সয়তান (মূর্ত্তিমান্ পাপ) তাহাদিগকে ছলনা করিয়া জগতে পাপ আনিল। সে অবধি জগতে পাপের প্রসার হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে,খৃষ্টানদিগের ঈশ্বর এবং সয়তান্ অনাদি কালহইতেই বর্ত্তমান আছেন। তবে আদম ঈভের বেলায় তাহাদিগকে কেবল পবিত্র বলিয়া বর্ণনাটা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বুঝা যাইতেছে না। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মমতে পাপ পুণ্যের দুই দেবতা (ঈশ্বর ও সয়তান বা ইব্‌লিশ) অনাদি কাল হইতেই ঘোর যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেবাসুর যুদ্ধও এই পাপপুণ্য যুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া কিনা,পাঠকগণ বিবেচনা করিতে পারেন। বুদ্ধজীবনে মারের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধও এই পাপ পুণ্যের প্রভুত্বমূলক যুদ্ধ কিনা বলিতে পারি না। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, সকল মতেই এই দুই প্রতিদ্বন্দী পাপপুণ্য অনাদিকাল হইতে সংগ্রামে অবতীর্ণ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি জীবেও এই ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, এ উভয়ই অনাদি।

গুরুমুখে একদিন শুনিয়াছিলাম, "পুণ্যং পরোপকারোত্তঃ পাপং চ পর—পীড়নং"। কথাটা একদিন একটু তলাইয়া ভাবিয়াছিলাম। পরের উপকার করিতে হইলেই স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হয়। নিজের ক্ষতি স্বীকার

করিতে হয়। আর পরকে পীড়া দিয়া নিজের স্বার্থ বাড়াইতে হয়। ইহাইত জগতের নিয়ম। সুতরাং সেদিন মনে হইল নিঃস্বার্থ কার্য্যই পুণ্য, স্বার্থপর কার্য্য মাত্রই পাপ। পরের জন্য ভাবিলে ক্রমে ক্রমে স্বার্থবিস্মৃতি ঘটে; অবশেষে দেহাত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। গীতামুখে নারায়ন এ তত্ত্বই বোধ হয় শিক্ষা দিয়াছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমি পরের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিব কেন? বেদান্তী উত্তরে বলিতেছেন,তাহা তোমারই উপকারের জন্য — নিজের মুক্তিসাধন জন্য; ক্ষুদ্র আমিত্বের বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য। উপযোগবাদী (Utilitarian) বলিবেন, সমাজস্থিত লোকের অন্যোন্য সহায়তা দ্বারা আপেক্ষিক সুখ সুবিধা লাভের জন্য। স্থূলকথা এই যে পরার্থসিদ্ধি দ্বারা তুমি তোমারই সুখ বাড়াইতেছ। তবে সে পরার্থব্রতকেই ত সুখ বা পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।তাহার বিপরীত ভাব বা স্বার্থতৎপরতাকেই পাপ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

গুরুমুখে আর একদিন শুনিলাম, "দুর্ব্বলতাই পাপ", পুরুষতাই পুণ্য"। সেদিন এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। যে দিনই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়, সেদিনই ত নানা প্রলোভনের নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া প'ড়তে উন্মুখ হই। শরীরের শক্তি কমিলে, আবার মনের শক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসে। সেই জন্য ভাবিলাম, শারীরিক দুর্ব্বলতাও প্রকারান্তরে পাপের পরিপোষক হৃদয়ের বল থাকিলে সহস্রফণ বাসনার নিকটেও সদর্পে দণ্ডায়মান থাকা যায়; পাপের প্রলোভনে আত্মরক্ষা করা যায়। দুর্ব্বলচিত্ত লোক কাম—ক্রোধাদি ব্যসনের লীলাভূমি। দুর্ব্বল লোক ব্যসনের বেগ ধারণে অক্ষম। এখানে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করা যাইতে পারে,—পুরাণোক্ত বাণ, বলি, রাবণাদি মহাশক্তিসম্পন্ন হইয়াও, ঈশ্বরযুদ্ধে পরাজিত নরকপাতিত মনস্তান ভীষণ অগ্নিজ্বালায় পীড়িত হইয়াও, তবে পাপী বলিয়া গণ্য হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যখন বাণ, বলি রাবণাদি ইহ জগতেই সর্ব্ব ভোগ করিয়াছেন, তখন তাহাদিগের ভোগাবস্থায় তাহাদিগকে পাপী বলা যাইবে কেন? ভোগাদিলাভও তপস্যালব্ধ পুণ্যেরই বিপরিণাম। মহাপুণ্যবলেই তাহারা সময় সময় দেবতাদিগের উপরেও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সময় ক্রমে তাহারা যখনই দুর্ব্বল ও শ্লথবিশ্বাসী হইলেন, তখনই তাহাদের পতন—তখনি তাহারা পাপী বলিয়া গণ্য হইলেন। নরকে পাতিত

হইবার পূর্ব্বে সয়তান কে, কে সয়তান বলিয়া জানিয়াছিল? ঈশ্বরযুদ্ধে পরাজিত হইবার পরই সে সয়তান আখ্যা পাইল। তখন অবধিই সে দুর্ব্বলতা ও ক্লীবতা, রাজ্যের রাজা হইল।

গুরুমুখে আর একদিন শুনিলাম, স্বাধীনতাই পুণ্য; অধীনতাই পাপ। তখন বুঝিলাম, ইহা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় পক্ষেই প্রযুজ্য হইতে পারে। যিনি মনদ্বারা কাম ক্রোধাদির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইহাদের অনধীন হইয়াছেন, তিনি পুণ্যবান বই কি? আর যিনি ইহাদের দ্বারা নির্জ্জিত হইয়াছেন, তিনিই পাপাচারের হস্তে কাষ্ঠপুত্তলিকা হইয়া পড়িয়াছেন। যিনি কোন বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী নন, তাঁহার ন্যায় সুখী আর এজগতে কে হইতে পারে? প্রতিপদে যিনি পরাধীন, তাহার আত্মস্বরূপ লাভের আর উপায় আছে কি? প্রতিপদে সে পাপী। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ব্যক্তিগত বা জাতিগত অধীনতাও কি পাপের ফল? অল্লাধিক পাপের ফল বই কি? পরাধীনে বাস করিলে স্বেচ্ছায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কি? তবে যে রাজা দেশ জয় করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, তাহার অধীনে অনেকটা সুবিধা আছে বটে, এই উপকার। নতুবা ধর্ম্ম বিষয়েও পরাধীন হইতে হয়; সুতরাং পাপের সীমান্ত দেশে পঁহুছিতে হয়। এই জন্যই দেখা যাইতেছে, কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে অধীনতাই পাপ; স্বাধীনতাই পুণ্য।

আর একদিন গুরুমুখে শুনা গেল "প্রেমই পুণ্য; দ্বেষই পাপ"। প্রেম অর্থ তখন বুঝিলাম, পরকে ভালবাসা; হেতু শূন্য প্রীতি করা। আর দ্বেষ অর্থে বুঝিলাম, পরকে ঘৃণা করা। বস্তুতঃ যিনি ক্রমেই প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, তিনিই পুণ্যবান্। পরকে ঘৃণা করিতে করিতে জীব অবশেষে সকলেরই ঘৃণ্য হইয়া উঠে; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়। পূর্ব্বপক্ষ এই যে, সংসারীজীবনে প্রেম দ্বেষ উভয় না হইলে চলে না; সম্পূর্ণ প্রেম বা সম্পূর্ণ দ্বেষ সম্ভবে না। উত্তরে আমি বলিব, তাই এ জগতে পূর্ণ পুণ্য বা পূর্ণ পাপও সম্ভবে না।

গুরুমুখে আর একদিন শুনা গেল "ঈশ্বরে বিশ্বাসই পুণ্য; সংশয়ই পাপ।" কথা শুনিয়া অমনি গীতার কথা মনে পড়িল, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। সংশয়িতচিত্ত লোক নিতান্ত চঞ্চল। নানা ভাব তরঙ্গে আন্দোলিত। পূর্ব্বপক্ষ হইল, বিশ্বাস করিব কেন? নৈসর্গিক নানাত্বের তরঙ্গে সংশয়িতচিত্ত হওয়া

স্বাভাবিক। উত্তর :—দৃষ্টতঃ নানাত্ব আছে বটে ; কিন্তু সেই নানাত্ব বিচারের ক্ষমতা যখন তোমার নাই, তখন তোমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিশ্বাসেই শান্তি পাইবে। শান্তিলাভই যদি পুণ্যের পরিচয় হয়, তবে বিশ্বাসে তাহা আছে; সংশয়ে নাই। অতএব বিশ্বাসই পুণ্য, সংশয়ই পাপ।

অবশেষে গুরুদেব একদিন বলিলেন, "একত্ব জ্ঞান লাভই পুণ্য, নানাত্ব-জ্ঞানই পাপ।" কথা শুনিয়া ভাবিলাম, নানাত্ব যখন স্বাভাবিক, তখন পাপও জীবের স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে ; গুরুদেব অমনি বলিলেন, তোমার ভ্রম— বুদ্ধিতে নানাত্ব আছে বলিয়া, তাহাই যে সত্য হইবে, কে বলিল ? জগতে নানাত্ব নাই। শ্রুতিতেও তাহার প্রতিহার আছে। নানাত্বে জীবের কষ্ট হয়, সুতরাং তাহা পাপের ফল বই কি? একত্বজ্ঞানে মন বিক্ষুব্ধ হয় না সুতরাং তাহাতে অক্ষয় সুখ আছে; তাহাই পুণ্য।

গুরুদেব বলিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক প্রেম, সেই স্বাধীনতা লাভ, সেই পুরুষকার এবং সেই নিঃস্বার্থ পরোপকার ভাব লাভ করাইবার জন্য, বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র বিভিন্ন উপায় (means) দেখাইয়া দিতেছে। সাধারণ লোক সেই সাধ্য (end) বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল সেই উপায় গুলির পাপ পুণ্য লইয়াই বিতণ্ডা করিয়া মরিতেছে। প্রত্যেক উপায়ই অল্পাধিক সহায়কারী ; তবে "সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ" ; সেই উপায় গুলি আবার যে অল্পাধিক দোষদুষ্ট হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেগুলি ধরিয়াই যখন পরাপুণ্য লাভ করিতে হইবে, তখন স্বীয়াস্বীয় ধর্ম্মানুশাসন অবহেলা না করিয়া, সেগুলিও যতদূর সাধ্য মানিয়া চলা উচিত। তাহাও আবার যুক্তি বিচারের অগ্নিতাপে শোধিত করিয়া লইবে। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে পাপপুণ্যের প্রহেলিকা আপনি মীমাংসিত হইয়া পড়িবে ইহাই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

দশ বৎসর পরে।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত লিখিত।] ["ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন" হইতে গৃহীত।

এক নববর্ষারম্ভদিবসের প্রাতঃকালে একটী দশ বৎসরের বালক এক বৃদ্ধ ভৃত্যের সঙ্গে ফ্রান্সস্থ 'প্লেনহেক' হইতে 'দিনানের' নিকটস্থ 'দোলমেন' পল্লী অভিমুখে গমন করিতেছিল। বালক চঞ্চলপদে অগ্রগামী; বৃদ্ধভৃত্য বহুদূরে পশ্চাতে ধীরে ধীরে অনুসরণ করিতেছিল। বালক প্লেনহেকের বিখ্যাত হারভিবংশীয়; নাম কুমার হারভি। বালকটী সুন্দর ও সরল। কুমার হারভির বড় বড় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় দেখিলেই তাহাকে সততার ও সারল্যের প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয়। কুমার আপামরসাধারণ সকলেরই প্রিয়।

দোলমেনের জমিদারগৃহিণী বালকের আত্মীয়। কুমার তাঁহাকে নববর্ষের সুখশান্তিজ্ঞাপনার্থ দোলমেনে আসিল। অনতিদূরেই সুধাধবলিত উচ্চ বৃহৎ প্রাসাদ দোলমে-ভূম্যধিকারীবর্গের মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। কুমার দ্রুতপদসঞ্চারে সেই প্রকাণ্ড সৌধ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জমিদারগৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইল। গৃহিণী বৃদ্ধা; একখানি বৃহৎ আরাম-কেদারায় স্বীয় দেহযষ্টি লুপ্ত করিয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ড ধিকি ধিকি আপনার জীবনের অস্তিত্ব লোপ করিতেছিল।

কুমারকে দেখিবামাত্র গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরস্পরে নববর্ষের বিশেষ সম্ভাষণ হইল। গৃহিণী কহিলেন, 'কুমার ঐ দেখ তোমার নববর্ষের উপহার সামগ্রী। মনোমত হইল কিনা পরীক্ষা কর।'

কয়েকখানি গল্পের বহি, কতকগুলি খেলানার সামগ্রী ও একটী বন্দুক সম্মুখস্থ টেবিলে শোভা পাইতেছিল। হারভি উপহার গুলি দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সারা দুইটী বৎসর ধরিয়া হারভি একটী বন্দুক পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। বন্দুকটী দেখিয়া তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মনে করিল শত্রুপক্ষীয় কাহাকে পাইলে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখে।

হারভি যে বংশ সম্ভূত, সে বংশের পুরুষ মাত্রেই যোদ্ধা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই রণক্ষেত্রে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার পিতামহ ক্রিমিয়ান যুদ্ধে সিবাস্তাপুল আক্রমণে নিহত হন। কুমার হারভি শৈশব হইতেই পৈতৃক কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিত।

সেইদিবস বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় পথে হারভি বন্দুকটী লইয়াই ব্যস্ত ছিল। অন্যান্য দ্রব্য গুলি বৃদ্ধ ভৃত্যের হস্তে দিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল। দোলমেন ত্যাগের পর প্লেনহেকের পথে প্রবেশ করিয়া কিছু দূর যাইবার পর কুমার হারভি দেখিল, তাহার সমবয়স্ক একটী বালক তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। বালকের পরিচ্ছদ অত্যন্ত সামান্য রকমের। তাহার পাতলা পাতলা ছোট গাল দুটি, আর সেই বিবর্ণ রুচি মুখখানি দেখিলেই দারিদ্র্যদুঃখের ভীষণ অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। তাহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন দুটির দৃষ্টি আপনার উপর পতিত দেখিয়া, কুমার দয়ার্দ্রচিত্তে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বালক, তুমি কি চাও?"

বালকটী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না এমন কিছুই নহে। আমি ওই বন্দুকটী দেখিতেছিলাম।"

হারভি। তোমার নাম কি?

বালক। আমার নাম তনিগী, আমি আপনাদিগের বাড়ীর নিকটেই থাকি। আপনি যখন পনী আরোহণে বেড়াইতে যান, তখন আমি আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু আপনি আমাকে দেখেন নাই।

হারভিকে এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুন্দরপ্রকৃতিবিশিষ্ট বোধ হওয়ায় বালক তনিগী সাহসে ভর করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। বন্দুকের ঘোড়াটিতে হাত দিয়া দেখিতে লাগিল।

হারভি স্বভাবসুলভ সারল্যের সহিত বলিল 'তনিগী, এটি আমার নববর্ষের উপহার'; 'আচ্ছা, তুমি কি কি উপহার পাইলে?' বালক উচ্চহাস্য করিয়া বলিল "আমায় উপহার দিবার লোক ইহ জগতে কেহই নাই, আমার পিতা মাতা উভয়েই পরলোক গত।"

হারভি বৃদ্ধ ভৃত্যের হস্তস্থিত অন্যান্য দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া কহিল "বালক, ঐ সকল উপহারের মধ্য হইতে যেটি ইচ্ছা হয় বাছিয়া লও।" তনিগী অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে ঐ সকল দ্রব্য একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি পুনরায় সেই মহামূল্য বন্দুকটির উপর পড়িল। সে মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, 'না, ওই সকল দ্রব্যে আমার কোনও আবশ্যক নাই; আমি কি ওই বন্দুকটি আর একবার ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পারি?'

হারভি তৎক্ষণাৎ সেই বন্দুকটি তনিগীর হস্তে প্রদান করিল। এইরূপে কিছু দূর যাইবার পর হারভি, তনিগীকে নিবিষ্টচিত্তে বন্দুকটির প্রতি আকৃষ্ট

দেখিয়া কহিল, "বালক, তোমার পিতামাতা বর্ত্তমান নাই। কিন্তু নববর্ষারম্ভে তোমায় কিছু উপহার দেয়, এমন লোক কি কেহই নাই ?"

বালক কাতর কণ্ঠে অতি কষ্টে একটি ক্ষুদ্র 'না' বলিয়া, আবার সেই বন্দুক লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

কুমার হারভি, কি জানি কেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর ভাব ধারণ করিল ; বোধ হইল, যেন তাহার মনের মধ্যে সহসা একটি তুমুল ঝড় উঠিয়াছে, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'তনিগী ! এই বন্দুকটি আমি তোমায় দিলাম ; আহা, তোমার পিতামাতা কেহই নাই !'

তনিগী একদৃষ্টে কুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। কুমারের উদার স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া সে আনন্দে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার বিবর্ণ কপোল-যুগল অরুণরাগরঞ্জিত হইল। তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। সে কি ভাষায় কুমার হারভিকে ধন্যবাদ দিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কুমার হারভি এক্ষণে কলেজে অধ্যয়ন করেন। অবকাশ কালে প্রেনহেকে আসিয়া তনিগীকে দেখিয়া যান। প্রেন-হেক জমিদারীভুক্ত একটি গোলাবাড়ীতে তনিগী কর্ম্ম করিত।

এক দিবস তনিগী হারভিকে কহিল, "কুমার ! বন্দুকটী সর্ব্বক্ষণই আমার নিকটে থাকে ; উহাই আমার বাল্যকালের একমাত্র প্রিয় বস্তু ও আনন্দ-নিদর্শন। যদ্যপি এমন দিন আইসে, যখন আপনার কোনও বন্দুকের প্রয়ো-জন হইবে, আশা করি আপনি অধীনকে স্মরণ করিবেন।" এই কয়েকটি কথা তনিগী অর্দ্ধবিকম্পিত স্বরে এমন ভাবে কহিল, যে কুমারের তাহা অহ-ঙ্কারসূচক বলিয়া বোধ হইল না। উহা তাহার প্রাণের আবেগময়ী ভাষা, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল।

অষ্টাদশ বর্ষে কুমার হারভি সেণ্টসীরের সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বাল্যাবধি তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত পথের অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। দুই বৎসর অন্তে '৭০ খৃষ্টাব্দের সেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুমার হারভি সেণ্টসীর বিদ্যালয়স্থ কয়েকজন বন্ধুর সহিত ঐ যুদ্ধে এক সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বয়ং এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তনিগী আবেদন করিয়া, কুমারের অধীনস্থ সৈন্য-দলে প্রবিষ্ট হইল। অত্যল্প দিবসের মধ্যেই এই দরিদ্র কৃষক যুবক অসমা

বীরের আসন গ্রহণ করিল। তাহাদের সেনাদল উত্তরস্থ সৈন্য বিভাগের অধীন ও ফেডার্ভ নামক সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালিত। আমাদের পরিচিত বন্ধু-দ্বয় প্রত্যেক যুদ্ধের অন্তে একবার পরস্পরে মিলিত হইত।

অধ্যক্ষ ফেডার্ভ অত্যন্ত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও শত্রুর আক্রমণ নিবা-রণে কৃতকার্য্য হইলেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বরে 'পণ্টনইসেসের' যুদ্ধে তনিগী অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইল। কুমার হারভিও অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখাইয়া কাপ্তেনের পদে উন্নীত হইলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নববর্ষারম্ভ দিবসে তাঁহারা 'আরাসের' নিকটে শিবির মধ্যে পূর্ব্বদিবসের ক্লান্তি দূর করিতেছিলেন।

তনিগী বলিল, 'কাপ্তেন, আজ হইতে দশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি আমায় একটি বন্দুক প্রদান করিয়াছিলেন, মনে আছে কি?' কুমার আপনার বাল্যকালের বন্দুক পাইবার আগ্রহের বিষয় স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, 'হাঁ, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ রূপে জাগরূক আছে।''

তিন দিবস পরে 'বাপমের' যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কালে, যখন যুদ্ধ প্রায় বন্ধ হয় হয়, তনিগী কাপ্তেনের অনুসন্ধানে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। তনিগী দেখিল, কাপ্তেন হারভি স্বীয় সদ্যোহত অশ্বের নিম্ন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চাতে একজন প্রাসিয়ান্ সেনা কুমারের উদ্দেশে স্বীয় বর্ষা উত্তোলন করিয়া অগ্রসর হইয়েছে। চারিদিকে মহা-কোলাহল। কুমার সবে মাত্র দাঁড়াইয়াছেন, সম্মুখে প্রাসিয়ান সেনা উত্তোলিতবর্ষাহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান। সহসা কোথা হইতে কে একজন তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া সেই প্রাসিয়ানকে তরবারির আঘাতে নিপাতিত করিল। সে আর কেহই নহে—আমাদের সুপরিচিত অদম্যবীর কৃতজ্ঞ তনিগী। তনিগী কাপ্তেন হারভির সেই আসন্ন বিপদ অবলোকন করিবামাত্র শত শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক, শত শত হত আহতকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া, কুমারের প্রাণরক্ষার জন্য উন্মত্তের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তনিগী সেই হত প্রাসিয়ানের নিকট হইতে তাহার বন্দুক গ্রহণ করিয়া, কুমারকে উপহার দিবার মানসে কহিল, 'কুমার! একদিন আপনি আমাকে একটি বন্দুক দান করিয়াছিলেন। অনুমতি করুন, অদ্য এই বন্দুক আপনাকে অর্পণ করিয়া কর্ত্তব্য-ঋণ হইতে মুক্ত হই।'

হরি! হরি! তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে, যখন সবে মাত্র বন্দুকটি

হারভির হস্তে প্রদান করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইয়াছে, হতভাগ্য তনিগী পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়া গেল। কোথা হইতে একটি গুলি আসিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল। কুমার বাষ্পাকুলিত লোচনে সেই বন্দুকটী—তাঁহার প্রাণরক্ষক সেই চিরকৃতজ্ঞবন্ধু প্রদত্ত রক্তস্নাত বন্দুকটী—সাদরে গ্রহণ করিলেন। সহসা, কি জানি কেন, স্বপ্নের মত অতীতের ছায়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। কুমার দেখিলেন—সেই দোলমেনের প্রশস্ত পথ—যথায় তিনি এক কৃষক বালককে তাঁহার উপহার বন্দুক দান করিয়াছিলেন।

পাঠক! তনিগীকে—সেই কর্ম্মবীর সেই অদম্য অধ্যবসায়শীল কর্ম্মযোগী সেই পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কৃতজ্ঞতাপরায়ণ তনিগীকে, কি একবার অনুসন্ধান করিবে না? ঐ দেখ বহু উচ্চে, যথায় মানবের চর্ম্মচক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি পঁহুছিতে প্রায় অক্ষম, ঐ সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পার্শ্বে মাল্যচন্দনচর্চ্চিত হইয়া তনিগী, বন্ধু কুমার হারভির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। থাক দেব, থাক তনিগী! অনন্ত ধামে বসিয়া অনন্ত আনন্দ উপভোগ কর। এ মরজগতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা, তোমার মহনীয় আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তোমার প্রদর্শিত মহাপথের উদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য সারাটী জীবন ধরিয়া যত্ন করিতে থাকি,—দেখি, যদি একপদও অগ্রসর হইতে পারি।

রামকৃষ্ণ মিশন।

১। মাদ্রাজ মহোৎসব।

পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র আমরা মাদ্রাজ হইতে পাইয়াছি:—

"এখানে সুচারুরূপে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পূজা ও মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত বার প্রায় ১৪। ১৫ মণ চাউল ও সামান্য টাকা একত্রিত হইয়াছিল। এবার উৎসবের জন্য প্রায় ৪০ মণ চাউল ও নগদ দুই শত টাকার উপর সংগ্রহ হইয়াছিল। সাহায্য প্রদানকারী মহাশয়দিগের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। Coconade এর জমিদার প্রায় ৬ মণ চাউল দিয়াছেন (ইনি পরমহংস দেবের জীবনী ও উক্তি, Telegu ভাষায়

অনুবাদ করিতেছেন)। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের Justice সুব্রহ্মণ্য আয়র, নগদ ৩০৲ টাকা দিয়াছেন। মহোৎসব সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যের সমস্ত ভার "মুন্নথ্ স্বামী নাইডু" নামক এক সুদক্ষ লোকের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ইনি কার্য্য বশতঃ প্রায় ৩ দিন অন্ন গ্রহণ করিতে অবসর পান নাই। একরাত্রি একেবারেই নিদ্রা যান নাই ও কেবল খাটিয়াছিলেন। এদেশে মেঠাই প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য গ্রহণের প্রথা নাই। নারিকেলের নাড়ু করা হইয়াছিল ও রাশীকৃত ফল আনয়ন করা হইয়াছিল। অপর দিকে ৪০০ শত লোকের অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। সে দিন আফিস থাকাতে মধ্যাহ্নে খুব লোক হয় নাই। অতি সামান্য লোকই প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিলেন। ৪টার পর দলে দলে লোক আসিয়াছিল। রাত্রিতে সকলেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়াও সকলকে ঠিক সমানভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিথি-পূজার দিন ৩০০ লোকের উপর প্রসাদ পাইয়াছিলেন, রাত্রিতে খুব হোম হইয়াছিল। উৎসবের দিনও ২০০ শত ভদ্র লোক প্রসাদ পাইয়াছিলেন ও প্রায় ৫০০০ হাজার গরিবলোক সন্তুষ্ট চিত্তে ভোজন করিয়াছিল। উপর তালায় এক বিস্তীর্ণ ঘরে ভগবানের সমাধিস্থ সৌম্যমূর্ত্তি অতি সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সে ঘরে প্রায় ৫০০ শত লোক ধরে। রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী, পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানকরেন। সভাপতি—এখানকার হাই কোর্টের উকিল—কৃষ্ণস্বামী আয়র মহাশয় ভগবান রামকৃষ্ণ ও তাঁহার মিশন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মভাব ভারতবর্ষে আবার জাগিয়া উঠিতেছে।

২। নিউইয়র্ক সংবাদ।

গত অক্টোবর মাস হইতে, নিউইয়র্কস্থ 'বেদান্ত সভা'র একটী স্থায়ী গৃহ হইয়াছে। ইহাতে শতাধিক লোকের স্থান হইতে পারে। একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারিণী সমুদয় কার্য্য তত্ত্বাবধারণ করেন। ১৫ই অক্টোবর ইহা সাধারণের জন্য খোলা হয়। স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। ২২শে অক্টোবর হইতে ইহার নিয়মিত বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে বক্তৃতার নাম ও তারিখ দেওয়া গেল। বক্তা,—স্বামী অভেদানন্দ।

১৮৯৯——২২শে অক্টোবর— দর্শন ও ধর্ম্ম।
,, ২৯শে ,, জাগতিক ক্রমবিকাশ ও উহার উদ্দেশ্য।
,, ৫ই নবেম্বর আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ।
,, ১২ই ,, ভগবানে মাতৃভাব নিত্য।
,, ১৯শে ,, শুভাশুভতত্ত্ব।
,, ২৬শে ,, জীবন্মুক্তির উপায়।
,, ৩রা ডিসেম্বর মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না?
,, ১০ই ,, বংশানুক্রমবর্ত্তিতা ও পুনর্জ্জন্মবাদ।
,, ১৭ই ,, ব্রহ্মানুভূতি লাভ।
,, ২৪শে ,, কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট উপাসনা।
১৯০০——৭ই জানুয়ারি—বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম।
,, ১৪ই ,, যোগ কি? উহার সীমা ও অভ্যাস।
,, ২১শে ,, প্রাণায়ামতত্ত্ব।
,, ২৮শে ,, আত্মসংযমের উপায়।
,, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আধ্যাত্মিক জীবনে একাগ্রতা ও ধ্যানের ফল।
,, ১১ই ,, পাপী কিরূপে মুক্তি লাভ করে।
,, ১৮ই ,, যীশুর ধর্ম্ম ও বেদান্তের নীতি।
,, ২৫শে ,, ক্রমবিকাশবাদ ও অমরত্ব।
,, ৪ঠা মার্চ্চ প্রাচীন ভারতে 'শব্দ'ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতনয় ও ক্রুশ।
,, ১১ই ,, আমাদের অদৃষ্টের স্বজনকর্ত্তা কে?
,, ১৮ই ,, ঈশ্বর কি আমাদের প্রার্থনা শুনেন?
,, ২৫শে ,, ভগবৎপ্রেম ও মুক্তি।
,, ১লা এপ্রেল কোন মহাপুরুষের জীবনী।

স্বামী বিবেকানন্দ ৮ই নবেম্বর নিউইয়র্কে আগমন করেন। তিনি সেই দিন বেদান্তসভার নিয়মিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া অনেক নবাগত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন। ১০ই তাঁহাকে সাধারণে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। একপক্ষ এখানে থাকিয়া ২২শে তিনি চিকাগোয় গমন করেন। তথায় এক সপ্তাহ থাকিয়া ক্যালিফর্ণিয়ায় গিয়াছেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মণ্টক্লেয়ার নামক স্থানে থাকেন। ইহা নিউইয়র্ক হইতে একঘণ্টার পথ। তিনি হিতোপদেশ ও অন্যান্য ভারতীয় পুস্তক হইতে ছেলেদিগকে নীতি শিক্ষা দেন।

৩। মুর্শিদাবাদ জেলা অন্তঃপাতী ভাবদা গ্রামস্থ

অনাথ-আশ্রম।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রেরিত।)

আমি প্রায় এক মাস, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিষ্ঠিত অনাথআশ্রমে আছি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময়, বহরমপুরের অদূরবর্ত্তী মাহুলা গ্রামে ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রদিগকে অন্নবিতরণে রত উক্ত স্বামীর, একটী অনাথআশ্রম স্থাপনের প্রথম ইচ্ছা হয়। তৎকালীন মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ই. ভি. লেভিঞ্জ এবং তৎপরবর্ত্তী কালেক্টর ডব্লিউ. ইজার্টন, স্বামীজির অধ্যবসায় এই মহদুদ্দেশ্যের ভবিষৎসিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া স্বামীজিকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করেন। ১৮৯৭ আগষ্ট মাসে, দুইটী অনাথ বালক লইয়া আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হয়। এক্ষণে বালকদিগের সংখ্যা দ্বাদশ। ইহাদের মধ্যে ভাগলপুরের কালেক্টর জে. জি. কামিং একটী, এবং মুর্শিদাবাদের কালেক্টর জে. আর. ব্ল্যাক্উড্ দুইটীকে পাঠান। এইরূপ, স্থানীয় রাজপুরুষ ও স্বদেশীয়দিগেরও আশ্রমের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি।

আশ্রমের প্রথম আরম্ভ মাহুলা গ্রামে। ১৮৯৯ এর প্রারম্ভে বহরমপুরের আট মাইল দক্ষিণে সারগাছিতে আশ্রম স্থানান্তরিত হইয়াছে। জমিদার শ্রীমতী মধুসুন্দরী রমণী আশ্রমের জন্য তাঁহার কাছারিবাড়ির এক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথ বালকেরা এক্ষণে সেই খানে রহিয়াছে। আশ্রমের বাড়ির জন্য, বিঘা প্রতি চারি আনা নামমাত্র বার্ষিক খাজনা হিসাবে তিন বিঘা পোনেরকাঠা জমি দিয়া ইনি নিজের উদার অন্তঃকরণের ও স্বদেশ বাৎসল্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

ক্ষুধিতকে অন্নদান ও অনাশ্রিতকে আশ্রয়দান আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জীবনোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা, এবং ছেলেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, এক কথায়—"মানুষ করা", যাহাতে তাহারা নিজের জীবন অত্যুচ্চ আদর্শে গঠিত করিয়া সেই আদর্শ বলে পতিত ভারতের অভ্যুত্থানের দ্বার মুক্ত করিতে পারে। এক একটী আত্মা অনন্তশক্তির আধার; উপযুক্ত আচার্য্যের হাতে সে শক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।

এই আড়াই বছরের মধ্যে বালকদিগের চরিত্র পরিবর্ত্তন দেখিলে অবাক্

হইতে হয়। একদিকে স্বামীজির অতুল স্নেহ, অক্ষুণ্ণ উ
তদেকাশ্রয় অনাথ বালকের প্রীতি, সচ্চরিত্র, কার্য্যক্ষমতা;
কাছে ভালবাসার স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। সে দিন দুইটী
য়াছে। স্বামীজি উঁহাদিগকে গরম জল ও সাবান দিয়
"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—" মন্ত্র উচ্চার
অতীব সুন্দর ও আশাপ্রদ দেখিবার জিনিস।

ছেলেদিগকে এখন কাপড় বোনা, জামা সেলাই
রেশম-বিজ্ঞান এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলা পড়া, লেখা,
হয়। ইহার জন্য একজন তাঁতি, একজন দর্জ্জি, একজন
বাঙ্গলা পণ্ডিত মাহিনা দিয়া রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত রবিব
সকালে, তাঁতি কি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবারে, ছুতোর বুধ ও
দর্জ্জি রবিবারের সকালে আশ্রমে আসিয়া ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দেন।
সোম ও শুক্রবারে বেঙ্গল-রেশম-সমিতি দ্বারা নিযুক্ত একজন দক্ষ শিক্ষক
রেশম-বিজ্ঞান শিখাইয়া যান। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজি নিজে অথবা
উপস্থিত তাঁহার কোন সন্ন্যাসী ভ্রাতা ইংরাজী পড়ান।

আশ্রমে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, হিন্দু, মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের অনাথ বালকদিগকে স্থান দেওয়া হইবে। যে সম্প্রদায় হইতে আনীত, যাহাতে সেই সম্প্রদায়ের অনুমোদিত রূপে বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, ধর্ম্মোপদেশ কালে স্বামীজি সে বিষয়ে সাতিশয় সাবধান, ও যত্ন করেন। বর্ত্তমান বারটী ছেলের মধ্যে দুইটী মুসলমান। এক ঘরে হিন্দু বালকদের—"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়", এই সুমিষ্ট, ভক্তিপূর্ণ, সমস্বর প্রার্থনা; পাশের ঘরে মুসলমান বালকদ্বয়ের উচ্চস্বরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লা" আজান, শুনিলে আশা হয়, বুঝি ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিভিন্নপ্রতীয়মান প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস সমূহের বিদ্বেষশূন্য ভাবে একত্র অবস্থান শীঘ্রই স্বপ্নরাজ্যের অলীকতা হইতে কার্য্যক্ষেত্রের সত্যে পরিণত হইবে।

আজ কাল, আশ্রমের খরচ কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির মাসিক চাঁদা ও মধ্যে মধ্যে এককালীন দান হইতে চলিতেছে। ইঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আশ্রমের আপাততঃ অভাব প্রথমতঃ—একটী বাড়ি, অনুমান দশহাজার টাকার; দ্বিতীয়তঃ—আশ্রমটীকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার জন্য, ছেলে-

,শিক্ষা প্রভৃতি যাহাতে সুশৃঙ্খল চলিতে পারে, তদুপযোগী অর্থ।
শ্রমের মহান্ অভিপ্রায়ের বিস্তারের সঙ্গে, ইহার অভাবও

অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলগুলির সমকক্ষ, এই দরিদ্র,
মধ্যে স্ফুরণ, ও কালে মানুষ হইলে, তাহাদের দ্বারা
শিক্ষাহীন সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ঐ সমস্ত ভাবের
ব লইয়া কাজ করা ও করান,—ইহা স্বামীজির এ
বাদী, চিরকাল দ্বৈতরহিত ভূমানন্দপ্রয়াসী সন্ন্যাসীর
ফেলিয়া এরূপে গৃহস্থের ন্যায়, ছেলে পিলে নিয়ে, আবার
কতদূর স্বার্থত্যাগ, তা সন্ন্যাসী আমরা বুঝিতে পারি। বুকের
র ঘাম পায় ফেলিয়া, অখণ্ডানন্দ স্বামী আশ্রমটী খাড়া করি-
কলকেই বলি, আপনাদের কাঙ্গাল সন্তানের জন্য, আপনাদেরই এরা
আপনাদের দেশের মঙ্গলের জন্য। সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া
রক্তমাংস, ...ক উন্নতি অসম্ভব। আশ্রমের শৈশব জীবন এই খানেই
আশ্রমের আয় আ... ...দের সকলের শারীরিক, আর্থিক, যে রূপে যিনি
শেষ হইবে, অথবা আপন... ...র বৃদ্ধি পাইবে, এখন, তাহা আপনাদেরই
পারেন, সাহায্যের দ্বারা। উত্তরোত্ত... সাধ্য করিয়াছেন ও করিতে
উপর নির্ভর। সম্বলহীন একজন ভিক্ষুক যথ...
প্রস্তুত ; চিন্তাশীল, সহৃদয় সকলের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণ ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন। চাঁদা বা এককালীন দান অতিকৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা, স্বামী অখণ্ডানন্দ, অনাথাশ্রম, ভাবদা পোঃ আঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

৪। ঘোগা-বন্যা।

অল্পদিন হইল, ভাগলপুর জেলায় ঘোগা নামক স্থানে ভ অনেক গ্রামের অনেক জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে। ১৫ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম হইতে তথা করেন। ৩০সে ডিসেম্বর তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল:—ইনি প্রথমে ঘোগার নামক গ্রামবাসীর অবস্থা পরিদর্শন করিয়া, তথা হইতে ৯ সোন্‌হৌলা ও ভুরিগ্রা নামক গ্রামে গিয়া ভাগলপুরের ম ষ্টর কমিং সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার অনুমতি ঘোগায় আসিয়া ২রা নবেম্বর হইতে বিপন্ন গ্রামসমূহের পরিদর্শ করিলেন। মধ্যে কয়েকদিন ভাগলপুরে ছিলেন। সেই সময়ে ইহাঁর উ অবগত হইয়া স্থানীয় জমিদারবর্গ ও সরকারী কাছারির কর্ম্মচারীগণ বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ঘোগায় অনেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ বণিক্ আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিপন্নগণের প্রতি তাঁহাদের কিছুমাত্র দয়া নাই; তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন।

২রা নবেম্বর ঘোগার অত্যল্পদূরে কুশা নামক গ্রামে গিয়া দেখিলেন, গ্রামখানি ভাসিয়া গিয়াছে; কেবল ৮ ঘর কৃষক রহিয়াছে, তাহারা কুটীর বাঁধিয়া কোনরূপে গ্রামখানির অস্তিত্বরক্ষা করিয়াছে। এ গ্রাম হইতে ৮টী নরনারী, ১২টী গবাদি পশু এবং ৪০০ মন শস্যাদি ভাসিয়া গিয়াছে। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত ৮টী কৃষকই উপার্জ্জনক্ষম। তথা হইতে পক্কিসরাই নামক গ্রামে গিয়া দেখিলেন, তথায় কলেরার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। অল্পদিনের মধ্যেই ১৩৷১৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত। জলপ্লাবনে এ গ্রামের কিছু অনিষ্ট হয় নাই; কিন্তু অধিকাংশ গৃহ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছিল; অধিবাসীগণ অতি দরিদ্র। স্বামী অখণ্ডানন্দ এই মহাবিপদের সময় সেখানে কোন ডাক্তার বৈদ্যেরও চিহ্ন দেখিলেন না। যাহা হউক, তিনি নিজে যত দূর পারেন, করিলেন এবং ক্রমশঃ কমিং মহোদয়ের যত্নে একটী ডাক্তারের ও কিছু ঔষধের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল কলেরারোগগ্রস্ত ব্যক্তির একাধিক বস্ত্র নাই দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি নূতন বস্ত্র দিলেন। দিবারাত্র সেবা করিতে করিতে, ইনি বিশেষভাবে গে

সেবা করিতেছিলেন, সকলেই আরোগ্য লাভ করিল।
বই ইহাঁকে আর একটী কলেরারোগীর সেবা করিতে হয় ;
ারা, স্বামীজির প্রাণপণ সেবা সত্ত্বেও কালকবলে পতিত
ই ব্যক্তির অনাথ পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন।
এই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেরুয়া নদীর তীরে এক
প্রপীড়িত গ্রামের অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।
৩ই পর্য্যন্ত পক্কিনরাইয়ে কেবল কলেরা রোগাক্রান্ত
করিতে হইয়াছিল। তথা হইতে বাহির হইয়া ৩০।৩২টী
ামের দুরবস্থা দর্শন করিয়া ঐ সকল গ্রামের অত্যন্ত দুরবস্থ
অন্ন চাউল ও অর্থসাহায্য করিলেন। কলেরা রোগাক্রান্ত
ৃহ নির্দ্দোষ করিবার জন্য গন্ধক ও ধুনার ধূম দিতেন এবং গ্রামবাসী
কই কর্পূরাদি দিয়া, তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া জল নির্দ্দোষ
করিয়া খাইতে শিখাইতেন। এই উপায়ে ইনি একখানি চামারের গ্রামকে
রোগমুক্ত করিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ দেখিলেন, এই সকল গ্রামের অন্নাভাব ততদূর নহে, যতদূর পরিধেয়ের অভাব। সুতরাং ইনি বিশেষ যত্নের সহিত বস্ত্র বিতরণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। কনিং সাহেব এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক নানা-প্রকারে স্বামীজির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি ৫৪০ খানি নূতন বস্ত্র ও ১২॥০ মণ চিড়ে ও ৪॥০ মণ গুড়দ্বারা ৮০০ ব্যক্তির জলযোগ করাইয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মা স্বামী অখণ্ডানন্দের এই সাধু কার্য্যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামপ্রকাশ করিবার উদ্বোধন পত্রে স্থানাভাব ; 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'তে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে এবং সদাশয় কনিং বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

৫। রাজপুতানা-অনাথালয়।

(কিসেনগড়)

রামকৃষ্ণমিশনসংক্রান্ত উক্ত অনাথালয়ের অধ্যক্ষ —আমাদিগকে এই পত্র লিখিয়াছেন :—

কিছু দিবস হইল রাজপুতনার 'Famine commissioner' এই অনাথালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এত ছেন যে, অত্রস্থ ছোট ছোট অনাথ বালক বালিকাদের জন্য নানা রকমের খেলনা পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "আপনারা পুতানার মধ্যে যেখানে যেখানে আরও অনাথালয় খুলিতে চাহিবেন, সে খানেই খুলিতে পারিবেন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব"।

অত্রস্থ দেওয়ান শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর লাল অনাথালয়ের অনেক সাহায্য করিতেছেন ও করিবেন বলিয়াছেন। এত লোকের রান্না করিবার সমস্ত জিনিষ পত্র তিনি সরকার হইতে দিতেছেন ও বিনামূল্যে সমস্ত কাষ্ঠ দিতেছেন এবং অত্রস্থ বালকদিগকে কার্য্যশিক্ষা দিবার জন্য স্থানীয় Cotton mills এবং Carpet factory তে পাঠাইতেছেন। ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অনাথগণ মাসিক বেতন পাইবে।

নিম্নলিখিত চাঁদাস্বরূপ ৮৬৲ টাকা 'ভারতী'র সম্পাদক মহাশয় কয়েকদিবস হইল আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

(১)	বাবু নিত্যানন্দ রায়, বাসেরা	১০৲
(২)	,, নিত্যরঞ্জন মিত্র, ষ্টুডেণ্ট সংস্কৃত কলেজ	৫৲
(৩)	,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা	২০৲
(৪)	,, লোকেন্দ্র নাথ পালিত, যশোহর	২৫৲
(৫)	জনৈক ডাক্তার কলিকাতা	৫৲
(৬)	জনৈক মহিলা ঐ	১০৲
(৭)	জনৈক বন্ধু ঐ	১৲
(৮)	B. N. Chatterjee, Secy. P. W. D. Club sylhet.	১০৲

ত মহাশয়গণ অনাথদিগের জন্য আমার নিকটে অর্থসাহায্য
:—

যুক্ত মধুসূদন ঘোষ, দিনাজপুর ২৫৲
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ভবানিপুর, কলিকাতা ৫৲
রাম নাথ রত্ন, চাঁদপুরা, রাজপুতানা ২৲

৮৫ জন অনাথ বালকবালিকা আছে এবং প্রতিদিনই পাইতেছে। উপরোক্ত অনাথদিগের মধ্যে ২০ জন তিদিন কার্য্য করিতে যাইতেছে এবং ৫ জন স্থানীয় ছে।

(স্বাক্ষর) কল্যাণানন্দ।

মী কল্যাণানন্দকে সাহায্য করিতে বেলুড় মঠ হইতে, স্বামী নির্ম্মলানন্দ স্বামী আত্মানন্দ উক্ত অনাথাশ্রমে সম্প্রতি যাত্রা করিয়াছেন।

৬। প্লেগ-নিবারণ কার্য্য।

সাধারণে রামকৃষ্ণমিশনের গত বৎসরের প্লেগকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন। বিদুষী সিষ্টার নিবেদিতার (মিস্ নোবল্) তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য যেরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তিনি গত জুন মাসে লণ্ডন চলিয়া গেলে এই কার্য্য কিছুদিন বন্ধ থাকে। কিন্তু এ বৎসর কলিকাতায় প্লেগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, রামকৃষ্ণমিশনের অধ্যক্ষগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া স্বামী সদানন্দকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। স্বামী সদানন্দ এ বৎসরে কার্য্য আরম্ভ করিয়া, এপ্রেল মাসের প্রথমার্দ্ধে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রথমতঃ, এই প্লেগকার্য্যের প্রণালী কিরূপ, তাহা সাধারণের জানা আবশ্যক। কলিকাতার বস্তিগুলি অতিশয় অপরিষ্কার। বস্তি অর্থে কতকগুলি কুটীর

সমষ্টি। এই কুটীরগুলি এরূপ ঘনসন্নিবদ্ধ যে এখানে আলোক বা ব
সম্ভাবনা খুব কম। ড্রেণগুলি সাধারণতঃ অতি অপরিষ্কার; আর
গরিব লোকের বাস। মিস নোবল্ এই সমস্ত বস্তি পরিষ্কার
সঙ্কল্প হইলেন। কতকগুলি ইউরোপীয় ও দেশীয় বন্ধু এবিষ
করিলেন। হেলথ অফিসার ও চেয়ারম্যান উভয়ে এই পরিষ্কা
করিয়া গেলেন এবং অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে চ

এ বৎসর স্বামী সদানন্দের তত্ত্বাবধানে এবং আদেশানু
ধাঙ্গড়, একজন ভিস্তি, ৩ জন কুলি এবং ৬ জন মেথর
তাহাদের উপরে একজন মেট (সর্দ্দার) আছে।

কার্য্যপ্রণালী:—অস্বাস্থ্যকর বস্তির কুটীর সকলের পরিষ্কার ও
বিনামূল্যে করা হয়। পাকাবাড়ীও পরিষ্কার ও শোধন করিয়া দে
—কিন্তু গৃহস্বামীর বিশেষ অনুরোধে। যখন কোন বস্তিতে কার্য্য আ
হয়, তখন দুই জন ছোকরা ধাঙ্গড় ড্রেনের ভিতর নামিয়া তাহা পরিষ্কার করে।
রাস্তার উপরের ড্রেনও পরিষ্কার করে ধুইয়া ফেলা এবং শোধনদ্রব্য দিয়া
শোধন করা হয়। ফাঁকা জায়গা গুলি ঝাঁট দিয়া সমুদয় ময়লা রাস্তার এক
ধারে জড় করা হয়—তার পর ময়লার গাড়ীওয়ালা তাহা তুলিয়া লইয়া যায়।
বাড়ীর ভিতর ঝাঁট ও পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। পায়খানা ও ড্রেন
পরিষ্কার করিয়া শোধন ও ধৌত করা হয়। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের গাড়ী
দিয়া ময়লা উঠান কঠিন হয় নাই, কিন্তু যদি কার্য্যের ক্ষেত্র বর্দ্ধিত হয়, তাহা
হইলে বোধ হয়, দু একখানি নিজেদের গাড়ী রাখিতে হইবে।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ওয়ার্ড নং একের প্লেগপ্রপীড়িত বস্তি
আরম্ভ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ওয়ার্ড নং একের ৪, ৭, ১৯ ও ৩৬
এবং ৩নং ওয়ার্ডের ১৩ ও ১৪ ব্লক এবং ২নং ওয়ার্ডের ১৪ ব্লক পরিষ্কার ও
শোধন করা হইয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ৪ গাড়ি ড্রেনের ময়লা ও অন্যান্য
স্থানের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা হইয়াছে। তৎসওয়ায় ১নং ওয়ার্ডের ১৯ ও
৩৬ ব্লকের সত্ত্বাধিকারীগণের অনুরোধে কুড়িটীর উপর পাকাবাড়ীর শোধন ও
পরিষ্কার কার্য্য করা হইয়াছে। এই বাড়ীগুলির ভিতর ও বাহির উভয়ই ভয়ানক অপরিষ্কার ছিল। রাশীকৃত জঞ্জাল ছিল—যাহা কয়েক মাস ধরিয়া সাফ
করা হয় নাই। ঐ ওয়ার্ডগুলির স্যানিটরি ইন্‌স্পেক্টরগণ এবং ডিভিসানাল
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেকবার এই পরিষ্কার-কার্য্য দেখিয়া গিয়াছেন।

অভাবে মেথর প্রভৃতির সংখ্যা বাড়াইতে পারা অথবা আরও
াণে সংশোধক দ্রব্য কিনিতে পারা যাইতেছে না। বটকৃষ্ণ পাল
নুগ্রহ করিয়া পারক্লোরাইড অফ-মার্কারি এবং ফেনাইল দিয়া
ী সাহায্য করিয়াছেন।

পানীর নিকট প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা সংক্রামকতানিবারক
ত মূল্যে দিতে স্বীকার পাইয়াছেন। কিন্তু মিশনের প্লেগ-
ঃস্থা এত মন্দ যে, তাঁহারা ঐ সামান্য অর্থও যোগাইতে
হৃদয় জনগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন নিজ নিজ
া করিয়া প্লেগ কমিটিকে আরও সুচারুরূপে কার্য্য করিতে
াদি স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেন্ট বেলুড়মঠ, ডিষ্ট্রীক্ট হাওড়া,
াঠাইবেন।

মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রম।

(সংবাদ)

ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কমিং সাহেব, স্বামী অখণ্ডানন্দের মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে ৫০ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভাগলপুরের জলপ্লাবিত গ্রাম সমূহে স্বামী অখণ্ডানন্দের পরোপকার-ব্রত এবং নিঃস্বার্থ উদ্যম দেখিয়া কমিং সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

বেলডাঙ্গা প্রভৃতি নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে অনাথাশ্রমের জন্য ৬০ মন
' সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের মুসলমান সমাজে অখণ্ডানন্দ
াস্থ্য এবং গ্রাম সংস্কার" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায়
উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয় মুসলমান জমিদার সভাপতির আসন
ণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি সুন্দর সারগর্ভ হওয়ায় পুনরায় বক্তৃতা দিতে স্বামিজী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনাথালয়ে দুইটি ১০ বৎসর বয়স্ক মুসলমান বালক প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ দুইটি বালক পূর্ব্বে রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর নিবাসী ছিল। স্বামিজী তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমে স্থান দিয়াছেন।

বাঙ্গালা রেসম সমিতির (Bengal silk committee) সেক্রেটরি ষ্ট্যাক সাহেব বিগত ১৫ই জানুয়ারি অনাথালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন এবং তথাকার কার্য্য কলাপ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঘটত্ব প্রভৃতি জাতি বিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুর গ্রহণ করার পর তাহাতে পটাদি ভেদের জ্ঞান হয় এবং পটাদি ভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত ঘটাদি বস্তুতে ঘটত্বাদি জাতির জ্ঞান হয়, এই প্রকার অঙ্গীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে বস্তুতঃ ঘটত্বাদি জাতির সহিত পটাদি ভেদের জ্ঞান বিষয়ে পরস্পরের তুল্যরূপে অপেক্ষা থাকা প্রযুক্ত দুর্জ্ঞেয়তা প্রয়োজক অন্যোন্যাশ্রয় নামক দোষের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে ভেদরূপ বস্তুকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়; যাহা অনির্ব্বাচ্য, তাহাই অলীক, এই কারণেও অঙ্গীকার করিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা কেবল সন্মাত্র বস্তুই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—কিঞ্চ ঘটোঽস্তি পটোঽস্তি ঘটোঽনুভূয়তে পটোঽনুভূয়তে ইতি সর্ব্বেপদার্থাঃ সত্তানুভূতি ঘটিতা এব দৃশ্যন্তে অত্র সন্মাত্রং সর্ব্বা—
অনুবর্ত্তমানং দৃশ্যতে ইতি তদেব পরমার্থঃ বিশেষাস্তু ব্যাবর্ত্তমানতয়া অ…
রজ্জু সর্পবৎ যথা রজ্জ্বধিষ্ঠানতয়া অনুবর্ত্তমানা সতী পরমার্থা ব্যাবর্ত্তমানাঃ সর্পভূদহনাম্বুধারাদয়ঃ অপরমার্থাঃ।

অনুবাদ।—আরও দেখিতে হইবে যে, ঘট আছে, পট আছে, ঘট অনুভূত হইতেছে, পট অনুভূত হইতেছে এই প্রকার সকল ব্যবহারেই সকল পদার্থই সত্তা ও অনুভূতির সহিত মিশ্রিত হইয়াই জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে। এই সকল ব্যবহারেই অনুভব ও জ্ঞান স্বরূপ সন্মাত্র ব্রহ্ম, সকল জ্ঞানেই অনুগত রূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া সেই সন্মাত্র বস্তুই পরমার্থ, কিন্তু ঘট পট প্রভৃতি বিশেষ বস্তু সকল প্রকার ব্যবহারে অনুগত রূপে প্রতীতির বিষয় হয় না বলিয়া, ঐ সকল বিশেষ বস্তু রজ্জুতে আরোপিত সর্পাদির ন্যায় অপরমার্থ, (অর্থাৎ) যে প্রকার একটী রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া কখন মাল্য-বুদ্ধি কখন বা সর্পবুদ্ধি হয়, কিন্তু ঐ সকল জ্ঞানেই রজ্জুসামান্যরূপে ইদং অয়ং ইত্যাদি অধিষ্ঠান স্বরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহাতে আরোপিত সর্প বা মাল্য প্রভৃতি বস্তু হইতে তাহার পরমার্থরূপতা অঙ্গীকার করা যায় এবং সর্প বা মাল্য সকল রজ্জু জ্ঞানে প্রকাশিত হয় না বলিয়া, সর্প বা মাল্য প্রভৃতি বস্তু অপরমার্থরূপে ব্যবহৃত হয়। সেই প্রকার সকল জ্ঞানেই অনুগত রূপে সদ্ বস্তুর প্রকাশ হয় বলিয়া সন্মাত্রই পরমার্থ; ঘট পট মঠ প্রভৃতি বস্তুর সকল জ্ঞানে অনুগতরূপে প্রকাশ না হওয়া নিবন্ধন ঐ সকল বস্তু অপরমার্থ।

ভাষ্য।—ন নু চ রজ্জুসর্পাদৌ রজ্জুরিয়ং ন সর্প ইত্যাদিরজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানযাথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেরপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্ত্তমানত্বাৎ রজ্জ্বাদেরপি পার-

মার্থ্যং নানুবর্ত্তমানতয়া কিংত্ববাধিতত্বাৎ অত্র তু অবাধিতানাং ঘটাদীনাং কথমপারমার্থ্যং ? উচ্যতে ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ সা কিং রূপেতি বিবেচনীয়ম্ কিং ঘটোঽস্তীত্যত্র পটাদ্যভাবঃ সিদ্ধং তর্হি ঘটোঽস্তীত্যনেন পটাদীনাং বাধিতত্বং অতো বাধকফলভূতা বিষয়নিবৃত্তির্ব্যাবৃত্তিঃ সা ব্যাবর্ত্তমানানাং অপারমার্থ্যং সাধয়তি রজ্জুবৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ত্ততে তস্মাৎ সন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বমপরমার্থং প্রয়োগশ্চভবতি সৎ পরমার্থং অনুবর্ত্তমানত্বাৎ রজ্জুসর্পাদৌরজ্জুবৎ ঘটাদয়োঽপরমার্থা ব্যাবর্ত্তমানত্বাৎ রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠান সর্পাদিবৎ ইতি এবংসতি অনুবর্ত্তমানানুভূতিরেবপরমার্থা সৈবসতী।

অনুবাদ। যদিচ শঙ্কা হইতে পারে যে সর্প, "রজ্জুসর্পাদিস্থলে, ইহা রজ্জু, সর্প নহে এইরূপ রজ্জু প্রভৃতি অধিষ্ঠানের যাথাত্ম্যজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই, ..., রূপতা (অঙ্গীকার করা যায়), সর্পাদি ব্যাবর্ত্তমান বলিয়া, অপরমার্থ তাহা নহে, (এই প্রকার) রজ্জু প্রভৃতি অধিষ্ঠানের অনুবর্ত্তমানত্ব প্রযুক্তই যে পারমার্থিকরূপতা তাহা নহে, কিন্তু অবাধিতত্ব নিবন্ধনই উহা পরমার্থ (বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়), (ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল), তবে পটাদির স্বরূপ যখন অবাধিত নহে, তখন কি প্রকারে অপারমার্থিক হইবে ?" ইহার উত্তরে এই বলা যাইতেছে যে ঘটাদি (ব্যাবহারিক) বস্তু সকলের ব্যাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যাবৃত্তি কি প্রকার তাহা বিবেচনা করা উচিত। ঘট আছে এই প্রকার বলিলে কি পটাদির অভাব বোধ হয় ? তাহা হইলে ত ঘট আছে এই প্রকার ব্যবহারের দ্বারাও পটাদির বাধিতত্ব সিদ্ধ হইল এই কারণে বলিতে হইবে যে, অদৃষ্ট কারণ নিবন্ধন নিষেধবুদ্ধির ফলস্বরূপ পুরোবর্ত্তি বিষয়ে (সম্ভাবিত বস্তুর) অভাবই ব্যাবৃত্তি শব্দের অর্থ। সেই ব্যাবৃত্তিই নিষিধ্যমান বস্তুর অপরমার্থরূপতাকে সাধিত করে। (রজ্জু সর্পস্থলে) রজ্জুর ন্যায় (অনুবর্ত্তমান) সন্মাত্রই (সকল ব্যবহারে) অনুস্যূত থাকে, এই কারণেই (সিদ্ধ হইতেছে যে) সন্মাত্র (ব্রহ্ম) ব্যতিরেকে সকল বস্তুই অপরমার্থ। (এই বিষয়টী বিচার করিয়া স্থাপন করিতে হইলে,) এই প্রকারে ন্যায় প্রয়োগ করিতে হইবে যে সৎ (ই) পরমার্থ (কারণ) (সকল ব্যবহারেই সতের) অনুবর্ত্তমানত্ব (আছে); (দৃষ্টান্ত) যেমন রজ্জু সর্পস্থলে রজ্জু, ঘটাদি সকল প্রপঞ্চই অপরমার্থ (কারণ) ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারে ঘটাদি সকল বস্তুরই ব্যাবর্ত্তমানত্ব আছে; (দৃষ্টান্ত) যেমন রজ্জু প্রভৃতিঅধিষ্ঠানে কল্পিতসর্পাদি। এই সকল যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে সকল প্রকার

ব্যবহারে অনুবর্ত্তমানা অনুভূতিই পরমার্থ, সুতরাং তাহাই সদ্বস্তু (ব্রহ্ম)।

ভাষ্য।—নমু চ সন্মাত্র মনুভূতের্বিষয়তয়া ততো ভিন্নং নৈবং ভেদোহি প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাৎ দুর্নিরূপ্যত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরস্তঃ। অতএব সতোঽনুভূতি বিষয়ভাবোপি ন প্রমাণ পদবী ম নুসরতি তস্মাৎ সদনুভূতিরেব সাচম্বতঃ সিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ অন্যতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদি বদনমুভূতিত্বপ্রসঙ্গঃ।

অনুবাদ।—সন্মাত্রও অনুভাবের বিষয় হয় বলিয়া, অনুভব হইতে পারেন এ প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ প্রত্যক্ষের অবিষয়ত্ব ও দুর্নিরূপ্য নিবন্ধন ভেদপদার্থ পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়াছে। এই কারণে সদ্বস্তু যে অনুভবের বিষয় হইবে ইহা কথনও প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না, সেই কারণে (বলিয়াছি যে) সদ্বস্তু অনুভবেরই স্বরূপ, সেই অনুভব স্বতঃসিদ্ধ, কারণ তাহা অনুভব, অনুভব যদি অপর বস্তুর দ্বারা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহা ঘট পটাদি বস্তুর ন্যায় (জড়ই হইত), অনুভব স্বরূপ হইতে পারিত না।

ভাষ্য।—কিঞ্চ অনুভবান্তরাপেক্ষা অনুভূতের্কল্পয়িতুং শক্যা সত্তয়ৈব প্রকাশমানত্বাৎ নহ্যনুভূতির্বর্ত্তমানাঘটাদিবদ্ অপ্রকাশা দৃশ্যতে যেন পরায়ত্ত প্রকাশাভ্যুপগম্যেত।

অনুবাদ। আর (দেখিতে হইবে যে) অনুভব আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আর একটী অনুভবের অপেক্ষা করিবে এই প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে না, কারণ অনুভব আত্মসত্বাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনুভব উৎপন্ন হইল, অথচ ঘটাদির ন্যায় অপ্রকাশ ভাবে রহিল, ইহা ত কথনও দেখা যায় না; যাহার দ্বারা অনুভবের প্রকাশের জন্য পরের অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভাষ্য। অথৈবং মনুষে উৎপন্নায়ামনুপ্যাভূতৌ বিষয়মাত্রমবভাসতে ঘটোঽনুভূয়তইতি ন হি কশ্চিদ্ ঘটোঽয়মিতি জানন্ তদানীমেব অবিষয়ভূতা মনিদন্তাবামনুভূতি মপ্যানুভবতি।

অনুবাদ। যদি এই প্রকারই অঙ্গীকার কর যে, অনুভব উৎপন্ন হইলে তাহাতে বিষয় মাত্রই প্রকাশ পায়, যেমন ঘট অনুভূত হইল" কোন ব্যক্তি ইহা এই প্রকার জ্ঞানকালে তাদৃশ জ্ঞানের অবিষয়ভূত বিষয়হইতেবিলক্ষণস্বরূপ অনুভূতির অনুভব করিয়া থাকে ইহাও সম্ভব পর নহে।

ভাষ্য। তস্মাৎ ঘটাদি প্রকাশ নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদিকরণসন্নিকর্ষবত্ অনুভূতেঃ সম্ভাব এব হেতুঃ তদনন্তর মথগত কাদাচিৎক প্রকাশাতিশয় লিঙ্গেন অনুভূতি রনুভূয়তে এবং তর্হি অনুভূতেরজড়ায়া অর্থবজ্জড়ত্ব মাপদ্যেত ইতি-চেত্ কিমিদমজড়ত্বং নাম নতাবৎ স্ব স্বত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচার সুখাদিষ্বাপি তৎসম্ভবাৎ নহি কদাচিদপি সুখাদয়ঃ সন্তোনোপলভ্যন্তে। অতোনুভূতিঃ স্বয়মেবনানুভূয়তে অর্থান্তরং স্পৃশতোঽপ্যঙ্গুল্যগ্রস্য স্বাত্মস্পর্শ দশক্যত্বাৎ ইতি তদিদমনা কলিদাতনুভববিভবস্য স্বমতি বিজৃম্ভিতম্।

অনুবাদ। এই জন্য (বলিতে হইবে যে) যেমন ঘটাদি বস্তু প্রকাশ কালে চক্ষুরাদি সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জ্ঞানের গোচর হয় না সেই প্রকার অনুভব স্বয়মজ্ঞাত হইয়াও ঘটাদি বস্তুর প্রকাশ করে। অনুভবের সদ্ভাবই ঘটাদি প্রকাশের কারণ ঘটাদি প্রকাশ হইবার পরে ঘটাদি বিষয়ের কাদাচিৎক প্রকাশরূপ বিশেষহেতু দর্শন দ্বারা অনুভবের অনুমান হইয়া থাকে। যদি বল এই প্রকার ঘটাদি বিষয়ের ন্যায় অনুভব জড় বিলক্ষণ হইলেও তাহার (পরপ্রকাশ্যস্বরূপ) জড়ত্ব প্রসক্ত হয়, (এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে না, কারণ বল দেখি) এই যে অনুভূতির অজড়ত্ব (তোমরা স্বীকার কর) তাহা কি প্রকার? যাহা নিজের স্থিতিকালে কখনও অপ্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রকাশিতই থাকে, তাহাকেই জড় ভিন্ন বলা যাইবে, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারন, এই প্রকার অজড়ত্ব সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি জড়বস্তুতেও বিদ্যমান আছে, সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি আছে অথচ তাহার অনুভব হইল। ইহা ত হইতে পারে না এই কারণে বলিতে হইলে অনুভূতি নিজে প্রকাশ পায় না (কিন্তু ঘটাদি বিষয়ক প্রকাশ করে) যেমন অঙ্গুলির অগ্রভাগ আত্ম হইতে ভিন্ন বস্তুকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে আপনি কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না সেইরূপ অনুভব পরকে প্রকাশ করিলেও আপনাকে আপনি কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারে না। অনুভবের পর প্রকাশ্যত্ববাদীগণ অনুভব সম্বন্ধে এই প্রকার যাহা কিছু বলেন তাঁহা তাঁহাদের অনুভবেরস্বরূপ জ্ঞান না থাকা নিবন্ধন আপনাদের (প্রমান নিরপেক্ষ) বুদ্ধির বিজৃম্ভণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে কারণ।

ভাষ্য।—অনুভূতিব্যতিরেকিণো বিষয় ধর্ম্মস্য প্রকাশস্য রূপাদিবদনুপলব্ধেঃ। উভয়াভ্যুপেতানুভূত্যৈব অশেষব্যবহারে পপত্তৌ প্রকাশাখ্যার্থধর্ম্ম কল্প নানুপপত্তেশ্চা অতো নানুভূতিরনুভূয়ন্তেনাপি জ্ঞানান্ত সিদ্ধা। অপি তু সর্ব্বং

সাধয়ন্তী অনুভূতিঃ স্বয়মেবসিদ্ধ্যতি। প্রয়োগশ্চ অনুভূতিঃ অনন্যাধীন স্বধর্ম্মব্যবহার। স্বসম্বন্ধাদর্থান্তার তদ্ধর্ম্মব্যবহারহেতুত্বাৎ।

অনুবাদ।—অনুভূতিহইতে ব্যতিরিক্ত প্রকাশ নামক কোন প্রকার বিষয় ধর্ম্ম রূপাদির ন্যায় উপলব্ধ হয় না। বাদি ও প্রতিবাদি এই উভয়ের অঙ্গীকৃত অনুভূতির দ্বারাই সকল প্রকার ব্যবহারের উপপত্তি হইলে, প্রকাশনামক একটি ধর্ম্মান্তর কল্পনা ও অনুপপন্ন। আরও এক কথা এই যে, সকল প্রকার ব্যবহার কে সিদ্ধ করিয়া অনুভব নিজেই প্রকাশিত হয়, ন্যায় প্রয়োগের দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইতে হইলে, এই প্রকার বলিতে হইবে যে, অনুভব নিজধর্ম্মব্যবহারে অপরের অধীননহে, কারণ অনুভব নিজ সম্বন্ধ নিবন্ধন অর্থান্তরে ও তাহার ধর্ম্মব্যবহারের হেতু।

ভাষ্য।—যঃ স্বসম্বন্ধা দর্থান্তরে তদ্ধর্ম্মব্যবহার হেতুঃ সতয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্যাধীনো দৃষ্টঃ যথারূপাদি শ্চক্ষুরাদৌ। রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ—স্বসম্বন্ধা চাক্ষুষত্বাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি সম্বন্ধা ধীন শ্চাক্ষুষত্বাদৌ—অতো হনুভূতিরাত্মনঃ প্রকাশামান ত্বে প্রকাশত ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ॥

অনুবাদ—যে বস্তু নিজসম্বন্ধ নিবন্ধন অন্য কোন বস্তুতে স্বীয়ধর্ম্ম সম্বন্ধের ও ব্যবহারের প্রতি কারণ হয়, সে বস্তু নিজের উপর সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধ এবং তাদৃশ ব্যবহারের জন্য অপর কাহারও অপেক্ষা করে না—যেমন চাক্ষুষত্বাদি ধর্ম্ম ও ব্যবহারের প্রতি রূপাদি কাহারও অপেক্ষা করে না। যে হেতু রূপাদিগুণ নিজের সম্বন্ধ আছে বলিয়া পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুতে চাক্ষুষত্ব ও তদ্ব্যবহারের কারণ হয়, এই জন্যই রূপাদির উপর চাক্ষুষত্বাদি ধর্ম্ম বা তদ্ব্যবহারের জন্য পৃথিব্যাদির ন্যায় রূপাদি স্বব্যতিরিক্ত কোন রূপাদি বস্তুর অপেক্ষা করে না, এই কারণই অনুভব ও (যে হেতু আত্মসম্বন্ধ নিবন্ধন ঘটাদি বস্তুতে প্রকাশ রূপ ধর্ম্মসম্বন্ধ ও তদ্ব্যবহারের হেতু হয় এইকারণ) নিজের সহিত প্রকাশরূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধ ও তদ্ব্যবহারের জন্য অপর কাহার ও অপেক্ষা করে না। নিজেই স্বগত প্রকাশ ও তদ্ব্যবহারের হেতু হয়।

ভাষ্য।—সেয়ং স্বয়ং প্রকাশাহনুভূতি র্নিত্যাচ প্রাগভাবাদ্যভাবাত্ তদভাবশ্চ স্বতঃ সিদ্ধত্বাদেব নহ্যনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়া প্রাগভাবঃ স্বতো হন্যতো বা অবগন্তুং শক্যতে অনুভূতিঃ স্বাভাব মবগময়ন্তী সতী তাবত্ নাবগময়তি তস্যাঃ সত্ত্বোবিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথংসা স্বাভাব মবগময়তি এবমসত্যাপি নাবগময়তি অনুভূতিঃ স্বয়মসতী কথং স্বাভাবে প্রমাণং ভবেত্। নাপ্যন্যতো

হ্যবগন্তুং শক্যতে অনুভূতেরেনন্য গোচরত্বাত্ তস্যাঃ প্রাগভাবং সাধয়ত্ প্রমাণ মনুভূতি রিয়মিতি বিষয়ীকৃত্য তদভাবং সাধয়েত্। স্বতঃ সিদ্ধত্বে নেয়মিতি বিষয়ীকারনর্হত্বাত্ ন তত্ প্রাগভাবঃ অন্যতঃ শক্যাবগমঃ। অতো হস্যাঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্ন শক্যতে বক্তুং ইতি উৎপত্তিপ্রতিবদ্ধাশ্চান্যেঽপি ভাববিকারাস্তস্যানসন্তি।

অনুবাদ।—এই সেই স্বতঃপ্রকাশ অনুভব, নিত্য কারণ তাহার প্রাগভাব বা ধ্বংস নাই। প্রাগভাব বা ধ্বংস কেন নাই—যে হেতু অনুভব স্বয়ং সিদ্ধ। স্বতঃ কিম্বা পরতঃ অনুভবের প্রাগভব বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। অনুভব যদি নিজের অভাবকে প্রকাশিত করে, তবে কি প্রকারে করিবে ইহা একবার ভাবিয়া দেখ কারণ, স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া অনুভব নিজে অভাবপ্রকাশ করিবে ইহা হইতে পারে না, কারণ তাহার বিদ্যমানতা থাকিলে বিরোধ আছে বলিয়া, তাহার অভাবই থাকিতে পারে না। তবে কি প্রকারে সে নিজে থাকিয়া নিজের অনুভাবকে প্রকাশিত করিব। (যদি বল) অনুভূতি নিজে না থাকিয়া নিজের অভাব বোধ করাইবে তাহাও হইতে পারে না, কারণ সে যেমন নিজেই অসত্য হইল, তখন কি প্রকারে নিজের অভাব বিষয়ে প্রমাণ হইবে (অলীক বস্তু প্রমাণ হইতে পারে না) অনুভূতি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু অনুভূতির অভাব বিষয়ে প্রমাণ হইবে, তাহা ও হইতে পারে না, কারণ এই অনুভবের প্রাগভাগকে সিদ্ধ করিতে গিয়া অন্য কোন ও প্রমাণ "ইহা অনুভব" এইপ্রকারে অনুভব করাইয়া পরে সেই অনুভবের অভাব প্রকাশ করিবে (ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে কারণ কোন প্রমাণইপ্রতিযোগি পদার্থকে প্রকাশিত না করিয়া তাহার অভাব প্রকাশ করিতে পারে না) তাহাই বা কিপ্রকারে হইবে স্বতঃ সিদ্ধ বস্তুকে কোন প্রমাণ "ইহা এই" এই প্রকারে বিষয়ী কৃত করিবে তাহা হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে তাহার স্বতঃ সিদ্ধতাই হইতে পারে না, পর প্রকাশিত বস্তু স্বতঃ সিদ্ধ হইতে পারে না)। সুতরাং তাহার প্রাগভাব, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্যই (বলিতে হইবে যে) তাহার প্রাগভাবাদি না থাকা নিবন্ধন তাহার উৎপত্তি হয় ইহা বলা যায় না। বৃদ্ধি ক্ষয় অপচয় প্রভৃতি বস্তু বিকার উৎপত্তি দ্বারা প্রতিরুদ্ধ (অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি নাই তাহার বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি বিকার নাই) অনুভবের উৎপত্তি না থাকা নিবন্ধন বৃদ্ধিক্ষয় প্রভৃতি ভাব বিকারও তাহার নাই।

ভাষ্য।—অনুৎপন্নেয়ম্ অনুভূতি রাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপক বিরুদ্ধো-পলব্ধেঃ। নহ্যনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্। ভেদাদীনা মনুভাব্যত্বেন চ রূপাদেরিবানুভূতি ধর্ম্মত্বং ন সম্ভবতি অতোঽনুভূতে রনুভব স্বরূপত্বাদেব অন্যোঽপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্যাধর্ম্মঃ। যতোনির্দ্ধূত নিখিল ভেদা সংবিৎ।

অনুবাদ।—এই অনুভূতি উৎপন্ন হয় না এবং ইহা নিজের নানা রূপতা সহিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ব্যাপকের যাহা বিরুদ্ধ তাহার উপলব্ধি হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ নানারূপতার ব্যাপক যে উৎপত্তিমত্ত্ব তাহার বিরুদ্ধ অনুৎপন্নত্ব, সেই অনুৎপন্নত্ব অনুভূতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে, যাহার অভাবযুক্ত দেশে যাহা থাকিতে পারে না তাহাই তাহার ব্যাপক হয়, যেমন বহ্নির অভাববদ্দেশে ধূম থাকিতে পারে না বলিয়া ধূমের ব্যাপক বহ্নি, যেখানে ব্যাপকের বিরুদ্ধবস্তুর উপলব্ধি হইবে সেখানে ব্যাপ্য থাকিতে পারে না যেমন যেখানে বহ্নির বিরুদ্ধ বহ্ন্যভাবের উপলব্ধি হয়, সেখানে ব্যাপ্য ধূম থাকে না। এই প্রকার প্রকৃত স্থলে ও নানারূপত্বের ব্যাপক যে উৎপত্তিমত্ত্ব, তাহার বিরুদ্ধ অনুৎপত্তিমত্ত্বের উপলব্ধি হইতেছে বলিয়া, অনুভূতিতে নানারূপতা সিদ্ধ হইতে পারেনা।)

যে বস্তু উৎপন্ন নহে, তাহা যে নানাপ্রকার হইতে পারে এমন ত দেখা যায় না। ভেদাদি ধর্ম্মের ও অনুভবের বিষয়ত্ব আছে বলিয়া তাহা অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না যেমন রূপাদি বস্তু অনুভবের বিষয় এই জন্য রূপাদি ও অনুভবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই কারণেই (বলিতে হইবে যে) অনুভবরূপতা আছে বলিয়াই অন্য কোন অনুভববিষয়ধর্ম্ম অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে কারণেও অনুভূতি, সকল প্রকারভেদরূপধর্ম্মশূন্য এই কারণেই।

ভাষ্য।—অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নামকশ্চিদস্তিইতি স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা। অজড়ত্বাচ্চ অনাত্মত্বব্যাপ্যং জড়ত্বং সংবিদিব্যাবর্ত্তমান মনাত্মত্বমপিহি সংবিদো ব্যাবর্ত্তয়তি।

অনুবাদ।—ইহার স্বরূপাতিরিক্ত কোন আশ্রয় (অর্থাৎ জ্ঞাতা ও বিদ্যমান নাই সুতরাং স্বয়ং প্রকাশরূপা অনুভূতিই আত্মা, আত্মার অজড়ত্ব নিবন্ধন, বলিতে হইবে যে) জড়ত্ব অনাত্ম রূপতার ব্যাপ্ত, জড়ত্ব, নিজে সংবিদ্ হইতে ব্যাবর্ত্তমান হইয়া সংবিদের অনাত্মত্বকেও ব্যাবৃত্ত করিয়া থাকে।

ভাষ্য।—নন্থ চাহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতিসিদ্ধা নৈবংসা ভ্রান্তিসিদ্ধা রজততেব শুক্তিশকলস্য। অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্ত্তৃত্বাযোগাৎ অতোমনুষ্যোঽহ-

মিত্যন্ত বহির্ভূত মানুষত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডাত্মাভিমানবৎ জ্ঞাতৃত্বমপি অধ্যস্তং জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানক্রিয়া কর্ত্তৃত্বং তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারিদ্রব্যং চ অহঙ্কার গ্রন্থিস্থং অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি সন্মাত্রাত্মনি কথমিব সম্ভবতি ?

অনুবাদ।—যদি বল "আমি জানিতেছি" এই প্রকার প্রতীতিবলেই আত্মার জ্ঞাতৃতা সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও হইতে পারে না। কারণ শুক্তিখণ্ডের উপর রজতত্বের ন্যায় আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ও ভ্রান্তিসিদ্ধ অনুভূতির নিজের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না (অর্থাৎ আত্মস্বরূপতা নিবন্ধন জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব কথনই জ্ঞান রূপ আত্মার উপর থাকিতে পারে না। এই কারণে (বলিতে হইবে যে) "আমি মনুষ্য" এই প্রকার অত্যন্ত বহির্ভূত মনুষ্যত্বাদি বিশিষ্ট দেহপিণ্ডের উপর আত্মাভিমানের ন্যায় আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ও কল্পিত (আভিমানিক) জ্ঞাতৃত্ব (শব্দের অর্থ) জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব বিকারাত্মক সুতরাং জড় এবং বিকারি দ্রব্য যে অহঙ্কার, তাহার গ্রন্থির উপরই কর্ত্তৃত্বরূপ বিকার থাকিতে পারে। অবিক্রিয় সাক্ষিস্বরূপ সেই আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব বিকার কি প্রকারে সম্ভব হইবে।

ভাষ্য।—দৃগধীন সিদ্ধিত্বাদেব রূপাদিবত্ কর্ত্তৃত্বাদের্নাত্মধর্ম্মত্বম্‌সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদৌ অহং প্রত্যয়াভাবেঽপি আত্মানুভব দর্শনেনাত্মনোঽহং প্রত্যয় গোচরত্বং। কর্ত্তৃত্বে অহং প্রত্যয় গোচরত্বে চ আত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যের জড়ত্ব পরাক্রানাত্মত্বাদি প্রসঙ্গো দুষ্পরিহরঃ।

অনুবাদ।—রূপাদি বাহ্যবস্তুর ন্যায় জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধি লাভ করে বলিয়া, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিকারের আত্মধর্ম্মত্ব সম্ভবপর নহে। (আরও দেখিতে হইবে যে) সুষুপ্তি কিংবা মূর্চ্ছা হইলে, অহং এই প্রকার প্রত্যয় না থাকিলেও আত্মার স্বরূপানুভব দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, আত্মার অহং প্রত্যয়ের বিষয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অহং ইত্যাকারক অনুভবের বিষয়ত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব আত্মার উপর অঙ্গীকার করিলে দেহাদির ন্যায় অনুভব বিষয়ত্ব নিবন্ধন আত্মার ও জড়ত্ব পরের জন্য ভাসমানত্ব ও দেহাদির অনিত্য প্রভৃতি জড়ধর্ম্মের প্রসক্তি অপরিহরণীয় হইয়া পড়ে (কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে যে বস্তু জ্ঞানের গোচর তাহাই রূপাদির ন্যায় পরের জন্যই প্রকাশমান দেহাদির অনিত্য এবং জড় বলিয়াই সংসারে ব্যবহৃত হয়। আত্মাও যদি জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহার জড়ত্বও অঙ্গীকার করিতে হয়)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।*

[শ্রীম —— কথিত]

(১৪০ পৃষ্ঠার পর।)

[শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীগিরীশ ঘোষ ইত্যাদির সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে কথা ও তাঁহার নানাবিধ ভাবাবেশ।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[রাজপথে]

গিরীশের নিমন্ত্রণ। রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা হবে। বলরামও, ঠাকুর খাবেন বলে, রাত্রের খাবার প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরীশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন—বলরাম, তুমি ও খাবার পাঠিয়ে দিও।

দুতালা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর। যেন মাতাল। সঙ্গে—নারাণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে বলিলেন, হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আমি অমনি চলে যাব।

বোস পাড়ার তেমাতা পার হলেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্তগিরীশ ঘোষের বাড়ী। এত শীঘ্র চলচেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকৃচে। না জানি হৃদয় মধ্যে কি অদ্ভুত দেব-ভাব হইয়াছে। বেদে যাহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত

---

* মতামতের জন্য লেখক মহাশয় সম্পূর্ণ দায়ী। ইহা 'উদ্বোধন-নিয়মাবলীর' ১২শ নিয়মের অন্তর্গত নহে।

নহেন ; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধআত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করছেন। এই কি দেখছেন—"যো কুচ্ হায় সো তুঁহি হায় ?"

এই যে, নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল ; কৈ নরেন্দ্র ত সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিলেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। কে এ ভাব বুঝিবে ?

গিরীশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার—নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বললেন, "ভাল আছ, বাবা ? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতিঅক্ষর করুণা মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই ; হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা—এই একটী (দেহী ?) ও একটী জগৎ !

'জীব জগৎ' এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্ হয়ে দেখছিলেন। দু একটী কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছি, আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত মন্দিরে]

দ্বারদেশে গিরীশ ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরীশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলাগ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দুতালায় বৈঠক খানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা সসব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন

(সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজ খানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নিত্যগোপাল)

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে——?

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্ ?

নিত্য। ভাল নয়———

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই এক গাম নীচে থাকিস্।

নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহবে বৈ কি ? তোর সঙ্গে কে থাকে ?

নিত্য। তারক। * ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে ; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙ্‌টা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল।—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য হয়ে গিন্‌লো।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক্ হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, 'তুই এসেছিস ? আমিও এসেছি !' এ কথা কে বুঝিবে ? এই কি দেব-ভাষা ?

---

* তারক—শিবানন্দ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[পার্ষদ সঙ্গে।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), গিরীশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার, ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

(অবতার সম্বন্ধে বিচার)

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষে ঈশ্বর অবতার হন্। এদিকে গিরীশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানব দেহ ধারণ করে মর্ত্ত-লোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা যে, এসম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো—আমি দেখবো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

[Doctrine of Equality]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তি বিশেষ। কোন খানে অবিদ্যা শক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রামদত্ত। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত ভাবে)। না, না; ওর একটা মানে আছে।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচরঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মা, একই। ঋষিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা সেই শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করে-ছিলেন।

গিরীশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার না হলে, কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দিবে?

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হাঁ, হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity তার কি অংশ হয়? Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, ই গুণ * আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আমি তাই সব দেখ্‌ছি! বিচার আর কি করবো? দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে; আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে—মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি কল্লে বল দেখি?—

গিরীশ (হাসিতে হাসিতে)। ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু' থাক্ না নাম্‌লে কথা কইতে পারি না।

"বেদান্ত, শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

"যেমন একটী বেল। এক জন, খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটী কত ওজনে জান্‌বার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে, কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস সব এক সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তার পর বিচার ক'রে দেখে, যে বস্তুর শাঁস, সেই

* তাঁহার ব্যবহৃত সুমিষ্ট কথা—"ই গুণো" অর্থাৎ—এই গুলি।

বস্তুরই খোলা আর বীচি, আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়,—জীব নেতি জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার করতে হয় ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু ! তারপর, অনুভব হয়, যারই শাঁস তারই খোলা, বীচি,—যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীব জগৎ। যারই নিত্য (Absolute), তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

[ঈশ্বর দর্শন—God-vision.]

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার করবো ? আমি দেখ্‌ছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীবও জগৎ হয়েছেন !

"তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, 'এই আমি দেখ্‌ছি তিনি সব হয়েছেন।' তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না, বিষয়-কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ করলে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

[অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ Revelation.]

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন,—

"দেখেছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার কর্‌তে হয় না, কারুর বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান ? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে ঘস্‌তে দপ্‌ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায় ?

(কালী * ও ব্রহ্ম †)

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কৈ, কালীধ্যান তিন চার দিন করলুম, কিছুই তো হলো না।

* কালী—God in his relations to the conditioned.

† ব্রহ্ম—The unconditioned, the Absolute.

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌চো, তাঁকেই কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তাঁর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাব্‌লেই দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ঐ শক্তি ঐ কালী আমি বলি।"

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরীশের থিয়েটর যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, 'ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস্—থিয়েটর্ যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। দেখিস্ যেন আনিস্। (সকলের হাস্য)

হরিপদ (হাসিতে হাসিতে)। আমি আনতে যাচ্চি—আর আন্‌বো না?

(ঈশ্বর লাভ ও কর্ম্ম; 'রাম ও কাম')

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটর্ এখন যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রাখতে হবে; "জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়ে ছিল দুধের বাটী।" [সকলের হাস্য।]

গিরীশ। থিয়েটর্ গুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে।

নরেন্দ্র। এইতো ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে। আবার থিয়েটরে টানে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। "মান্ কয়লি তো কয়লি, আমরা ও তোর মানে আছি (রাই)।"

(বিচার ও ঈশ্বর লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি) "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার কর্‌ছিলে. আমার ভাল লাগে নাই।

"নিমন্ত্রন বাড়ীর শব্দ কতক্ষন শুনা যায়, যতক্ষন লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায় (সকলের হাস্য)। আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পড়্‌লে কেবল সুপ্‌ সাপ্‌। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে, আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি!

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতে ছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর দর্শন?

কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ, বহির্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অৰ্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। এতো গা টেপা, পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা কর্‌ছেন, না শক্তি সঞ্চার কর্‌ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত জোড় করে কি বলছেন।

বলছেন—"একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব—উঠ্‌তে পারবো কেমন করে—গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা (নিতাই আমার)—

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্; চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বলছেন।—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন,

"সখি সে বন কত দূর!
(যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

এখন জগৎ ভুল হয়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় বসে আছেন কিছুই হুঁস্ নাই। এখন মন প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে। 'মদ্গত অন্তরাত্মা'।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান। আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন—

"ঐ একটী আলো আসচে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌চে এখনো বুঝতে পারছি না।"

এই বার নরেন্দ্র গান গাইলেন—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে।
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী—অন্ধকার, রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালী বাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর

কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি—উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা।'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(ভক্ত-হৃদয়ে)

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণছবি—স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজ্‌লিস্—সুখ স্বপ্নের ন্যায় নয়ন পথে সেই প্রেমের হাট্—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্চেন,

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ॥

কেউ ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্চেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দ পোয়া মানুষ কেমন করে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝলাম? বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ বল্লেন 'যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তা ও বটে! এই তো এক ছটাক বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝবো! ঈশ্বরের কথা? একসের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বল্লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ করে, তাহলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ করে আলো জেলে দেখিয়ে দেন! তবে—

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,

যেমন Palestine এ মূর্খ ধীবরেরা jesus কে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখে'ছিলেন।

"যদি দর্শন করে তিনি না দেখান্, তাহলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্‌ছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখিয়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস!—গুরুবাক্যে বিশ্বাস!

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ হারা॥"

"আমার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাস হয়েছে—আমি বিশ্বাস করবো। অন্যে যা করে করুক—আমি এই দেবদুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চর্চ্চা ক'রে কি আর একটী Faust হব? আবার কি, গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে "হায় কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosophy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এ জীবনে ধিক্" এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alastor এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না; আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ করতে যাবার প্রয়োজন নাই। আর, এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধরলো না বলে মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছী ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—অমলা, অহেতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।'

"আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, "কি ভালবাসা! গিরীশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। শুধু তা নয়। এমনও বল্‌ছেন না যে, 'সব ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি—এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন ঘায়ের মামড়ী—ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে, রক্ত প'ড়ে কষ্ট হয়; কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—তারা বলে এক্ষুণি সংসার ত্যাগ কর। ইনি

সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয় এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

"আর, গিরীশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষ দেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য। গিরীশ ঠিক তো বলেছেন,ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে; কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে; কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যারা তদ্গতান্তরাত্মা, যাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ সম্ভবামি যুগে যুগে।"

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন। বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন! এ প্রেম তো মানুষ-জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখ্‌ছি—ঈশ্বর প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয় কর্ম্ম ক'রে ক'রে এদের লোভ অহঙ্কার হিংসা ইত্যাদির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান্‌, খাওয়ান্‌, শোয়ান্‌, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান্‌; লোকের খোসামোদ করে বেড়ান্‌—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম?—মাটীর প্রতিমাতে এ্যাতো* ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর—শুদ্ধনরদেহে হয় না?

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহ্যিক মনুষ্যকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মনুষ্যকে) দর্শন করতে লাগলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন

* যেখানে এ'র মাথায় হসন্তর মতন চিহ্ন থাকিবে (এ'), সেখানে এ্যা'র উচ্চারণ করিবেন, যেমন এক=য়্যাক=এ'ক।

লীন হইল—যাঁকে দর্শন ক'রে কখন অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ করে থাকৃতেন—কখন বা ওঁ ওঁ বলতেন; কখন বা মা মা করে বালকের মত ডাকৃতেন। নরেন্দ্রের ভিতর—তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখতেন, নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল!

'নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার আর, কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে—বড় আপনার লোক, তিনি যে—আপনার মা, পাতানো মা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন না?—তাই বুঝি ঠাকুর বল্লেন,—

"মান কয়লি ত কয়লি, আমরা ও তোর মানে আছি।"

"আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়; তাঁর উপর অভিমান করবেন না ত কার উপর অভিমান করবেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের, এ'ত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এ'ত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সেই গভীর রাত্রে রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বর্ত্তমান ভারত।

স্বামী বিবেকানন্দ।] [১বঃ—৩৩৫ পৃষ্ঠার পর।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্ব্বর্ণের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠীকুল একমতি। কুসীদকশাহস্ত বণিক সকলের হৃৎকম্প উৎপাদক। অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সে জন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তির সঞ্চার হয়, বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই।

"বণিক কোন্ দেশে না যায়?" নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে এক দেশের বিদ্যাবুদ্ধি কলা কৌশল বণিক অন্য দেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা

সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ রুধির, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজহৃদ্‌পিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনীযোগে তাহা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। এ বৈশ্যপ্রাদুর্ভাব না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য সভ্যতা বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত?

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্ব্বাঙ্গ হইয়াও সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে "জঘন্যপ্রভবো হি সঃ" বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে "জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি" দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই "চলমান শ্মশান", ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে শূদ্রজাতির কি গতি? এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্যতমসাবরণ এখন সকলকে সমান ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্ব্বলের যেনতেন প্রকারে সর্ব্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে; সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার ঔৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে, বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকিরণে; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা। ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশজনে লক্ষজনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতি মাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদিবর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে ও শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্য্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া

ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরুষ্ক স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপিও এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম্মকর্ম্মসহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্ব্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্ এনার্কিজম্ নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটী বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীন কালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জ্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুএকটী অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া, আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লয়। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ, অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্ম্মণ্য মনুষ্য সকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর, বা সারথি—কুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরেরও স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের কুলগত জাতি, মর্য্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোক

সকলের ধীরে ধীরে উন্নতি বিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কারসঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা,সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা: যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছলবল কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যত কাল এই ভাব থাকিবে ততকাল এইরূপ রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্যও—একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ-গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূরবিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জর্ম্মানির, ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার—উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থ-ত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্তও অসম্ভব। এই স্বার্থ রক্ষার্থ সহকারিত্ব

সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও যেন তেন প্রকারেণ উদর পূর্ত্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি। আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্ম্মে বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্ত্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারত জীবনের উচ্চতম সোপান।

উদ্যমশীল মার্কিণ যুবক।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত।)

জন্ স্মীথ্ নামক এক কৃষকনন্দন ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেন। দুইটি ভ্রাতার মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ; অল্প বয়সেই তাহাদের পিতার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষিকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যাহা উপায় করিতেন, তদ্দারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। তাহাতে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্যোপার্জ্জন জন্য তাহাদের সম্যক্ কুলান হইবে জানিয়া, সৌভ্রাত্রনিবন্ধন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে সুদূর পূর্ব্বদেশস্থ কোনও বিখ্যাত বিদ্যালয়ের অন্তর্বাসী করিয়া দিলেন।

স্বীয় মেধাগুণে জন্ স্মীথ্ শীঘ্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ্, এ, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন। পরে বি, এ, শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া পত্রদ্বারা অবগত হইলেন যে, সে বৎসর তাঁহাদের ক্ষেত্রে শস্যের নামমাত্রও জন্মে নাই এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহ হইতে আর্থিক সাহায্যের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া, জন্ স্মীথ্ প্রথমতঃ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ধনীদের গৃহে গিয়া কি অর্থ ভিক্ষা করিবেন? ভিক্ষা করা অতি নীচের কর্ম্ম ভাবিয়া তিনি সেই উদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যদি কোনও উপায় নির্দ্ধারিত হয়, তিনি সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া, তৎক্ষণাৎ একটি কাগজ লইয়া তদুপরি এইরূপ লিখিলেন:—

"বিজ্ঞাপন।"

"অদ্য হইতে জন্ স্মীথ্ বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের নিম্নলিখিত অভাবগুলি পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে ;—

১। আমি ছাত্রগণের ক্ষৌরকর্ম্ম করিব। প্রত্যেক ক্ষৌরের জন্য তাঁহাদিগকে দশ সেণ্ট করিয়া দিতে হইবে। (দশ সেণ্টে পাঁচ আনা, আমেরিকায় ভারতবর্ষাপেক্ষা সকল বিষয়ই অতি মহার্ঘ্য।)

২। তাঁহাদের পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন করিব। প্রত্যেক পাদুকা যুগলের জন্য পাঁচ সেণ্ট করিয়া দিতে হইবে।

৩। জামার বোতাম সীবন প্রভৃতি কর্ম্ম সমুচিত মূল্যে সম্পন্ন করিব।

৪। চীনের বাদাম সুন্দররূপে ভর্জ্জন করিয়া অল্পমূল্যে সকলকেই যোগাইব।

৫। তর্ক, বাদ প্রভৃতির মীমাংসা, ও বক্তৃতার বিষয়গুলিকে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি কর্ম্ম সর্ব্ববাদিসম্মত মূল্যে সম্পন্ন করিব।

৬। টুপি সকলের সংস্কার ও রঞ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম এখানে স্বল্পমূল্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

৭। পাঠ্য পুস্তক সকল ন্যায্যমত মূল্যে ক্রয় বিক্রয় বা পরিবর্ত্তন করিতে পারা যাইবে।

৮। কাগজ, কলম, পেন্‌সিল, মসি, মসিপাত্র, প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে দেওয়া হইবে।

৯। দেশীয় দ্রব্য সকল সাদরে গৃহীত হইয়া, অত্রত্য শিল্পিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইবে।

১০। অপরাহ্ন ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত আমি পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় বিষয় সাধারণকে যোগাইতে চেষ্টা করিব।

১১। জন্ স্মীথের নাম বিস্মৃত হইবেন না।

১২। স্মরণ রাখুন। ক্ষৌরকর্ম্ম হইতে দর্শনাদি শাস্ত্রের মীমাংসা কর্ম্ম পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মগুলিই অতি সুলভমূল্যে, স্বল্প লাভ লইয়া সম্পন্ন করা হইবে। সুতরাং ক্রেতাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। সকলে আসিয়া আমার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন।"

অনতিবিলম্বে প্রায় বিদ্যালয়ের দুই শত ছাত্র এই অভিনব বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, কেহ উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল, কেহ মনে করিল যে, ইহা ভণ্ডতা মাত্র, কেহ কিছুই তত্ত্বোদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রহিল এবং যখন জন্ তাহাদের সম্মুখীন হইলেন, তখন প্রত্যেকই তাঁহাকে নানারূপে উপহাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জন্ অন্য কোনও উত্তর না দিয়া বিজ্ঞাপনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়া আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। সে দিন প্রাতঃকালে তিনি বিদ্যালয় হইতে অবসর লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, তৎকালে নগরস্থ পণ্যবীথিকায় গিয়া, তাঁহার নিকট যে দশটি মুদ্রা ছিল, তদ্দ্বারা যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। চীনের বাদাম ভর্জ্জন করিবার উপযোগী একটি নাতিপুরাতন লৌহময় যন্ত্র পূর্ব্বদিবস ভ্রমণকালে তিনি এক-স্থলে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অতি সুলভমূল্যে তাহা ক্রয় করিলেন। ক্ষৌর কর্ম্মের জন্য একটী সুন্দর কাষ্ঠাসনও ক্রয় করিলেন এবং বিজ্ঞাপনে যে সমুদয় দ্রব্য উল্লেখ করিয়াছিলেন, সকল গুলিরই কিয়ৎ কিয়ৎ পরিমাণ আনয়ন করিয়া, অপরাহ্ন ১টার সময় নূতন বাণিজ্যকর্ম্মে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচভাব আসিয়াছিল, কিন্তু স্বীয় মানসিক শক্তিবলে তিনি বৃথা অভিমানকে প্রায় একপ্রকার চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং লিখিত সময়ানুসারে ক্রেতাবর্গের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; এবং দেখিলেন যে, বিংশতি জন সহাধ্যায়ী বহির্দ্দেশে তাহার অপেক্ষা করিতেছে! জন্ গম্ভীর ভাবে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আসুন মহাশয়েরা, আপনাদের কোন্ বস্তু আবশ্যক? ক্ষৌরকর্ম্ম বা জ্ঞান বিচার ইচ্ছা করেন, না, পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন অথবা ভৃষ্ট চীনের বাদাম?"

সহাধ্যায়িগণ আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, এবং পরিশেষে উচ্চহাস্ত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহে আসনের সংখ্যা অত্যল্প থাকায় সকলেই গৃহসামগ্রী সমূহের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল "কি হে জন্, ব্যাপার কি? তুমি কি সত্য সত্যই দোকান খুলিয়াছ, না, পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিয়াছ?"

জন্ উত্তর করিলেন, "বিজ্ঞাপন পাঠ করুন"।

ইহাতে তাহাদিগের মধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া কহিল "আচ্ছা,

আমার ক্ষৌর করিয়া দাও।" ইহাতে জন্ তৎক্ষণাৎ একটি ক্ষুদ্র অন্তর্গৃহ হইতে ক্ষৌরোপযোগী একখানি সুন্দর আসন বাহির করিয়া আনিলেন। ইহা তিনি পূর্ব্বদিনে ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ আরও চমৎকৃত হইল। তিনি তাঁহার সহাধ্যায়ীকে উপবেশন করাইয়া এক জন অভিজ্ঞ নাপিতের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভ্রাতার ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বন্ধুবর্গ কত উপহাস করিতে লাগিল, যদিও তাহারা ক্ষৌরাসনে উপবিষ্ট সহাধ্যায়ীকে কত প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল, তথাপি জন্ এমন সুন্দররূপে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, যে, তদ্দর্শনে সকলে অবাক্ হইয়া গেল। ক্ষৌর শেষ হইলে, নাপিতদের প্রথানুসারে তিনি জিজ্ঞাসিলেন "ইহার পর আর কে ক্ষৌর হইতে চাহেন?" এবং প্রথমবন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া অর্থাধিকারীর নিকট আপনার দেয় দিউন।" ইহাতে সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, এবং উক্ত বন্ধু তাঁহার হস্তে একটি ডাইম্ (দশ সেণ্ট) দিলে তিনি স্বীয় অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া, অপর ক্ষৌরার্থীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এতদ্দর্শনে তাঁহার বন্ধুবর্গ তদীয় অবস্থার কুশলসম্বন্ধে কিছু সন্দিহান হইলেন। তাহারা তাঁহার অবস্থান্তরের কথা শুনে নাই, কিন্তু যখন বুঝিল যে জন্ পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিতেছে না, তখন তাহারা তাঁহার অবস্থার বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিল। অনেকে ভাবিতে লাগিল যে, জন্ এরূপ করিয়া কয়দিন চালাইতে পারিবে? এরূপ কর্ম্ম ভদ্রসন্তানের উপযোগী নহে। হয় তো দিন কয়েকের মধ্যে বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে হইবে।" ইহার পর দুই ঘণ্টা ধরিয়া এরূপ সুন্দর ভাবে জন্ স্মীথের কার্য্য চলিতে লাগিল, যে তিনি ততদূর আশা করেন নাই। নূতন নূতন বন্ধুর দল আসিতে লাগিল। ভুট চীনের বাদামের ক্রেতা এত অধিক হইল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। কাগজ, কলম প্রভৃতির বিক্রয়ও অত্যাধিক হইয়াছিল, কারণ সেই দিবস বিদ্যালয়ের কোন বিভাগে ছাত্র গণের পরীক্ষা হইতেছিল।

পাঁচটার পর জন্ স্বীয় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আর কোনও ক্রেতা ভিতরে আসিতে পারিল না। ইতিমধ্যে তিনি কিছুক্ষণের জন্য আপনার পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইলেন, এবং দ্রব্যাদি

কত বিক্রয় হইল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সাতটার সময় পুনরায় দ্বার খুলিয়া দিলেন। সেই সময় বোধ হইল যে, বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই কিছু না কিছু আবশ্যক। চীনের বাদামের ছল্লিতে গৃহতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জন্ তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইলেন, কারণ তাহা বহুবিক্রয়ের দ্যোতক।

রাত্রি দশটা বাজিলে, তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন ও তৎপরে সমস্ত দিবস ধরিয়া কত বিক্রয় করিয়াছেন তাহা গণনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি নিজেই চমৎকৃত হইলেন। তিনি সাত জন্ সহাধ্যায়ীকে ক্ষৌর করিয়াছেন, প্রত্যেককে দশ সেণ্টের হিসাবে; পনর যোড়া চর্ম্মপাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন করিয়াছেন, প্রত্যেক যোড়াটি পাঁচ সেণ্টের হিসাবে; ছয় ডলার মূল্যের কাগজ, পেন্‌সিল, ও কালি বিক্রয় করিয়া, তিনি তাহাতে ১ ডলার, ২০ সেণ্ট লাভ করিয়াছেন এবং চীনের বাদাম বিক্রয় করিয়া দুই ডলার লাভ করিয়াছেন। ব্যয় বাদে তাঁহার আয় সর্ব্বশুদ্ধ সার্দ্ধ চারি ডলার হইয়াছে। অধিকন্তু তিন চারি জন ছাত্র পুরাতন টুপি রঞ্জিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অলসপ্রকৃতিক পণ্ডিত বিচারার্থ কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত কোন বাদসভার সভাপতি; তিনি সাতিশয় অলসভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া, যখন শুনিলেন যে, জন্ স্মীথ্ বিচারার্থ প্রশ্ন তালিকা যোগাইবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তখন মূল্যদ্বারা যদি তাহা অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহা হইলে তিনি কেন তজ্জন্য বৃথা আয়াস স্বীকার করিবেন! পরদিন অপরাহ্ণে বিদ্যালয়ের যাবতীয় লোক এই উদ্যমশীল যুবকের সম্বন্ধে পরস্পরে কথোপকথন করিতে লাগিল। সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইতে না হইতে, তিনি এত ক্রেতা পাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার আর অবসর রহিল না। সুরঞ্জিত করিবার জন্য কত টুপি, বোতাম সীবনের জন্য কত জামা যে আসিতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার কার্য্যে একটু আধটু ত্রুটি থাকিলেও ছাত্রেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না। সমস্ত দিন ধরিয়া চীনের বাদাম ভৃষ্ট হইত লাগিল, এবং চর্ম্মপাদুকার চিক্কণতা সম্পাদনে তিনি সাতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম অপেক্ষা তাহাতে তাঁহার অধিক লাভ হইতে লাগিল।

জুনমাস উপস্থিত। সভাপতি বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া

বিদ্যালয়ের বহির্দ্দেশে একটি বৃহৎ—তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে, নানাবিধ উপদেশ সম্বলিত এক মনোহর বক্তৃতা করিলেন ; জন্ স্মীথ্ও তাহাদের মধ্যে একজন। সুধীবর সভাপতি মহাশয় এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, "যে সদুপায় ও মহদুদ্যম অবলম্বন করিয়া তোমাদের মধ্যে এক জন গত এক বৎসর ধরিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমি প্রীতির পরাকাষ্টায় উপনীত হইয়াছি। তোমাদের সহাধ্যায়ী—যে রূপে আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে সমর্থ করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের আরম্ভহইতে অদ্যাবধি অন্য কেহই সেরূপ করেন নাই। যে মনুষ্যত্ব সৎপথে থাকিয়া কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমকে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর ও হেয় বলিয়া মনে করে না, সেই মনুষ্যত্বের জন্য আমি তোমাদের সহাধ্যায়ীকে সবিশেষ মান্য করি ও তোমাদেরও তদ্বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আমেরিকার মনুষ্যত্বের আদর্শ স্বরূপ জন্ স্মীথ্কে বারম্বার ধন্যবাদ দিবার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করি। উনি বাস্তবিকই আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছেন।" সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে, সকলে উচ্চৈঃস্বরে জন্ স্মীথ্কে ধন্যবাদ দিয়া উঠিল, ও বলিতে লাগিল "জন্ স্মীথ্, তুমি আমাদের কিছু বল, বল।"

ইহাতে জন্ স্মীথ্ স্বীয় অধ্যাপক ও সহাধ্যায়ীগণের প্রীতি সম্ভাষণে বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া এই কয়েকটি কথা কহিলেন।

"বন্ধুগণ, আমি তোমাদের তাদৃশ প্রশংসাভাজন হইবার উপযুক্ত নই। আমি স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অভিমানী। অথচ আমার অন্য কোনও উচ্চকর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, সুতরাং আমাকে ক্ষৌরকর্ম্ম ও বিচার কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য এক প্রকার আপণ খুলিতে হইয়াছিল এবং তোমরা সকলে যাইয়া আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছ। সভাপতি মহাশয় অদ্য আমার প্রতি অত্যধিক দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সমুচিত উত্তর দিবার আমার শক্তি নাই। বিশেষতঃ বক্তৃতা করণ বিষয়ে আমি সাতিশয় অপটু। তোমরা সকলে আমার গৃহে আইস, আমি ভৃষ্ট চীনের বাদাম দিয়া যথাসাধ্য তোমাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব।"

এই কয়েকটি কথা বলিয়া জন্ স্মীথ্ সহসা উপবিষ্ট হইলেন। এবং সকলে একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

এ আখ্যায়িকাটি মিথ্যা নহে, একটি সত্য ঘটনা। তবে যুবকের

বর্ত্তমান নাম যদি জন্ স্মীথ্ না হয়, তাহাতে তাঁহার কিছু অপরাধ নাই।

("দি এ্যাড্ভান্স"—The Advance—নামক কোন এক মার্কিন কাগজ হইতে অনুবাদিত।)

প্রশ্নোত্তর।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

সুনীল আকাশতলে শোভে চন্দ্রগ্রহতারা।
নীরব নির্ম্মল শান্ত জ্যোতিতে অনন্তভরা॥
যেদিকে ফিরিয়া চাই,
আদি অন্ত নাহি পাই,
কীটাণুর মত বিশ্ব অনন্তে বিলীয়মান্।
এবিশ্ব রহস্য ভেদে তবু জীব আগুয়ান্॥

এ ধৃষ্টতা জগজন যখন বুঝিতে পায়।
অজ্ঞতার অন্ধকারে মর্ম্মে সে মরিয়া যায়॥
আমি কে এ প্রশ্ন তার,
সে সময় বারবার,
উঠে হৃদে, কেঁদে কেঁদে মর্ম্মে সে মরিয়া যায়।
তীব্র-তৃষা-শুষ্ক-কণ্ঠ, কি যেন কি প্রাণ চায়॥

সে তৃষার সম্পুরণে অসীম জলধিজল,
গণ্ডুষ বলিয়া জ্ঞান, তুচ্ছ উচ্চ হিমাচল॥
লোকলজ্জা ঘৃণা ভয়,
নিঃশেষ বিলুপ্ত হয়.
ভাবমত্ত একচিত্ত—অন্য নাহি থাকে জ্ঞান।
তবে সে এ প্রশ্ন জীব ক'রে থাকে সমাধান॥

স্থির চিত্ত তবে তার হেন উপলব্ধি হয়,
আমি সে অনন্তরূপ অখণ্ড আনন্দময়॥
কূটস্থ জগতাধার,
মায়াতীত নির্ব্বিকার,
চন্দ্র সূর্য্য তারা যথা স্তিমিতকিরণরাশি।
আমি সেই, তুমি সেই, "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি"॥

রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস্ নগরে বর্ত্তমান প্রদর্শনীর ধর্ম্মবিভাগে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় আগমন করিবেন। এ সংবাদে হিন্দুর মনে কত আশা সঞ্চার হয়। শুনিলাম, নাকি তিনি ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিবেন।

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

১লা চৈত্রের উদ্বোধনে, কয়েক স্থানের রামকৃষ্ণজন্মোৎসবের বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। পরে সংবাদ আসিল, ঢাকা এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রামনাদ, এই দুই জায়গায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হইয়াছিল। ঢাকাবাসী ভক্তগণ ঠাকুরের জন্মদিনে অতিথি-ভোজন দরিদ্র ও নিঃসহায়দিগকে যথাসাধ্য ভিক্ষাদান এবং সমস্ত দিন ভগবচ্চর্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রামনাদের রাজা ঐ দিবস সহস্র সহস্র দরিদ্র ভোজন করান। উপনিষদের মহদাদর্শে সাধিত এই মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ মহাপুরুষের জীবন যতই জনসাধারণের প্রাণের অন্তর্ভূত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বজ্ বজ্ নিবাসী, উদ্বোধনের জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশনের রাজপুতানা দুর্ভিক্ষমোচনালয়ে সাহায্যার্থ পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন।

ভাষ্য।— আপূর্য্যমাণ মদ্ভিঃ, অচলপ্রতিষ্ঠ মচলতয়া প্রতিষ্ঠা অবস্থিতি র্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্র মাপঃ সর্ব্বতো গতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থ মবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বতঃ ইচ্ছা-বিশেষা যং পুরুষং সমুদ্রমিবাপঃ অপ্রতিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি স শান্তিং মোক্ষমাপ্নোতি নেতরঃ কামকামী, কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ৭০।

ভাষ্যানুবাদ।— জলনিবহের দ্বারা পরিপূর্য্যমাণ ও অচলপ্রতিষ্ঠ (অর্থাৎ) যাহার "প্রতিষ্ঠা" অবস্থিতি অচল, তাহাকেই অচলপ্রতিষ্ঠ বলা যায়। সেই অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে সকল দিক্ হইতে প্রসৃত জল রাশি প্রবিষ্ট হয়, অথচ সেই জলরাশির প্রবেশে, যেমন সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও সমুদ্র আত্মভাবেই সংস্থিত থাকে এবং কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার কাম, (অর্থাৎ) বিষয় সন্নিধানে সকল প্রকারে তাহার ভোগের জন্য ইচ্ছা, সমুদ্রে প্রবিষ্ট জলরাশির ন্যায় যে পুরুষকে বিকৃত না করিয়াই তাহার অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া যায়, (অর্থাৎ) নিজের অধীন করিতে সমর্থ হয় না, সেই ব্যক্তিই "শান্তি" মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অন্য কামকামী পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না; কামনার বিষয়ীভূত বস্তুই কাম শব্দের অর্থ, সেই কামকে যে কামনা করে, তাহাকেই কামকামী বলে। ইহাই অর্থ। ৭০।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতিনিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সশান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১।

অন্বয়।— যঃ নিস্পৃহঃ পুমান্ (পুরুষঃ) সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় চরতি (জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ সন্ পর্য্যটতি) স নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারশ্চ শান্তিং (মোক্ষং) অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ৭১।

মূলের অনুবাদ।— যে পুরুষ নিস্পৃহ হইয়া সকল কাম্য বস্তুর পরিহার পূর্ব্বক জীবন ধারণের উপযোগী চেষ্টার উপর নির্ভর করত বিচরণ করে, সেই নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার পুরুষ মোক্ষ লাভ করে। ৭১।

ভাষ্য।—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি, বিহায় পরিত্যজ্য কামান্ যঃ সংন্যাসী পুমান্ সর্ব্বান্ অশেষতঃ কাৎর্স্ন্যেন চরতি জীবনমাত্রচেষ্টা-

শেষঃ সন্ পর্য্যটতি ইত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ সন্নির্মমঃ শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহে ঽপি মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জ্জিতঃ নিরহঙ্কারঃ বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ সএবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ ব্রহ্মবিৎ শান্তিং সর্ব্বসংসারদুঃখোপরমলক্ষণাং নির্ব্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতোভবতীত্যর্থঃ। ৭১।

ভাষ্যানুবাদ।— যে নিমিত্ত এই প্রকার এই জন্যই (বলা যাইতেছে যে), বিহায়েত্যাদি। কাম সকলকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসী পুরুষ, প্রাণধারণের অনুকূল ব্যাপার মাত্র সম্পাদন দ্বারা পর্য্যটন করেন। নিস্পৃহ অর্থাৎ শরীর জীবন মাত্রেও যাঁহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনি নিস্পৃহ। নির্ম্মম জীবনমাত্র রক্ষার জন্য লব্ধ বস্তুর উপরও যাঁহার মমতা বোধ নাই। তিনিই নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, বিদ্যাবত্ত্বাদি নিবন্ধন যাহার আত্মাভিমান নাই, তিনিই নিরভিমান। সেই সন্ন্যাসী নিস্পৃহ নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া, যখন স্থিতপ্রজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ হইবেন, তখন তিনি সকল প্রকার সংসার দুঃখের নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণ নামক শান্তি লাভ করেন (অর্থাৎ) ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন। ইহাই অর্থ। ৭১।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাংপ্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালে ঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥ ৭২।

অন্বয়।— হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (কথিতা) এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি (পুনর্মোহং ন প্রাপ্নোতি) অস্যাং অন্তকালে ঽপিস্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষঃ) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ৭২।

মূলের অনুবাদ।— হে পৃথানন্দন! এই সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাস পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে অবস্থানরূপ ব্রাহ্মীস্থিতি কথিত হইল। এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে সংন্যাসী আর মোহ প্রাপ্ত হয় না। চরম কালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারিলে জীব, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। ৭২।

ভাষ্য।— সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠাস্তূয়তে এষা ব্রাহ্মীতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ—সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈব অবস্থান মিত্যেতৎ। হে পার্থ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধা ন বিমুহ্যতি ন মোহং প্রাপ্নোতি। স্থিত্বা অস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়াং অন্তকালে ঽপি অন্তে বয়স্যপি ব্রহ্ম

নির্ব্বাণং ব্রহ্মনিবৃতিং মোক্ষ মৃচ্ছতি গচ্ছতি কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংনস্য যাবজ্জীবং যোব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতীতি। ৭২।

ভাষ্যানুবাদ।— এই সেই জ্ঞান নিষ্ঠার স্তুতি করা যাইতেছে যে এষা ব্রাহ্মীত্যাদি। এই যথোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতিঃ (অর্থাৎ) সকল কর্ম্ম সংন্যাস পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপেতেই অবস্থান। এই স্থিতিকে লাভ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় না। এই যথোক্তস্বরূপ ব্রাহ্মীস্থিতিতে অন্তকালে অর্থাৎ চরম বয়সে অবস্থান করিতে পারিলে পুরুষ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ (অর্থাৎ) ব্রহ্মরূপে শান্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে, যখন এই প্রকার তখন বাল্য কালে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মীস্থিতির অবলম্বন করিলে, যে মোক্ষলাভ নিশ্চিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে?। ৭২।

ইতি শাঙ্করগীতাভাষ্যের বঙ্গানুবাদ
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

ভাষ্য।—শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে যে বুদ্ধী ভগবতা নির্দ্দিষ্টে সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগে বুদ্ধিরিতি। তত্র প্রজহাতি যদাকামানিত্যারভ্যাধ্যায়-পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সংন্যাসং কর্ত্তব্য মুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠ-তয়েব কৃতার্থতোক্তা এষা ব্রাহ্মী স্থিতিরিতি। "অর্জ্জুনায় চ কর্ম্মণ্যেবা ধিকারস্তে" "মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" ইতি কর্ম্মৈব কর্ত্তব্য মুক্তবান্ যোগবুদ্ধি মাশ্রিত্য নতত এব শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি মুক্তবান্। তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলীভূত-বুদ্ধিরর্জ্জুন উবাচ কথং ভক্তায় শ্রেয়োঽর্থিনে যৎসাক্ষাচ্ছ্রেয়ঃ সাধনং সাংখ্য-বুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যেণাপি অনৈকা ন্তিক শ্রেয়ঃ ফলে নিযুঞ্জ্যাদিতি যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোঽর্জ্জুনস্য। তদ-নুরূপশ্চপ্রশ্নঃ জ্যায়সী চেদিত্যাদি। প্রশ্নাপাকরণবাক্যং চ ভগবতোক্তং যথোক্তবিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে।

ভাষ্যানুবাদ।— গীতাশাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের বিষয়ভূত দ্বিবিধ বুদ্ধি ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাংখ্য বুদ্ধি এবং যোগ বুদ্ধি (এই দ্বিবিধ

বুদ্ধিই যথাক্রমে নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তি মার্গের অবলম্বন), তাহার মধ্যে প্রজহাতি যদা কামানিত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রয়কারী পুরুষগণের পক্ষে সংন্যাসই কর্ত্তব্য, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাদিগের পক্ষে সেই সাংখ্য বুদ্ধির পরিপাকেই কৃতকৃতার্থতা হইবে, ইহা এষা স্থিতিঃ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ভগবান প্রতিপাদন করিয়াছেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" "মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অর্জ্জুনকে কর্ম্মই কর্ত্তব্য, এই প্রকার যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কেবল যোগ বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই বলিয়াছেন, কিন্তু এই কর্ম্ম মার্গে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কথা কিছুই বলেন নাই।

ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত ব্যাকুলিতচিত্তে ভগবানকে বলিয়াছিলেন। আমি ভক্ত এবং শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান্ কিন্তু শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির যাহা সাক্ষাৎ সাধন সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠা, তাহা আমাকে শ্রবণ করাইয়াও দৃষ্টবহুতর-অনর্থজালে পরিপূর্ণ এবং পরম্পরায় ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির অনিশ্চিত সাধন কর্ম্মমার্গে কেন নিযুক্ত করিতেছেন, এই প্রকার ভাবিয়া অর্জ্জুনের মনে ব্যাকুল ভাব হইতেই পারে। জ্যায়সী চেৎ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাও এই প্রকার ব্যাকুলতার অনুরূপই হইয়াছে এবং এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিষয় বিভাগ যেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, গীতা শাস্ত্রের সেই অংশে ভগবানের উক্ত বাক্যও অর্জ্জুনের প্রশ্নের অনুরূপ হইয়াছে।

ভাষ্য।—কেচিত্তু, অর্জ্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎ প্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি। যথা চাত্মনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতস্তৎ প্রতিকূলং চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি। কথং ? তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্ব্বেষাং আশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতো হর্থ ইত্যুক্তং পুনর্বিশেষিতঞ্চ যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যত ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধ মিতীহত্বাশ্রম বিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানামেব কর্ম্মণাং পরিত্যাগউক্তঃ তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থং অর্জ্জুনায় ব্রুয়াদ্ভগবান্ শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—কতকগুলি গীতাব্যাখ্যাতা অর্জ্জুনের প্রশ্নার্থ অন্য প্রকারে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিকূল, ভগবানের প্রতিবচন (প্রদত্ত হইয়াছে) এই প্রকার বর্ণনা করিয়া থাকেন। এবং সেই ব্যাখ্যাতাগণ গীতাশাস্ত্রের আরম্ভ কালে সম্বন্ধপ্রতিপাদক গ্রন্থে নিজেই যে প্রকারে গীতার অর্থ নিরূপণ করিয়া-

ছেন, এখানে কিন্তু তাহারই প্রতিকূলভাবে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের অর্থ নিরূপণ করিয়া থাকেন। কি প্রকার? (তাহাও বলি)

সেই সম্বন্ধ গ্রন্থে তাহারা বলিয়াছেন যে, মোক্ষ লাভের জন্য সকল আশ্রমিরই পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় আছে (অর্থাৎ মোক্ষার্থী যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার মোক্ষলাভ হইবে না। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইটী উপায় মিলিত হইয়াই মোক্ষলাভের কারণ হয়; কেবল জ্ঞানে বা কেবল কর্ম্মে মোক্ষলাভ হইতে পারে না। এই প্রকার মতকেই জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় বাদ কহা যায়)। পরে তাঁহারা আরও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "বেদেতে যে, সকল কর্ম্ম যাবজ্জীব কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারাই যে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, ইহা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না" ইত্যাদি। এখানে কিন্তু তাঁহারাই আশ্রমের বিকল্প দেখাইয়া যাবজ্জীবের জন্য বিহিত বেদোক্ত কর্ম্মেরই পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা বলিয়াছেন। (আমার বিবেচনায়) এই প্রকার পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ অর্থ ভগবান্ কি প্রকারে অর্জ্জুনের নিকট উপদেশ দিবেন? এবং এই প্রকা[র] বিরুদ্ধ অর্থ অর্জ্জুনই বা কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন?

ভাষ্য।—তত্রৈতৎস্যাৎ গৃহস্থানামেবশ্রৌতকর্ম্ম পরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে নত্বাশ্রমান্তরাণামিত্যেদপি পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধমেব। কথং? সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ঃ গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতো হর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায় কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ব্রূয়াদাশ্রমান্তরাণাম্? অথমতং শ্রৌতকর্ম্মা পেক্ষয়েতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাৎ শ্রৌতকর্ম্মরহিতাদ্ গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যত ইতি তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্ত্তং কর্ম্ম অবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যতে ইতি। এতদপি বিরুদ্ধং কথং? গৃহস্থস্যৈব স্মার্ত্তকর্ম্মণা সমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্ মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে নত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যমবধারয়িতুম্।

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহাদের মতের যদি ইহাই তাৎপর্য্য হয় যে, "শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানের দ্বারাই গৃহস্থগণের মোক্ষলাভই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু গৃহস্থ ব্যতিরিক্ত অন্য আশ্রমের পক্ষে এ প্রকার নহে।" ইহাও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে কেন? (তাহা বলি) সকল আশ্রমির পক্ষেই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই (মোক্ষের কারণ), ইহাই

গীতা শাস্ত্রের নিশ্চিত অর্থ, এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞার সহিত বিরুদ্ধ, "আশ্রমান্তরের পক্ষে কেবল জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয়," এই প্রকার সিদ্ধান্ত, কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? এমনও যদি তাঁহাদের মত হয় যে, "শ্রৌতকর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে যে, শ্রৌতকর্ম্মবিরহিত কেবল জ্ঞান দ্বারাই গৃহস্থগণের মোক্ষ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে এবং সেই পক্ষে গৃহস্থগণের পক্ষে স্মার্ত্ত কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহাকে অবিদ্যমানের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া কেবল জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে, এই কথাই বলা হইয়াছে।" এ প্রকার কল্পনাও নিতান্ত বিরুদ্ধ কেন? (তাহা বলি) গৃহস্থেরই স্মার্ত্ত কর্ম্ম সমুচ্চিত জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু অন্য আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, ইহা বিবেকিগণ কি প্রকারে নিশ্চয় করিবেন?

ভাষ্য—কিঞ্চযদি মোক্ষ সাধনত্বেন স্মার্ত্তানি কর্ম্মানি উর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপীষ্যতাং স্মার্ত্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ। অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়ো মোক্ষায় উর্দ্ধরেতসাং তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি। তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাৎ শ্রৌতং স্মার্ত্তং চ বহুদুঃখরূপং কর্ম্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও এক কথা এই, যদি বল যে উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীগণের পক্ষে, মোক্ষসাধন বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম সকলেরই সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, কিন্তু শ্রৌত কর্ম্মের সহিত তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই। তাহা হইলে (আমি বলি যে) সন্ন্যাসীগণের ন্যায় গৃহস্থগণের পক্ষেও স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রের সহিতই জ্ঞানের সমুচ্চয় অঙ্গীকার করা উচিত, শ্রৌত কর্ম্মের সহিত তাহাদের পক্ষে জ্ঞানের সমুচ্চয় মানিবার প্রয়োজন কি। যদি বল যে, "শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সহিত সমুচ্চিত জ্ঞান গৃহস্থগণের মোক্ষের প্রতি কারণ, উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীগণের পক্ষে কেবল স্মার্ত্তকর্ম্মের সহিত সমুচ্চিত জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ হয়। তাহা হইলে (আমার বিবেচনায়) আয়াসবাহুল্য আছে বলিয়া, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দ্বিবিধ মহাদুঃখকর কর্ম্মের ভার গৃহস্থের মস্তকেরা উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়।

ভাষ্য।—অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যান্ মোক্ষঃ স্যান্নাশ্রমান্তরাণাং শ্রৌতনিত্যকর্ম্ম রহিতত্বাদিতি তদপ্যসৎ সর্ব্বোপনিষৎসু ইতিহাসপুরাণপ্রয়োগশাস্ত্রেষু

চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাদাশ্রম বিকল্প সমুচ্চয় বিধানচ্চা শ্রুতিস্মৃত্যোঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল আয়াস অধিক করিতে হয় বলিয়া, গৃহস্থেরই মোক্ষ হইবে, শ্রৌতকর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা নিবন্ধন অন্যান্য আশ্রমী গণের মোক্ষ হইবে না, তাহাও সাধু নহে, কারণ সকল উপনিষদ্ ইতিহাস, পুরাণ ও নানা প্রয়োগশাস্ত্রে মুমুক্ষুগণের জন্য জ্ঞানের সাধন বলিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে। (যদি বল সকল আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রমই অবশ্য অবলম্বনীয়, সুতরাং গৃহস্থেরই প্রাধান্য নিবন্ধন তাহারই মোক্ষ হওয়া উচিত, তাহাও হইতে পারে না), কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে আশ্রমের বিকল্প ও সমুচ্চয়, এই উভয়েরই বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, (অর্থাৎ যদি কেবল গৃহস্থাশ্রমই অবশ্য অবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে শ্রুতি বা স্মৃতিতে যে কোন আশ্রম গ্রহণ করিয়া জীবনাতিপাত করিতে পারিবে, এই প্রকার আশ্রম বিকল্প এবং সামর্থ পক্ষে সকল আশ্রমই যথাক্রমে গ্রহণ করিতে পারিবে, এই প্রকার আশ্রম সমুচ্চয় বিহিত হইতে পারিত না; এই কারণে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, আশ্রমের বিকল্প ও সমুচ্চয় এই উভয়েরই শাস্ত্রে বিধান থাকা নিবন্ধন গৃহস্থাশ্রমেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিবন্ধন প্রাধান্য আছে, ইহা কিছুতেই বলিবার সম্ভাবনা নাই।)

ভাষ্য।—সিদ্ধস্তর্হি সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণাং সমুচ্চয়ঃ। ন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাং। "ব্যুৎথায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"। "তস্মাৎ সন্ন্যাস মেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ।" "ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ"ইতি, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" ইতি চ। ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ দিত্যাদ্যাঃ।

ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ উভে, সত্যানৃতেত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ॥"
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥
ইতি বৃহস্পতিঃ।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়াচ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
ইতি শুকানুশাসনং।

ইহাপি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যাদি।

মোক্ষস্য চ অকার্য্যত্বান্মুমুক্ষোঃ কর্ম্মানর্থক্যম্।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল শ্রুতিতে সকল আশ্রমই যখন বিহিত আছে, তখন সকল আশ্রমেই শ্রুতিবিহিত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়ই যে মোক্ষের কারণ, তাহাও সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ শ্রুতি-তেই মোক্ষার্থীর পক্ষে সকল প্রকার কর্ম্মের সংন্যাসই বিহিত হইয়াছে।

"কামনাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করিবে।" "সেই হেতু মুমুক্ষুগণের পক্ষে সন্ন্যাসই সকল প্রকার তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ।" "সংন্যাসই (মুমুক্ষুগণের) সকল কর্ম্ম হইতে প্রধান হইয়াছে।" "কর্ম্ম প্রজা বা ধনের দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে না, কেবল একমাত্র ত্যাগের দ্বারা কতক-গুলি সংন্যাসী মোক্ষলাভ করিয়াছেন" ইত্যাদি তাৎপর্য্যে পঠিত শ্রুতি, আরও অনেক আছে। ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সংন্যাস আশ্রয় করিবে। এই প্রকার অর্থে পঠিত অনেক শ্রুতিও আছে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। সত্য ও অনৃত এই দুইটিকেই পরিত্যাগ কর। সত্য ও অনৃত এই দুইটিকে পরিত্যাগ করিয়া, যাহার দ্বারা এই দুইটিকে ত্যাগ করিবে, তাহাকেও পরিত্যাগ কর। সংসারকেই অসার ভাবিয়া সার দর্শন করিবারই ইচ্ছায় বহুতর ব্যক্তি পরম বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কুমার অবস্থাতেই সংন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।'

এই প্রকার শুকদেবেরও অনুশাসন আছে—প্রাণী কর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এই কারণে পারদর্শী সংন্যাসীগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।"

এই গীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, "সর্ব্বকর্ম্ম মনের দ্বারা সন্ন্যাস করিয়া" ইত্যাদি।

আরও একটি কথা এই হইতেছে যে মোক্ষ জীবের নিত্যসিদ্ধ, তাহা ঘটপটাদির ন্যায় জন্য নহে, সুতরাং মোক্ষের জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ম্ম নিষ্ফল।

ভাষ্য।—নিত্যানিপ্রত্যবায়পরিহারার্থনীতিচেত্ ন অসংন্যাসিবিষয়ত্বাত্ প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ। নহ্যগ্নিকার্য্যাকরণাত্ সংন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যঃ যথা ব্রহ্মচারিণামসংন্যাসিনামপি কর্ম্মিণাম্। নতাবন্নিত্যানাং কর্ম্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্যপ্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুংশক্যা কথমসতঃসজ্জায়েতেত্যসতঃ সজ্জ-ন্মাসম্ভবশ্রুতেঃ।

ঈশ্বর কি কেবল দয়াময় ?

—না ; তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্ঠুরও বটে। যেমন পুষ্পাদপি কোমল, তেমনিই আবার তিনি বজ্রাদপি কঠিন। তাঁহার লীলা বুঝা ভার। তাই বুঝি, সাধক কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন,—"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী"। কখন তিনি অতি স্নেহময়ী জননী, আবার কখনও বা— অতি ভয়ঙ্করা কালকামিনী। তাঁহার রূপ অনন্ত ; গুণও অনন্ত ! কা'কে যে কখন কি ভাবে চালান, কি ভাবে কৃপা করেন, তা তিনিই জানেন ; মনুষ্যের—মনুষ্যের কেন—দেবতাদিগেরও বুদ্ধির অগম্য। কখনও বা জগজ্জননী, মাতৃ-বেশে সন্তানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিনা প্রার্থনায় অদ্ভুত ও অলৌকিক স্নেহভরে কতই বিচরণ করেন, অতুলনীয় ভাবে কতই যত্ন করেন ; সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া কতই পরমানন্দ প্রদান করেন। অপরদিকে আবার দেখুন—'স্যার জন লরেন্স' জাহাজ ডুবির সময়, ভূমিকম্পে 'চিরাপুঞ্জী'-পতনের সময়, ভাগলপুরে অকস্মাৎ যোগা-বন্যার সময়—সেই মায়ের কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! মৃত্যুকালীন কত লোকে নিজ নিজ প্রাণের তরে, কত পুত্র নিজ নিজ একমাত্র স্নেহময়ী জননীর জন্য, কতশত জননী ক্রোড়স্থ নিজ নিজ সন্তানের নিমিত্ত, কত অন্তরের সহিত, কত কাতর প্রাণে জগদম্বাকে ডাকিয়াছিলেন , সে করুণ প্রার্থনা কি তাঁহার নিকট পৌঁছিল না ? সে সকল কাতর ক্রন্দনের এক অংশও যে, কঠোর পাষণ্ড মানব-হৃদয়কেও দ্রব করিয়া দেয়, হিংস্র জন্তুরও অন্তরে স্নেহের সঞ্চার করে। কিন্তু, আশ্চর্য্য ! এত হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ কি অসীম দয়াময় জগৎপাতার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিল না ?

যদি কেহ বলেন,—"ইহাতে তাঁর অসীম দয়াময়ত্বে দোষ পড়ে না ; তাহাদিগের কর্ম্মফলবশতঃ এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, কর্ম্মফলবশতই তাহারা সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ইহার উত্তর স্বরূপ, রামপ্রসাদসেন গাইয়াছিলেন, "কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে, তবে কেন মা মা বলে মিছে মরি ডেকে"। যদি আমার কর্ম্মফল তিনি না খণ্ডন করিতে পারিলেন, যদি হৃদয়ের প্রবল অনুতাপ ও কাতর প্রার্থনা শুনিয়াও না অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, তবে আর তাঁর অসীম দয়াময় হইবার আবশ্যক কি ? অমন একটু আধটু দয়া ত সামান্য জীবজন্তুরও থাকে।

যদি বলেন, তিনি কাহারও কাহারও প্রতি অসীম দয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন।—তাহা হইলে যেমন উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি—কাহারও কাহারও প্রতি আবার দয়া প্রকাশ নাও করিতে পারেন। তবে, তিনি পক্ষপাতী, তাঁর বিচার নাই।

যদি বলেন,—না; তিনি পক্ষপাতী হইতেই পারেন না। তিনি Stern Justice কঠোর বিচার কর্ত্তা; বিচারে যা হবে, তাই তিনি করেন, অর্থাৎ কেবল কর্ম্মফল দাতা।—কিন্তু, গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন, "ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।" অর্থাৎ তিনি কাহারও কর্ম্ম বা কর্তৃত্ব সৃজন করেন না, কর্ম্মফলের সংযোগও কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন না, কাহারও পাপ বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না।

যদি বলেন, অন্যের পাপে তাহাদিগকে এইরূপ অভাবনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল।—ভাল; স্যার জন লরেন্সে এত লোকের মধ্যে অনেক পুণ্যবানও ত ছিলেন, তাঁহাদের সম্মিলিত পূণ্যের জোরেও কি কেহই জীবন পাইল না? সকলেই ত জগন্নাথে যাইতেছিলেন, সকলেরই ভিতরে একটু পবিত্র ভাবের উদয় হইয়াছিলই, তা না হইলে আর, কেহ জগন্নাথে যায় না, তাহার উপর আবার, সেই মৃত্যুকালে প্রাণের দায়ে সকলেই যারপরনাই অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন। তাহাতেও এতলোকের সম্মিলিত পুণ্যের জোরে কি একজনেরও প্রাণ বাঁচিল না?

যদি বলেন, ভালই হইল, তাঁহারা জগন্নাথে যাইতেছিলেন, জগন্নাথ তাঁহাদিগকে একেবারেই টানিয়া লইলেন; তাঁহাদিগের ত সদ্গতিই হইল।—সদ্গতি কোথায় হইল? প্রাণে বাঁচিবার জন্যই ত ঈশ্বরকে এত ডাকিয়াছিল—ঈশ্বরের কাছে যাইবার জন্য নহে। তাহার উপর আবার, দম আটকাইয়া, জল খেয়ে জল খেয়ে মরিয়া গিয়াছিল; ইহা ত অপঘাতমৃত্যু! তাঁহাকে ডাকিয়া অবশেষে অপঘাত-মৃত্যু?

যদি বলেন, উহাতে অপঘাত মৃত্যুর দোষ হয় না। অমৃতকুণ্ডেতে, সজ্ঞানেই পড়, আর অজ্ঞানেই পড়, স্বেচ্ছায়ই পড়, আর অনিচ্ছাই পড়,

অমৃতকুণ্ডতে পড়িলেই অমর। মৃত্যুকালীন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াছিলত বটে ; সে ভগবৎ-স্মরণের ফল যাবে কোথায় ?

—বেশকথা ! কিন্তু অপরদিকে আবার দেখুন ; স্যার জন লরেন্স, চিরাপুঞ্জী অথবা ঘোগাবন্ধা প্রভৃতি দুর্ঘটনায় যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এমন অনেক আত্মীয় স্বজন অন্যত্র ছিলেন, যাঁহারা ঐ কারণে একেবারে নিরাশ্রয়, বা অনাথ অনাথা হইয়া গিয়াছেন, অথবা দারুণ শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; এমন আমাদের অনেক জানিতঃ আছে।

জগদীশ্বর যে প্রায়ই এইরূপ করেন, তাহার একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, এবং সেই ঘটনাটী সত্য।—

বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার।

কলিকাতা বাগবাজার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে একটী অতি সৎলোক বাস করিতেন। নাম শ্রীমান শরচ্চন্দ্র সরকার ; বয়স বোধ হয় ৩০'এর বেশী হইবে না। বাটীতে— মা, মাসী, দিদিমা, মাসতুতো ভাই ভগ্নী প্রভৃতি অনেক গুলি পরিবার। সকলেরই একমাত্র আশ্রয়— সেই শরৎ। শরৎ বৈ আর এ জগতে তাঁহাদের কেহই নাই। শরৎ যখন এক বৎসরের, তখন তাঁহার মা বিধবা হন। মা, নিজে না খাইয়া না পরিয়া কোনও রকমে অতি কষ্টে শরৎকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। শরৎ-অন্ত— মায়ের প্রাণ। শরতের খাইতে একটু বেলা হইলে বা আফিস হইতে আসিতে একটু সন্ধ্যা হইলে, তাঁর মা যে, কি পর্য্যন্ত ব্যস্ত হন তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। আফিস হইতে আসিয়া সন্ধ্যা-আহারের পর প্রায়ই শরৎ পাড়ায় বাহির হন। মা, ঠিক সেই দরজার কাছে, ঠায় বসিয়া আছেন—তা রাত্রি ১১টাই বাজুক, ১২ টাই বাজুক, আর ১ টাই বাজুক। যেই সদর দরজায় একটু আওয়াজ পাইলেন, মা অমনি আনন্দে দাঁড়িয়া উঠিলেন—"বাবা ! এলি রে" ? যদি "বাবা"র সাড়া না পান, প্রদীপ লইয়া নামিয়া আসেন ; দেখেন সদর দরজা যে ভেজানো সেই ভেজানই রহিয়াছে, (হয়ত ইঁদুর বিড়াল বা কুকুর দরজায় কোনও রকম আঘাত করিয়া গেছে, অথবা অন্য কোন আওয়াজকেই হয়ত ভ্রমে ঐরূপ শরতের আওয়াজ মনে করিয়া-

ছেন;) দরজা খুলিয়া একটু খানি শুনিতে থাকেন—যদি বাবার 'ফটাং ফটাং' জুতোর আওয়াজ পান। কিছুই শুনিতে পাইলেন না। আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আবার যাইয়া সেই উপরকার দরজার কাছে প্রদীপটি জ্বালিয়া বসিলেন। কেবল ছট ফট ছট ফট!—"তাইত পা এখনো এলো না!"

শরচ্চন্দ্র হয় ত,—কোথায় সৎসঙ্গ,কোথায় হরিনাম ; কোথায় কার ব্যারাম হইয়াছে, সেবা করবার লোক নাই, তার খানিকটা সেবা করা ; কোথায় বা কা'রো কেউ কোথাও নাই, তার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া,—কেবল এইরূপ করিয়াই বেড়াইতেছেন। শরচ্চন্দ্র যেই কাহারও বাটীতে যান, অমনি যেন তাঁ'রা যথার্থ আকাশের শরচ্চন্দ্রই হাত বাড়াইয়া পান ; শরৎকে দেখে এমনিই তাঁহাদের হৃদয় প্রফুল্ল হয় ; যেই হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্দ্র আসিলেন, অমনি গোষ্ঠীশুদ্ধ লোকের—ফরমাজ বল, আবদার বল, যত কিছু বক্তব্য—সব শরতের নিকট, হইতে লাগিল। পাড়ার সকলেই শরৎকে যেন নিজেদের ছেলের চেয়েও বেশী দেখেন। শরতের মন অতি পবিত্র, হৃদয় অতি কোমল। সকলেরই, প্রাণ দিয়া শরৎ, উপকার করেন। পর বলিয়া কাহাকেও ভাবিতে পারেন না। 'পরের উপকার' বলিয়াও করেন না; নিতান্ত অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই সকলকার কার্য্য করেন। লোভ, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান, অসরলতা, বাড়িয়ে বলা, পরনিন্দা করা প্রভৃতি যে কাহাকে বলে, তাহার লেশ মাত্রও শরৎ জানেন না ; সাধু সেবাই তাঁর ব্রত ; বিশেষ, পরমহংসদেবের ভক্তদিগকে অতিশয় ভালবাসেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রধান পরিশ্রমী লোক। অধিকাংশ সময় রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্য্যেই অতিবাহিত করেন।

নানা যায়গায় কায করিয়া, অনেকক্ষণ পরে শরৎ বাড়িতে আসিলেন। মা দূর থেকে 'ফটাং ফটাং' আওয়াজ পাইয়াই প্রদীপ লইয়া আসিতেছেন —সিঁড়িটার ভিতর বড় অন্ধকার, পাছে "বাবা"র পায়ে ঠোকর লাগে বা পোকা মাকড় কামড়ায়।

"মা, তুমি এখনও জেগে!—ছি ছি ছি!! অসুখ করবে যে? ছেলে ছেলে করে গেলে; অত মায়া কেন কর মা? দেখ দেখি, এতক্ষণ হরিনাম করিলে না কেন?"

মা অবশ্য খুব ধার্ম্মিক, সন্দেহ নাই; কিন্তু মায়ের প্রাণ কি না;—কেমন ঐ তাঁর "বাবা"-অন্ত প্রাণ; "বাবা"র মুখ দেখলেই যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পান। "বাবা"কে কখনও নদী পার হ'তে দেন না; মনে করেন—"পাছে অভাগিনীর কিছু হয়।"

শরৎ কলিকাতায় এক সওদাগরের আফিসে চকরি করেন। সামান্য মাহিনা পান—মাসে ৪৫টী টাকা! বাড়িতে অতগুলি ত পরিবার খাইতে, তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব সাক্ষাৎ এসব প্রত্যহই প্রায় ২।৪ জন করিয়া লাগিয়া আছেই। গরীব গুরবো, সাধু শান্তকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ দান করাও আছে। সুতরাং, প্রতিমাসেই প্রায় কিছু কিছু দেনা হয়; ভ্রূক্ষেপই নাই; বলেন—"ঈশ্বর দেবেন একরকম ক'রে চালিয়ে"। বেশী পেড়া পেড়ি ক'রে বল্লে উত্তর দেন, "ঐ যে আর একখানা বাড়ি আছে, সেইটা শীঘ্রই বিক্রী ক'রব।"

শরতের, কাহারও সহিত, আত্ম-পর জ্ঞান নাই। আফিসে জলখাবার ও পান লইয়া যান,—একা খাইতে পারেন না; যথাসম্ভব সকলকে বণ্টন করিয়া দিয়া খাইতেন। আফিসে বলুন, পাড়ায় বলুন, আত্মীয় কুটুম্বদিগের ভিতর বলুন,—এমন কেহই নাই, যাঁর কিছু না কিছু উপকার শরৎ না করিয়া থাকেন। আফিসের একটী দরওয়ান অতি ভালমানুষ; একদিন সে, শরৎকে তার দুঃখের কাহিনী বলে। শরৎ সেই অবধি তাকে গরীব বলিয়া বড় ভালবাসেন। সেই দরওয়ান সম্প্রতি একটা তার নিজের মকদ্দমা উপলক্ষে অর্থাভাবে শরতের নিকট শরণাগত হইয়া পড়ে। শরতের নিকট কখনই কিছু অর্থ থাকে না। যখনই আসে তখনই সব খরচ হইয়া যায়। শরচ্চন্দ্র কি করেন তখন, নিজের বাটীর অলঙ্কার বন্ধক দিয়া তাহাকে টাকা আনিয়া দিলেন। আফিসের সেই সামান্য বেহারা হইতে বড়বাবু পর্য্যন্ত সকলেই শরতের এইরূপ অশেষ গুণে আকৃষ্ট।

বাল্যাবস্থায় শরচ্চন্দ্রের বিবাহ হয়। সন্তানাদির মধ্যে একটী মাত্র ৩ বৎসরের কন্যা। বধূটী আদর্শস্বরূপা এবং স্বামীর যথার্থ অনুরূপা।

মা, যেমন শরচ্চন্দ্রের জন্য ব্যস্ত হন, শরৎও তেমনি, মা কিসে সুখী থাকেন তাহার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন।

যদি চ বর্ণনা করা দুষ্কর, তত্রাচ একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি যে,—শরৎ কিরূপ পাড়ার, আফিসের, আত্মীয় কুটুম্বের, এবং সকলকারই—

আনন্দের পাত্র। পূর্ব্বেই একটু আভাস দিয়াছি, রামকৃষ্ণ-মিশনে শরৎ কিরূপ পরিশ্রম করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ তাঁকে অতিশয় সৎ বলিয়া জানেন এবং অত্যন্ত ভালবাসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরৎ তাঁহার সেই বৃহৎ পরিবারের কিরূপ একমাত্র আশ্রয় ও অন্ধের যষ্টি। পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি, শরতের মার কিরূপ শরৎ-অন্ত প্রাণ! সবই বলিয়াছি; বলিবার বিশেষ আর কিছু নাই। এক্ষণে কেবল ঈশ্বর আমাদের কেমন দয়াময়, তাহাই একটু খানি বলিব।

গত ২০শে, চৈত্র, ২রা এপ্রেল সোমবার, প্রত্যূষে শরতের মা উঠিয়া শরতের জন্য আফিসের ভাত প্রস্তুত করিতে যাইবেন;—দেখেন শরৎ হঠাৎ ভীষণ বিসূচিকাক্রান্ত। পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই যেন মনে করিলেন নিজের ছেলেরই ব্যারাম হইয়াছে। সকলকারই কিন্তু ধ্রুব ধারণা হইল যে, হাজার ব্যারাম হউক, যে শরৎ এত লোকের প্রাণসম, সে শরতের কখন আয়ুরবসান হওয়া সম্ভব নয়। ভিতর ভিতর ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাহিরে বৃদ্ধির বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যায় নাই। বিসূচিকা যন্ত্রণায় যে, অত্যন্ত অধীর হওয়া, তাহা শরচ্চন্দ্র হন নাই।

সকলেই প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শরচ্চন্দ্রের যাতে প্রাণ রক্ষা হয়, আহা! যাতে এতগুলি লোক না একেবারে পথে বসে! সকলিই বিফল হইল।—পাড়াশুদ্ধ লোকের প্রার্থনা বিফল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু-শান্ত, সকলকারই প্রার্থনা বিফল; অমন পতিগতপ্রাণা বালিকা বধূরও প্রার্থনা বিফল; যার বাড়া নাই সেই স্নেহময়ী গর্ভধারিণী জননীরও প্রার্থনা বিফল হইল! বেলা ৪ ঘটিকার সময়, দয়াময় শরৎকে সকলকার নিকট হইতে ছিনিয়া লইলেন। তাঁহার নিকট সকলে কত মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, যদি শরৎকে ফিরাইয়া দেন, যদি শরৎ আবার জাগিয়া উঠে। কান্না রোল উঠিল বটে, তখনও কাহারও পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই যে, শরৎ একেবারে গিয়াছে; হয় ত, এখনই নড়িয়া চড়িয়া উঠিবে।

পরে, যখন বাড়ি হইতে শব বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তখন মা বুঝিলেন তাঁর "বাবা" একেবারে চলিল ; বালিকা-বধূ বুঝিলেন পতিহীনা হইলেন ; পাড়াতেও অনেকের বাড়ি কান্না পড়িয়া গেল, সকলেই জানিলেন —তাঁরা এক পরম প্রিয়বন্ধু বিহীন হইলেন। শরচ্চন্দ্রের বাটী মহা শ্মশানের অপেক্ষাও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল ; সে বাটিতে আর শরচ্চন্দ্র নাই— চতুর্দ্দিক যেন ভয়ঙ্কর প্রলয় অন্ধকারে আবৃত হইল। এক শরচ্চন্দ্র বিহীনে বাটী শুদ্ধ অতগুলি লোক আজ অনাথ অনাথা! বিশেষ শরচ্চন্দ্রের বালিকা, বধূ ও গর্ভধারিণী একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন : ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল! মায়ের ঐ এক মাত্র সন্তান, দয়াময়ের দৃষ্টি সেইটীরই উপর পড়িল!! অনেক অন্ধের, অনেক অনাথ অনাথার, ঐ একমাত্র যষ্টি ছিল, অসীম দয়াময় সেইটী ভগ্ন করিয়া দিলেন!!!

এই ত চক্ষুর উপর একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম ; অন্বেষণ করিলে এ রূপ অনেক পাওয়া যায়। ঈশ্বর যেন খুঁজিয়া বেড়ান—কোথায় কার বাটীতে "সবে ঘরে ধন নীলমণি" আছে, কোথায় কার বিহীনে অনেকগুলি প্রাণীকে পথে বসিতে হয়, কোথায় কার মর্ম্ম-স্থান, কোথায় কাকে মারিলে এক ঢিলে অনেক পক্ষী মরে,—এইরূপ স্থলেই কৃপাময় আগে কৃপা করেন!

ঈশ্বরের এ সকল কার্য্য ত দয়ার কার্য্য বলিয়া বোধ হইল না। অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে হয় ত হইতে পারে— দয়ার কার্য্য ; কিন্তু সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ত সামান্য মানবে সম্ভবে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকালজ্ঞ না হইতে পারিলে আর এ রূপ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি কেমন করিয়া লাভ করা যাইতে পারে বলুন ?

যদি বলেন, ঈশ্বরকে চিরকাল দয়াময় বলিয়া আসিতেছি, আজ নিষ্ঠুর বলি কেমন ক'রে ? পরন্তু, যদি তিনি নিষ্ঠুর হন, তা হইলে ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করা বৃথা! ঈশ্বরের আরাধনা করারই বা ফল কি ?

—ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিলে যদি আপনার প্রাণে লাগে, সে ত খুব ভাল কথা, সে ত ভালবাসার কথা—ঈশ্বরের প্রতি খুব ভক্তির কথা ; কিন্তু প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে, বা কেহ কষ্ট পাইতেছে দেখিলে, তাঁহার উপর অভিমান বা দোষারোপ কেহ যেন না করেন। আর দেখুন, সাধন ভজন করা, ঈশ্বরকে ডাকা, তাঁর নাম লওয়া—এ সমস্ত অতি নিষ্কামভাবেই করা উচিত। সাধন ভজনেরই জন্য সাধন ভজন করা উচিত, ঈশ্বর কে ডাকারই জন্য ঈশ্বরকে ডাকা কর্ত্তব্য, তাঁর নামেরই জন্য তাঁর নাম লওয়া উচিত, কোনও রকম

কামনার সহিত এ সকল করা উচিত নহে। গাজিপুরের 'পওয়াহারী বাবা' বলিতেন—"যন্ সাধন, তন্ সিদ্ধি—যেই সাধন সেই সিদ্ধি।" তবে কি জানেন, মানুষের মন বড়ই দুর্ব্বল; বিশেষ, সাধন ভজনের প্রথম অবস্থায় সকাম প্রার্থনা না করিয়া লোকে থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিবেন না—এরূপ ধারণা থাকিলে, তাঁকে ডাকতেও ইচ্ছা হয় না বটে; কিন্তু প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি কি করেন?—তিনি প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁকে না ডাকিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁকে না স্মরণ করিয়া থাকিতে পারেন না,—তাই করেন। প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বর ছাড়া আর কেহই নাই, তাই আপদে বিপদে সম্পদে—যা কিছু বলবার, সবই ঈশ্বরের নিকটেই বলেন; বলিতে হয় বলিয়া বলেন; বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিয়া বলেন না। তিনি জানেন—ঈশ্বর সবই হইতে পারেন, তাঁতে সকলই সম্ভব; তিনি দয়াময় হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন, প্রহ্লাদকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন বটে; আবার নিষ্ঠুর হইয়াও সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসে পাঠান; শ্রীমতীকে একশত বৎসর ব্যাপিয়া বিরহানলে দগ্ধ করান, আবার, দোষগুণশূন্য হইয়া, দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত হইয়া, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে জ্ঞানীগণেরও উপাস্য হন। তিনি, লোকের নিকট, নিজেকে কখন অতি সূক্ষ্ম বিচারবান বা অসীম বুদ্ধিমানের মত দেখান; আবার কখনও বা অতি বালকের মত বা উন্মাদের মতও দেখান। তাঁর কার্য্যের "কেন" বা কারণ জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তবে হাঁ,—যদি কখনও তাঁর মত অসীম বুদ্ধিমান হওয়া যায়, তা হ'লে তাঁর কার্য্যপ্রণালীর তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে; তা না হ'লে এই এক ছটাক মলিন বুদ্ধি লইয়া, সেই অনন্তের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলতা। এই সামান্য মানবীয় চক্ষুতে যা দেখি, তাতে ত বোধ হয়, তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্ঠুরও বটে।

যদি আপনি তবুও বলেন, তিনি দয়াময় ছাড়া হতেই পারেন না। সীতাকে যে বনবাস দিয়াছিলেন, এবং শ্রীমতীকে যে বিরহদগ্ধ করিয়াছিলেন, সে সকল কেবল তাঁহাদিগের পূর্ব্বশাপ ছিল বলিয়া। আর, স্যারজন লরেন্স প্রভৃতি সম্বন্ধে এই যে, তাহাদিগের পরকালে তিনি মঙ্গল করিবেন। আমরা তাঁর নির্ব্বোধ ছেলে—ভাল মন্দ, ভূত ভবিষ্যৎ ইত্যাদির ত জ্ঞান তত নাই। হয় ত অতি সুখকর বোধে কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলাম; সে বিষয়টা কিন্তু ভবিষ্যতে অতি অমঙ্গলজনক, আমরা তা জানি না। ঈশ্বর

পরম দয়াল সর্ব্বজ্ঞ ; তিনি আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না ; আমরা বলিলাম ঈশ্বর নিষ্ঠুর। ছেলের বিকার রোগ হইয়াছে ; এখন দধি রম্ভাদি খাইবার জন্য পিতার নিকট অতিশয় কাতর প্রার্থনা করিলেও কি পিতা সে প্রার্থনা রক্ষা করিবেন, না—সে জন্য পিতাকে নিষ্ঠুর বলিব ?

—উত্তরে, ঠিক বিপরীতই বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের কোনও কার্য্যই দয়ার নহে ; গোড়াতেই ত এক কথা—তিনি এই মায়াময় জগতের সৃষ্টি করিলেন কেন ? জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া সুখদুঃখে এত উৎপীড়িত করেন কেন ? লীলাময় ত লীলা করিতেছেন ; আর, যাদের লইয়া লীলা করিতেছেন, তাদের প্রাণ যে যায় ! আর যদিও বা লীলা করিবার এতই সাধ থাকে, তিনি ত সর্ব্বশক্তিমান,— এমন একটা কৌশল সৃষ্টি করিতে কি পারিলেন না, যাতে তাঁর লীলাও বেশ চলে, আর আমাদেরও প্রাণবধ হয় না ? আর, পরকালের মঙ্গল সম্বন্ধে ?— তখনকার কথা তখন। মনে করুন,— বৈদ্যনাথ, এখান হইতে অতি সামান্য দূর ; এই সামান্য দূর বৈদ্যনাথে যাইলেই যখন, ভাষা আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই আর একরকম দেখিতে পাই, তখন এক জন্ম দূরের রাস্তা তফাতে পরলোক নামক এক সম্পূর্ণ নূতন ও আশ্চর্য্য স্থানে যাইলে, হয় ত, চিন্তা-প্রণালী পর্য্যন্তরও সম্পূর্ণ ভিন্নতা সংঘটন হইতে পারে। সেই পরলোকে যাইলে হয় ত 'দয়াময়' 'নিষ্ঠুর' প্রভৃতি ভাব না'ও থাকিতে পারে ; তখন হয় ত আর এক রকম মন, আর এক রকম বুদ্ধি, আর এক রকম চিন্তা-প্রণালীর উদ্ভব হইতে পারে। তাহাও, যদি তখন তাঁহাকে দয়াময় বলিতে হয়, তখন বলিব। আপাততঃ এখন যেমন দেখিব, তেমনই বলিব ; দয়াময়ের কার্য্য দেখি, দয়াময় বলিব ; নিষ্ঠুরের কার্য্য দেখি—নিষ্ঠুর বলিব।

আচ্ছা বেশ, তাঁকে 'অসীম দয়াময়' বলছেন ত বটে ?—বেশ। তিনি যদি অসীম দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান ; তিনি আর, এখানে সেখানে—ইহ-কালে ও পরকালে—দুই জায়গায়ই কি দয়াময়ত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেন না ? এক জায়গায় দুঃখ দিতেছেন—আর এক জায়গায় সুখ দিবেন বলিয়া ; কেন ? —দু জায়গায়ই না হয় সুখ দিলেন ; তা না হইলে তিনি দয়াময় কিসের ? কি দেখে তাঁকে কেবল 'অসীম দয়াময়' বলব ?

লোকে এতো দয়াময় দয়াময় বলে কেন জান ?—ভক্তি চটিয়া যাইবে

ব'লে। নিষ্ঠুর বলিলে আর তাঁকে ডাকৃতে ইচ্ছা হইবে কেন? সুতরাং— তিনি নিষ্ঠুর হইলেও তাঁকে 'দয়াময়' মানিয়া লইতে হইবে ; 'আহা মরি, আহা মরি, তিনি কি সুন্দর!'—ইত্যাদি রূপ না মানিয়া লইলে ভক্তি আসিবে কেন? —মন ছোট হইয়া যাইবে ; আর, ঠাকুরও উড়িয়া যাইবে। ঠাকুরকে নিজেদের মনমত গড়িয়া লইতে হইবে কি না, তা না হ'লে, মন বসিবে কেন? তাই দেখিতে পান না— পশ্চিমী ও দক্ষিণী কৃষ্ণ বা কালী এক রকম ; আর, বাঙ্গালী-কৃষ্ণ বা কালী আর এক রকম? ঠাকুরকে ডাকবার প্রথাও অনেক অংশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। কিন্তু, বস্তুতঃ ঠাকুর সব জায়গায়ই এক ; ঠাকুরের নিকট সব ভাষা বা সব প্রথাই এক।

তবে কি, তিনি যে—'অসীম দয়াময়' এ কথা কি মিথ্যা?

কেন? মিথ্যা হ'তে যাবে কেন? বালাই! তিনি আমার এও বটে, তিনি আমার— ওও বটে ; তিনি আমার—সব। তিনি যেমন অসীম দয়াময় হইতে পারেন, তেমনি আবার তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরও হইতে পারেন ;— তাঁর ইচ্ছা। তিনি ত আমাদের মনের মত বা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলিবেন না। তাঁর ছাগল, যদি তিনি ল্যাজের দিকে কাটেন ;—সে, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ঐশ্বরিক কার্য্য কলাপ, তাঁর সে অলৌকিক দেব চরিত্র, আমরা ক্ষুদ্র মানব,—কি রূপে বুঝিব?—বুঝিতে যাওয়াও যে blasphemy ব্লাসফেমী—মহা অপরাধ বা অত্যন্ত বাতুলতা!

আমাদের ভক্তি যেন তাঁর কার্য্যের উপর, গুণের উপর, বা রূপের উপর তত নির্ভর না করে। ভক্তি যেন অহেতুকীই হয়। তিনি দয়াময় হইলেই যে, ভক্তি বাড়িবে ; আর, তিনি নিষ্ঠুর হইলে বা প্রার্থনা না শুনিলেই যে, ভক্তি উড়িয়া যাইবে— সেটা বড় খারাপ। তবে হ্যাঁ—প্রবর্ত্তকের পক্ষে, বা প্রথম অবস্থায়, ঐ রূপ সকাম ভক্তি মন্দ নয়।

এ, মানুষ বুঝে না যে, ঠাকুরকে দয়াময় বল, নিষ্ঠুরই বল, আর যা'ই বল,— তাতে তত ক্ষতি হইতেছে না, যত ক্ষতি হয় তাঁকে না ডাকিলে পরে। তাঁকে ডাকা চাই,—তা, নিষ্ঠুর বলেই ডাকুন ; আর দয়াময়ই বলে ডাকুন। তিনি যাই হউন, আমার সে খবর জানবার আবশ্যক নাই ; জেনেও শেষ করিতে পারা যায়না ; আর, জেনেই বা এমন কি ফল? আমার আঁব খাবার আবশ্যক, আঁব খেতে পেলেই হইল। আঁবের কৃষিতত্ত্ব, আঁবের আমদানী তত্ত্ব প্রভৃতি অত তত্ত্বাতত্ত্ব তলিয়া বুঝিতে যাইবার দরকার?

আমাদের ডোবায় অল্প জল ; পিপাসা পাইয়া থাকে, উপর উপর থেকে লইয়া জল খান ; বেশী ঘোলাইতে গেলে যে, পাঁক উঠিয়া পড়িবে। আমাদের মন অতি ছোট, বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র ; এ মনবুদ্ধিকে বেশী খোঁচা খুঁচি করিতে গেলে খিচড়ে যাইবে।

আমার ঈশ্বর কি রকম জানেন ? এক। দুই দুই নাই ; ব্যভিচার নাই। আমি এক জনকে ডাকি ; সেই এক জনকেই লইয়া থাকি, সেই এক জনকেই ভয় করি, সেই এক জনকেই ভালবাসি। খেতে, শুতে, বেড়াতে— সেই একই জন। যা শুনি বা দেখি, সবই আমার সেই একই ঈশ্বর। আমার ঈশ্বর অমন ছোট খাট নয় যে, একটু চল বেচল হইলেই আমার কাছ থেকে ফস ক'রে উড়ে যাবে। আমার ঈশ্বর কূপমণ্ডূকের ঈশ্বর নয়। মুশলমানের যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর ; খ্রীষ্টানেরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর, হিন্দুর ও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর ; শাক্ত বৈষ্ণব বা বেদান্তীরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর। ঋষি তপস্যা দ্বারা সমাধিস্থ হইতেছেন—সেও ঈশ্বরের কার্য্য, জীব বাসনার দ্বারা বদ্ধ হইতেছেন, সেও সেই ঈশ্বরের কার্য্য ; পুণ্যাত্মা পুণ্য করিতেছেন, পাপাত্মা পাপাচরণ করিতেছেন—সেই ঈশ্বরেরই শক্তিতে। তিনি একরূপে চোর হ'য়ে চুরি করিতেছেন ; আবার সেই তিনিই আর এক রূপে জজ হয়ে শাস্তি দিতেছেন। যে যা করিতেছে, সবই ঈশ্বরের কার্য্য। গাছের পাতাটা নড়িতেছে—সেও সেই ঈশ্বরের কার্য্য। দয়াকরাও ঈশ্বরের কার্য্য, নিষ্ঠুর হওয়াও ঈশ্বরের কার্য্য।

আজ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম ; দেখিলাম একটী বিড়াল ছানাকে কা'রা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিল— দিন দুই তিন হয় ত খেতে পায় নাই— অতি কাতর ও মৃদুস্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে এক জনদের বাটীতে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে উঠিতে যাইতেছিল ; বোধ হয়, মনে ক'রেছিল বাটীতে আশ্রয় লইলে নিরাপদ হইবে। বাটীর দরজাটী রাস্তা হইতে একটু উচু ; ক্ষুধাতে এমন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনও মতে দরজার উপর উঠিতে পারিতেছিল না—যেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, আর অমনি নীচে পড়িয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে একটী বালক হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বাচ্ছাটার ঘাড় ধ'রে, সেই রাস্তার মাঝখানে, ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ; অমনি একখানি গাড়ি আসিয়া তার উপর দিয়া চলিয়া গেল। বাচ্ছাটী দুই খাপ-খানা হইল।

জগতে যাবতীয় প্রাণীবিভাগেই এরূপ অহোরাত্র কতই না জানি ঘটিতেছে। এ সকল কি ঈশ্বরের কার্য্য নয় ?

আবার ইহাও শুনিয়াছি,—একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দেখেন, একটী নীচবংশোদ্ভবা অস্পৃশ্যা গরীব স্ত্রীলোক বিসূচিকারোগাক্রান্তা হইয়া বিষ্ঠাক্তকলেবরে ফুটপাথের নীচে পড়ে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় না কি দেখিয়াই স্বহস্তে স্ত্রীলোকটীকে, তৎক্ষণাৎ গাত্র হইতে বিষ্ঠাদি ধৌত করিয়া চিকিৎসার্থ ও তাহার প্রাণরক্ষার্থ নীজের বাটীতে লইয়া যাইলেন। ছেলেবেলায় অনেকে বহিতে পড়িয়া থাকিবেন,—এক প্রভুভক্ত ভৃত্য কেমন, প্রভু ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য, নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল! এসকলও কি ঈশ্বরের কার্য্য নহে ?

যদি বলেন, এ সকল ঘটনা অথবা স্যারজন লরেন্সের ঘটনা প্রভৃতি অদৃষ্টের লিখন। অদৃষ্ট কি ?—সেই ভগবান ছাড়া আর কিছুই নহে।

যদি বলেন,—"আমরা যে, ঈশ্বরকে কেবল দয়াময়ই বলি; নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা করি না"—সেও কি ঈশ্বরের কার্য্য নহে ? আপনি ইহা খণ্ডন করেন কি হিসাবে ? আপনি ত বলিলেন যে, সবই ঈশ্বরের কার্য্য; তা হ'লে, আমরা যে, ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা করি না—"কেবল দয়াময়ই" বলি;—সেও ঈশ্বরের কার্য্য। সে ঈশ্বরের কার্য্য বটে; কিন্তু সে কথা মানবের চরম অবস্থার কথা। যখন একেবারে ভেদাভেদ জ্ঞান না থাকে, যখন যথার্থই সর্ব্বভূতে প্রত্যক্ষভাবে জলন্ত ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মানব এই রূপ জ্ঞান লাভ করে। যতক্ষণ, বলা কওয়া, লেখা পড়া, তুমি আমি প্রভৃতির ভিতরে থাকা যায়,ততক্ষণ ও সকল কথা বলিলে নিতান্ত 'শুনে বলার' ন্যায় অনধিকার চর্চ্চা হয়, অথবা 'তর্কের খাতিরের' ন্যায় হইয়া পড়ে; এবং ভালমন্দ বিচার করা চলে না। দ্বৈত জগতের মধ্যে যে সকল কথা বা ভাব বা অবস্থা আমরা কার্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিব, সেই সকলের সীমার বাহিরে চর্চ্চা করিলে অনধিকার চর্চ্চা হয়। পরন্তু, আপনি যে রূপ তর্ক তুলিতেছেন, তাহাতে অনবস্থা দোষ (Fallacy of never-ending) আসিয়া পড়ে। এরূপ তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম নাই, সুতরাং সিদ্ধান্তও হইতে পারে না। আপনি বলিবেন, আপনি যাহা বলিতেছেন—ঈশ্বরের কার্য্য; আমিও বলিব, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাও ঈশ্বরের কার্য্য; তাহার

উপর আবার আপনিও বলিবেন, আপনি যাহা বলিতেছেন—ঈশ্বরের কর্ম্ম; আবার আমিও ঐ রূপ বলিব। এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

সাধক, সিদ্ধ মহাপুরুষ, শাস্ত্র, সকলেই বলেন এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বেশ বোধগম্য হয়,—ঈশ্বর লীলাময় : তিনি দয়াময়ও বটে, তিনি নিষ্ঠুরও বটে; আবার তিনি এই দুয়ের অতীত নির্গুণও বটে। তাঁতে সকলেই সম্ভব কি না—তিনি অনন্ত কি না, সবই হইতে পারেন। তাঁর অন্ত নাই, শেষ নাই। তাঁর 'ইতি' নাই।

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"

তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম; আবার, স্থূল হইতেও স্থূল। প্রাণিগণের হৃদয়েই তিনি আছেন। যিনি নিষ্কাম, যাঁহার শোক নাই, তিনিই মনের প্রসন্নতাহেতু—সেই আত্মার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন।

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥"

হৃদয়ে থাকিয়াও অবাঙ্‌মনসোগোচর, নিষ্ক্রিয় হইয়াও ক্রিয়াবান,—এরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন তাঁহাকে, কে শীঘ্র জানিতে পারে?

বৰ্ত্তমান ভারত।

স্বামী বিবেকানন্দ।] [২০৯ পৃষ্ঠার পর।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবলগুণও আছে। সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী শাসনযন্ত্র, অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায়, এক প্রান্তের পণ্য দ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্ব্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি

ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে, এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্বদেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীন বিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর-স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ আধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া, ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে, "ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।"

একদিকে, নব্য ভারত ভারতী বলিতেছেন, পতি পত্নী নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত; কারণ, যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব। অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা, প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন হইব; অপর দিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্ম-আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে,

প্রাচীন বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণ... তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্... আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি"। যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আছে,—কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে, সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি, কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ ভূষা অশন বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে,—মূর্ত্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টি মাত্রই, আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি

এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, ঐ সমাজের স্ত্রী জাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য, স্ত্রী পুরুষ সংমিশ্রণের সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে, তাহা না জানিয়া, স্ত্রী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অনুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্ব্বলজাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বলবানের দিকে সকলে যায়;—গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, দুর্ব্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীবেশভূষা মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্শী এক্ষণে আর "নেটিভ্" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাস-সুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিওনা—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ের ছায়া মাত্র, ভুলিওনা—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ,

ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল, ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, "আমায় মানুষ কর।"

(সম্পূর্ণ)।

রামকৃষ্ণ মিশন।

রাজপুতানা অনাথালয়।

বেলুড়মঠ হইতে স্বামী সারদানন্দ উক্ত অনাথালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও হিসাব উদ্বোধনে মুদ্রিতকরণার্থ পাঠাইয়াছেন ;—

"রাজপুতানার অন্তর্গত কিষেণগড় রাজ্যে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে রামকৃষ্ণমিশনভুক্ত স্বামী কল্যাণানন্দ দুর্ভিক্ষকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। উদ্বোধনেও তিনি এক্ষণে ১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আশ্রমের আয়ব্যয়তালিকা সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মাননীয় কিষেণগড় দরবার এবং তত্রস্থ দেওয়ান বাবু শ্যামসুন্দর লালজী উক্ত অনাথালয়ে বিশেষ সাহায্য বরাবর করিয়া আসিতেছেন এবং তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাথদের থাকিবার জন্য রাজদরবার হইতে দুইটি বাটী বিনা ব্যয়ে কয়েক মাসের জন্য পাওয়া গিয়াছে। তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন সিপাহীকে দরবার সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন রন্ধনের আবশ্যকীয় প্রায় যাবতীয় কাষ্ঠ এতাবৎ কাল আমাদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিতেছেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয়েও অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, যথা, বিগত ডিসেম্বর মাসে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি "গুদড়ি" (লেপ) এবং দরবার ভাণ্ডার হইতে স্বল্পব্যয়ে অনাথাশ্রমের আবশ্যকীয় চাল ডাল প্রভৃতি। দুর্ভিক্ষাশ্রমে এখন ৮৫ জন বালক বালিকা এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য বেলুড় মঠের একজন স্বামী ও একজন ব্রহ্মচারী আছেন। ইহার মধ্যে বালক ৫৫ জন এবং অবশিষ্ট ৩০ জন বালিকা। আশ্রম স্থাপনের সময় কিষেণগড় দরবার স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বরূপানন্দকে বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষকার্য্য শেষ

হইলে এই সকল বালক বালিকার মধ্যে যাহারা বাস্তবিক পিতৃমাতৃহীন অসহায় এবং যাহারা অন্য দেশ হইতে অসহায় অবস্থায় কিষেণগড়ে আসিয়াছে, তাহাদের সকলকে কোন অনুকূল স্থানে লইয়া গিয়া আমরা একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। এ বিষয়ের ফলাফল পরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যাঁহারা এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম এবং সাহায্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নে স্বীকার করিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম পূর্ব্বকার উদ্বোধনে ছাপা হইয়াছিল।

জমা

কয়েকজন বন্ধু	বেনারস এবং এলাহাবাদ	৭॥০
নাথু ভাই	বোম্বাই ...	২৫৲
শ্রীমতী সরলা দেবী	কলিকাতা ...	২৲
অদ্বৈতাশ্রম	মায়াবতী, [*]মাউন্	৫০৲
ঐ	ঐ	২৪০৲
ঐ	ঐ	১০৲
বাবু মধুসূদন ঘোষ	দিনাজপুর	২৫৲
,, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	ভবানীপুর, কলিকাতা	৫৲
,, রামনাথ রত্ন	চাঁদপুর ...	২৲
ভারতী সম্পাদক	কলিকাতা ...	৮৬৲
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী	ভাগলপুর ...	৬৲
বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উকীল)	খলিফাবাগ, ভাগলপুর	৫৲
বাবু বরদাপ্রসাদ বসু	দেবঘর, বৈদ্যনাথ	১০৲
,, গোষ্ঠবিহারী সেন	ময়মনসিং ...	২৲
হরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	মায়াবতী, কুমায়ুন	৬৲
বাবু চিত্তসখা সান্যাল	ময়মনসিং ...	১০৲
শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেবী	দার্জ্জিলিং ...	১০৲
বাবু জগৎসুন্দর চৌধুরী	...	২৲

ম্যানেজার ভারতী আফিস	কলিকাতা	...	২৲
ধার্সি ভাই	কলিকাতা	...	৩০৲
বাবু ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	চন্দননগর	...	৩৲
,, হরিচরণ দত্ত	এলাহাবাদ	...	২৫৲
প্রতিবাসী সম্পাদক	কলিকাতা	...	৭৫৲
আমেরিকা হইতে বেলুড় মঠে প্রেরিত			২৮৮॥৶০
টাকা ভাঙ্গাইবার বাটা হিসাবে প্রপ্তা	...	...	⁄৫
তুসি বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত	...	...	৫৶০
কার্পেট ফ্যাক্টারি হইতে দশজন বালকের বেতনস্বরূপ প্রাপ্ত			৯৸৶৫
			৯৬০॥১০

খরচ

খাই খরচ		৭১৬॥৶৫
জ্বালানি কাষ্ঠ		৬৸⁄১৫
রসুইয়া ব্রাহ্মণ চাকর ইত্যাদির মাহিনা		৭৲
কুলী খরচ	...	৪৸৵১৫
রেল ভাড়া	...	৩৬৸১৫
ষ্ট্যাম্প টেলিগ্রাফ এবং মনিঅর্ডার খরচ	...	১২৸৶০
রাঁধিবার হাড়ি ইত্যাদি	...	৭৸০
কাপড়	...	৩৭৸১০
খুচরা খরচ	...	১৬৸৶৫
		৮৪৭॥⁄৫

সর্ব্বশুদ্ধ আয়	...	...	৯৬০॥১০
,, ব্যয়	...	...	৮৪৭॥⁄৫
	হাতে বাকী		১১২৸৵৫

কল্যাণানন্দ স্বামী বলেন, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এখনও কমে নাই এবং জলকষ্টে আশ্রমবাসীদের অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে হইতেছে। অন্ততঃ আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত আশ্রম হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করিতেই হইবে। আরো দুই এক মাস বেশী করিতে পারিলে ভাল হয়। এ নিমিত্ত সহৃদয় সাধারণের সহানুভূতি এবং সাহায্য প্রার্থনীয়। ঈশ্বরকৃপায় যেন এই দুঃসময় ভারত হইতে শীঘ্রই দূরীভূত হয়, এই প্রার্থনা।

আমেরিকাস্থ সাহায্যকারী বন্ধুগণের নাম ধাম পরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

মঠ, বেলুড়। }
২৬শে এপ্রিল, ১৯০০। } (স্বাক্ষর) স্বামী সারদানন্দ।

—০—

গভর্ণমেণ্ট তরফের ফেমিন কমিশনার সাহেব—মেজর জে, আর, ডন্‌লপ্ স্মিথ—গত ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত আশ্রম দেখিয়া যে রিপোর্ট লেখেন, তাহার যথাযথ অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

"২৮ শে ডিসেম্বর (১৮৯৯), অত্রস্থ দরবার কর্ত্তৃক এই স্থানে একটী অনাথাশ্রম খোলা হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রদেশস্থ রামকৃষ্ণ-মিশনের দ্বারা আশ্রমের সমস্ত কার্য্য প্রণালী পরিচালিত হইতেছে। এখানকার দেওয়ান-সাহেব তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। মিশনের প্রধান প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, ও আলমোড়ার সমীপবর্ত্তী মায়াবতী, এই দুই স্থান উক্ত মিশনের প্রধান কার্য্যস্থল। অনাথআশ্রমে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এক জন হিসাব পত্র রাখা প্রভৃতি লেখা পড়ার কাজ করেন। ঔষধাদি বিলি করিবার জন্য এক জন লোক আছে। তদ্ভিন্ন, দুই জন মেথর ও দুই জন জল আনিবার লোক আছে। এক জন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ভার্য্যা রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আশ্রমস্থ বালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আশ্রমস্থ বালকদিগের সংখ্যা ৫৪; বালিকাদিগের সংখ্যা ২৩। বালক ও বালিকাদিগকে পৃথক পৃথক মহলে রাখা হইয়াছে। তাহা-দিগকে আহারের জন্য সকালে খিচড়ি, রাত্রে ডাল ও রুটী, এবং দুপুর বেলায় ছোলা ভাজা দেওয়া হয়। আমি পর পর তিন দিনের খরচের হিসাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, প্রত্যেক বালক বালিকার প্রাত্যাহিক আহারের পরিমাণ আট ছটাকের কিছু উপর। অনাথ দিগের সকল রকমে

সুবিধার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়; তাহারা যে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে, দেখিলেই বোঝা যায়। নিকটস্থ সুতোর কলে ৫ জন বালক ও ৫ জন বালিকা, এবং কার্পেট-কারখানায় ১০ জন বালক কাজ করিতেছে। আশ্রমে যে ময়দা খরচ হয়, তাহা আশ্রমস্থ বালিকারা গম ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করে।"

তাঁবু।
১লা মার্চ্চ, ১৯০০। } (স্বাক্ষর) জে, আর, ডন্‌লপ্ স্মিথ্,
মেজর,
ফেমিন কমিসনার।

রামকৃষ্ণ-মিশনের দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে

প্রাপ্তি স্বীকার—

উদ্বোধনের গ্রাহক—বাবু যদুপতি চট্টোপাধ্যায়,
হলদিবাড়ি ... ১০৲
উক্ত গ্রাহক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—
(১) মিঃ গর্ডন ওয়ালেস, হলদিবাড়ি ... ২০৲
(২) বাবু এন, জি, ভাদুড়ি, ঐ ... ১৫৲
উদ্বোধনের আর একজন গ্রাহক মহাশয়ের নিকট হইতে
প্রাপ্ত, বড়বাজার, কলিকাতা ... ৩০৲
শ্যামবাজার ডিবেটিং সোসাইটী, কলিকাতা ... ২৯৲

সমালোচনা।

আমিত্বের প্রসার :—(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য) যশোহর হইতে হিন্দু পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক বাবু যদুনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকস্থ প্রবন্ধগুলি প্রথমে হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু যদুনাথ মজুমদার মহাশয়, এই পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় বলিতেছেন, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, 'মুক্তি হবে কবে? আমি যাবে যবে'। তবে এ অনর্থকর আমিকে পালিয়া পুষিয়া বড় করার প্রস্তাব কেন? 'আমিত্বের সংহার' পুস্তক না লিখিয়া 'আমিত্বের প্রসার' পুস্তক কেন? এতৎপ্রশ্নের উত্তরে প্রকাশক মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, আমিত্বের সংহার ও উহার প্রসার একার্থক বিভিন্ন বাক্যাবলি,

কেবল আমিত্বের বিনাশ কথা দেহাত্মবাদী ব্যক্তির পক্ষে আপাততঃ অতি শ্রুতিকটু বলিয়া আর একটী মিষ্ট বচনে অভিহিত হইয়াছে।

প্রকাশক মহাশয়, আর এক কথা বলিতেছেন,—পতিত ভারতের উন্নতির একমাত্র উপায় কর্ম্মযোগ, "নিরন্তর কর্ম্মযোগে আমিত্বের প্রসার কর," এই রূপ শিক্ষাতত্ত্বই অধুনা আমাদের অবশ্য আলোচ্য ও সাধ্য। আমিত্বের প্রসারকে মূলমন্ত্র স্বরূপ ধরিলে সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ অধিকারীরই পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। এই তত্ত্বই এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে 'পঞ্চযজ্ঞ','চতুরাশ্রম'ও 'চতুর্ব্বর্ণ',অল্লাধিক পরিমাণে বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এই সমুদায়ই 'আমিত্বের প্রসার' সাধনের বিভিন্ন উপায় মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তার মতগুলি সুযুক্তিপূর্ণ ও উদার—গ্রন্থের ভাব প্রগাঢ়, অথচ ভাষার সারল্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

এই পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থকর্ত্তার উপর (তিনি যিনিই হউন) আমাদের পরম শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। বাস্তবিক সরল ভাষায়, প্রাণের সুগুপ্ত অকপট ভাব গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে। উদ্বোধনের ক্ষুদ্র কলেবরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভবে না। তবে আমরা এই মাত্র বলি,যাঁহারা সাধুসঙ্গ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা এ গ্রন্থে সাধুসঙ্গ পাইবেন, যাঁহারা সদুপদেশ চান, তাঁহারা সদুপদেশ পাইবেন, যাঁহারা গভীর তত্ত্বালোচনা চান, তাঁহারা তাহাই পাইবেন। আমরা বঙ্গীয় সকল পাঠককে এই পুস্তক পাঠে অনুরোধ করি।

গ্রন্থের শেষাংশ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম : —

'অতএব হে শূদ্র ! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও,তবে ব্রাহ্মণ হও ; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, তবে ক্ষত্রিয় হও ; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, বৈশ্য হও ; বৈশ্য হইতে চাও,তাহা হইলে অকপটে ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ শূদ্র হও। ভক্তি দ্বারাই ভগবানের প্রতি ভক্তের, গুরুর প্রতি শিষ্যের, পিতার প্রতি পুত্রের আমিত্বের প্রসার হয়। অতএব ভক্তিদ্বারাই উচ্চাধিকারী যথার্থ ব্রাহ্মণাদির প্রতি শূদ্রের আমিত্বের প্রসার সাধিত ও তাহারই বলে অভীপ্সিত ধর্ম্মোন্নতি সম্পাদিত হয়।'

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাহায় উদ্বোধন বন্ধ থাকিয়া আষাঢ় মাহা হইতে পুনরায় পূর্ব্বেকার মত নিয়মিতরূপে বাহির হইতে থাকিবে।

ভাষ্যানুবাদ।—প্রত্যবায় নিরাকরণের জন্য নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহা যদি বল, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ নিত্যকর্ম্মের করণে সন্ন্যাসীর প্রত্যবায় হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা যায় না। আরও দেখিতে হইবে যে, নিত্যকর্ম্মের অকরণ, অভাবপদার্থ কেবল অভাব হইতে ভাবরূপপ্রত্যবায় (পাপ) উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না, কারণ "কথমসতঃ সজ্জায়েত" (কেমন করিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইবে) এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব।

ভাষ্য।—যদি বিহিতাকরণাদসম্ভাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াদ্বেদস্তদা অনর্থকরো বেদঃ অপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ বিহিতস্য করণাকরণয়োর্দুঃখমাত্রফলত্বাৎ। তথাচ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যাৎ। নচৈতদিষ্টং তস্মান্ন সংন্যাসিনাং কর্ম্মাণি অতো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। জ্যায়সীচেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ॥

ভাষ্যানুবাদ।—বিহিত কর্ম্মের অনমুষ্ঠানে পাপ সম্ভবপর না হইলেও, যদি বেদ তাহাই বোধ করায়, তাহা হইলে অনর্থকর বেদ প্রমাণ নহে, ইহাই বলিতে হয়। কারণ বিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানেও ক্লেশ এবং অনমুষ্ঠানেও ক্লেশহেতু দুরদৃষ্টের উৎপত্তি, এই কারণে উভয় পক্ষেই বিহিত নিত্যকর্ম্ম, অধিকারী পুরুষের কেবল দুঃখ মাত্রের কারণ হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত মানিলে শাস্ত্র, কারক, কিন্তু জ্ঞাপক নহে, এই প্রকার নিতান্ত নির্যুক্তিক অর্থ কল্পনা করিতে হয়, বাস্তবিক ইহা ইষ্ট নহে। (শাস্ত্র জ্ঞাপকই হইতে পারে কারক হইতে পারে না), এই কারণে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, সন্ন্যাসীগণের পক্ষে কোন কর্ম্মই বিহিত নহে, এই জন্য মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই যে কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে না। আর এক কথা এই হইতেছে, যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বাদীগণের মতে "জ্যায়সীচেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ" (কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই যদি তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়) ইত্যাদি প্রকার অর্জ্জুনের প্রশ্নও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে।

ভাষ্য।—যদিহি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন ত্বয়া অনুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ ততোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ "জ্যায়সীচেৎকর্ম্মণ স্তেমতা বুদ্ধিরিতি"। অর্জ্জুনায়চেদ্ বুদ্ধি কর্ম্মণী ত্বয়া অনুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈব ইতি তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব

ইতি প্রশ্নঃ ন কথঞ্চনোপপদ্যতে। ন চ অর্জ্জুনস্যৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তং যেন জ্যায়সী চেদিতি প্রশ্নঃ স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—দ্বিতীয়াধ্যায়ে যদি ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেন যে, "তোমার জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই অনুষ্ঠেয়," তাহা হইলে "কর্ম্ম হইতে জ্ঞান যদি তোমার শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মত" ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রশ্ন একান্ত অনুপপন্ন হইত। বুদ্ধি ও কর্ম্ম এই উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়, এই কথা ভগবান অর্জ্জুনকে যদি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহাও ত বলা হইয়াছে, তাহাই যদি হইবে, তবে, হে কেশব! আমাকে ঘোর কর্ম্মেতেই কেন নিযুক্ত করিতেছেন্ ইত্যাদি প্রশ্ন ত কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। অর্জ্জুনের পক্ষেই কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অনুষ্ঠেয় নহে, এই প্রকার উপদেশ যে ভগবান্ দিয়াছেন, তাহা ত কল্পনা করা যায় না। তাহা হইলে না হয় কোন প্রকারে অর্জ্জুনের জ্যায়সীচেদিত্যাদি প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারিত।

ভাষ্য।—যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকর্ম্মণো র্বিরোধাদ্ যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমুক্তম্ স্যাৎ ততোঽয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্যায়সীত্যাদিঃ। অবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়াং অপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে। নচাজ্ঞাননিমিত্তং ভগবৎ প্রতিবচনং কল্প্যম্। অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচন দর্শনাৎ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষইত্যেষোঽর্থঃ নিশ্চিতো গীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসুচ। জ্ঞানকর্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি প্রার্থনা অনুপপন্না উভয়োঃ সমুচ্চয়ে সম্ভবে। কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্বমিতিচ জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবমর্জ্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—পরস্পরবিরোধনিবন্ধন জ্ঞান ও কর্ম্মের এক পুরুষের দ্বারা এক কালে অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে বলিয়াই, জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন পুরুষেরই হয়, ইহা যদি ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেই "জ্যায়সীচে" দিত্যাদি প্রকার অর্জ্জুনের প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে। না বুঝিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ প্রকার কল্পনা পক্ষেও জ্ঞান ও কর্ম্ম বিভিন্ন পুরুষেরই অনুষ্ঠানই, এই প্রকার ভগবানের প্রত্যুত্তর উপপন্ন হইতে পারে না। ভগবানও না বুঝিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, ইহা ত আর কল্পনা করা যায় না। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, এই

প্রকার ভগবানের প্রত্যুত্তর দেখিয়াই (স্থির করিতে হইবে যে), জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার সমুচ্চয় মোক্ষলাভের প্রতি উপযোগী নহে। সেই জন্যই কেবল জ্ঞানের দ্বারাই যে মোক্ষলাভ হয়, ইহা গীতা ও সকল উপনিষদে নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে,"তুমি এই জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে অনুকূল হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বল," এই প্রকারে অর্জ্জুনের প্রার্থনাও অনুপপন্ন হইত। "তুমি কেবল কর্ম্মই কর," এই প্রকার যে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অর্জ্জুনের জ্ঞাননিষ্ঠাতে অধিকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই।

গীতা-মূল।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎকিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব॥ ১॥

অন্বয়।—হে কেশব! হে জনার্দ্দন! তে চেৎ (যদি) বুদ্ধিঃ কর্ম্মণো জ্যায়সী মতা তদা ঘোরে কর্ম্মণি মাং কিং নিয়োজয়সি। ১।

মূলের অনুবাদ।—হে কেশব! হে জনার্দ্দন! জ্ঞান, কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর, ইহা যদি তোমার সম্মত হয়, তাহা হইলে তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর কর্ম্মমার্গে কি কারণে নিযুক্ত করিতেছ? । ১।

ভাষ্য।—জ্যায়সী শ্রেয়সী চেৎ যদি কর্ম্মণঃ সকাশাৎ তে তব মতা অভিপ্রেতা বুদ্ধিঃ জ্ঞানং হে জনার্দ্দন! যদি বুদ্ধি কর্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদৈকং শ্রেয়ঃ সাধনং ইতি কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধি রিতি কর্ম্মণো ইতি রিক্তকরণং বুদ্ধে রনুপপন্ন মর্জ্জুনেন কৃতং স্যাৎ নহি তদেব তস্মাৎ ফলতো হতিরিক্তং স্যাৎ। তথা কর্ম্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা বুদ্ধিরশ্রেয়স্করং চ কর্ম্ম কুর্ব্বিতি মাং প্রতিপাদয়তি তৎকিং নু কারণমিতি ভগবত উপালম্ভ মিব কুর্ব্বন্ তৎকিং কামাৎ কর্ম্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং নিয়োজয়সি কেশবেতিচ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে। অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সর্ব্বেষাং ভগবতোক্তো হর্জ্জুনেন চাবধারিত শ্চেত্তৎকিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যাদি কথং যুক্তং বচনম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—জ্যায়সী (শব্দের অর্থ) শ্রেয়সী "চেৎ" (ইহার অর্থ) যদি, কর্ম্ম হইতে "তে" তোমার "বুদ্ধি" (অর্থাৎ) জ্ঞানই "মত" অভিপ্রেত হয়। হে জনার্দ্দন! যদি বুদ্ধি ও কর্ম্মের সমুচ্চয় ইষ্ট হইত, তাহা হইলে, "একই শ্রেয়ের সাধন" "কর্ম্ম হইতে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠতা যদি হয়" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অর্জ্জুন যে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিকে অতিরিক্ত করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই উপপন্ন হইতে পারে না। সেই বস্তুই যে ফলতঃ তাহা হইতে পৃথক্ ইহা ত সম্ভবপর নহে। আরও দেখিতে হইবে জ্ঞান, কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন, অথচ অশ্রেয়স্কর কর্ম্ম তুমি কর, এই বলিয়া আমাকে বুঝাইতেছেন, ইহার কারণ কি?—এই প্রকার বুঝিতে না পারিয়া, যেন ভগবানকে ঈষৎ তিরস্কার করিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে, "তবে কেন আমাকে হিংসা রূপ অতি ক্রূর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন, হে কেশব" তাহাও নিতান্ত অনুপপন্ন হইত। (যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবপর হইত) যদি বল ভগবান সকল আশ্রমীর পক্ষেই স্মার্ত্তকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় আছে, এই প্রকার বলিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও সেই প্রকারই অবধারণ করিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে "আমাকে ক্রূর কর্ম্মে কেন নিয়োগ করিতেছেন," এই প্রকার অর্জ্জুনের বচন কি প্রকারে উপপন্ন হইবে? ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকংবদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন (ত্বং) মে বুদ্ধিং মোহয়সীব। তত্ (তস্মাৎ) একং (জ্ঞানং কর্ম্ম বা) নিশ্চিত্য বদ (উপদিশ) যেন অহং শ্রেয়ঃ অবাপ্নুয়াং (প্রাপ্তঃ স্যাম্)। ২।

মূলের অনুবাদ।—(আমার সম্ভাবনা হইতেছে) যেন তুমি অবিস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধির ব্যামোহ সম্পাদন করিতেছ। তুমি নিশ্চয় করিয়া জ্ঞান বা কর্ম্ম একটী উপায় বিষয়ে আমাকে উপদেশ দাও, যাহা দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি ॥ ২ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণেব, যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবান্ তথাপি মম মন্দবুদ্ধেঃ ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যংপ্রতিভাতি। তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীব। মম বুদ্ধি ব্যামোহাপনয়ায় প্রবৃত্তস্ত্বং তু কথং মোহয়সি

অতো ব্রবীমি মোহয়সীব মে মতিমিতি। ত্বং তু ভিন্নকর্তৃকয়োর্জ্ঞানকর্মণো রেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্যসে তত্রৈবংসতি তয়োরেকং বুদ্ধিং কর্ম্ম বা ইদমেবার্জ্জুনস্য যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপং ইতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি। যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বা অন্যতরেণ শ্রেয়ো হহং আপ্নুয়াং প্রাপ্নুয়াং। যদি হি কর্ম্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাৎ তং কথং তয়োরেকং বদেত্যেকবিষয়ৈবার্জ্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাৎ। নহি ভগবতোক্তং অন্যতরদেব জ্ঞানকর্ম্মণো র্বক্ষ্যামি নৈব দ্বয়মিতি যেন উভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনোমন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও (বলিতেছেন) ব্যামিশ্রেণেত্যাদি। ব্যামিশ্র (অর্থ। অবিস্পষ্টার্থের) ন্যায় (বাক্যের দ্বারা) যদিও ভগবান্ বিস্পষ্ট বাক্যই বলিয়াছেন, তথাপি আমি মন্দবুদ্ধি এই কারণ আমার নিকট ভগবানের বাক্য অবিস্পষ্টার্থ বলিয়া যেন বোধ হইতেছে। তাহাতে (বোধ হইতেছে) যেন তুমি আমার বুদ্ধির মোহ উৎপাদন করিতেছ। আমার বুদ্ধির ব্যামোহ নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি বাস্তবিক পক্ষে কেন আমার বুদ্ধির মোহ উৎপাদন করিবে? (এই জন্যই বলিতেছি যে) যেন তুমি আমার বুদ্ধির ব্যামোহ করিতেছ। জ্ঞান ও কর্ম্মের কর্ত্তা এক পুরুষ হইতে পারে না, এই জন্য তুমি এক পুরুষের দ্বারা এক কালে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব, এই প্রকার যদি বিবেচনা কর, তাহা হইলে এই উভয়ের মধ্যে এক জ্ঞান বা কর্ম্ম, যাহা অর্জ্জুনের বুদ্ধি শক্তি ও অবস্থার অনুরূপ ও যোগ্য হইবে, তাহাই নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল। যে জ্ঞান বা কর্ম্মের দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। ভগবান্ যদি জ্ঞানকে কর্ম্মনিষ্ঠার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একই আমাকে বল, এই প্রকার অর্জ্জুনের একটী উপায় মাত্র শ্রবণ বিষয়ে ইচ্ছা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ইহাও কিছু ভগবান বলেন নাই যে, আমি তোমাকে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটীই বলিব, দুইটী বলিব না, যাহাতে নিজের উভয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা না দেখিয়া অর্জ্জুন উভয়ের মধ্যে একেরই প্রার্থনা করিতে পারেন। ২।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞান যোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—হে অনঘ ময়া পুরা (ইতঃ পূর্ব্বং) অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা প্রোক্তা, (তত্র) জ্ঞানযোগেন (যা নিষ্ঠা সা) সাংখ্যানাম্ (এবং) কর্ম্ম-যোগেন (যা নিষ্ঠা সা) যোগিনাম্ (ভবতীতি) ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন।

মূলের অনুবাদ।— হে অনঘ! এই মনুষ্য লোকে জ্ঞান কর্ম্মভেদে দ্বিবিধ নিষ্ঠার বিষয়ে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্যগণের নিষ্ঠা সাধিত হয় এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগিগণের নিষ্ঠা সাধিত হয়।

ভাষ্য।—প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ লোকেঽস্মিন্নিতি। লোকেঽস্মিন্ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারানিষ্ঠা স্থিতি রনুষ্ঠেয় তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনং বেদার্থসম্প্রদায়মাবিষ্কুর্ব্বতা প্রোক্তা ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ হে অনঘ অপাপ! তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা ইত্যাহ তত্র জ্ঞান যোগেন জ্ঞানমেব যোগঃ তেন সাংখ্যানাং আত্মানাত্মবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেব অবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা। কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগঃ তেন কর্ম্মযোগেন যোগিনাং কর্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তা ইত্যর্থঃ। যদি চ একেন পুরুষেণ একস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চিত্য অনুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চ উক্তং কথমিহার্জ্জুনায় উপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকর্ত্তৃকে এব জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠে ব্রূয়াত। যদি পুনরর্জ্জুনো জ্ঞানং কর্ম্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি অন্যেষাঞ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামি ইতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত তদা রাগদ্বেষবান অপ্রমাণভূতো ভগবান্ কল্পিতঃ স্যাৎ তচ্চাযুক্তং। তস্মাৎ কয়াপিযুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞান কর্ম্মণোঃ যদর্জ্জুনেনোক্তং কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং বুদ্ধি স্তচ্চস্থিত মনিরাকরণাৎ। তস্মাচ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং ভিন্নপুরুষানু-ষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ ভগবত এব মেবানুমতম্ ইতি গম্যতে। ৩।

ভাষ্যানুবাদ।—অর্জ্জুনের প্রশ্নের অনুরূপ প্রতিবচনই ভগবান বলিলেন, যে লোকেঽস্মিন্নিত্যাদি।

এই লোকে শাস্ত্র প্রতিপাদিত অর্থের অনুষ্ঠানে অধিকৃত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের, দ্বিবিধ (অর্থাৎ) দুইপ্রকার "নিষ্ঠা" (অর্থাৎ) স্থিতি (অথবা) অনুষ্ঠেয় তৎপরতা, ইহা সৃষ্টির আদিতে সকল প্রজা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাদের

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির কারণ স্বরূপ বেদার্থ সম্প্রদায়কে আবিষ্কৃত করিয়া আমি সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই দ্বিবিধ নিষ্ঠা কি প্রকার তাহাই বলিতেছেন যে, সেই উভয় নিষ্ঠার মধ্যে জ্ঞানরূপ যোগের দ্বারা সাংখ্যগণের নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই বিবাহ না করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন, বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নাদির দ্বারা যাঁহারা পরমার্থতত্ত্বের নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, যাঁহারা পরমহংস ও পরিব্রাজক, সেই সকল ব্রহ্মেতেই অবস্থিত মহাত্মাগণেরই নাম সাংখ্য (তাঁহাদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারাই সাধিত হয়)। কর্ম্মই যোগ (এই তাৎপর্য্যে) কর্ম্মযোগ (এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে)। সেই কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগিগণের (অর্থাৎ) কর্ম্মিগণের নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে ইহাই অর্থ। যদি একই পুরুষ একই পুরুষার্থ লাভ করিবার জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের একবালে অনুষ্ঠান করিবে, ইহা ভগবানের ইষ্ট হইত, বা পূর্ব্বে উক্ত হইত, অথবা গীতার শেষাংশে উক্ত হইত বা বেদেও কোন স্থানে কথিত হইত, তাহা হইলে এস্থলে ভগবান্ কেন বিনীত ও প্রিয় অর্জ্জুনকে এই প্রকার উপদেশ দিতেছেন, যে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটী উপায়ের অনুষ্ঠান একপুরুষের দ্বারা এককালে হইতে পারেনা, কিন্তু বিলক্ষণপ্রকৃতির ভিন্ন পুরুষের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। যদি, "অর্জ্জুন জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়েরই স্বরূপ জানিয়া নিজেই এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করিবেন, অন্য পুরুষগণের পক্ষে আমি জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিন্ন পুরুষানুষ্ঠেয়ত্বই বলিব," এই প্রকার ভগবানের মত কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কল্পনা করিতে হয় যে, ভগবানেরও রাগ এবং দ্বেষ ছিল, সুতরাং তিনি অপ্রমাণভূত! এ প্রকার কল্পনা কিছুতেই উচিত হইতে পারে না। এই কারণে (স্বীকার করিতে হইবে) যে কোন প্রকার যুক্তির দ্বারাও জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় (যে গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে) তাহা বলা যায় না। অর্জ্জুনও যে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাও নিশ্চিত, কারণ, ভগবান্ তাহার নিরাকরণ করেন নাই। এই সকল কারণে এবং বিভিন্ন পুরুষের দ্বারাই জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, ইহাও ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া, স্থির করিতে হইবে যে, জ্ঞাননিষ্ঠা সংন্যাসিগণেরই অনুষ্ঠেয় ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে॥ ৩॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—পুরুষঃ কর্ম্মণামনারম্ভা (দেব) নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে (ন প্রাপ্নোতি) (তথা) সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি। ৪।

মূলের অনুবাদ।—যজ্ঞাদিবিহিত ক্রিয়ার আরম্ভ না করিলেই যে পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিবে, তাহা নহে। এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেই যে সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহাও নহে ॥ ৪ ॥

ভাষ্য।—মাং চ বন্ধকারণে কর্ম্মণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষণ্ণমনসং অর্জ্জুনং কর্ম্মনারভ ইতি মন্বানং আলক্ষ্যাহ ভগবান্ ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। অথবা জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেন যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতি ইতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্ম্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেণ, জ্ঞাননিষ্ঠাতু কর্ম্মনিষ্ঠোপায় লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতু রন্যানপেক্ষ্যেতমর্থং প্রদর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান্।

ভাষ্যানুবাদ।—আমাকে বন্ধ কারণ কর্ম্মেতেই নিয়োগ করিতেছ, এই ভাবিয়া বিষণ্নমনা এবং আমি কর্ম্মারম্ভ করিব না, এই প্রকার সংকল্পকারী অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিলেন, যে ন কর্ম্মণামিত্যাদি। অথবা (এ প্রকারও এই শ্লোকের উত্থিতি হইতে পারে যে) জ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্ম্ম নিষ্ঠা পরস্পর বিরুদ্ধ, এই জন্য এক পুরুষের দ্বারা এককালে এই উভয়ের অনুষ্ঠান সম্ভবপর না হওয়াতে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়া মোক্ষের প্রতি কারণ হইতে পারে, এই প্রকার সম্ভাবনা হইলে (তাহারই নিরাকরণের জন্য) "কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়া পরতন্ত্রভাবে মোক্ষের কারণ কিন্তু স্বাতন্ত্র্যে কারণ নহে। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মনিষ্ঠারূপ উপায়ের অনুষ্ঠানে উদিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই মোক্ষের প্রতি (কারণ হয় এবং অপর কোন কারণের অপেক্ষা করে না) ইহাই দেখাইবার জন্য ভগবান্ বলিলেন যে, "ন কর্ম্মণামিত্যাদি।"

ভাষ্য।—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনা মিহ জন্মনি জন্মান্তরে বা অনুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধি কারণানাং তৎ কারণত্বেনচ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠা হেতুনাম্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম——কথিত।

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।]

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজি ২৬শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী-ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়ীটী চিৎপুর রোডের উপর, পূর্ব্বধারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েক খানি দোকানবাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতালা হলঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনা-গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষ-পল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভালবাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম-ভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা-বর্জ্জন ও তৈল-ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্ম

রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন, "হ্যাগা, শিবনাথ আস্‌বেনা?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন, "না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পারবেন না"। পরমহংসদেব বলিলেন, "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, আহা, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে— কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই; ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁঠ ক'রে ধ'রে থাকিলে ভগবান্‌ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাহ্যে যাব, বাহ্যে যদি না পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লেছিলুম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'— যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্‌তে পারি নাই, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'। সব মাকে দিতে পাল্লুম, কিন্তু 'সত্য' মাকে দিতে পাল্লুম না"।

[উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি]

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত

মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ-মমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। এই প্রণব সংযুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইতে লাগিল। চিত্ত অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল; সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্, চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যেন আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটী মাত্র শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন—সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র; তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা হরি-রস মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

[গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।]

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন;—

"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ (মজুমদার) ব'লে-ছিল, "মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরা তাই করিব"। আমি বল্লুম, "মনে কল্লেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনকরাজা কত তপস্যা করেছিলেন। তিনি হেটমুণ্ড

ঊর্দ্ধপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। জ্ঞানলাভ ক'রে, তবে সংসারে ফিরেগিছ্‌লেন।"

"তবে সংসারীর কি উপায় নাই?—হাঁ অবশ্য আছে। দিনকতক নির্জ্জনে সাধন ক'র্ত্তে হয়। নির্জ্জনে সাধন ক'ল্লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রবে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাব্‌বে আমার কেহ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'র্‌বে।

"যদি বল, কতদিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাকব? তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাক্‌লে, আরও ভাল। বা বারদিন, একমাস, তিন মাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান-ভক্তি লাভ ক'রে, সংসার কল্লে, আর বড় বেশী ভয় নাই।

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আটা লাগে না। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোঁতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাক্‌বে।

"মনটী দু'ধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জল মিশে যাবে, তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মন-দুধ থেকে যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে, জ্ঞান-ভক্তি রূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনো সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

[বিজয়ের নির্জ্জনে সাধন।]

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়া ছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়! তুমি কি বাসা পাকড়েছ?"

"দেখ, দু'জন সাধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটী সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, এমন সময়ে অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী বল্লে, তুমি যে হাঁ'করে সহর দেখছ, তলপী তাল্‌পা কোথায়? প্রথম সাধুটী বল্লে, আমি আগে বাসা পাকড়ে তলপীতালপা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি) "দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কামকর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটী গুরু ক'রে ছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁমেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং এক সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগ্‌লো; চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলাও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগ্‌লো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়া বস্‌লো। বসে ভাব্‌তে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে

অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"

তবে, নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে ক'চ্চি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌ছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ, নিষ্কাম কর্ম্ম কত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্ম ত্যাগ হয়; দুই একজন (নারদাদি) লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করেন।

[সন্ন্যাসী ও সঞ্চয় : 'Take no thought for the morrow']

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "অবধূতের আর একটী গুরু ছিল— মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় কর্‌তে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'রবে, তাদের সঞ্চয় কত্তে নাই।

"এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কত্তে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়। পাখী আর দর্বেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তাহ'লে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায় * ঐরকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিন জন বসে আছেন, কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প করছেন। ব'ল্‌ছেন, "আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া সাধুলোককো বহুত খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়াথা"। (সকলের হাস্য)।

বিজয়। আজ্ঞা হ্যাঁ। গয়ায় ঐরকম সাধু দেখেছি। গলায় লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য)।

[প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আস্‌লে কর্ম্মত্যাগ

* রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে।

আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে—সব ছেড়ে তুমি বলো "মন তুই দ্যাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে"।

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন :—

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি।
রসনারে সঙ্গেরাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে)॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো।
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি; লোকে আমায় কি বলবে, —এ সব ভাব ত্যাগ কর।

[লজ্জা, ঘৃণা, ভয়।]

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়; তিন থাকতে নয়।" লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, এ সব জীবের পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হতে মুক্তি হয়।

"পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম—দুর্লভ জিনিস। প্রথমে, স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়; তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ-মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।"

"তারপর—ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

[প্রেম ও চৈতন্য দেব]

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল।

ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়।" এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন :—

সে দিন কবে বা হবে ?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্‌বে (সে দিন কবে বা হবে ?)
সংসার বাসনা যাবে (সেদিন কবে ... ...)
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে ... ...)

*   *   *

[ভাব ও কুম্ভক]

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম-ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনী নাথ রায়।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন। আরও বলিতেছিলেন, "অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, মাছের চোখ ছাড়া মাছের আর কোন অঙ্গ দেখিতে পান নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে। উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

[শুধু পাণ্ডিত্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে)। "যাঁহারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" ব'লেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে,' এ কথায় বুঝ্‌তে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।" (সকলের হাস্য)।

(ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ)

"কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করে—বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে ; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্যে, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে।—

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

[অহংকারের মহৌষধ]

"আর টাকার অহঙ্কার কত্তে নাই। যদি বল, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া, আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাব্‌তে লাগ্‌লো আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি। কিছু পরে চন্দ্র উঠ্‌লো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে কল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাস্‌চে, আমি জগৎকে আলো দিচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হ'লো ; সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল—ক্ষাণিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না!

"এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা' হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

"উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল ; কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।"

জ্বলন।

(Combustion—কমবাশ্চান)

(বাবু মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত)।

এ জগতে আমরা যতপ্রকার নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, তন্মধ্যে জ্বলন সামান্য নহে। জ্বলন ব্যাপার সকলে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহার কারণ, স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে নিতান্ত অজ্ঞ। এই অজ্ঞতানিবন্ধন হয়ত অনেকে বলিবেন যে, অগ্নির ভার বা ওজন এত, বা অগ্নি—পদার্থের সূক্ষ্মকণবিশেষ। কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহা অমূলক। অগ্নি আর কিছুই নহে, কেবল জড়পদার্থের এক অবস্থা-বিশেষ।

কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু দগ্ধ হয়, তাহারা অগ্নির অনুকূল পদার্থ, আর জল প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, আমরা তাহাদিগকে অগ্নিপ্রতিকূল সংজ্ঞা দিলাম; অগ্নির অনুকূল কোন কঠিন বস্তুকে যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, ইহা শতাংশিক তাপমানযন্ত্রের (১)

---

(১) যে যন্ত্র দ্বারা উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাহার নাম তাপমান যন্ত্র (Thermometer)। সাধারণতঃ যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা একটি পারদ দ্বারা পূর্ণ কন্দযুক্ত সূক্ষ্ম কাচের নল। ঐ নলটির ভিতরকার ছিদ্র সকলস্থানে সমায়তনবিশিষ্ট। কন্দ ও নলের কিয়দংশ পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকে। দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে অধিকায়তন হয় ও শীতল হইলে কুঞ্চিতায়তন হয়। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে। দ্রবমান বরফে নিমজ্জিত হইলে পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত নামিয়া যায়, তাহার নাম দ্রবণাঙ্ক, আর ফুটন্ত জলনিঃসৃত বাষ্পে নিমজ্জিত হইলে যে বিন্দুতে উত্থিত হয়, তাহার নাম ফুটনাঙ্ক। এই দুই বিন্দুর মধ্যস্থিত-স্থানকে কেহ ১৮০, কেহ ১০০, কেহ বা ৮০ অংশে বিভক্ত করেন; ঐ এক এক অংশের নাম ডিগ্রি।

যে সকল যন্ত্রে ১০০টী অংশ থাকে তাহাদের নাম শতাংশিক তাপমান যন্ত্র। আমরা এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র শতাংশিক তাপমানের উল্লেখ করিতেছি, বুঝিতে হইবে।

(Centigrade) এক নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণতায় আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে; এবং আরও উত্তপ্ত করিলে, আলোকের ভিন্নতা দেখিতে পাইব। সকলের প্রত্যক্ষ একটী উদাহরণ দিতেছি:—কামারের দোকানে লৌহ উত্তপ্ত হইতে সকলে দেখিয়াছেন। লৌহ প্রথমে রক্তিমাকার ধারণ করে, পরে আরও অধিক উত্তাপ পাইলে ঈষৎ শ্বেতাকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। যত অধিক উত্তাপ পাইবে, ততই ইহার রক্তিমবর্ণ দূর হইয়া শ্বেতবর্ণ হইবে। তৎপরে দ্রব হইবে।

আমরা দেখিলাম, লৌহটি উত্তপ্ত হইয়া নানাবর্ণযুক্ত হয়—অল্পরক্তিমবর্ণ, অধিক রক্তিমবর্ণ, অল্পশ্বেত, অধিক শ্বেত ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বস্তু একএক নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রি উত্তাপে আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আলোক বিকিরণ করিবার তাপপরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন।

লৌহটি যখন রক্তিমাকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিতেছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই উহার উপর রাসায়নিক কার্য্য হইতেছিল। যে সময় হইতে ইহা আলোক বিকিরণ করিতে আরম্ভ করিল, সে সময় হইতেই লৌহটী জ্বলিতে আরম্ভ করিল, বা সেই সময় হইতেই জ্বলন ব্যাপার সংঘটিত হইল; তাহা হইলে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি দ্বারা জ্বলনতত্ত্ব অনেকটা বুঝান যাইতে পারে:—রাসায়নিক-সংযোগসহজাত পর্য্যাপ্তপরিমাণ তাপদ্বারা কোন বস্তুর আলোক বিকিরণ করার নাম জ্বলন। কিন্তু সকল স্থানে উত্তাপ ও আলোকের একত্র অবস্থান থাকিলেই যে জ্বলন ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহা নহে। বায়ুনিষ্কাশিত কাচগোলকের (Vacuous globe) মধ্যস্থিত অঙ্গারনির্ম্মিত (১) এক প্রকার তারের (Carbon filaments) উপর দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চালিত করিলে, তারটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিতে থাকে, কিন্তু এস্থলে উত্তাপ ও আলোকের একত্র সমবায় থাকিলেও আমরা ইহাকে জ্বলনের উদাহরণ বলিব না, কারণ ঐ তারটিতে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে না। ইহার নাম Incan-

(১) বিবাহাদি উৎসবে অনেক সম্পত্তিসম্পন্ন লোকের বাটীতে এই প্রকার আলোক ব্যবহৃত হয় দেখা গিয়াছে। দেখা যায়, এক কাচগোলকের মধ্যে তারের মত কি এক পদার্থ রহিয়াছে। এই তার হইতেই আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত কাচপাত্রের মধ্য হইতে বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

descence (ইন্‌ক্যান্‌ডেসেন্স্)। তারটিতে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে না, তাহার প্রমাণ এই যে, তারের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে না। তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ করিলেই ইহার উপলব্ধি হইবে। Incandescence আর জ্বলনের প্রভেদ এই, পূর্ব্বোক্তটিতে কোন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না, দ্বিতীয়োক্তটিতে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। প্রথমটি দ্বারা দ্রব্যটির ভার বা গুণসম্বন্ধে বা কোনবিষয়ে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু শেষোক্তটিতে দ্রব্যটি পরিবর্ত্তিত হয়।

জ্বলনে বিকীর্ণ আলোক যে কেবল মাত্র রক্তিমবর্ণ হইবে, তাহা নহে, বস্তুভেদে আলোকের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। উদাহরণ দিতেছি : কাষ্ঠের জ্বলনজনিত আলোক রক্তিমবর্ণ হইতে পারে, কিন্তু Hydrogen হাইড্রোজেন (১) বা উদজান নামক গ্যাস জ্বলিলে ঈষৎ নীলবর্ণ আলোক বিকীর্ণ হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্বলনব্যাপারে রাসায়নিক সংযোগ অত্যাবশ্যক ; আমরা সচরাচর যে সমস্ত জ্বলন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাতে Oxygen (২) (অক্সিজেন) বা অম্লজান নামক এক একপ্রকার গ্যাসের সহিত রাসায়নিক সংযোগ হইয়া থাকে।

এই অম্লজান চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর প্রধান উপকরণ। এই বায়ু হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় অম্লজান গৃহীত হইয়া থাকে। বায়ুযুক্ত স্থানে একটি প্রদীপ রাখিয়া দাও ; তাহা জ্বালিয়া দিলে জ্বলিতে থাকিবে, কিন্তু যদি উহাকে কোন নির্ব্বাত স্থানে রাখা যায়, তাহা হইলে উহা অচিরে নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল জ্বলনের কারণ অম্লজান নহে। Chlorine (ক্লোরিণ) নামক গ্যাসে পরিপূর্ণ কাচ নলের মধ্যে Antimony (এণ্টিমনি) নামক ধাতু নিক্ষেপ করিলে, ইহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। এরূপ অনেক

(১) Hydrogen হাইড্রোজেন : একপ্রকার গ্যাস্ ; ইহার বর্ণ নাই, বায়ুর ন্যায় ইহা অদৃশ্য। ইহা সকল গ্যাস্ অপেক্ষা লঘু। ইহা জলের এক প্রধান উপকরণ। এই Gas ও Oxygen বা অম্লজান নামক এক প্রকার গ্যাসের সংযোগে জল প্রস্তুত হয়।

(২) Oxygen বা অম্লজান : ইহা বায়ুর এক প্রধান উপকরণ। এই গ্যাসের জন্যই আমরা জীবিত আছি। অম্লজান না থাকিলে আমরা প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। নিশ্বাসের সময় আমরা বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করি।

উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। জ্বলনে আলোক ও উত্তাপ উভয়ই দৃষ্ট হয় বলা গিয়াছে। উত্তাপের কারণ রাসায়নিক সংযোগ, আলোকের কারণ উষ্ণতার আধিক্য (High temperature)।

১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জ্বলনের কারণ জানিতেন না। তাঁহারা উহার এক বিচিত্র ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, যে সকল পদার্থে Phlogiston (ফ্লোজিষ্টন্) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহারাই দাহ্য। যাহাতে অধিক Phlogiston আছে, তাহারা অধিক পরিমাণে দাহ্য। কোন পদার্থ দগ্ধ করিলে Phlogiston অংশ চলিয়া যায় এবং যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম Calx (ক্যাল্‌ক্স্)। এই Calx (ক্যাল্‌ক্স) ও Phlogiston (ফ্লোজিষ্টন্) এর সংযোগেই দাহ্য পদার্থের উৎপত্তি। তাঁহাদের মতে দাহ্যবস্তুটি Calx অপেক্ষা অধিক ওজনের। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, সকল বস্তু সম্বন্ধে এই মত প্রযুক্ত হইতে পারে না। Magnesium (ম্যাগ্নিসিয়ম) নামক এক প্রকার ধাতু দগ্ধ হইলে যে দাহ্যাবশেষ থাকে, তাহা দাহ্য পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর ভারযুক্ত।

জ্বলন কি, আমাদের অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বিবৃত করা যাউক। কেবল মাত্র বায়ুতে যে কোন বস্তু দগ্ধ হয়, এমত নহে।

ক্লোরিণ (হরিতক) (১) গন্ধকগ্যাস্ (২) ইত্যাদি নানা গ্যাসেও জ্বলনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সকল গ্যাসে জ্বলনক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, ইহাদের নাম জ্বলনসম্পাদক (Supporter of combustion)। কিন্তু তাহা বলিয়া, বায়ু বা ক্লোরিন দাহ্য পদার্থ নহে। অম্লজান্ প্রভৃতি গ্যাস্ দহনসম্পাদক ও অঙ্গার, লৌহ, উদজান প্রভৃতি বস্তু দাহ্য। দহনসম্পাদক ও দাহ্য পদার্থে বিশেষ সম্বন্ধ।

উদজানকে অম্লজানের মধ্যে দগ্ধ করা যাইতে পারে এবং অম্লজানকেও (যদিও ইহা দহনসম্পাদক) দাহ্যমান উদজনক গ্যাস্ মধ্যে প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে।

---

(১) ক্লোরিণ এক প্রকার গ্যাস্। হরিৎবর্ণ বলিয়া ইহার নাম হরিতক। এই গ্যাস্ আঘ্রাণ করিলে নাসিকা ও গলা জ্বলিতে থাকে; ইহা দূষিত গ্যাস্। অধিক পরিমাণে ঘ্রাণ করিলে মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

(২) গন্ধক গ্যাস্ :—গন্ধক দগ্ধ করিলে যে গ্যাস্ উত্থিত হয়, তাহার নাম গন্ধক গ্যাস্।

এমন কতকগুলি বস্তু আছে, যাহারা দাহ্যও নহে, দহনসম্পাদকও নহে। যেমন এমোনিয়া (১) গ্যাস, দ্ব্যম্লাঙ্গারক গ্যাস (২) (Carbon dioxide)।

জ্বলনক্রিয়ার কতিপয় নিয়ম আছে ; তাহারা এই :—

(ক) প্রত্যেক বস্তুর দহনের এক একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতা আছে ; নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অল্প হইলে জ্বলিবে না। এই তাপপরিমাণ বস্তুভেদে ভিন্ন। যেমন গন্ধক ২৫০ ডিগ্রি উষ্ণতায় জ্বলিতে থাকে। ফস্‌ফরস (৩) (Phosphorus) ৬০ ডিগ্রি উষ্ণতায় জ্বলিতে থাকে। গন্ধক ২৫০ ডিগ্রিতে দগ্ধ হয় বলিয়া, একই অবস্থায়, ২৪৯ ডিগ্রিতে দগ্ধ হইবে না।

(খ) জ্বলন গ্যাসের নিরন্তরতা বা ঘনত্বের (Density) ৪) উপরও নির্ভর করে। প্রত্যেক গ্যাস এক নির্দ্দিষ্ট ঘনত্বে জ্বলিবে। যতই কেন উত্তাপের বৃদ্ধি হউক না, এই ঘনত্বের অল্পতা ঘটিলে জ্বলিবে না। এই কারণেই ফুৎকার দ্বারা প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। যে গ্যাস জ্বলিতেছিল, তাহা ফুৎকারদ্বারা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া অল্পঘন হইল ; সুতরাং পূর্ব্বকার উত্তাপ থাকিতেও আর প্রজ্বলিত হইবে না। আর একটী উদাহরণ দিতেছি :— পূর্ব্বে বলিয়াছি, উদজান গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য কিন্তু একটি ঘরে ১০ মিনিট কিম্বা,

(১) এমোনিয়া : ইহা একটি যৌগিক পদার্থ ; যবক্ষারজান বা Nitrogen এবং উদজানের রাসায়নিক সংযোগে ইহার উৎপত্তি। যে স্থানে মলমূত্রত্যাগ করা যায়, সে স্থানে এক প্রকার ঝাঁজযুক্ত গ্যাস্ ঘ্রাণ করা যায়, তাহা (Amonia) এমোনিয়া জনিত।

(২) দ্ব্যম্ল অঙ্গারক গ্যাস্ বা Carbon dioxide। ইহা এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। অঙ্গার এবং অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন। এই গ্যাস্ বায়ুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; আমরা নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় এই গ্যাস্ ত্যাগ করিয়া থাকি। লেমনেড্ বা সোডা ওয়াটারের বোতল খুলিলে দেখা যায় যে, এক প্রকার গ্যাস্ বহির্গত হইতেছে। ইহাই Carbon dioxide.

(৩) Phosphorus : ইহা সামান্য উত্তাপ সংযোগেই জ্বলিয়া উঠে। দিয়াশালাইয়ের গাত্রে (যাহার উপর কাটিটি ঘর্ষিত হয় তাহার উপর) ফস্‌ফরাস আছে।

(৪) Density (ঘনত্ব) : সমান আয়তন দুইটী বস্তুর ওজন যদি যথাক্রমে ৫ সের ও ১০ সের হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তু প্রথম অপেক্ষা দ্বিগুণ ঘন।

আধঘণ্টা কাল ধরিয়া উদজান গ্যাস্ পূর্ণ করিয়া যদি একটি দীপশিখা প্রজ্বলিত করা যায়, তাহা হইলে গৃহস্থিত উদজনক গ্যাস জ্বলিবে না। কিন্তু একটি অল্পায়তন চোঙ্গের মুখ হইতে বহির্গত অত্যন্ত ঘন উদজান সামান্য অগ্নি প্রয়োগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

(গ) দাহ্য পদার্থের আকৃতি অনেকটা জ্বলনের পরিমাণ নির্ণয় করে। সূত্রাকৃতি Magnesium (ম্যাগনিসিয়ম্) (১) নামক ধাতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ অপেক্ষা শীঘ্র জ্বলিবে। Anthracite (২) (এন্‌থ্রাসাইট) নামক এক প্রকার কঠিন অঙ্গারকে তালযুক্ত করিয়া বিভক্ত করিলে দগ্ধ হয় না।

(ঘ) দহনসম্পাদক পদার্থের বিশেষ অবস্থা অনুসারে দহনক্রিয়ার তারতম্য দৃষ্ট হয়। Anthracite কেবল মাত্র প্রবল বায়ুতেই প্রজ্বলিত হয়।

(ঙ) দাহ্য পদার্থের তাপ বিকিরণ করিবার ক্ষমতাও জ্বলনের পরিমাণ নির্ণয় করে। এই নিয়মটি প্রথম নিয়মের অন্তর্গত। যে বস্তু শীঘ্র শীঘ্র তাপ বিকিরণ করে, তাহার শীঘ্রই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতার হ্রাস হয় ও তাহা শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হয়।

(চ) দাহ্য পদার্থের নিকটস্থ বস্তুও দহনক্রিয়ার পরিমাণ নির্ণয় করে। যেমন একখণ্ড প্রজ্বলিত অঙ্গারের চতুর্দ্দিকে Anthracite রাখিয়া দাও। অঙ্গারটি শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ হইবে। এই নিয়মটিও ১ম নিয়মের অন্তর্গত।

অতএব জ্বলন ব্যাপারে উষ্ণতার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে কার্য্যকারী :—

দাহ্য পদার্থের উষ্ণতার পরিমাণ, তাপবিকিরণ করিবার ক্ষমতা, দাহ্য পদার্থের দ্রব্যপরিমাণ (Mass) (৩), ইহার আকৃতি, অল্প বা অধিক তাপ-

---

(১) এক প্রকার ধাতু। কালী পূজার সময় এক প্রকার তার বিক্রীত হয়; এই তার পোড়াইলে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হয়। এই তার ম্যাগনিসিয়ম্ নামক ধাতু হইতে গঠিত।

(২) Anthracite ইহা এক প্রকার কঠিন কয়লা; ইহাতে অঙ্গারের ভাগ অন্যান্য কয়লা অপেক্ষা বেশী। এই কয়লা কলে ব্যবহৃত হয়।

(৩) যদি এক বস্তুর ওজন ৫ সের ও আর একটি বস্তুর ওজন ১০ সের হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তুটির পরিমাণ বা Mass প্রথম বস্তুটির দ্বিগুণ।

শোষকারী পদার্থের সহিত দাহ্য পদার্থের সংযোগ, দাহ্যবস্তু কর্তৃক অপর বস্তুর তাপ শোষণ করিবার ক্ষমতা (absorbing power), দাহ্য পদার্থের উপরিস্থিত প্রযুক্ত ভার, দাহ্য পদার্থের উপকরণ, দহনসম্পাদক পদার্থের গতি ও স্থিতি।

ভালবাসা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত)

(সংসারী ও উদাসীর পুনর্ম্মিলন।)

সংসারী। সে দিন 'ব্যবহারিক পারমার্থিক' অনেক কথা হ'ল, কিন্তু একটা ভাব তোমার এখনও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তুমি অত নির্জ্জনে নির্জ্জনে থাক কেন? যদিই বা আমাদের কারুর সঙ্গে এলে, তবু তোমাকে যেন আমাদের মত বোধ হয় না। তোমার কি এই পৃথিবীতে ভালবাসার কোন জিনিষ নাই! অমরা ত ভাই, ভালবাসা নিয়েই বেঁচে আছি। ভালবাসা না থাক্‌লে জগতে আছে কি? যদি তোমার মতে ওটাও ছেড়ে দিতে হয়, তাহ'লে ত ঈশ্বরকেই একরকম দেড়ে দেওয়া হ'ল। সব ধর্ম্মেই ত বলে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।

উদাসী। যা বল্‌বার, সব ব'লে যাও।

সংসারী। বল্‌বার আর কি; তোমার ভাবখানা কি, একবার খুলেই বল না। তুমি কি সত্যই পেসিমিষ্ট (Pessimist)? সে দিনের কথায় ত তোমায় তাই ঠাওরালুম।

উদাসী। ঠাউরেছ—ভালই। পেসিমিষ্ট (Pessimist) মানে কি গা?

সংসারী।—যে কিছুই ভালবাসে না, ওর চেয়ে আরও একটা ভাল কথা বল্‌তে পারা যায় মিসান্‌থ্রোপ্‌ (misanthrope)।

উদাসী।—আমি কি তা জানি না; আমি মুল ভালবাসার অন্বেষণ করছি। ভালবাসার মুল প্রস্রবণে যাবার যোগাড়ে আছি। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় পিছ্‌লে পিছ্‌লে তোমাদের ভালবাসায় পড়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভালবাসাটা

আমার মতে অতি অসার, হাড় চামড়ার ভালবাসা; তাই এমন গভীর, খাটি ভালবাসার অনুসন্ধান কচ্চি, যাতে একেবারে মজে থাকতে পারি।

সংসারী।— আমার ত মনে হয়, তুমি এমন একটা জিনিষের অনুসন্ধান করছ, যা পাবার নয়—আসমানে ঘর বানাবার চেষ্টায় আছ।

উদাসী। তা হবে। যার যে ভাব, সেই বুঝে। আমি কিন্তু ভাই, তোমাদেরটাকে ঠিক তাই বা ততোধিক মনে করি। মনে করি—তোমাদের ভালবাসা ইত্যাদি যেন আলেয়ার অনুসরণ। সত্যি করে বল দেখি, কোথাও কিছু রস কস পেয়েছ।

সংসারী।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) হাঁ, তা যা বলছ, বড় মিছা নয়। আচ্ছা, কিন্তু একটা কথা দেখ—মায়ের ভালবাসা তোমাকে নিঃস্বার্থ নিশ্চয়ই মানতে হবে।

উদাসী। ভাই, পাগল ছাগল মানুষ—আমাকে কেন ঘাঁটাচ্চ? আমার কথায় তোমার রুচি হবে না।

সংসারী। ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমরা যা বলি না কেন, তুমি ও সব ধরো না। আমি কি সত্যি সত্যি তোমার কথা খণ্ডন করি? তা নয়, আমিও সত্য অনুসন্ধান কচ্চি। তোমাকে মহাজ্ঞানী বলে বিশ্বাস করি—তাই তোমার সঙ্গে বেড়ান। নইলে কি আর ফূর্ত্তি করবার ইয়ার পেতুম না? তোমার ভেতরের ভাব আমার কাছে গোপন কোরো না।

উদাসী।— শুনবে, তবে শোন:—মায়ের ভালবাসাও আমার নিঃস্বার্থ বোধ হয় না। অন্যান্য ভালবাসার চেয়ে উচ্চ দরের ও পবিত্র বলতে পার বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভালবাসা বাইরে থেকে হয় না। আপনাকে আপনি ভাল বাসতে পারলে, তার পর যে সর্ব্বভূতের 'আত্মার' প্রতি ভালবাসা হয়, সেই ভালবাসাই ভালবাসা। তাকে ভালবাসাও বলতে পার—বৈরাগ্যও বলতে পার। সে অবস্থার ভাব এই রকম হয়,—

> 'দাও আর ফিরে নাহি চাও,
> থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'।

আমরা চাই কি জান?—সকলে আমায় কেন ভালবাসলে না। ও আমায় কেন ঘৃণা করে—এই আমার অভিমান। আমি যে প্রেমিকের কথা বলছি, সে রাজার রাজা—মহারাজা। তার কিছু কামনা নেই—যে ছুঁচা জুতো মারে, তাকেও সে আলিঙ্গন করে। আর তুমি যে রকম ভালবাসার কথা বলছিলে

যাতে কোন না কোন রকম অহংবুদ্ধি থাকে। মা ভালবাসে—'আমার ছেলে" বলে। আর একজনের ছেলে আসুক, দেখি, মা কি তারও মা হ'তে পারে?—তাকেও ছেলে বলে কোলে টানতে পারে? সত্যি যে মা—সে মা সকলের মা,—সকল মানুষের মা, সে মা পাপীর মা, পুণ্যাত্মার মা, সে মা পশু পক্ষীরও মা—তাঁকে যে দেখে, তারই বল্‌তে ইচ্ছা হয়—'মা'। আবার সে মা কেমন জান? ছেলের উপকারের জন্য সে মা দরকার হ'লে, তার শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত করতে পারেন—আসক্তি নেই। সেই মাকেই শাস্ত্রে ভগবতী বলেছে, আর সব অবিদ্যা অংশের মা—ভাই, রাগ করো না।

সংসারী। তোমার কথাগুলি ভাই, বড়ই প্রাণে লাগ্‌ছে।

উদাসী। তবে, আরো বলি শোন। আসক্তিটা বড় পাজি জিনিস—ওই মায়া। কিন্তু ওকে খারাপ বলে, মায়া বলে জান্‌তে পারলেই মুস্কিল—ও যে সংযত হবে। তাই মড়ার উপর রাশখানেক ফুল চাপিয়ে, তার কুৎসিতত্ব ঢেকে রাখবার চেষ্টার মত, সমস্ত সংসার এই আসক্তিটার মন্দভাবগুলো ঢাক্‌বার জন্য, ওর একটা নূতন ভাল ভাবের নামকরণ করেছে—নাম দিয়েচে 'ভালবাসা'। * * * এই কামই নানামূর্ত্তি ধরে সংসারে বিচরণ করছে। কোন খানে ভয়ানক, কোন খানে বা উহা একটু বেশ বদ্‌লে দেখা দেয়, কিন্তু বেশ বদ্‌লালে কি হ'বে, ঐ কাম। তাই ওকে খারাপ জেনে, 'আপনাতে আপনি থেকো মন' করতে শিখে এস। তা হ'লেই যথার্থ আনন্দ পাবে—আর সংসার সব ভালবাসাময় হ'য়ে যাবে—সংসারের অন্ধকারময় স্থানগুলো পর্য্যন্ত আলো হ'য়ে যাবে—সব স্বর্গ ব'লে বোধ হবে। তখনই খাঁটি ফিলানথ্রপিক (philanthropic) হবে, লোককে ভালবাস্‌তে পারবে। যতদিন না তা হচ্চে, ততদিন মিসানথ্রোপ (misanthrope)। কোথাও পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, কি ঝোড় জঙ্গলে গিয়ে, আপনার আসক্তিকে নাশ করবার জোগাড় দেখিগে, এস। সংসারে এখন আমাদের স্থান নেই।

সংসারী। ভাই, অতটা এখনও পারবো না। এখন একটু একটু এরই ভেতর চেষ্টা করে দেখা যাগ—কি রকম হয়। তার পরে যা হয়, করা যাবে।

উদাসী। সেই ভাল। তবে আজ থেকেই আরম্ভ করে দাও। আমার ত আছেই।

রামকৃষ্ণ মিশন।

নিউ ইয়র্ক।

"নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড" আমেরিকার একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্র। গত ৪ঠা মার্চ্চের কাগজে উহাতে 'স্বামী অভেদানন্দ ও তাঁহার ছোট ছোট ছাত্র' শীর্ষক একটী চিত্র এবং একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে এই প্রবন্ধের যে অনুবাদ দেওয়া গেল, তদ্দ্বারা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, আমেরিকার মজ্জায় মজ্জায় কিরূপ বেদান্তের ভাব প্রবেশ করিতেছে—

"আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ধারণা ভারতবর্ষ উপধর্ম্মাবলম্বী ও ভ্রান্তদিগের দেশ। কিন্তু সেই ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রে হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইতেছেন, ইহা আজ কালকার নানা অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যে বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই নিউইয়র্ক সহরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি সুন্দর সুন্দর সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য এক সভা স্থাপন [illegible] হইতেছে এবং এত শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সহরের অনেক ছোট ছোট ছেলে এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে শিক্ষিত হইতেছে। তাহারা প্রতি সপ্তাহে পূর্ব্বদেশীয় মহাত্মার (স্বামী অভেদানন্দ) পদতলে বসিয়া জ্ঞানশিক্ষার জন্য এবং যাহাতে উত্তরোত্তর তাহাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য ও শক্তির বিকাশ হয়, তজ্জন্য তাহাদের পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে।

ইষ্ট ৫৫ ষ্ট্রীটস্থ বেদান্ত সমাজের গৃহে প্রতি শনিবারে অপরাহ্ণে ছোট ছোট বালক বালিকার সম্মিলন হইয়া থাকে। তাহারা ঘণ্টাখানেক স্বামী অভেদানন্দের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে। তাহাদিগকে অতি মনোরম-ভাবে হিন্দু দর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা অতি আগ্রহের সহিত উহা শুনিতে থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা প্রফুল্ল আশাপূর্ণমুখে বেদান্ত সমাজের গৃহে আসিয়া এই সুন্দর পূর্ব্বদেশীয় স্বামীর চতুর্দ্দিকে চেয়ার টানিয়া বসে। স্বামী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের পোষাক পরিয়া মধ্যস্থলে বসেন—হাতে একখানি হিতোপদেশ। হিতোপদেশ অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ; খৃষ্টের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। আমাদের পশুপক্ষী বা পরীর যত গল্প আছে, সকল গুলিরই মূল—এই 'হিতোপদেশ।'

বেদান্তদর্শন শিক্ষা দিবার সময় যীশুখ্রীষ্টের জীবনী ও উপদেশের খুব সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। কোন উপদেশ বা তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য প্রায়ই যীশুর কোন উক্তি বা জীবনের কোন ঘটনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন উপদেশের ভিতরই ইহা ফাঁক যায় না। প্রতি শনিবার বৈকালে স্বামীজি হিতোপদেশ হইতে একটী গল্প বাছিয়া লইয়া ছেলেদিগকে উহা শুনান। গল্প সব রাজা রাণী পশু পক্ষী সম্বন্ধে। গল্পে ইহারা অবাধে পরস্পরে কথা কহিতেছে—এমন সব বিষয়ে কথা হইতেছে, যাহা ছেলেদের বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু ছেলেরা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া থাকে, প্রত্যেক কথার জন্য ইহারা যেন হাঁ করিয়া থাকে। বেদের সব মত অদ্ভুত অদ্ভুত এবং উজ্জ্বল কল্পনাসূত্রে গ্রথিত—যেমন পুনর্জ্জন্মবাদ, কর্ম্ম, যোগী ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্ব এমন কৌশলের সহিত জ্ঞান এবং সদুপদেশ মিশাইয়া প্রদত্ত হয় যে, নিশ্চয়ই ঐ সকল সারাজীবন ছেলেদের স্মরণ থাকিবে।

স্বামীজি গল্পটী শেষ করিলেন, অমনি ঐ গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রত্যেক ছেলেকে নিজে নিজে ঐ গল্পটী বলিতে এবং উহা হইতে কি সদুপদেশ বা তত্ত্ব পাইয়াছে, তাহা বলিতে বলা হইল। ইহাদের মাথায় গল্পগুলি কতদূর প্রবেশ করিতেছে এবং তাহারা আরও কতদূর তত্ত্ব পাইবার জন্য ব্যাকুল, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে দর্শন সব ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহা অনেক প্রবীণ লোকের পক্ষে, একটু বেশী গোছ উদার বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই ছোট ছোট ছেলেরা বোধ হয়, অতি আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

এই ক্লাসের একটী ছোট ছেলের এতদূর অনুরাগ যে, সে সপ্তাহের মধ্যে তাহার যে ছুটির দিনটী, সেই দিনের সমুদয় আমোদ একেবারে ত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে জ্ঞানশিক্ষা গ্রহণার্থ প্রত্যহ শনিবার প্রাতে ব্রুকলিন হইতে "বেদান্ত সমাজে" আইসে। (রেলে ৪০ মিনিটের পথ)। সেখানে তাহাকে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র,—যাহারা স্বামী অভেদানন্দের নিকট উপনিষদ্ পড়িতেছে,—তাহাদের সহিত এক সঙ্গে পড়িতে দেওয়া হয়।

যখন এই ছেলেদের ক্লাস প্রথম খোলা হয়, তখন ছেলেদের মা খুড়ী সকলকেই আসিতে দেওয়া হইত। ক্রমশঃ দেখা গেল, ইহাতে ছেলেদের মা প্রভৃতি স্বামীজির উপদেশ শিক্ষা আদিতে যোগ দিতে এতদূর আগ্রহান্বিত হয় যে, তাহারই স্বামীজির সমুদয় মনোযোগ আকর্ষণ করে, ছেলেরা

আর অবসর পায় না। এক্ষণে বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে এই ক্লাসে আর আসিতে দেওয়া হয় না। স্বামীজি এবং ছেলেরাই কেবল থাকিয়া ইচ্ছামত আলোচনা করেন।”

ভাবদা-অনাথাশ্রম, বহরমপুর।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সহরের নিকটবর্ত্তী ভাবদা গ্রামস্থ অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছি :—

১৮৯৮ সালের মে মাস হইতে ১৮৯৯ সালের এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত অনাথ-আশ্রমের আয় ব্যয় বিবরণ আমরা সাধারণের সমক্ষে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আশ্রমের ৯৯ সালের মে মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই ৮ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা

পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত	...	...	২৮৶/১৫
এককালীন দান	...	...	১৫৪৶/০
মাসিক চাঁদা	...	...	৪১৩৲
		মোট	৫৮৬৸৵/১৫

খরচ

ঘৃত, তৈল, লবণ, চিনি ও মসলা প্রভৃতি	...	৭৭৸১২৷৹
ফল, মূল ও শাক সবজী প্রভৃতি	...	২৬৷১০
দুগ্ধ প্রভৃতি	...	৪০৸৵/১৫
চাউল ও ডাউল	...	৫৭৷৶/৭৷৹
জ্বালানি কাষ্ঠ	...	১৪৸৵ ১৫
জল খাবার	...	৮৷৭৷৹
আশ্রমের দ্রব্যাদি আনাইবার গাড়ীভাড়া এবং যাতায়াতের গাড়ী রেল ও ষ্টিমার ভাড়া	...	৩৯৸/১০
আশ্রমের জন্য হোমিওপ্যাথিক্ এবং অন্যান্য কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ও বার্লি প্রভৃতি দ্রব্য খরিদ	...	১৫৸/৹

ডাক্তার কর্ত্তৃক চিকিৎসার ব্যয় …	১২৲
লেপ কম্বল জুতা এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি …	৯৭৸১৫
আশ্রমোপযোগী গৃহসামগ্রী বালকদিগের ভোজন পাত্র এবং রন্ধনের তৈজস পাত্রাদি	৬২৸৶৭॥
বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক, কয়েটী ছবির ব্লক্ ও বহি এবং আশ্রম লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক খরিদ এবং তাহার বাঁধাই খরচ	২৫৴১৫
কাগজ, কলম, নিব, কালি পেন্সিল চিঠির কাগজ ও লেপাফা প্রভৃতি	১০৸৴০
পোষ্টেজ ষ্টাম্প, ডাক্ ও রেলওয়ে পারসেল, এবং মনি অডার খরচা	১৬৸৴৫
বাঙ্গালা শিক্ষক, সূত্রধর, তন্তুবায় এবং দরজী শিক্ষকের বেতন	৩২৸৵১৫
সূত্রধর কার্য্যের জন্য যন্ত্রাদি, কাপড় বুনিবার তাঁত ও সুতা ; এবং দরজীর কার্য্যের জন্য সূচ সুতা প্রভৃতি …	৩৬॥৫
কুলির মজুরী … …	৫।৴৫
দুঃস্থদিগকে সাহায্য দান … …	১৯৶০
মেথরের বেতন …	৪৲১৫
রজক … …	১৵১৫
নাপিত খরচ প্রভৃতি বিবিধ ব্যয় …	৭॥৵৫
মোট	৫৮৫॥৶০
উদ্বৃত্ত	৸৶১৫
	৫৮৬॥৵১৫

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উক্ত মাসিক সাহায্যের মধ্যে ১০৭॥০ টাকা কলিকাতা ইটালীর সদয় হৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ দেব মহাশয় কর্ত্তৃক, ইটালীর কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে, সংগৃহীত হইয়াছিল। উপেন্দ্র বাবুর সদুদ্যম ও ইটালী বাসী সহৃদয় সাহায্যকারীগণের অনুগ্রহে এই অনাথ আশ্রমের জীবনী-শক্তি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যদি এই আশ্রমের দ্বারা লোকসমাজের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয়, ও উক্ত মহাশয়গণ যে সেই তৎকার্য্যানুষ্ঠান জনিত অমৃতের ভাগী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? স্থানীয় ইয়োরোপীয় রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ী মহোদয়গণ এবং দেশীয় জমীদার, উকিল ও মোক্তার মহোদয়গণের নিকট আমরা মাসিক সাহায্য স্বরূপ সর্ব্বশুদ্ধ ২৭১॥০ দুই শত সাড়ে একাত্তর টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ মিশনের

নূতন দুর্ভিক্ষ-মোচনাশ্রম।

দেশীয় ও বিদেশীয় সহৃদয় দাতাগণের সাহায্যে, বোম্বাই অঞ্চলে খাণ্ডোয়া নামক স্থানে, গত ১লা মে তারিখে, রামকৃষ্ণ মিশন একটী দুর্ভিক্ষমোচনাশ্রম খুলিয়াছেন। অধ্যক্ষ—স্বামী সুরেশ্বরানন্দ। বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে দিব।

রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে

প্রাপ্তি স্বীকার।

উদ্বোধনের গ্রাহক—মান্তবর বাবু রামলাল শেঠ, বড়বাজার, কলিঃ	১০০৲
,, ,, —ডাক্তার নিতাই চরণ হালদার, পাথুরিয়াঘাটা ঐ	১০৲
,, ,, —উক্ত ডাক্তার বাবুর বাটী হইতে প্রাপ্ত ...	১৫৲

সমালোচনা।

"HINDUISM ANCIENT AND MODERN"

রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ বি, এ, প্রণীত।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। ইহা একখানি সময়োপযোগী পুস্তক। পুস্তকে গ্রন্থকারের হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, সমালোচনার শক্তি এবং অতি সমীচীনভাবে প্রাচীন ও বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের তুলনা দেখিয়া গ্রন্থকারের উপর অতিশয় শ্রদ্ধা স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় রচিত। আমরা আশা করি, এইরূপ গ্রন্থ ক্রমশঃ সমস্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া সাধারণের শিক্ষার সহায়তা করিবে।

হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষে আসিবার পর হইতে হিন্দু-সমাজে এক মহা আন্দোলন তরঙ্গ উঠিয়াছে। এক দল বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন রীতি যাহা কিছু ছিল, সবই ভাল। সুতরাং তাঁহারা প্রাচীন রীতি নীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে—অধিকাংশ দেশবাসী—

দেশের প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। যাঁহারা প্রাচীন তত্ত্ব অনেকটা জানেন, তাঁহাদেরও অনেকে লোকরঞ্জনের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়া লোকপ্রিয় অর্থ ব্যাখ্যা করেন। আবার, কেহ কেহ বা কুসংস্কার বরণে আবৃত হইয়া প্রকৃত সত্য দেখিতে পান না, সুতরাং অপরকে কি বুঝাইবেন! কোন স্থানে ভাগবত-পাঠ হইত। পাঠক মহাশয় বেশ শান্তশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। ভাগবত অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন, আমরা অনেকবার তাঁহার পাঠ শুনিয়াছিলাম। একটী কথা তিনি প্রত্যহই বলিতেন দেখিতাম, "মানুষ শত শত অপকর্ম্ম করিয়াও পরিবারের ভরণ পোষণ করিবে।" তাঁহার সহিত এক দিন নির্জ্জনে তর্ক করাতে, তিনি বলিলেন, "আমরা যাহা বাহিরে বলি, তাহা লোক রঞ্জনার্থ, আমাদের অন্তরের ভাব ইহা নহে।" যাহা বলিলাম, সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির এই দশা।

আর এক দল আছেন,—তাঁহারা প্রখর পাশ্চাত্য আলোকে আত্মহারা হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে বা হিন্দু সমাজে ভাল কিছু দেখেন না। তাঁহারা বলেন হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা কুসংস্কার পূর্ণ,—হিন্দু সমাজে যাহা কিছু আছে, সবই খারাপ। বলা বাহুল্য, এ ভাবটী পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রতিক্রিয়া মাত্র। উভয়টীই অন্ধতাদোষে দূষিত। প্রকৃত বিচার কাহারই নাই।

এই পুস্তকখানিতে নিরপেক্ষ আলোচনা দেখিয়া, আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থকার জাতিভেদ, চতুরাশ্রম, দশ সংস্কার, হিন্দুদর্শন ইত্যাদি বিষয় লইয়া, প্রকৃত শাস্ত্রের মত কি, তাহা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিবার জন্য কবীর, তুলসীদাস নানক প্রভৃতি হইতেও অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সকলে গ্রন্থকারের সকল মতের সহিত না মিলিতে পারেন, কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার ভাবের সহিত সকলকে মিলিতেই হইবে। তিনি বলিলেন, আমাদের প্রাচীন আদর্শ এবং প্রথা সকল বাস্তবিকই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির বিশেষ সহায়ক ছিল, সুতরাং সে গুলিকে রক্ষা ব্যতীত উন্নতিই অসম্ভব। তবে বর্ত্তমানকালে হিন্দুধর্ম্মের নামে এমন সকল অনাচার আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা না উঠিয়া গেলে উন্নতি অসম্ভব। আর প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান আশ্রম গুলিকে কাযে লাগাইতে হইলে, আমাদের বর্ত্তমান দেশ কাল পাত্রোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। আমরা এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ও সকলকে এই গ্রন্থ এক একবার পাঠ করিয়া দেখিতে বলি।

ভাষ্য।—অহংপ্রত্যয়গোচরাৎ কর্তৃতয়াপ্রসিদ্ধাদ্দেহাৎ তৎক্রিয়া ফলস্য স্বর্গাদর্ভোক্তুরাত্মনোহন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব। তথা অহমর্থাৎ জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতিপ্রতিপত্তব্যং।

অনুবাদ।—অহং এই প্রকার প্রতীতির বিষয়, কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেহ হইতে, দেহের দ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞাদিকর্ম্মফল স্বর্গাদির ভোক্তা আত্মা ভিন্ন, ইহা যেপ্রকার প্রামাণিকগণের নিকট প্রসিদ্ধই আছে, সেইরূপ অহংপদের অর্থ জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন সকলের আত্মস্বরূপ সাক্ষিচৈতন্যও বিদ্যমান আছে, ইহাও সকলের অঙ্গীকার করিতে হইবে।

ভাষ্য।—এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপস্যৈব অভিব্যঞ্জকো জড়োঽপ্যহংকারঃ স্বাশ্রয়তয়া তমভিব্যনক্তি আত্মস্থতয়া অভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জন মভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ। দর্পণজলখণ্ডাদিহি মুখচন্দ্রবিম্বগোত্বাদিকমাত্মস্থতয়া অভিব্যনক্তি তৎকৃতোঽয়ং জানাম্যহমিতিভ্রমঃ। স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিবতদভিব্যঙ্গ্য জড়রূপাহঙ্কারেণ অভিব্যঙ্গ্যত্ব মিতি মা চোচাঃ রবিকিরণনিকরাভিব্যঙ্গ্য করতলস্য তদভিব্যঞ্জকত্বদর্শনাৎ।

অনুবাদ।—এই প্রকার নির্ব্বিকার এবং অনুভব স্বরূপ আত্মার অভিব্যঞ্জক অহঙ্কার, জড় হইলেও যে সময় আত্মাকে অভিব্যক্ত করে, তখন চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে আপনার আশ্রিত ধর্ম্মের স্বরূপেই অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। (অর্থাৎ নিজে জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা বলিয়াই প্রকাশিত হয়।) অভিব্যঞ্জক বস্তুর ইহাই স্বভাব যে, তাহা আত্মধর্ম্মের ন্যায়ই অভিব্যঙ্গ্য বস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, দর্পণ বা নির্ম্মল জলাদি যে সময় মুখচন্দ্রমণ্ডল বা গোত্ব প্রভৃতির অভিব্যঞ্জক হয়, তখন বোধ হয়, যেন মুখ ও চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি, দর্পণ বা জলাদির আশ্রিত ধর্ম্ম। অভিব্যঞ্জক বস্তুর এই প্রকার স্বভাব নিবন্ধনই, "আমি জ্ঞানবান হইতেছি" এই প্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে। (প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অহং পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না; যেমন, মুখ বা চন্দ্রমণ্ডল দর্পণ বা জলের ধর্ম্ম হয় না, অথচ দর্পণ ও জলে মুখ বা চন্দ্রমণ্ডল রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইয়া থাকে)। "আত্মা স্বয়ং প্রকাশ ও অনুভব স্বরূপ, অনুভবই সকল অহংকারাদি জড় বস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্বপ্রকাশ্য জড় অহঙ্কারের দ্বারা অনুভব স্বরূপ আত্মা, কি প্রকারে অভিব্যক্ত হইতে পারে।" এই প্রকার বলিও না, কারণ— দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্যকিরণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য করতলের সম্পর্কে সূর্য্যকিরণও স্ফুটতরভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—জালরন্ধ্রনিক্রান্তচ্ছামণিকিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরঃ প্রকাশোহিদৃষ্টিচরঃ। যতোহহং জানামীতি জ্ঞাতাহমর্থ শ্চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকোধর্ম্মঃ অতএব সুষুপ্তিমুক্ত্যোর্নান্বেতি তত্রহি অহমুল্লেখ বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণ আত্মাহবভাসতে। অতএব সুপ্তোত্থিতঃ "কদাচিন্মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্" ইতি পরামৃশতি ইতি।

অনুবাদ।—গবাক্ষের ছিদ্রের দ্বারা নির্গত সূর্য্যকিরণ সমূহেরও নিজের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য করতলের সম্পর্কে প্রকাশ আরও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, ইহা অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। "আমি জানিতেছি", এই প্রকার প্রতীতির বিষয় অহং পদার্থ, চিন্মাত্র আত্মার পারমার্থিক ধর্ম্ম নহে বলিয়াই, সুযুপ্তি ও মোক্ষ দশাতে অহঙ্কারের সম্বন্ধ থাকে না; কারণ, সেই সুযুপ্তি এবং মোক্ষ দশাতে অহং এই প্রকার উল্লেখ না থাকায় কেবলমাত্র স্বাভাবিক অনুভব স্বরূপেই আত্মা প্রকাশ পায়; এই কারণেই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি কোন কোন সময়ে, স্মরণ করিয়া থাকে যে, "এতকাল আমাকে জানিতে পারি নাই"।

ভাষ্য।—তস্মাৎ পরমার্থতো নিরস্তসমস্তভেদবিকল্পনির্ব্বিশেষচিন্মাত্রৈকরসকূটস্থনিত্যসংবিদেবভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানরূপবিবিধবিচিত্রভেদা বিবর্ত্ততে। তন্মূলভূতাবিদ্যা নিবর্হণায় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে ইতি।

অনুবাদ।—সেই কারণ সকল প্রকার ভেদ কল্পনাশূন্য, নির্ব্বিশেষ, চিন্মাত্র, একস্বভাব, কূটস্থ নিত্য জ্ঞানই (অনাদি) ভ্রান্তির বশে জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ বিবিধবিচিত্রাকারে ব্যবহারগোচর হইয়া থাকে। এই প্রকার প্রপঞ্চ ব্যবহারের মূলস্বরূপ অবিদ্যার বিনাশের জন্য, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব বিদ্যা যাহাতে উৎপন্ন হয়, সেই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রের আরম্ভ হইতেছে। (এই প্রকার অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তের উপর বলা যাইতেছে যে,)

ভাষ্য।—তদিদমৌপনিষদপরমপুরুষবরণীয়তা হেতুগুণবিশেষবিরহিণাম্ অনাদিপাপবাসনাদূষিতাশেষশেমুষীকাণাং অনধিগতপদবাক্যস্বরূপতদর্থ যাথাত্ম্যপ্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণবৃত্ততত্তদিতিকর্ত্তব্যতারূপসমীচীন ন্যায়মার্গাণাং বিকল্পাসহ বিবিধকুতর্ককল্পকল্পিতমিতি ন্যায়ানুগৃহীত বাক্যপ্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণবৃত্তযাথাত্ম্যবিভিরনাদরণীয়ম্।

অনুবাদ।—এই যে অদ্বৈত সিদ্ধান্তবিদ্‌গণের মত, এই মত যাহারা উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহারা সেই বেদান্তবেদ্য পরমপুরুষ নারায়ণের বরণীয়তার প্রতি হেতু যে বিশেষ গুণ ভক্তি, তাহা হইতে বঞ্চিত, তাহাদের বুদ্ধি সকল অনাদিপাপবাসনা দ্বারা দূষিত, তাহারা পদ ও বাক্যের স্বরূপ বুঝে না, তাহাদের পদার্থ ও বাক্যার্থের জ্ঞান নাই, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকলের তত্ত্ব, কি প্রকারে ঐ সকল প্রমাণ নিজ নিজ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, কাহাকে সমীচীন ন্যায়মার্গ বলে, এই সকল বিষয়ের জ্ঞানও তাহাদের নাই; তাহারা নিজ মতকে স্থাপন করিবার জন্য যে সকল কুতর্করূপ কল্কের ব্যবহার করে তাহাও সম্পূর্ণরূপ বিকল্পাসহ, এই সকল কারণে যাহারা ন্যায়ানুগৃহীত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল অদ্বৈত-বাদিগণের মত কোন প্রকারেই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ভাষ্য।—তথাহি নির্ব্বিশেষবস্তুবাদিভি র্নির্ব্বিশেষবস্তুনীদং প্রমাণ মিতি বক্তুং ন শক্যতে। সবিশেষবস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাং যস্তু স্বানুভবসিদ্ধ ইতি স্বগোষ্ঠীনিষ্ঠসময়ঃ সোঽপ্যাত্মসাক্ষিকসবিশেষানুভবনিরস্তঃ, ইদমহমদর্শমিতি কেন চিদ্বিশেষেণ বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বেষামনুভবানাম্।

অনুবাদ।—(অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত 'কেন' সাধু নহে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে) যাহারা, সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ বর্জ্জিত একমাত্র বস্তুই সৎ, এই প্রকার অঙ্গীকার করে, তাহারা সেই নির্ব্বিশেষ বস্তুতে এই প্রমাণ রহিয়াছে, ইহা কখনই বলিতে পারে না; কারণ সবিশেষ বস্তুই সকল প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। (নির্ব্বিশেষ বস্তুতে কোন প্রকার প্রমাণের সদ্ভাব থাকিতে পারে না।) অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, "নির্ব্বিশেষ আত্মস্বরূপ বস্তুতে নিজের নিজের অনুভবই প্রমাণ," ইহাও তাহাদের কেবল নিজ সম্প্রদায়ের নির্যুক্তিক কথন ব্যতিরেকে, আর কিছুই নহে, কারণ, "আমি ইহা দেখিয়াছি" ইত্যাদি নিজ নিজ অনুভব কোন না কোন বিশেষের সহিত যুক্ত বস্তুকেই প্রকাশ করে। (নির্ব্বিশেষ বস্তু বিষয়ক কোন প্রকার অনুভব আছে বলিয়া, কেহই অঙ্গীকার করে না।)

ভাষ্য। সবিশেষোঽপ্যনুভূয়মানো হ্যনুভবঃ কেন চিদ্‌যুক্ত্যাভাসেন নির্ব্বিশেষ ইতি নিষ্কৃষ্যমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাব বিশেষৈ র্নিষ্কৃষ্টব্য ইতি নিষ্কর্ষক হেতুভূতৈঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাব বিশেষৈঃ সবিশেষ এব অবতিষ্ঠতে।

অনুবাদ।—বিশেষ ধর্ম্মের সহিতই অনুভব লোকে অনুভূত হইলেও কোন প্রকার অসদ্‌যুক্তি দ্বারা তাহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া যাহারা ব্যবস্থাপিত করেন, তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, সবিশেষ বস্তু হইতে বিলক্ষণ বলিয়া নির্ব্বিশেষ বস্তুকে সিদ্ধ করিতে গিয়া, প্রতিবাদীকে অবশ্যই কোন না কোন স্বরূপাতিরিক্ত ধর্ম্মের সদ্ভাব তাহাতে আছে, ইহা দেখাইতে হইবে এবং সেই নির্ব্বিশেষ বস্তুতে বিদ্যমান স্বীয় স্বভাব বিশেষের সদ্ভাব আছে বলিয়াই, নির্ব্বিশেষ বস্তু সবিশেষ বস্তু হইতে পৃথক্, ইহাও তাহাকে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে ; তাহাই যদি হইল, তবে সেই নিজ বিলক্ষণ স্বভাব বিশেষ তাহার উপর যখন রহিয়াছে, তখন তোমার মতের নির্ব্বিশেষ বস্তু ও স্বীয় স্বভাব বিশেষরূপ বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া, সবিশেষ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

ভাষ্য।—অতঃ কৈশ্চিৎ বিশেষৈঃ বিশিষ্টস্যৈব বস্তুনোঽন্যে বিশেষানিরস্যন্তে ইতি ন ক্বচিন্নির্ব্বিশেষ বস্তু সিদ্ধিঃ। ধিয়োঽধীস্ত্বংস্ব প্রকাশতা চ জ্ঞাতুর্বিষয় প্রকাশন স্বভাব তয়োপলব্ধেঃ স্বাপমদ মূর্চ্ছাসু চ সবিশেষ এব অনুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতর মুপপাদয়িষ্যামঃ।

অনুবাদ।—(এই কারণে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে) কোন বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ বস্তুতেই অন্য বিশেষ ধর্ম্ম সমূহ নিরাকৃত হয়। (নির্ব্বিশেষ বস্তুতে কোন প্রকার প্রমাণের দ্বারা কোন বিশেষের নিরাকরণ সম্ভবপর নহে), এই জন্য কোন স্থানেই নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে না। জ্ঞাতার বিষয়প্রকাশনস্বভাবত্বরূপে নিয়ত উপলব্ধি হয় বলিয়াই, বুদ্ধির বিষয় প্রকাশকত্ব ও অপরতন্ত্র প্রকাশরূপতা সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা অদ্বৈতবাদীকে অঙ্গীকার করিতে হইবে ; (তাহা হইলে জ্ঞানের উপর বিশেষ অঙ্গীকার করিতে হইল, তাহার নির্ব্বিশেষত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ?) সুষুপ্তি মত্ততা ও মূর্চ্ছা-স্থলেও যে অনুভব প্রকাশ পায়, তাহাও সবিশেষ, এই সিদ্ধান্তটী আমরা নিজ মত প্রতিপাদন কালে ভাল করিয়া যুক্তি দ্বারা ব্যবস্থাপন করিব।

ভাষ্য।—স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়োঽনেকবিশেষাঃ সন্ত্যেব তে চ ন বস্তুমাত্র মিতি শক্যোপপাদনাঃ বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধাভেদ বিবাদ দর্শনাৎ স্বাভিমততত্তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ অতঃ প্রামাণিক বিশেষৈ র্বিশিষ্টমেব বস্ত্বিতিবক্তব্যম্। শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধান সামর্থ্যাৎ পদবাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ প্রকৃতি প্রত্যয়যোগেন হি পদত্বং প্রকৃতি প্রত্যয়য়োরর্থ ভেদেন পদস্যৈব বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন মবর্জ্জনীয়ম্।

অনুবাদ।—অদ্বৈতবাদিগণের অভ্যুপেত নিত্যত্ব স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি অনেক বিশেষ ধর্ম্ম, জ্ঞানরূপ ব্রহ্মেতে বিদ্যমান আছে, সেই সকল ধর্ম্ম যে ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তাহা বলা যায় না, কারণ নিত্য আনন্দ ও অনুভব ইহা সকলই এক পদার্থ হইলেও, নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও অনুভবত্ব প্রভৃতি বিশেষণগুলি এক নহে; কিন্তু, পরস্পর ভিন্ন; তাহাই যদি হইল, তবে নিজের অভিমত নানা বিশেষণের দ্বারাই স্বমত প্রতিপাদন করিতে হইতেছে, এই জন্য প্রামাণিক বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত বিশিষ্ট বস্তুই (অদ্বৈতবাদিগণের মতে) সিদ্ধ হইতেছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আরও দেখিতে হইবে, শব্দের দ্বারা যে বস্তু অভিহিত হয়, তাহা কোন না কোন বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট, নির্ব্বিশেষ বস্তু শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না; প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই দুইটী মিলিত হইয়া পদ হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়, এই উভয়েরই অর্থ ভিন্ন ভিন্ন, এই কারণ এ উভয়ের সংযোগে নিষ্পন্ন পদ, বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুকেই প্রতিপাদন করে। (ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে)।

ভাষ্য।—পদভেদশ্চার্থভেদ নিবন্ধন পদসঙ্ঘাতরূপস্য বাক্যস্য অনেক পদার্থ সংসর্গবিশেষাভিধায়কত্বেন নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্ব্বিশেষ বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্।

অনুবাদ।—অর্থের ভিন্নত্ব নিবন্ধনই পদ ভেদ হইয়া থাকে, পদ সমূহকেই বাক্য বলা যায়, এই কারণে অনেক পদার্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়, নির্ব্বিশেষ বস্তু বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে না; এই জন্য অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত নির্ব্বিশেষ বস্তুতে শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না।

ভাষ্য।—প্রত্যক্ষস্য নির্ব্বিকল্পক সবিকল্পকভেদ ভিন্নস্য ন নির্ব্বিশেষ বস্তুনি প্রমাণ ভাবঃ সবিকল্পকং জাত্যাদ্যনেক পদার্থবিশিষ্টবিষয়ত্বাদেব সবিশেষ বিষয়ং। নির্ব্বিকল্পক মপি সবিশেষবিষয়মেব সবিকল্পমেকস্মিন্ অনুভূত পদার্থবিশিষ্টপ্রতিসন্ধান হেতুত্বাৎ। নির্ব্বিকল্পকং নাম কেন চিদ্বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণং ন সর্ব্ব বিশেষরহিতস্য তথা ভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ অনুপপত্তেশ্চ। কেন চিদ্বিশেষেণেদমিত্থমিতি হি সর্ব্বা প্রতীতিরুপজায়তে।

অনুবাদ।—নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ ও নির্ব্বিশেষ বস্তুর সাধক প্রমাণ হইতে পারে না। জাতি ও আকৃতি প্রভৃতি বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এই কারণ সবিশেষ বস্তুই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় (নির্ব্বিশেষ বস্তুতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ কি প্রকারে প্রমাণ

হইবে?) নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারাও যে বস্তু প্রকাশিত তাহাও সবিশেষ, কারণ, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান প্রথমে জাতি প্রভৃতি বিশেষ বিশিষ্ট যে সকল বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহারাই পরে সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। কোন একটী বিশেষণশূন্য বস্তু যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কহা যয়, সকল প্রকার বিশেষণবর্জ্জিত বস্তু যে কোন জ্ঞানের বিষয় হয়, এমন ত দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্ব্বিশেষ বস্তু কোন প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, ইহাও সম্ভবপর নহে; কারণ, কোন না কোন বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুকেই "এই প্রকার" এই রূপেই সকল জ্ঞানই প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ।

ভাষ্য। ত্রিকোণসাস্নাদিসংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ অতো নির্ব্বিকল্পক মেক জাতীয়দ্রব্যেষু প্রথমপিণ্ডগ্রহণং দ্বিতীয়াদি পিণ্ডগ্রহণং সবিকল্পক মুচ্যতে তত্র প্রথমপিণ্ডগ্রহণে গোত্বাদেরনুবৃত্তাকারতানপ্রতীয়তে দ্বিতীয়াদি পিণ্ডগ্রহণেষ্বেবানুবৃত্তিপ্রতীতিঃ প্রথম প্রতীত্যনুসংহিত বস্তু সংস্থানরূপগোত্বাদে রনুবৃত্তিধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতীয়াদিপিণ্ডগ্রহণাবসেয়ম্ ইতি দ্বিতীয়াদি গ্রহণস্য সবিকল্পকত্বং সাস্নাদি বস্তুসংস্থানরূপ গোত্বাদে রনুবৃত্তিঃ ন প্রথমপিণ্ডগ্রহণে গৃহ্যত ইতি প্রথম পিণ্ডগ্রহণস্য নির্ব্বিকল্পকত্বং।

বিজাতীয় ত্রিকোণ বদন ও লম্বমান গলদেশমাংস প্রভৃতি সংস্থান বিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া কোন গবাদি পদার্থের জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। এই কারণে অঙ্গীকার করিতে হইবে, এক জাতীয় বহুতর দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী দ্রব্যের প্রথম গ্রহণকেই নির্ব্বিকল্পক বলিতে হইবে। তাহার পর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি সেই জাতীয় দ্রব্যের জ্ঞানকেই সবিকল্পক বলিতে হইবে। তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রথমতঃ পিণ্ডাদি জ্ঞানকালে গোত্ব প্রভৃতি জাতির সর্ব্বানুগত সামান্যরূপতা অনুভূত হয় না এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয়াদি জ্ঞানকালে গোত্ব প্রভৃতি জাতির সর্ব্বানুগত সামান্যরূপতা অনুভূত হইয়া থাকে। প্রথমে উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয়ীভূত গবাদি ব্যক্তি এবং সংস্থান পদবাচ্য গোত্ব প্রভৃতির পরস্পরান্বিত সামান্য স্বরূপ, দ্বিতীয়বারে উৎপন্ন গবাদিপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারাই বুঝিয়া লইতে হয় এই কারণ দ্বিতীয়াদি জ্ঞানকে সবিকল্পক বলা যায়, সাস্নাদিরূপ বস্তু সংস্থান স্বরূপ গোত্বাদির সামান্য সর্ব্বানুগতরূপতা প্রথম পিণ্ড জ্ঞানকালে প্রতীত হয় না, এই জন্যই প্রথমে উৎপন্ন গবাদি ব্যক্তি জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক বলা যায়।

ভাষ্য।—ন পুনঃ সংস্থানরূপ জাত্যাদেরগ্রহণাৎ সংস্থানরূপ জাত্যাদেরপি ঐন্দ্রিয়িকত্বা বিশেষাৎ। সংস্থানেন বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীতানুপপত্তেশ্চ। প্রথম পিণ্ডগ্রহণেঽপি সসংস্থান মেব বস্তু ইত্থমিতি গৃহ্যতে। অতো দ্বিতীয়াদি পিণ্ডগ্রহণেষু গোত্বাদেরনুবৃত্তি ধর্ম্ম বিশিষ্টত্বং সংস্থানিবৎ সংস্থান বচ্চ সর্ব্বদৈব গৃহ্যত ইতি তেষু সবিকল্পকত্ব মেব।

অনুবাদ।—সংস্থানরূপ গোত্বাদি জাতির গ্রহণ হয় না বলিয়াই যে, প্রথম জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক বলে তাহা নহে, কারণ, জাতি প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় (এবং যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের গোচর হয়)। সংস্থানের প্রতীতি হইল না অথচ সংস্থান বিশিষ্ট পদার্থ প্রতীতি গোচর হইল, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথম যখন পদার্থের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়, তখনই সেই পদার্থ "ইহা এই প্রকার" এইরূপভাবে সংস্থানরূপ বিশেষের সহিতই প্রতীত হইয়া থাকে। ইহার পর দ্বিতীয়বার বা তৃতীয় বারের বস্তুজ্ঞানকালে গোত্বাদি বিশেষণের সর্ব্বগোব্যক্তির সহিত অনুগত সামান্যরূপতাস্বরূপ বিশেষ্যবিশেষণভাব, জাতি ও ব্যক্তির মিলিতভাবেই প্রতীত হইয়া থাকে, এই কারণেই দ্বিতীয়াদি জ্ঞান ব্যক্তিকে সবিকল্পক জ্ঞান কহা যায়।

ভাষ্য।—অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষ বিষয়ত্বং। অতএব সর্ব্বত্র ভিন্নাভিন্নত্ব মপি নিরস্তং। ইদমিত্থমিতি প্রতীতাবিদমিত্থং ভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে তত্র ইত্থম্ভাবঃ সাস্নাদিসংস্থানবিশেষঃ তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশঃ। ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতিপরাহত মেব। তথাহি প্রথম মেব বস্তু প্রতীয়মানং সকলেতর ব্যাবর্ত্তমান মেব প্রতীয়তে ব্যাবৃত্তিশ্চ গোত্বাদি সংস্থান বিশেষ বিশিষ্টতয়া ইত্থমিতি প্রতীতিঃ।

অনুবাদ।—এই কারণে নির্ব্বিশেষ বস্তু কোন সময়েই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। এবং সেই জন্যই ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মীর ভিন্নাভিন্নরূপত্বও সম্ভবপর নহে। "এই বস্তু এই প্রকার" এই আকারের যে প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ্য ও বিশেষণের একতা কি প্রকারে প্রতীত হইতে পারে, সেই প্রতীতিতে যে ইত্থম্ভাব প্রকাশ পায়, তাহাই সাস্নাদি সংস্থান বিশেষ এবং তাহাকেই বিশেষণ বলা যায়। সেই সংস্থান বিশেষের যাহা বিশেষ্য দ্রব্য, তাহাকেই ইদমংশ বলা যায়। এই কারণে ইদমংশের সহিত ইত্থমংশের, অর্থাৎ বিশেষণ ও বিশেষ্যের ঐক্য, সকলের অনুভবের দ্বারাই নিরাকৃত

হইয়া থাকে। যে সময় বস্তু প্রথম প্রতীতিগোচর হয়, সেই সময়েই তাহা সকল পদার্থ হইতে ভিন্নস্বরূপেই অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। গোত্ব সংস্থান বিশেষের আশ্রয় স্বরূপে তাহার যে প্রতীতি হয়, তাহাই তাহার অপর পদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য। কারণ যে কোন বস্তুই আমাদের প্রতীতি গোচর হয়, তাহাই "ইহা এই প্রকার" এই ভাবে অপর পদার্থ হইতে বিলক্ষণ রূপেই প্রতীত হয়।

ভাষ্য।—সর্ব্বত্র বিশেষণবিশেষ্যভাবপ্রতিপত্তৌ তয়োরত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যৈবসুব্যক্তঃ তত্র দণ্ডকুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্‌সংস্থানসংস্থিতাঃ স্বনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ ক্বচিদ্ দ্রব্যান্তর বিশেষণতয়া অবতিষ্ঠন্তে গোত্বাদয়স্তু পদার্থভূতাঃ সন্তো দ্রব্য বিশেষণতয়া অবস্থিতাঃ। উভয়ত্র বিশেষণবিশেষ্য ভাবঃ সমানঃ তত এব তয়োর্ভেদ প্রতীতিশ্চ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্ স্থিতিপ্রতিপত্তিযোগ্যাঃ দণ্ডাদয়ঃ। গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি বস্তু বিরোধঃ প্রতীতি পরাহতঃ ইতি প্রতীতি প্রকার নিহ্নবাদেব উচ্যতে প্রতীতি প্রকারো হি ইদমিত্থ মিত্যেব সর্ব্বসম্মতঃ।

অনুবাদ।—বিশেষ্য বিশেষণ ভাব যেখানেই অনুভূত হয়, সেই স্থানে বিশেষ্য ও বিশেষণ এই দুইটী বস্তুর অত্যন্ত বিভিন্নরূপতা আমাদের প্রতীতি দ্বারাই সুব্যক্ত হয়। তাহার মধ্যে দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ পৃথক্ সংস্থান দ্রব্যান্তরের সহিত প্রতীত হয় এবং কখন অন্য কোন পদার্থের বিশেষণ না হইয়া বিশেষ্য স্বরূপেই প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে, কিন্তু গোত্বাদি পদার্থ, দ্রব্যের সংস্থানত্ব রূপেই আত্মরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া, তাহারা কোন না কোন দ্রব্যের বিশেষণ স্বরূপেই অবস্থিত হয়। উভয় স্থানেই বিশেষ্য বিশেষণ ভাব সমানই থাকে এবং সেই বিশেষ্য বিশেষণ ভাব নিবন্ধনই জাতি ও ব্যক্তির কিম্বা দণ্ড ও পুরুষের ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু, এই দ্বিবিধ বিশেষণের মধ্যে পরস্পর এইমাত্র বিশেষ যে দণ্ড কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণের স্বভাব এই যে, তাহারা পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতীতির গোচরও হইয়া থাকে, আর গোত্ব প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণের স্বভাব এই যে, তাহারা গবাদি ব্যক্তি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না এবং গবাদি ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানেরও বিষয় হইতে পারে না। এই কারণে এইরূপে বলিতে হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকে যে বস্তু সকলের পরস্পর বিরুদ্ধ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব্বকারুকার্য্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্ম্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্নমৃণ্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল ইতস্ততঃ শীর্ণদেহচ্ছিন্নবসন, যুগযুগান্তের নিরাশাঙ্কিতবদন নর নারী, বালক, বালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্ম্মী সমশরীর গো, মহিষ, বলীবর্দ্দ; চারিদিকে আবর্জ্জনারাশি, এই আমাদের বর্ত্তমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জ্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দ্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতির্হীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি; আমাদের জন্মভূমি।

বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচর্ব্বণ, অনশন-অর্দ্ধাশনসহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগ শোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহা শ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যানানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী,—ইয়ুরোপী পর্যটক এই দেখে।

ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি, বিজাতি, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মীর পদভরে নিষ্পীড়িতপ্রাণ, দাসসুলভপরিশ্রমসহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, যেন কেন প্রকারেণ বর্ত্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচচাতুরীপ্রতারণাসহায় স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের সমুচিত কদর্য্যবিভীষণকুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ড-হীন,—পূতিগন্ধপূর্ণমাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত শরীরে পরিব্যাপ্ত;—ইংরাজ রাজপুরুষের পক্ষে আমাদের ছবি।

নববলমধুপানমত্ত, হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে বলে কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণ-পরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন;—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।

এই ত গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা। ইউরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের "নেটিভ" পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরের সঙ্গে তুলনা করেন, ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক, যারা সাহেবের চাকরি করে। আর, দুঃখ দারিদ্র্য ত বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ময়লা আবর্জনা চারদিকে ত পড়েই রয়েছে। ইউরোপী চক্ষে এ ময়লা, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে, যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ের বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু।

দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, ম্লেচ্ছ বলি,—ওরাও কালা দাস বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখে নি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশমাত্র,—ভাষা মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য করছে, সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সে দিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চল্‌বে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নির্ব্বল হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তিদের সমষ্টিমাত্র; একেবারে নির্ব্বল নিকম্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে, হাজার বৎসরের নানারকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতি নীতি যদি এত খারাপ, ত আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন? অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না? বিদেশীরা তখুনিই ত এসে চাষ বাস করে খাস কর্‌তো, যেমন অ্যামেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ার, আফ্রিকায়

হয়েছে এবং হচ্ছে? তবে বিদেশী তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা; ভারতেও বল আছে, বস্তু আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ, যাঁরা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং "আমরা নরপশু", "তোমরা, হে উয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর", বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর, যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে, হাঁসেন হোঁসেন ক'রছ; ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড় শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়োশিব ষাঁড়ে চ'ড়ে, ভারতবর্ষ থেকে, একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, আর অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে, তিব্বত চীন জাপান সিবেরিয়া পর্যন্ত বুড়োশিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী, উনি চীন জাপান পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর মা মেরি করে কৃশ্চানরা পূজা কর্‌ছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখ্‌ছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়োশিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারে নি, ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম!! ঐ বুড়োশিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু চার জনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে ত রয়েছে। তা নয়। মুরদ্ কোথায়? ঐ বুড়োশিবের অন্ন খাবেন, আর নেমকহারামি ক'র্বেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি কান্না ধর যে, "আমরা অতিনীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ", এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে, ঐ "আমরা"র ভেতর দেশশুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্‌দিশি ভদ্রতা, হে বাপু?

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতি বিশেষের একাধিকার। তবে, কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোনও জাতিতে কোনও কোনও গুণের আধিক্যপ্রাধান্য।

আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে "ধর্ম্মের"। আমরা

চাই কি—"মুক্তি"। ওরা চায় কি—"ধর্ম্ম"। ধর্ম্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়, ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোণার শিকল। তার পর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীরবন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হ'লে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এই জন্য, এ যে কথা শুনেছ যে, মুক্ত পুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নয়, তা ঠিক। তবে, পরে অন্যত্রও হবে। সে ত আনন্দের বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই, অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াসুর (বুদ্ধ) সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মত শান্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সেত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে, খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এ দিক, না ও দিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে, এক এক মঠে এক এক লাখ্ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটা ভ্রম, যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি, ব্যক্তি, প্রকৃতিভেদে শিক্ষা, ব্যবহার, নিয়ম, সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বললে, "মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়া শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল",—বলি, তা কখনও হয়? "তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ও সব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর", এ কথা বলছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পারে না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো

লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কাজ কর্ত্তে পার না,—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ !! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, "ধর্ম্মের" চেয়ে "মোক্ষটা" অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে, যত উৎপাত করে ফেল্‌লে আর কি ? অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা, কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ কর্‌বে। "আততায়িনং উদ্যন্তং" ইত্যাদি, হত্যা কর্‌তে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বল্‌ছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর, ঝাঁটা লাথি খেয়ে, চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন কর্‌লে, ইহকালেও নরক-ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরমসত্য,—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু, অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে ; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান কর্‌তে হবে। এ না পার্‌লে ত তুমি কিসের মানুষ ? গৃহস্থই নও—আবার "মোক্ষ" !!

পূর্ব্বেই বলেছি যে, "ধর্ম্ম" হচ্ছে কার্য্যমূলক। ধার্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্য্যশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে "বেদে" যে স্থলে কার্য্য কর্‌তে বলছে না, সে স্থলগুলি বেদই নয়।—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং" জৈমিনিসূত্র।—"ওঁকার ধ্যানে সর্ব্বার্থসিদ্ধি", "হরিনামে সর্ব্ব পাপনাশ", "শরণাগতের সর্ব্বাপ্তি", এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য ; কিন্তু, দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মচ্চে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিন রাত "প্রভু যা করেন্" বল্‌ছে, এবং পাচ্ছে—কিছুই না। তার মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয় ? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে ? যার কর্ম্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে "ধার্ম্মিক"।

প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র। পূর্ব্বের কর্ম্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা তাই নিয়ে জন্মেছি। যতক্ষণ সে শক্তি কার্য্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাক্‌বে বল ? ততক্ষণ, কে ভোগ ঘোচায় বল ? তবে দুঃখভোগের চেয়ে, সুখভোগটা ভাল নয় ? কুকর্ম্মের চেয়ে,

সুকর্ম্মটা ভাল নয় ? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন, "ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল"।

এখন ভালটা কি ? "মুক্তিকামের ভাল" অন্যরূপ, ধর্ম্মকামের ভাল আর এক প্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহা সত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি।

"নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" ইত্যাদি; "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব" ইত্যাদি ধর্ম্ম লাভের উপায় ভগবান দেখিয়েছেন। অবশ্য, কর্ম্ম কর্‌তে গেলেই, কিছু না কিছু পাপ আস্‌বেই। এলোই বা ; উপোষের চেয়ে, আধপেটা ভাল নয় ? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভালমন্দমিশ্র কর্ম্ম করা ভাল নয় ? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবে তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্ব প্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃ প্রাধান্যে ভাল মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছ, কি তমঃপ্রধান হয়েছ, কি করে বুঝি বল। সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন, জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও,—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,—"ফলেন পরিচীয়তে"। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয় ; কিন্তু, সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি মহা-বীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের, আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ কর্‌তে হয় না, তাঁর ইচ্ছা মাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্ব্বলোকপূজ্য ; তাঁকে কি আর "পূজা কর" বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয় ? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই "নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ" ইত্যাদি। আর ঐ যে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেড়াতাতা সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ও গুলো হচ্ছে তমোগুণ, ও গুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐ দলে প'ড়ছিলেন বলেই ত, ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না

গীতায়। প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ. "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ",—শেষ, "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব।" ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে, আমরা ঐ তমো গুণের দলে পড়েছি.—দেশশুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্‌ছি, ভগবানকে ডাকৃছি, ভগবান শুন্‌ছেনই না, আজ হাজার বৎসর। শুন্‌বেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না,—তা ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে, ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা. "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব"।

(ক্রমশঃ)।

হীরক-তত্ত্ব।

(বাবু অনুকুলচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

ঐতিহাসিক হীরক।

১।—কোহিনুর।

কোহিনুরের পুরাবৃত্ত গভীর তিমিরে সমাচ্ছন্ন। অনুমান পাচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, গোদাবরী তীরে, ইহা কোন অজানিত মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তৎপরে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ জীবনের এক সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ ইতিহাসের অন্তরালে রাখিয়া, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট সাজাহানের শাসনকালে চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত ও মরকত মণির লাবণ্য প্রভায় উদ্দীপ্তপুচ্ছ ময়ূরাসনের ময়ূরের অন্যতর চক্ষুরূপে আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় আধুনিক ইতিহাসের সূত্রপাত করে।

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির কারণ আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কোহিনুর কতকগুলি ক্ষীণবল সম্রাটের হস্তে পতিত হয়। অবশেষে যখন নাদির সাহ সুরম্য দিল্লিনগর শোণিত সাগরে ভাসাইয়া, স্বীয় শোনিত পিপাসা মিটাইয়া ধনরাশি ও রত্নরাজি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সম্রাট মহম্মদ সাহ অমূল্য রত্ন কোহিনুরকে স্বীয় উষ্ণীষ মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু, কোন অন্তঃপুরচারিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় এই ব্যাপার নাদির সাহের কর্ণগোচর হইল। যে নাদির সাহ অতি হীন অবস্থা হইতে স্বীয় বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে এশিয়ার সম্রাটের পদে আরোহণ করেন, সে ব্যক্তিকে প্রতারিত করা সহজ নহে। নাদির সাহ দিল্লিসম্রাটকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক মহাসভা আহুত করিলেন ও সম্রাটকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া তৎকালীন প্রথা সারে

শিরস্ত্রাণ পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহম্মদ সাহ কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া এরূপ স্থিরচিত্তে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন যে, নাদির সাহ ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইয়াছেন। নাদির সাহ শিবিরে গমন করিয়া যখন উষ্ণীষ খুলিলেন, তখন তাহার ভিতর এক জ্যোতির্ম্ময় রত্ন দেখিতে পাইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "কহিনুর" (জ্যোতির পর্ব্বত)।

এই ঘটনার পর হইতে কোহিনুরের ইতিহাস অনুসরণ স্বল্পায়াসসাধ্য। কোহিনুরের জীবনীর সহিত কত কত ঐশ্বর্য্যলোলুপ ও কত কত শোণিত পিপাসু দিগ্বিজয়ীর ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে, ইহা নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণার চরমসীমার কত দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। নাদিরের পুত্র সারোখ যখন আগামহম্মদ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার বিজয়ীকে কোহিনুর প্রদান করিতে অসম্মত হন। এই জন্য তাঁহাকে কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা বলা যায় না। তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইল ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার উপর অত্যুষ্ণ তৈল রাখা হইল। এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি কোহিনুর কোথায় রাখিয়াছিলেন প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমেদ সাহ দুরানিকে কোহিনুর প্রদান করিলেন। আমেদ সাহের পর তৎপুত্র টাইমুর ইহার অধিকারী হন।

দুরাণি রাজ্যের অবনতির চরমসীমায় কোহিনুর জনৈক বেগমের হস্তে পতিত হয়। সাহ সুজার জন্য ঐ বেগম কর্ত্তৃক কোহিনুর রক্ষিত হইতেছিল। বহুযন্ত্রণা সহ্য করিয়া অধিকারিণীকে কারাগারে অনাহারে থাকিতে হয়। অবশেষে সাহ সুজা পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহকে মহা সমারোহের সহিত কোহিনুর প্রদান করিলেন। গ্রহণকালে রণজিৎ সিংহ কোহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে, সাহ সুজা কহিলেন, "সৌভাগ্যই ইহার মূল্য, কারণ, বিজয়িগণের হস্তেই ইহা চিরবর্ত্তমান।" কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে এরূপ বলিলে সত্যের অপলাপ হইত না যে, "দুর্ভাগ্যই ইহার মূল্য, কারণ, দুঃখ ও কষ্টের সহিত ইহার সম্বন্ধ কম নহে।" রণজিতের মৃত্যুর পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথের মন্দিরে কোহিনুর প্রদানের কথা উঠে; কিন্তু কোষাধ্যক্ষ রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। রণজিতের পর দিলিপসিংহ কোহিনুরের অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন পঞ্জাব ইংরাজরাজ্যভুক্ত করা হয়, তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে কোহিনুর উপঢৌকন দিবার কথা হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া বোর্ডের

অধিবেশনে মহাত্মা জন্ লরেন্সের উপর কোহিনুর রক্ষার ভার অর্পিত হয়। তিনি ইহা নিজের কোটের পকেটে একটী টিনের কৌটায় রাখিয়া দেন ও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহার কথা বিস্মৃত হন। কিয়ৎকাল পরে যখন কোহিনুর ইংলণ্ডে পাঠাইবার আদেশ আসিল, তখন সার্ জন্ তাঁহার ভ্রাতা হেনরি লরেন্সকে উহা পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

কিন্তু, যখন উত্তর পাইলেন যে, কোহিনুর তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল, তখন সার জন্ লরেন্স স্বীয় অসাবধানতার জন্য ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোটের পকেট হইতে তাঁহার ভৃত্য কৌটাটী বাহির করিল। যখন উহার ভিতর কোহিনুর পাওয়া গেল, তখন ভৃত্য উহাকে কাচ খণ্ড বলিয়া আপনার মত প্রকাশ করিল। এইরূপ অবহেলা কোহিনুরের অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই। জগতের শ্রেষ্ঠরত্ন কোহিনুর এখন ইংলণ্ডে উইণ্ডসর ক্যাস্‌লে রক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ইহার একটী অনুরূপ টাওয়ার-অফ্-লণ্ডনে দর্শক বর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে রহিয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রদর্শনীতে কোহিনুর প্রদর্শিত হইয়াছিল।

২।—চন্দ্রশেখর।

কোহিনুরের সহিত আর একটী রত্ন নাদির সাহ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হয়। এই রত্নের ভারতবর্ষীয় নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম "Moon of Mountains" (চন্দ্রশেখর)। নাদির সাহ যখন দিল্লি হইতে ভারতের রত্ন সকল লুণ্ঠন করিয়া স্বীয় রাজধানীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ছিলেন, তখন এই রত্ন ঐ দিগ্বিজয়ীর সিংহাসন হইতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। যখন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সৈনিকগণের শানিত অস্ত্রে নাদিরের বক্ষ বিদীর্ণ হয়, তখন অন্যান্য মণিমাণিক্যের সহিত এই হীরকও এক আফগান্ সৈন্যের লুণ্ঠিত অংশে পরিণত হয়। একদিন ঐ আফগান্ তৎকালিন প্রসিদ্ধ বাসোরা নগরে উপস্থিত হইল। তথায় সেসাফ্‌রাস নামক এক আর্ম্মিনিয়ানের নিকট রত্ন সকল বিক্রয়ের জন্য লইয়া গেল। আফগান্ ঐ সকল রত্নের মূল্য কিছুই জানিত না। মণিকারেরা রত্ন সকলের মধ্যে অসামান্য জ্যোতিঃ-সম্পন্ন সুবৃহৎ হীরক দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হয়, এবং ঐ হীরক ক্রয় করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহের সময় প্রার্থনা করেন। দিকে আফগান্ ভাবিল যে, তাহারা তাহাকে বন্দি করিবার পরিবেশ

ছেছে। এইরূপ ভাবিয়া সে সহসা বাসোরা পরিত্যাগ করিয়া, বাগদাদে উপস্থিত হইল এবং তথায় এক য়িহুদিকে ৬৫০০০ পিয়াস্তায় ও দুইটী অত্যুৎকৃষ্ট আরব অশ্বের বিনিময়ে ঐ সকল রত্ন প্রদান করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সে অশ্বারোহণ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ না করিয়া, তথায় পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে, সাফ্‌রাস্ তাহার সম্মুখে উপস্থিত।

আফ্‌গানের বাসোরা ত্যাগের পর সাফ্‌রাস্ ভাবিয়াছিল যে, তাহার অদৃষ্টে আর সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে না। সে আফ্‌গানের অনুসন্ধানে বাগ্‌দাদে আসে নাই, কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিল। এখন তাহাকে দেখিয়া তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন শুনিল যে, এক য়িহুদি ঐ সকল রত্ন ক্রয় করিয়াছে, তখন তাহার দুঃখের অবধি রহিল না। সাফ্‌রাস্ অনন্তর য়িহুদিকে কেবল ঐ হীরকের জন্য দ্বিগুণ মূল্য দিবে বলিল। কিন্তু সে কিছুতেই ঐ হীরক বিক্রয় করিল না।

কয়েক দিবস পরে সাফ্‌রাসের দুই ভ্রাতা বাগ্‌দাদে উপনীত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে তাহারা ঐ য়িহুদি ও আফ্‌গানকে তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহারা কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া বিষমিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং ঐ তিন আর্মিনিয়ান কর্তৃক টাইগ্রিস্ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু এক্ষণে এই নূতন বিপদ আসিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিল যে, তিন ভ্রাতার মধ্যে কে ঐ হীরকের প্রকৃত অধিকারী। ধূর্ত্ত সাফ্‌রাস্ স্বীয় ভ্রাতাদ্বয়কে বধ করিয়া টাইগ্রীসের জলে ভাসাইয়া দিল এবং নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। কিন্তু সে ধনলোভে যে সকল লোকের প্রাণবধ করিল, তাহাদের প্রেতাত্মা তাহার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল।

সাফ্‌রাস্ শীঘ্র বাগ্‌দাদ্ হইতে কন্সটাণ্টিনোপলে ও তথা হইতে হলাণ্ডে উপস্থিত হইল। ক্রমে তাহার সেই হীরকের প্রতি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। রুশসম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিন্ অবশেষে ২০০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহা ক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন সাফ্‌রাস্‌কে বাৎসরিক ৪০০০ পাউণ্ড ... মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইল।

... ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, এই নরপিশাচকে সুখী হইতে ... বাগ্‌দাদ্ হইতে পলায়নের পর, তাহার লোমহর্ষণ কাণ্ড সকলে

অবগত হইল। সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিল না। অষ্ট্রাকানে দহহান কালে সে অর্থ লইয়া জামাতাগণের সহিত বিবাদ করে এবং তাহাদের দ্বারা নিহত হয়।

৩। —অর্‌লফ্।

এক্ষণে রুশসম্রাটের অর্‌লফ্ (Orloff) নামক সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ হীরকের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর অনুসরণ করা যাউক। পূর্ব্বে এই হীরক ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্ত্তী এক মন্দিরের দেবতার চক্ষুরূপে বিরাজ করিতেছিল। ঘটনাক্রমে এক দিন ইহার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ এক ফরাসী গোলন্দাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই দিন হইতে সে এই মহামূল্য হীরক অপহরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। হিন্দুর মন্দিরে খৃষ্টানের প্রবেশ নিষেধ দেখিয়া, সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তাহার ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া মন্দিরের পুরোহিতবর্গ এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, কিয়ৎকাল পরে সে মন্দিরের ভিতর প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইল। এক তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে যখন ভীষণ ঝটিকায় চতুর্দ্দিক আলোড়িত হইতেছিল, তখন এই ব্যক্তি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, ঐ হীরক লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া এক জাহাজের কাপ্তেনকে দুই সহস্র পাউণ্ড মূল্যে ঐ মহামূল্য রত্ন বিক্রয় করিল। ঐ কাপ্তেন বিলাত গিয়া ১২০০০ পাউণ্ড মূল্যে ঐ হীরক এক য়িহুদিকে বিক্রয় করিল। অবশেষে রুষিয়ার সম্রাট্‌পুত্র অর্লফ্ কর্ত্তৃক ৯০০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহা ক্রীত ও সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিণকে প্রদত্ত হইল; সেই দিন হইতে ইহা অর্লফ্ নামে পরিচিত।

৪। —পিট।

১৭০২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গভর্ণার পিট্ সাহেব প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যে এক বৃহৎ হীরক ক্রয় করেন। তিনি ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ফরাশি সম্রাট্ পঞ্চদশ লুইএর জন্য ডিউক্ অফ্ অরলিন্সকে ঐ হীরক এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র পাউণ্ডে বিক্রয় করেন। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রারম্ভে ঐ মহামূল্য হীরক বার্লিনে প্রেরিত হইয়াছিল। পরে নেপলিয়নের রাজকীয় তরবারীর শোভা সম্বর্দ্ধিত করে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক পোর্টুগীজ ভদ্রলোক বেলারি ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত বজ্র করুরের আকরে হীরকের অন্বেষণে গমন করেন। বহু অর্থব্যয়ে কৃতকার্য্য হইতে অসমর্থ হইয়া, অবশেষে তিনি পরিশ্রম

বস্ত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া শ্রমজীবিগণের শেষ দিনের বেতন পরিশোধ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। জীবনে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে ঐ দিন বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে ভৃত্যেরা এক সুবৃহৎ হীরক আনয়ন করিয়া তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল। হীরকটীর ওজন ৪৩৪ ক্যারাট অথবা ১৭৩৬ গ্রেণ অপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। পিট্ সাহেবের হীরকের ওজন ৪২৬ ক্যারাট হওয়ায় অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি এই হীরকই ক্রয় করিয়াছিলেন।

৪।—ম্যাট্রাম্।

ইমানুয়েল সাহেবের হীরক সম্বন্ধীয় পুস্তক ঐ বিষয়ের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বোর্ণিও দ্বীপের অন্তর্গত মাট্টানের রাজার হীরকের আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ঐ পুস্তকে উল্লেখ দেখা যায়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ দ্বীপের অন্তর্গত লাণ্ডক নামক স্থানে ঐ হীরক পাওয়া যায় এবং ইহার অধিকারের জন্য একটী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। বাটেভিয়ার ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা ঐ হীরক প্রাপ্তির জন্য রাজাকে দুইখান সুসজ্জিত রণ-তরী ও ৫০ সহস্র পাউণ্ড দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। ক্রফোর্ড সাহেবের মতে এই হীরকের মূল্য ২৬৯৩৭৮ পাউণ্ড।

হিউলো বলেন যে যাঁহারা এই হীরক দর্শনার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকে ঐ হীরকের অনুরূপ এক স্ফটিক খণ্ড প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার পোসেউইট্‌জ্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ হীরক স্ফটিক ব্যতিত আর কিছুই নহে।

(ক্রমশঃ)

আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [৫৫ পৃষ্ঠার পর।

জঙ্গল-পরিবৃত জমি অনাবাদী থাকায় আপন সারে আপনি সারবান হইয়া থাকে, তাহাতে আবার বরাবর জঙ্গলের পাতা লতা, শিকড় পচিয়া মৃত্তিকা অতিশয় সারবান হয়, সুতরাং সে প্রকার জমিতে গাছ খুব তেজাল হয়। গাছ

তেজাল হইলে পাতা বড় ও সুপুষ্ট হয়, সুতরাং ফসল অধিক পরিমাণে হইয়া চা-করগণের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করে। যে সকল গাছের কেবল পাতার আবশ্যক, তাহাদিগের জন্য জঙ্গলের অক্ষত মৃত্তিকা (virgin soil) বিশেষ উপযোগী। এ প্রকার জমিতে যবক্ষারজানিক (nitrogenous) এবং প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির দাহ্য পদার্থাংশ (Humus) সমধিক পরিমাণে থাকায়, তদুপরিস্থিত উদ্ভিদের বাহ্য অবয়ব অর্থাৎ পাতা ও ছাল বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য হয়। এই কারণে চা-করগণ জঙ্গলপূর্ণ জমির পক্ষপাতী। নিজের সুবিধা, স্থানীয় আব-হাওয়া প্রভৃতি কিছুরই উপরে লক্ষ্য না রাখিয়া, যথায় আবাদের সুবিধা সুযোগ হইবে, এবম্বিধ জায়গা তাহার লক্ষ্য থাকে, এই জন্য জেলার, সদর বা ষ্টেশনের উপর চা বাগান প্রায় দেখা যায় না। ভীরু, কাপুরুষ, অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী জাতি নিজের সুবিধা অন্বেষণ করিতে তৎপর, ব্যবসায়ের সুবিধা তাহার দ্বিতীয় বিবেচনা। বাঙ্গালার যে কিছু হয় না, ইহাও তাহার একটী প্রধান কারণ। ব্যবসায়েচ্ছু কোন এক বন্ধুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে আমি তাঁহাকে আসামে যাইতে পরামর্শ দিই। বন্ধুবর আসামের নাম শুনিয়া, শিহরিতকলেবরে কালাজ্বরের নাম করিলেন। কালাজ্বর বাঙ্গালা দেশের ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকারান্তর মাত্র। আসামবাসিগণ কালাজ্বরে ভীত হয় না, কেন না উহা তাহাদিগের দেশীয় রোগ, সুতরাং তাহারা উহাতে অভ্যস্ত। আর চা-কর সাহেবেরা যে ভীত হয়েন না, তাহার কারণ, সংসারে বিষয়কর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের প্রধান দৃষ্টি। বাঙ্গালী জাতির পক্ষে আসাম দেশ সুদূর হইতে সুদূর, ইয়ুরোপ বা আমেরিকা বলিলেও হয়, সুতরাং কালাজ্বরে তাহাদিগের ভীতি হইবার কথা! দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালী জাতি বিষয় কর্ম্মী বা ব্যবসায়ী নহে, কাযেই আরো ভয়ের কথা। ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাস্থ্যনিকেতনে যে ইংরাজ জাতির বাস, যে সুখসচ্ছন্দে তাহারা ভূমিষ্ঠ কাল হইতে লালিত পালিত, সেই ইংরাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আব-হাওয়াপন্ন কঠোর উষ্ণ দেশে আসিয়া আসামের জঙ্গলময় দেশে স্বজাতির মুখদর্শনবিবর্জ্জিত হইয়া বাস করিতে পারে, আর তুমি আমি কুয়া-পাতকুয়া ও পচা পুষ্করিণীর জল খাইয়া, ম্যালেরিয়ার শরীর লইয়া, ম্যালেরিয়ার মধ্যে বাস করিয়া ও লালিত পালিত হইয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, একদিন দুই দিনের পথ আসাম যাইতে ভাবিয়া অস্থির! ইংরাজ বাঙ্গালীতে এইটুকু প্রভেদ বলিয়া ইংরাজ সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর, ধনকুবের, আর আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট,—জগতের ঘৃণ্য মানব!

চা আবাদের উপযোগী আব-হাওয়া ও মৃত্তিকার বিশেষত্বের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে ক্ষেত্রের স্থানীয় প্রাকৃতিক গঠনের কথা বলিব। কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমি, অর্থাৎ যে জমির পৃষ্ঠদেশ উচ্চ এবং তন্নিবন্ধন যথায় বর্ষার জল অবরুদ্ধ হয় না, তাহাই ইহার পক্ষে প্রকৃষ্ট। চা গাছের জন্য প্রচুর বারিপাতের আবশ্যক বটে, কিন্তু ক্ষেত্রে জল সঞ্চিত হইয়া থাকা উহার পক্ষে অনিষ্টকর। উচুনিচু বা কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমিতে বৃষ্টি হইবা মাত্র, অতিরিক্ত জল নিকাশ হইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু জল আবদ্ধ থাকিলে, মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত স্বাভাবিক উত্তাপের হ্রাস হয় এবং সূর্য্যোত্তাপও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; অপরন্তু বায়ুমণ্ডলের মৃত্তিকোপরি যে ভৌতিক ক্রিয়া, তাহা সম্পাদিত হইতে না পারায়, মৃত্তিকা নির্জ্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমিতে এ সকল অসুবিধা ঘটিতে পায় না। সকল স্থলেই আশানুরূপ জমি প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, এ জন্য সমতল ক্ষেত্রেও ইহার আবাদ হইয়া থাকে। তথাপি, দেখিতে হইবে যে, নির্ব্বাচিত জমি, চতুর্দ্দিকের জমি হইতে কিছুতেই না নিম্নতল হয়, কেন না তাহা হইলে চতুর্দ্দিকস্থিত জমির তাবৎ জল আসিয়া এখানে সঞ্চিত হইতে পারে।

সমতল জমিকে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক করিবার জন্য ৩০।৪০ হস্ত ব্যবধানে, ৩।৪ ফুট গভীর, এক বা দেড় ফুট প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী থাকে। বৃষ্টির সময়, মৃত্তিকার শক্তি অনুসারে উহা যথা সাধ্য জলশোষণ করিয়া লয় এবং অবশিষ্টাংশ সেই নালা দিয়া নির্গত হইয়া যায়; আবার কতক জল মৃত্তিকার ভিতর হইতে চুয়াইয়া, সেই নালায় গিয়া পড়ে। ইহাতে দেখা যায় যে, জমি আদৌ ভিজা বা স্যাঁত-সেঁতে থাকিতে পায় না।

বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়। বর্ষার শেষভাগে আবৃত ভাঁটীতে বীজ রোপিত হয়। প্রায় সকল চা বাগিচার এক একটী নিজস্ব চারা-বাড়ী বা নর্সরী Nursery আছে। এখানে প্রতিবৎসরই বীজ বপন করিয়া যথেষ্ট সংখ্যক চারা বারমাস মজুত রাখিতে হয়। চা-বাগান প্রতি বৎসরই আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন একদিকের গাছ পুরাতন ও নিস্তেজ হইয়া আইসে, তেমনি অন্যদিকে আর এক ক্ষেতের গাছ পাতা দিবার উপযোগী হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে ক্ষেতের মধ্যে কোন গাছ মরিয়া গেলে বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চারা-বাড়ী হইতে গাছ আনিয়া খালি জায়গায় বসাইতে হয়। তেজপুর সহর হইতে প্রায় ৩০।৩৫ মাইল দূরে বালিপাড়া চা-বাগিচার

আমি প্রথম চারা বাড়ী দেখি। সেই বাগানে আমি আট দশ দিবস বাস করিয়াছিলাম। তথাকার হেড বাবু অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে কেবল যে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, কত যত্ন ও কত রকমে আমার সচ্ছন্দতা পরিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাকে এক দিবস বৈকালে চারা-বাড়ী দেখাইতে লইয়া যান। চারা-বাড়ীটী সুবিস্তীর্ণ,—৩৪ বিঘার কম নহে। তাহার মধ্যে সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ ভাঁটী,—উলুখড়ের দো-চালার দ্বারা আবৃত। দেখিলাম,—কোন ভাটীতে চারা ফুটিয়াছে, কোনটার বা তখনও ফুটে নাই।

বীজ অঙ্কুরিত হইতে প্রায় একমাস, কখন কখনও ততোধিক সময় লাগে। বীজাঙ্কুরিত হইয়া চারা ঈষৎ বড় হইলে, তাহাদিগকে ফাঁক ফাঁক করিয়া দ্বিরোপণ (Transplant) করিতে হয়। চারা গুলি দুই বৎসরে প্রায় ২।৩ ফুট হইয়া থাকে, এবং তখন তাহাদিগকে আবশ্যক মত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

বর্ষার প্রাক্কালেই ক্ষেত্রে চারা-রোপণ করা বিধেয়। দীর্ঘে ও প্রস্থে চারি ফুট ব্যবধান রাখিয়া এক একটী গাছ রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে গাছ রোপিত হইবার পরে মধ্যে মধ্যে জমি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন খাট নাই। জমি কোপানকে "কোড় মারা" কহে।

"কোড়-মারা" দুই-প্রকার,—সিঙ্গেল (Single) ও ডবল (Double)। কোদালের এক আঘাতে যে মাটি কোপান হয়, তাহাকে 'সিঙ্গেল-কোড়', এবং প্রত্যেক স্থানে দুইবার কোপ মারিয়া যে বৃহৎ বৃহৎ মাটির চাপ উল্টাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে "ডবল-কোড়" কহে।

চা-বাগিচায় যে সমুদায় কোদাল ব্যবহার হয়, তাহা 'দাঁড়া কোদাল"। এই কোদাল দ্বারা কাজ করিবার সময়, কুলি দিগকে অধিক কোমর ঝুকাইতে হয় না। প্রতি কোপে কোমর ঝুকাইতে হইলে, কোদালধারীকে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় এবং কোমরেও বেদনা অনুভূত হয়। চা-বাগানের 'কোড়ের' আর একটী বিশেষত্ব এই যে, উহার বাট প্রায় চারি হাত লম্বা হয়, সুতরাং তাহাতেও দাঁড়াইয়া কাজ করিবার আরও সুবিধা হয়। তাহা ব্যতীত এইরূপ কোদাল দ্বারা কাজ করাইলে, আরও একটী বিশেষ সাশ্রয় এই যে উহাতে মাটির বড় বড় চাপ উঠে এবং গভীরভাবে মাটি উল্টাইয়া যায়, ফলতঃ অল্প সময়ে অধিক ও ভাল কাজ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রে চারা রোপিত হইবার তিন বৎসর, অথবা জমির উর্ব্বরতা হেতু চারা সকল যদি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে দুই বৎসর পরে, পাতা সংগ্রহ হইতে পারে। পাতা সংগ্রহকে ইংরাজিতে Plucking কহে।

চা গাছের পত্র ও পত্রমুকুল হইতে চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গাছের শাখা প্রশাখার সর্ব্বশেষ যে পত্র মুকুল (terminal bud) এবং তাহারই ঠিক নিম্নে যে সুকোমল ও সুচিক্কন পত্রটী থাকে, তাহাই চার জন্য ভাঙ্গা যায়। অপরাপর পত্র কঠিন হইয়া যায় বলিয়া তাহা সংগৃহিত হয় না এবং তাহা হইতে যদিও চা প্রস্তুত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে চার তেমন আঘ্রাণ বা উপকারিতা থাকে না, সুতরাং বাজারেও তাহার আদর হয় না। পত্র মুকুল হইতে যে চা প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট Flowery বা Orange pekoe চা নামে বাজারে বিশেষ আদৃত এবং উচ্চমূল্যে বিক্রিত হয়। তন্নিম্নস্থিত পত্র হইতে যে চা জন্মে, তাহা দ্বিতীয় ও অন্যান্য শ্রেণীর চা হইয়া থাকে।

বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক কুলিগণই সচরাচর পাতা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে সে সময়ে পুরুষ কুলিদিগের অন্য কাজ না থাকিলে, তাহাদিগকেও পাতা ভাঙ্গিতে হয়। পাতা ভাঙ্গিবার সময়ে চা ক্ষেত্রে একটা নূতন দৃশ্য নয়ন গোচর হয়। শত শত কুলি একদিক হইতে নিঃশব্দে পাতা ভাঙ্গিতেছে, দূর হইতে কেবল তাহাদিগের মস্তক হইতে বক্ষঃস্থল পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। রৌদ্রের সময় ক্ষেত্রময় ছাতা খোলা। প্রায় সকল কুলির এক একটী ছাতা থাকে, বৃষ্টির সময় তাহা ব্যবহৃত হয়। কুলিগণ পাতা ভাঙ্গিতে এমন অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে যে, ৪।৫ মিনিটের মধ্যে এক একটী পুরাতন ঝাড়াল গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রত্যেক গাছে যত শাখা প্রশাখা থাকে, তাহার শেষ পত্র ও পত্রমুকুল সমেত ডালগুলি অতি খর হাতে ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক কুলি নিজ নিজ পৃষ্ঠস্থিত ঝাঁকা মধ্যে জমা করে। যাহাদিগের সঙ্গে ঝাঁকা না থাকে, তাহারা নিজ নিজ কোঁচড়ে রাখে। সকল কুলিকেই একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনে পাতা ভাঙ্গিতে হয় এবং তাহা না পারিলে সে দিনের রোজ বা বেতন মঞ্জুর নহে। কিন্তু, যাহার সেই নির্দ্দিষ্ট ওজনের পাতা ভাঙ্গিয়াও কিছু অধিক জমা দিতে পারে, তাহাদিগের অতিরিক্ত প্রতি সেরের পাতার জন্য দুই পয়সা হিসাবে পাইবার কথা।

দিনের মধ্যে দুই বার পাতা জমা দিতে হয়, একবার বেলা বারটার সময় অপর, অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়। এই দুই সময়েই 'পাতা-ঘরে' ঘণ্টা পড়ে। ঘণ্টা বাজিবা মাত্র ক্ষেত্র হইতে কুলিগণ পিল্ পিল্ করিয়া পিপীলিকার সারির

হ্যায় তাড়াতাড়ি তথায় আসিয়া জমা হয়, 'পাতা-ঘরের' বাবু প্রত্যেকের পাতা ওজন করিয়া রোজ নাম চার লিখিয়া লয়েন। বাগিচার কুলি সংখ্যার অল্পাধিক্য অনুসারে এক জন হইতে ৪।৫ জন বাবু পাতা ওজন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ওজন করিবার জন্য আমাদিগের মান্ধাতার আমলের দাঁড়ি-পাল্লার পরিবর্ত্তে বিলাতি স্কেল (scale) ব্যবহার হই[illegible] স্কেল দ্বারা [illegible] সেকেণ্ডের মধ্যে এক এক জনের পাতা ওজন হইয়া যায়। পাতা ওজন হইয়া গেলে, কুলিগণ যথা নিয়মে, হয় পুনরায় কাজে চলিয়া যায়, না হয় স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়। কুলিদিগের কার্য্যের সময়ের কথা পরে বলিব।

পাতা-ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা কাজ করে।

পাতা-ঘর গুলি খুব লম্বা ও তদনুরূপ চওড়া হয়। তাহা ব্যতীত পাতা-ঘরের উচ্চতাও সাধারণ ঘরের অপেক্ষা অনেক বেশী এবং চারি পার্শ্ব অনাবৃত। চারিদিকে ও মধ্যভাগে rack বা থাক্ আছে।

পাতা আসিয়া পৌছিলে পাতা-ঘরের সেই সকল ছোট ছোট ছেলেরা তার-বিশিষ্ট চক্রাকার ডালা বা জালতিতে পাতা ছড়াইয়া পাতা-ঘরের থাকে সাজাইয়া রাখে। জালতিতে পাতা ছড়াইয়া দিবার নিয়ম খুব পাত্‌লা করিয়া। পাতা ঘন করিয়া দিলে, সকল পাতা সমভাবে শুকাইতে পায় না। পাতা-ঘরে, যে পাতা জালতিতে রাখিতে হয়, তাহার কারণ এই যে, বাতাসে ঐ সকল পাতা শীঘ্র আম্‌লাইয়া যায়। পাতা আম্‌লাইয়া গেলে, রোল (roll) করিবার সময় আর উহা ভাঙ্গিয়া বা চূর্ণ হইয়া যায় না। বর্ষাকালে, অথবা যে সময়ে বাতাসের নিতান্ত অভাব থাকে, তখন পাতা আম্‌লাইতে বিলম্ব হয়। পাতা শীঘ্র না আম্‌লাইলে, কারখানার কাজ বন্ধ থাকে; ফলতঃ তাহাতে সমূহ ক্ষতি হয়। এই জন্য কৃত্রিম উপায়ে বায়ু পরিচালিত করিবার জন্য, কোন কোন বাগিচায় হাওয়াকল আছে, এবং তখন সেই কলের সাহায্যে গৃহ মধ্যে হাওয়া পারিচালিত করিয়া, পাতাকে আম্‌লান হইয়া থাকে। সচরাচর ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে পাতা আম্‌লাইয়া যায়। তখন ইহাকে কারখানায় লইয়া গিয়া রোলিং (Rolling) মেশিন মধ্যে পাতাকে ফেলিয়া দিতে হয়। উক্ত কলে পাতা ফেলিয়া দিলে, পাতাগুলি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকায় জড়সড় হইয়া যায়। তখন পাতাগুলি পাকাইয়া যায়।

এইরূপে পাতা সকল রোল হইয়া গেলে তাহাদিগকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া উত্তপ্ত হইতে দেওয়া হয়। রোল হইয়া গেলে পাতা সকল ঈষৎ ভিজিয়া উঠে। এই ভিজা পাতাকে ভূমিতে বা মেজেতে বিস্তৃত করিয়া দিয়া, তদুপরি এক-

খানি ভিজা কাপড় ক্ষণকালের জন্য ঢাকা দিতে হয়। ক্ষণকাল এতদবস্থায় থাকিলে বিস্তৃত পাতা সকল উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এইরূপে উত্তপ্ত হওয়াকে fermentation কহে। পাতা যতই উত্তপ্ত হইতে থাকে, ততই উহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; ক্রমে সেই সবুজ পাতা লালাভ বর্ণ ধারণ করিলে, ছোট ছোট প্লেটে করিয়া পাতা সাজাইয়া ভাজিতে দেওয়া হয়। ইঞ্জিনের উত্তাপ ঘুরিয়া ফিরিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণ তেজ হইয়া পাতাকে উত্তাপ দেয়। একেবারে অধিক উত্তাপ লাগিলে, পাতা দগ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এজন্য পরিমিত উত্তাপ দ্বারা পাতাকে ভাজিতে হয়। পাতা ভাজা হইয়া গেলেই চা প্রস্তুত হইল।

চা প্রস্তুত হইয়া গেলে, বৃহৎ বৃহৎ চালনী সাহায্যে উহাকে ছাঁকিয়া ছোট বড় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভাগ করা হয়। তদনন্তর চা প্যাক হয়।

কুলিদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার ধারণা আছে, তবে সাধারণতঃ লোকে আসাম অথবা চা বাগিচার নাম শ্রবণ মাত্রেই শিহরিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাদিগের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিলে পাঠকদিগের পরিতৃপ্তি বা সন্তোষ হইবে না এবং লেখকেরও আসাম ভ্রমণ লেখা পূর্ণ হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আসামে চা বাগিচার কাজের জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আড়কাটী সাহায্যে কুলি সংগ্রহ করিতে হয় এবং এই কুলি সংগ্রহ কার্য্যে বিস্তর লোক নিযুক্ত আছে। চা বাগিচার তরফ হইতে স্থানে স্থানে কুলি এজেণ্ট আছে,—কোথাও কোথাও বা সাহেব বা বাঙ্গালী বিষয়-কর্ম্ম হিসাবে কুলি ডিপো খুলিয়া বসিয়া আছেন। আবার অনেক সময়ে বাগিচার সর্দ্দারগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নিজ নিজ বাগিচার জন্য কুলি সংগ্রহ করিয়া থাকে। কুলি সংগ্রহ কার্য্যে প্রলোভন দেখান আজকাল একটা আবশ্যকের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। প্রলোভন যে দেখাইতে হয়, তাহার একটা কারণ আছে, এবং সে কারণ এই যে, ভদ্রেতরনির্ব্বিশেষে সহজে এবং স্বেচ্ছায় আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিয়া, স্বদেশ ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতে চাহে না, দ্বিতীয় কথা এই যে, আসাম দেশটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর বিধায়, অনেক লোক স্থানীয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, সুতরাং অশিক্ষিতদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ উঠিয়াছে যে, আসামে গেলে লোকে আর ফিরিয়া আইসে না। তৃতীয় কথা এই যে, যাহারা কুলি হইয়া আসামে যায়, তাহাদিগের এগ্রিমেণ্ট উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও, জাতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকে

স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, সুতরাং সেই চা বাগিচার সন্নিকটে অল্লাধিক জমা জমি করিয়া দিনপাত করে। আবার এমন অনেক কুলি ও কুলিনী অবৈধ রূপে প্রণয়াশক্ত হইয়া ঘর-কান্না করিতে থাকে, কাজেই এই সকল লোক কালাজ্বরে না মরিলেও, দেশের লোকে ও আত্মীয় পরিজনগণ কিন্তু ঠিক করিয়া লয় যে, তাহারা মরিয়া গিয়াছে। যে কয়টী কারণের উল্লেখ করা গেল, তাহার কোনটী উপেক্ষণীয় নহে। ইংরাজ ব্যবসায়ীর জাতি, তাহারা ব্যবসায় বুঝে, সুতরাং কি উপায়ে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা ইংরাজ যেমন জানেন দুনিয়ার অন্য কোন জাতি জানে না। দেশের বা জাতির ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে তিনটী জিনিষের আবশ্যক, অর্থ বা মূলধন, পরিশ্রম ও জমি। সকল ব্যবসায় বা বাণিজ্যের এই তিনটী, সাক্ষাৎ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, প্রধান উপকরণ; কোন একটীর অভাবে অপর দুইটীর কার্য্যকরী শক্তি থাকে না। চা ব্যবসায়ে ইংরাজের টাকার অভাব নাই, আসামে উর্ব্বরা ও অক্ষত জমির অভাব নাই; এখানে অভাব কেবল মজুরীর (labour)। জমি ও টাকার একত্র সমাবেশ হইলে, যে কোন প্রকারে মজুরী আনিতে হইবেই এবং তাহারই ফলে এই কুলি চালানের সৃষ্টি। দেশের লোক যাহাই বলুক, যাহাই প্রচার করুক, অর্থের যখন অভাব নাই যেখান হইতেই হউক, কুলি চালান কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিবে।

যে সকল কারণে কুলি সংগ্রহ কার্য্যে প্রলোভন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বলা হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিনা প্রলোভনে কুলি সংগ্রহ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে কি না, মনে একটা ভয় বা কুসংস্কার জন্মিয়া গেলে, তাহা দূর করা সহজ কথা নহে, আবার সেই ভয় বা সংস্কার অসভ্য, বর্ব্বর ও মূর্খদিগের মধ্যে এতই বদ্ধ মূল হইয়া থাকে, যে তাহা বিদূরিত করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই আড়কাটিদিগকে প্রলোভনের সাহায্য লইতে হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত আসাম দেশে সমূহ পরিমাণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন আড়কাটি দ্বারা স্থানান্তর হইতে লোক আমদানী না করিলে, আসাম দেশে চাষ আবাদ বা কোন বৃহৎ ব্যবসায় চলিবে না। আড়কাটি প্রথা উঠিয়া গেলে দেশের একটা মহা সর্ব্বনাশ হইবে, আসামের চা ব্যবসায় মাটি হইবে, অধিক কি আসাম প্রদেশটাই নষ্ট হইবে।

(ক্রমশঃ।)

ভাবদা-অনাথাশ্রম।

(পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

কৃতজ্ঞতার সহিত বক্তব্য যে, এক। লালগোলাধিপতি উদারচেতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নারায়ন রায় সাহেব মহাশয় উক্ত কয়েক মাসের মধ্যে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা নগদ, ৩৬ মণ রবিশস্য এবং কতকগুলি পরিধেয় বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদিগকে [illegible] মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাও সাহেবের উ[illegible] কেবল মাত্র পূর্ব্বোক্ত আর্থিক সাহায্যের দ্বারা অনাথ [illegible] করিতে পারিতাম না। মাসিক সাহায্য স্বরূপ অবশিষ্ট কয়েকটাকা [illegible]রা কলিকাতা ও দার্জিলিঙ্গের কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতা, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেশীয় কতিপয় মহোদয়ের নিকট আমরা এককালীন সাহায্য স্বরূপ ১৪৯৲ একশত উনপঞ্চাশৎ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলার কেঁয়া নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বসু মহাশয় প্রায় ১০ মণ রবিশস্য এবং আরও কতিপয় সহৃদয় মহোদয় কয়েকখানি পুস্তক ও কিছু বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত বক্তব্য যে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলি দান করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

লালগোলা হইতে যে রবিশস্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতেই অদ্যাপি আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ চলিতেছে এবং এক্ষণে তাহা প্রায় নিঃশেষিত। কয়েক মণ শস্য ও কতকগুলি বস্ত্রাদি আমাদিগকে আশ্রমের চিকিৎসক ও অন্যান্য কার্য্যকারীগণকে দিতে হইয়াছে।

এই কয়েক মাসে (সূত্রধরের সাহায্যে) বালকগণ পুস্তক রাখিবার একটী র‍্যাক্, একটী সিন্ধুক্, একটী আলমায়রা এবং একটী টেবল্ প্রস্তুত করিয়াছে ; এবং (দরজীর সাহায্যে) কয়েকটী কোট, প্যান্ট ও টুপি এবং তন্তুবায়ের সাহায্যে যে কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আশ্রমেরই ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

আশ্রমভুক্ত বালকগণ এবং কার্য্য-কারী-গণের সংখ্যা সময় সময় ১৭ জন

পর্য্যাপ্ত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ক্ষুধাতুর আগন্তুকদিগকে প্রায়ই আমাদিগকে অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে হয়।

আমরা অতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, গত এপ্রেল মাসের ২রা তারিখে বহরমপুরের সিভিল্ সারজন্ মেজর জে, এইচ্, ওয়ালস্ মহোদয় এবং বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ রেশম ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ফার্গুসন সাহেব অনাথ আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনাথ বালকদিগের স্বহস্তে প্রস্তুত কয়েকটী কায কর্ম্ম দেখিয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহারা আমাদিগকে সাধারণে বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন।

উদারচেতা ডাক্তার সাহেব অনাথ আশ্রমের ঐকান্তিক শুভেচ্ছু। তিনি স্বতঃ পরতঃ অনাথ আশ্রমের সাহায্য করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি অনাথ আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ-ফণ্ডে এককালীন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস্, চেয়ারম্যান, মুর্শিদাবাদের ভূত পূর্ব্ব অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত মিঃ, জে, আর, ব্ল্যাকউড্ মহোদয় অনাথ আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ-ফণ্ডে এককালীন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অনাথ আশ্রমের প্রতি উক্ত রাজপুরুষ মহোদয় দ্বয়ের যে সহানুভূতি—তাহাতে আমরা বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছি এবং এজন্য তাঁহারা কেবল আমাদিগের কেন—সর্ব্বসাধারণেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতার বদান্য প্রবর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গত জানুয়ারী মাসে একটী অনুমান ৮।৯ বর্ষীয় অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ভার আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া আমাদিগের চিরাভিলষিত কার্য্যের সহায়তা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং তদবধি বরাবর তিনি অনাথ আশ্রমের হিত কল্পে মাসিক ১০৲ দশ টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

অনাথ আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য যে ইট পোড়ানো হইয়াছে, সে জন্য আমাদিগের যে কয়েকশত মণ কয়লার [illegible] হইয়াছিল, আমরা [illegible] কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, তাহা আমরা কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিক মহাশয় অনাথ আশ্রমের হিত কল্পে এককালীন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং আজিম গঞ্জের রায় মেতাব চাঁদ নাহার বাহাদুর এক কালীন ২৫৲ পঁচিশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা বাগবাজার বোসপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র বসু মহাশয় অনাথ আশ্রম গৃহ-নির্ম্মাণ ফণ্ডে এক কালীন ২০৲ কুড়ি টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

উক্ত সাহায্যকারী মহোদয়গণকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং ৺সমীপে আমরা প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া উত্তরোত্তর স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হউন।

২৭ শে মে রবিবার প্রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত ডবলিউ ম্যাক্সওয়েল মহোদয় অনাথ-আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেবের শুভাগমনে এবং মধুর উৎসাহকর বাক্যে আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়াছি এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া আমাদের আশা হয়, যে তাঁহার মত উদার, ধীর সদ্বিবেচক ও কর্ত্তব্যপরায়ন শাসন কর্ত্তার অধীনে থাকিয়া আমরা নিশ্চয়ই একদিন এই অনাথ-আশ্রমটীকে স্থায়ী করিয়া লোক সমাজের হিতসাধন করিতে সমর্থ হইব। (স্বাক্ষর) অখণ্ডানন্দ।

হিমালয়ে বাঙ্গালীর উপনিবেশ।

(প্রাপ্ত)

১৫ই মাঘের উদ্বোধনে "হিমালয়ে বাঙ্গালীর উপনিবেশ" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়া অবধি অনেকে ঐ প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগাদি বিষয়ে আগ্রহের সহিত পত্র লিখিয়াছেন। এই সময়ে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, যাহা করা আবশ্যক লিখিলে মন্দ হইবে না।

প্রথম প্রবন্ধে বলা হইলেও কথাটি আবার পরীক্ষা করিয়া বলা দরকার যে, এখানে কৃষি বা বাণিজ্য দ্বারা 'রাতারাতি বড়মানুষ' হইবার আশা খুব

কম। অর্থোপার্জ্জনই যাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য, এ স্থানে তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা-জনক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শীঘ্র ত নহেই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা সুস্থ সবল শরীর ও মানসিক স্বাধীনতাকে অর্থাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সমস্ত নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশ মনোমত হইতে পারে।

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশীদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহ ও অর্থো-পার্জ্জনের জন্য কি কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে ও এখনও হয়, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এংগ্লো স্যাক্সন্ জাতি কষ্টের আতঙ্কে পশ্চাৎপদ হন না, তাই না তাঁহারা আজ এত শক্তিমান? আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ধনকুবেরদিগের গোড়ার খবর পাইলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? কপর্দ্দক শূন্য, সহায়তা শূন্য, বালক বা যুবক কোন বিদেশে বা উপনিবেশে যাইয়া, অদমনীয় সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত দুঃখের পর দুঃখ, কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করিয়া, অপর একটি সামান্য বৃত্তি, কৃষিকার্য্য, পশুপালন বা বাণিজ্য অবলম্বনে ধীরে ধীরে প্রচুর ধনের অধিকারী হইলেন। চরিত্র, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, কার্য্যক্ষেত্রে না নামিলে, দুঃখ বিপদের সহিত সংগ্রাম না করিলে, কি আপনা হইতে জন্মায়? বুদ্ধি চালনার মধ্যে কি না কলমপেষা, আর সাহসিকতার মধ্যে কি না চলায়মান ট্রামগাড়ি হইতে নামা বা তাহাতে উঠা; এই করিয়াই ত চিরকালটা যাইতে বসিয়াছে। 'বিদেশে, বিভুঁয়ে, কি হবে',—এই ভয়েই যদি গৃহের কোণ না ছাড়া হয়, যদি পরিশ্রম বা ভাবী বিপদের আতঙ্কেই, এই হীনাৎ হীনতর দশা শুধরাইবার চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়, ভাবুন দেখি, বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা কখন ঘুচা উচিত কি?*

জনশূন্য স্থানে উপনিবেশ হইয়া থাকে। এ জন্য সেখানে বাটী ঘর, বাজার, দোকান, চাকর প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় না। উপনিবেশীদিগকে ধীরে

* কেহ যেন ভ্রম না করেন যে, আমাদের মতে হিমালয়ে উপনিবেশ করিলেই বাঙ্গালীর সর্ব্ব দুঃখ দূর হইবে। যদি কেহ এরূপ বুঝেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। যে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তিলাভ হইলে, একটি জাতি মনুষ্যত্বের উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে পারে, বর্ত্তমান উপনিবেশের প্রস্তাব, সেই সমস্ত বৃত্তি ও শক্তির সামান্য মাত্র চালনার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য। আমরা চাহি, বাঙ্গালী চরিত্রে ঐ গুণ সমষ্টি দেখিতে,—উপনিবেশ একটি সাধন মাত্র।

ধীরে সমস্ত আবশ্যকীয় পদ'র্থগুলি করিয়া লইতে হয়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উপনিবেশ করিতে হইলে, আপনার শরীর ও বুদ্ধির উপরই নির্ভর্ করিতে হয়। পরের ভরসায় কার্য্য চলে না।

তবে এ অঞ্চল একেবারে জনশূন্য নহে। আরও প্রধান কথা, এখানে স্বাস্থ্য ভাল না থাকিবার কোন কারণ নাই। এ জন্য পরিশ্রমের লাঘব ও কঠিন পরিশ্রম করিবার শক্তি, এই দুইটি লাভেরই সম্ভাবনা আছে।

যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করিতে কাতর, তাঁহারা যে, 'প্রথম উপনিবেশী' হইতে পারে না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কোন একটি সামান্য কার্য্য প্রথম আরম্ভ করিতে হইলে, কত পরিশ্রম ও চিন্তার প্রয়োজন হয়। একটি উপনিবেশ স্থাপনে কত চিন্তা, কত দৃঢ়তা, কত শ্রম, লাগিবে সহজেই বুঝা যায়।

একের বোঝা, দশের লাঠী। অতএব প্রথম প্রয়োজন হইতেছে, যাহারা এ প্রস্তাবে উদ্যোগী, তাঁহাদের একত্র মিলিত হওয়া। মাননীয় 'উদ্বোধন' সম্পাদক দয়া করিয়া কিছু কষ্ট স্বীকার করিলে, এ প্রয়োজনটি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা স্বতঃ বা পরতঃ উপনিবেশ স্থাপনে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উদ্বোধন সম্পাদককে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম ও অবসরকাল জ্ঞাত করিয়া পত্র লিখিলে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সকলের সুবিধা মত একটি সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কোন স্থানে তাঁহাদের আহ্বান করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সকলে তথায় মিলিত হইতে পারেন ও উপনিবেশ স্থাপনের উপায়াদি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, সকলে মিলিত হইলে, দুই বা তিন জন ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা—এই সমস্ত স্থান ও এখানে কৃষি, বাণিজ্য, আবাস প্রভৃতির সুবিধা, অসুবিধা দেখিতে আসিবার জন্য। এটি করা নিতান্ত আবশ্যক।

উত্তমরূপে না দেখিয়া শুনিয়া এত বড় একটা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

যদি উপরোক্ত উপায়গুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় এবং কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া, মায়াবতীতে কেহ আসিলে, তাঁহাদিগকে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি দেখাইবার শুনাইবার বন্দোবস্ত করান যাইতে পারে।

"সনন্দ।"

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥

ইত্যাদি স্মরণাদনারম্ভাদননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ। পুরুষো নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ। কর্ম্মসমূহের অনারম্ভ হইতে (অর্থাৎ) অপারম্ভ হইতেই (কর্ম্ম শব্দের অর্থ যজ্ঞাদি ক্রিয়া।) ঐ সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়া এই জন্মে বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত হইলে, পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের কারণ হয়, এই জন্যই ঐ সকল ক্রিয়া চিত্তশুদ্ধির কারণ এবং চিত্তশুদ্ধির হেতু বলিয়া, জ্ঞানের উৎপত্তি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিরও কারণ হইয়া থাকে। "পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পুরুষগণের জ্ঞানের উদয় হয় (এবং জ্ঞানের উদয়ে) জীব, আদর্শতলের ন্যায় বিমল নিজ আত্মাতেই সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পায়।" এই প্রকার স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারাও (কর্ম্মনিকরের জ্ঞান প্রাপ্তির প্রতি হেতুত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে) সেই জ্ঞান প্রাপ্তির প্রতি অনুকূল কর্ম্মনিকর অনুষ্ঠান না করিলেই যে পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে, তাহা নহে; নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের অর্থ নিষ্কর্ম্ম ভাব, কর্ম্মশূন্যতা, জ্ঞান যোগ দ্বারা নিষ্ঠা, প্রকৃত পক্ষে নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপেই অবস্থিতি। এই প্রকার নৈষ্কর্ম্ম্যকে কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহাই অর্থ।

ভাষ্য।—কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুতে ইতি বচনাত্ তদ্বিপর্য্যয়াত্ তেষামারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্য মশ্নুতে ইতি গম্যতে। কস্মাত্ পুনঃ কারণাত্ কর্ম্মণা মনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি ইতি উচ্যতে কর্ম্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যোপায়ত্বাৎ। ন হ্যুপায় মন্তরেণোপেয়প্রাপ্তিরস্তি। কর্ম্মযোগোপায়ত্বঞ্চ নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণস্য জ্ঞান যোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্য আত্মলোকস্য বেদনোপায়ত্বেন তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন ইত্যাদিনা কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ইহাপি চ।

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।"
"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।"
"যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।"

ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি। ননু চ অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ দত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ ইত্যাদৌ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংন্যাসাৎ অপি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি লোকে চ

কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতর মতশ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যার্থিনঃ কিং কর্ম্মারম্ভেণ ইতি প্রাপ্ত মত আহ ন চ সংন্যসনাদেব ইতি কেবলাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠান্ সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কর্ম্মের আরম্ভ না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না,এইরূপ বচনের দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কর্ম্মের আরম্ভেই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইয়া থাকে। কি কারণে কর্ম্মের অনারম্ভে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয় না (তাহা) বলা যাইতেছে—কর্ম্মের আরম্ভই যে কারণে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভের কারণ, (এই কারণেই কর্ম্মের অনারম্ভ দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হইতে পারে না) কারণের অভাবে কখনই কার্য্য হইতে পারে না। নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের অর্থ জ্ঞান যোগ, সেই জ্ঞানযোগের প্রতি কর্ম্মারম্ভই হেতু, তাহা শ্রুতি এবং এই ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আত্মরূপ লোক, বেদ্য (জ্ঞেয়) তাহার জ্ঞানের প্রতি উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে "বেদের অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন" এই অর্থে পঠিত শ্রুতি দ্বারা কর্ম্ম যোগ যে জ্ঞান যোগ লাভের উপায়, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই ভগবদ্গীতাতেও—

"হে মহাবাহো যোগের সিদ্ধি না হইলে, সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ কেবল দুঃখের হেতু হয়।"

"চিত্তশুদ্ধির জন্য আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক যোগিগণও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।"

"যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষিগণের শুদ্ধিলাভের উপায়।"

এই সকল বাক্যও, কর্ম্মযোগ যে জ্ঞান যোগের প্রয়োজক, তাহা প্রতিপাদন করিতেছে।

"সকল ভূতকে অভয়দানপূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যের আচরণ করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগ করিলেও নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, লোকেও প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন প্রকার কর্ম্মের আরম্ভ না করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য হইয়া থাকে, এই সকল কারণে, নৈষ্কর্ম্ম্যার্থী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মারম্ভের আবশ্যকতা কি?" এই প্রকার

যদি কেহ শঙ্কা করে, তবে তাহাকে বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে যে, ন সংন্যসনাদেব ইত্যাদি, (ইহার অর্থ এই হইতেছে যে) সন্ন্যাস অর্থাৎ, জ্ঞান রহিত কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণ জ্ঞান যোগের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা নহে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—কশ্চিৎ (জনঃ) জাতু (কদাচিদাপি) ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ ন তিষ্ঠতি। হি (যস্মাৎ) সর্ব্বঃ (এব জনঃ) অবশঃ (সন্) প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ কর্ম্ম কার্য্যতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। কোন কালে কোন ব্যক্তিই ক্ষণ কালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ সকল প্রাণীই প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের দ্বারা অবশীকৃত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। ৫।

ভাষ্য।—কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মসংন্যাসমাত্রা দেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণাং পুরুষোনাধি গচ্ছতি। ইতি হেত্বাকাংক্ষায়া মাহ ন হীতি।

ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কালং জাতু কদাচিৎ কশ্চিৎ তিষ্ঠতি অকর্ম্মকৃৎ সন্। কস্মাৎ? কার্য্যতে হি যস্মাৎ অবশ এব কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্ব রজস্তমোভির্গুণৈঃ। অজ্ঞ ইতি বাক্য শেষো যতো বক্ষ্যতি গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে" ইতি সাঙ্খ্যানাং পৃথক্ কারণাৎ অজ্ঞানামেব কর্ম্মযোগঃ ন জ্ঞানিনাম্। জ্ঞানিনাং তু গুণৈর চাল্যমানানাংস্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগোনোপপদ্যতে। তথাচ ব্যাখ্যাতং বেদাবিনাশিন মিত্যত্র। ৫।

ভাষ্যানুবাদ।—কি কারণে জ্ঞানরহিত কর্ম্ম সংন্যাসমাত্রেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না? এই প্রকার কারণ জিজ্ঞাসা যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে যে নহি ইত্যাদি।

যে কারণ, ক্ষণকালও কোন সময়ে কোন ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না; কেন (থাকিতে পারে না?) যে হেতু অবশ হইয়া সকল প্রাণীই প্রকৃতি হইতে জাত সত্ত্ব রজ ও তমঃ গুণের দ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। এই বাক্যের শেষে অজ্ঞ এই পদটীর পূরণ করিতে হইবে (অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃতি বশে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়), কারণ পরে বলিয়াছেন যে গুণৈর্যোন-

বিচাল্যতে" (অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুণের দ্বারা বিচালিত না হন, তিনিই জ্ঞানী) এই প্রকার বক্ষ্যমাণ শ্লোক নিবহের দ্বারা অজ্ঞ হইতে সাংখ্য (অর্থাৎ জ্ঞানী) দিগের পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া, (ইহাই বুঝিতে হইবে যে) যাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদেরই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, জ্ঞানিগণের কার্য্য করিবার আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানিগণ গুণের বশে পরিচালিত হয়েন না, তাহাদের স্বতঃও কোন প্রকার বিকার স্বরূপ চলনও সম্ভবপর নহে, এই কারণ তাঁহাদের কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা নাই, "বেদাবিনাশিনং" ইত্যাদি শ্লোকেও এই প্রকারই ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। ৫।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসাস্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। ৬।

অন্বয় —যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে সবিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার উচ্যতে। ৬।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি (লোকলজ্জাদি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য) বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয়ের উপভোগ হইতে বিরত করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহের (অনবরত) স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়চেতা পুরুষকে মিথ্যাচার বলা যায়। ৬।

ভাষ্য। যস্ত্বনাত্মজ্ঞশ্চোদিতং কর্ম্ম নারভেত ইতি তদসদেবেত্যাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য য আস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরন্ চিন্তয়ন্ ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণঃ মিথ্যাচারঃ মৃষাচারঃ পাপাচারঃ স উচ্যতে। ৬।

ভাষ্যানুবাদ।—অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিও যে বিহিত কর্ম্মের আরম্ভ না করে, তাহা ভাল নহে ইহাই বলিতেছেন যে কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীত্যাদি। কর্ম্মেন্দ্রিয় (অর্থাৎ) হস্তপদাদি সংযত (অর্থাৎ) নিরুদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি মনে "ইন্দ্রিয়ার্থ" বিষয় সকলের স্মরণ (অর্থাৎ) চিন্তা করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা (অর্থাৎ) মোহাক্রান্ত হৃদয়। (তাহাকে) মিথ্যাচার মৃষাচার (অর্থাৎ) পাপাচার বলা যায়। ৬।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ সবিশিষ্যতে। ৭।

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! যঃ (পুনঃ) ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ (সন্) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগং আরভতে সবিশিষ্যতে। ৭।

মূলানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি (কিন্তু) মনের দ্বারা বুদ্ধীন্দ্রিয় নিচয়কে নিয়মিত করত, স্বয়ং অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা কর্ম্মযোগের আরম্ভ করে, সেই ব্যক্তিই (পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাচার পুরুষ হইতে) শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষিত হয়। ৭।

ভাষ্য।—যস্ত্বিতি। যস্ত পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ অজ্ঞঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য আরভতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ কিমারভত ইত্যাহ। কর্ম্মযোগমসক্তঃ সন্ স বিশিষ্যত ইতরস্মান্মিথ্যাচারাৎ। ৭।

ভাষ্যানুবাদ।—যস্ত্বিত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই) যে ব্যক্তি কিন্তু কর্ম্মেতে অধিকৃত (অর্থাৎ) অনাত্মজ্ঞ (এই জন্য) চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিচয়কে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া, বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা হে অর্জ্জুন আরম্ভ করে। কি আরম্ভ করে, তাহাই বলিতেছেন যে, অনাস[illegible] হইয়া কর্ম্মযোগের আরম্ভ করে, সেই ব্যক্তি ইতর মিথ্যাচার ব্যক্তি হইতে (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) বিশেষিত হইয়া থাকে। ৭।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপিচ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ। ৮।

অন্বয়।—ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু হি (যস্মাৎ) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মণামনারম্ভাৎ) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠতরং)। (কিং) চ অকর্ম্মণঃ তে শরীরযাত্রাঽপি (শরীরস্থিতিরপি) ন প্রসিধ্যেৎ। ৮।

মূলানুবাদ।—তুমি, তোমার অধিকারের অনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মের অনারম্ভ অপেক্ষা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠতর। (আরও দেখ) তুমি যদি কর্ম্ম না কর, তাহা হইলে তোমার শরীর যাত্রাও সিদ্ধ হইতে পারিবে না। ৮।

ভাষ্য। যতএব মতঃ নিয়ত মিতি। নিয়তং নিত্যং যো যস্মিন্ কর্ম্মণি অধিকৃতঃ ফলায় চ অশ্রুতঃ তন্নিয়তং কর্ম্ম তৎ কুরু। ত্বং হে অর্জ্জুন। যতঃ কর্ম্ম জ্যায়োঽধিকতরং ফলতো হি যস্মাত্ অকর্ম্মণঃ কর্ম্মণোঽনারম্ভাৎ। কথং, শরীরযাত্রা শরীর স্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং

ন গচ্ছেৎ অকর্ম্মণোঽকরণাৎ। অতোদৃষ্টঃ কর্ম্মাকর্ম্মণো বিশেষো লোকে। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। যে হেতু এই প্রকার সেই জন্য (বলিতেছেন যে), নিয়ত-মিত্যাদি। নিয়ত (এই শব্দের অর্থ) নিত্য, যে ব্যক্তি যে কর্ম্মের অধিকারী অথচ যে কর্ম্মের ফল শ্রুত হয় নাই, সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই কর্ম্মই নিয়ত কর্ম্ম। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যে হেতু অকর্ম্ম হইতে, (অর্থাৎ) বিহিত কর্ম্মের অনারম্ভ হইতে, ফলের জনক এই জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, জ্যায়ঃ (অর্থাৎ) অধিকতর। (কেন এমন বলি শুন) কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, তোমার শরীর যাত্রা (অর্থাৎ) শরীর স্থিতি প্রসিদ্ধ হইতে পারে না, এই কারণে লোকে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। ৮।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর। ৯।

অন্বয়। অয়ং লোকঃ যজ্ঞার্থাত্ (পরমেশ্বরপ্রীতিপ্রয়োজনাত্) কর্ম্মণো ঽন্যত্র (অন্যেন কর্ম্মণা) কর্ম্মবন্ধনঃ ভবতি। হে কৌন্তেয় (তস্মাত্) মুক্তসঙ্গঃসন্ তদর্থং (ঈশ্বরার্থং) কর্ম্ম সমাচর। ৯।

মূলানুবাদ। পরমেশ্বরের প্রীতিকে উদ্দেশ না করিয়া যে কর্ম্ম (কামনাবশে) কৃত হয়, সেই কর্ম্মকেই বন্ধনের হেতু কর্ম্ম বলা যায়, হে কুন্তীনন্দন তুমি আসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কর। ৯।

ভাষ্য। যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাত্ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্য মিতি তদপ্যসত্ কথম্; যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু রিতি শ্রুতেঃ যজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ তদর্থং যত্ ক্রিয়তে তদ্ যজ্ঞার্থং কর্ম্ম তস্মাত্ কর্ম্মণোঽন্যত্র অন্যেন কর্ম্মণা লোকো ঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃত্ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্ম বন্ধনং যস্য সোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ লোকো নতু যজ্ঞার্থাৎ, অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। যদি বিবেচনা কর যে কর্ম্ম, বন্ধের প্রতি হেতু, অতএব কর্ত্তব্য নহে তাহাও সাধু নহে। কেন? (তাহাই বলাই যাইতেছে যে) যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞই বিষ্ণু এই প্রকার শ্রুতির বচন আছে বলিয়া যজ্ঞশব্দের

অর্থ বিষ্ণু (অর্থাত্,) ঈশ্বর। তাহার (প্রীতির) জন্য যে কর্ম্ম করা যায় তাহার নাম যজ্ঞার্থ কর্ম্ম, সেই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মের আচরণ করিলেই লোক, (অর্থাত্,) সেই সেই বিহিত কর্ম্মের অধিকারী (কামনাবান্) পুরুষ, কর্ম্মবন্ধন হয়, কর্ম্মই বন্ধের প্রতি হেতু যাহার পক্ষে হয়, তাহাকেই কর্ম্মবন্ধন কহা যায়। যজ্ঞার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোক কর্ম্মবন্ধন হয় না, হে কৌন্তেয়, (তুমি) তদর্থ (অর্থাত্, যজ্ঞার্থ) কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। (কি প্রকারভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও বলি), "মুক্তসঙ্গ" কর্ম্মফল লাভের প্রতি আসক্তি পরিহার করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ৯।

গীতামৃত।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০॥

অন্বয়। পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ (কিং ইত্যাহ) অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষ্যধ্বং, এষযজ্ঞঃ বঃ যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্—(অভিলষিত ফল বিশেষ সম্পাদকো ভবিষ্যতীতিশেষঃ)। ১০।

মূলানুবাদ। পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া (তাহাদিগকে) বলিয়াছিলেন যে (তোমরা) এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর। এই যজ্ঞই তোমাদের অভিলষিত ফল সকল প্রদান করিতে সমর্থ হউক। ১০।

ভাষ্য। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ সহেতি। সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞসহিতাঃ প্রজাস্ত্রয়ো বর্ণা স্তাঃ সৃষ্ট্বা উৎপাদ্য পুরা সর্গাদৌ উবাচ উক্তবান্ প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিরুৎপত্তি স্তাং কুরুধ্বম্। এষ যজ্ঞঃ বো যুষ্মাকং অস্তু ভবতু ইষ্টকামধুক্। ইষ্টান্ অভিপ্রেতান্ কামান্ ফল বিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণেও অধিকৃত ব্যক্তির কার্য্য করিতে হইবে যে কারণ যজ্ঞের সহিত প্রজা (অর্থাত্) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে সৃষ্টির প্রথমে নির্ম্মাণ করিয়া "প্রজাপতি" প্রজাগণের স্রষ্টা বলিয়া ছিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা প্রসব কর, প্রসব শব্দের অর্থ বৃদ্ধি, বা উৎপত্তি, (অর্থাত্,) বৃদ্ধি লাভ কর। এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টকামধুক্ হউক, ইষ্ট শব্দের অর্থ অভিলষিত, কাম শব্দের অর্থ ফলবিশেষ, সেই ইষ্টকামকে যে দোহন করে (উৎপাদন করে) তাহাকেই ইষ্টকামধুক্ বলা যায়। ১০।

দেবান্ভাবয়তানেন তেদেবা ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। অনেন (যজ্ঞেন) দেবান্ ভাবয়ত (বর্দ্ধয়ত) তে দেবাঃ (ভাবিতাঃ সন্তঃ) বঃ (যুষ্মান্) ভাবয়ন্তু (পরিতৃপ্তান কুর্ব্বন্তু) (যূয়ং) পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ (স্বর্গাদিরূপং) অবাপ্স্যথ (প্রাপ্তাঃ ভবিষ্যথ)। ১১।

মূলানুবাদ। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর, এবং পরিতৃপ্ত সেই দেবতাগণও তোমাদের অভ্যুদয় সাধন করুণ, এই প্রকারে পরস্পরের বৃদ্ধি করিয়া তোমরা সকলে পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। ১১।

ভাষ্য।—কথং দেবানিতি। দেবান্ ইন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত অনেন যজ্ঞেন। তে দেবা ভাবয়ন্তা প্যায়য়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা বো যুষ্মান এব মন্যোন্যং পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমপি জ্ঞানপ্রাপ্তি ক্রমেণ অবাপ্স্যথ স্বর্গং বা পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ। ১১।

ভাষ্যানুবাদ।—যজ্ঞ কি প্রকারে ইষ্ট ফল প্রদান করে? তাহাই বলা যাইতেছে যে, দেবানিত্যাদি। এই যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি দেবগণের বৃদ্ধি সাধন কর। সেই সকল দেবতাগণও বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের পরিতৃপ্তি সাধন করুন। এই প্রকার অন্যোন্য অন্যোন্যের বৃদ্ধি সম্পাদন দ্বারা তোমরা জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ নির্ব্বাণ, কিম্বা স্বর্গাদির রূপ পরম শ্রেয় ভবিষ্যৎ-কালে লাভ কর। ১১।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি তে দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।— দেবা যজ্ঞভাবিতাঃ সন্তঃ বো (যুষ্মভ্যং) ইষ্টান্। (অভিলষিতান্) ভোগান্ দাস্যন্তে। তৈঃ (দেবৈঃ) দত্তান্ (ভোগান্) এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় যো ভুঙ্ক্তে সস্তেন এব (চোর এব)। ১২।

মূলানুবাদ।—দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা পরিতোষিত হইয়া তোমাদের অভিলষিত ভোগ সমূহ প্রদান করিবেন। দেবগণকে না দিয়া তাহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তু সকলকে যে ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকে সে ব্যক্তি চোর। ১২।

ভাষ্য।—কিঞ্চ ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইষ্টান্ অভিপ্রেতান্ হি বো যুষ্মভ্যং দেবাদাস্যন্তি, বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্ যজ্ঞৈর্ব্বর্দ্ধিতা তোষিতা ইত্যর্থঃ। তৈ দৈবৈর্দত্তান্ ভোগান্ অপ্রদায় অদত্ত্বা আনৃণ্য মকৃত্বা ইত্যর্থঃ এভ্যো

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।] [২৯৫ পৃষ্ঠার পর।

এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন, যে নির্বৈর হও, এক গালে চড় মার্‌লে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম্ম বন্ধ কর, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আস্‌ছি, দুনিয়াটা এই দু চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর, আমাদের ঠাকুর বল্‌ছেন, মহা উৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু "উল্টা সমঝলি রাম" হলো; ওরা, ইউরোপীরা, যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহারজোগুণ, মহাকার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশদেশান্তরের ভোগ সুখ আকর্ষণ ক'রে ভোগ কর্‌ছে। আর, আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুটলি বেঁধে, দিন রাত, মরণের ভাবনা ভাবছি, "নলিনীদলগতজলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং" গাচ্ছি; আর, যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে, আর পোড়া যমও তাই বাগ্‌ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুন্‌লে কে? না—ইউরোপী। আর, যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ কর্‌ছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!! এ কথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তার পর, বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐ খান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী, নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে, জোর করে দুনিয়াশুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘসে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে 'আপনার করা' কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল,—কিছুই নয়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এ দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা করবে, সে আট ঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ কর্‌বে, তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতি-পদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ; যীশু কর্‌লেন গ্রীস্‌ রোমের সর্ব্বনাশ!!! তার পর, ভাগ্যফলে ইউরোপীগুলো প্রটেষ্টাণ্ট (protestant) হয়ে, যীশুর ধর্ম্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল কের

কর্ম্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্ব্বর্গের সমন্বয়রূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্ত্তন কল্লেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ৩০ ক্রোড় লোক, দেরি হচ্ছে। ৩০ ক্রোড় লোককে চেতানো কি এক দিনে হয়?

বুদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হ'ত, ত আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হ'ল? 'কালেতে হয়' বল্লে কি চলে। কাল কি, কার্য্যকারণসম্বন্ধ ছেড়ে, কাজ ক'র্ত্তে পারে?

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও, উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। 'উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—"জাতিধর্ম্ম", "স্বধর্ম্ম", যেটি বৈদিক ধর্ম্মের, বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার, অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোসামুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্য বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোসামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠা অন্ন দেয়না; ভিক্ষে শিক্ষে করে, বাইরে থেকে এনে, দুর্ভিক্ষ অনাথকে যদি খাওয়াই, ত তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা, যদি না পায়, ত গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশি-পণ্ডিতমণ্ডলিন্! এই ত আমার দেশের লোক, তাদের আবার কি খোসামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সেই যথার্থ বন্ধু। "এই জাতিধর্ম্ম", "স্বধর্ম্মই" সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ "জাতিধর্ম্ম", "স্বধর্ম্ম" নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম্ম স্বধর্ম্ম বলে বুঝছেন, ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্ম্মের সবই বুঝছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বলছি না, বংশগত জাতির কথা বলছি, জন্মগত জাতির কথা বলছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু, গুণ দু চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়েছে, নইলে সর্ব্বনাশ হ'ল কেন? "সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।" কেমন করে এ ঘোর বর্ণসঙ্কর্য্য উপস্থিত হলো, সাদা রং কাল কেন হ'ল, সত্ত্ব

গুণ, রজোগুণ প্রধান তমোগুণে, কেন উপস্থিত হ'ল, সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বল্‌বার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝো যে, জাতিধর্ম্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে, ত সে দেশের অধঃপতন হবেই না। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব, যাকে তোমরা জাতিধর্ম্ম বলছো, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম, পুরাণ পুঁথি পাটা বেশ করে পড়'গে, এখুনিই দেখতে পাবে যে, শাস্ত্রে যাকে জাতিধর্ম্ম বলছে, তা সর্ব্বত্রই প্রায় লোপ হয়েছে। তার পর, কিসে সেইটি ফের আসে, তারি চেষ্টা কর; তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বল্‌ছি; আমি ত আর বিদেশ থেকে, তোমাদের হিতের জন্য আমদানী হইনি যে, তোমাদের আহাম্মকি গুলিকে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই হলো। তোমাদের মুখে চূণকালী পড়লে, যে আমার মুখে পড়ে,—তার কি?

পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি নীতি, সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী করে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতি নীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতি নীতি গুলির হ্রাস বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষুসীর প্রাণ একটা পাখীর মধ্যে ছিল। সে পাখীটার নাশ না হলে, রাক্ষুসীর কিছুতেই নাশ হয় না, এও তাই। আবার দেখ্‌বে যে, যে অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, সে অধিকার গুলো সব যাক্‌ না, সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না; কিন্তু, যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

তিনটি বর্ত্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জান,—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসীজাতিচরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়; কর-ভারে পিসে দাও, কথা নেই; দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নাই; কিন্তু, যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই

ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র। 'জ্ঞানী, মুর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্য শাসনে, সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার'। এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হবে।

ইংরাজ চরিত্রে, ব্যবসাবুদ্ধি আদান প্রদান, প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ ইংরেজের আসল কথা। রাজা কুলীনজাতি-অধিকার ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার কর্ত্তে হয়, ত তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা,—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও, ত তার কার্য্য কারণ, হিসাব পত্রে, আমি দু কথা বলবো, বুঝবো তবে দিব। রাজা জোর করে টাকা আদায় কর্ত্তে গিয়ে, মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।

হিন্দু বল্‌ছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা,—"মুক্তি"। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে একমত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্ব্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মার, কাল বল, সর্ব্বস্ব কেড়ে লও, বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। এই দেখ বর্ত্তমানকালে পাঠানবংশরা আসছিল, যাচ্ছিল, কেহ সুস্থির হয়ে রাজ্য কর্ত্তে পাচ্ছিল না; কেন না, ঐ হিঁদুর ধর্ম্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল। আর মোগল রাজ্য কেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না মোগলরা ঐ যায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিঁদুরাইত মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি; জাহাঙ্গীর, সাজাহান্, দারাসেকো, এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরেজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর, ঐ ধর্ম্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী পুঙ্গবেরা একটু আদটু চেষ্টা করেই ত,' ৫৭ সালের হাঙ্গাম উপস্থিত করেছিল। ইংরাজরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের "তকত তাজ অচল রাজধানী"। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরেজরাও এ কথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪০ বৎসর' নামক পুস্তক পড়ে দেখ।

এখন বুঝ্‌তে পারছ ত, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়? ধর্ম্মে। সেইটির নাশ কেউ কর্ত্তে পারেনি বলেই, জাতটা এত সয়ে, এখনও বেঁচে আছে।

আচ্ছা, এক জন দেশী পণ্ডিত বল্‌ছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজ্যনৈতিক স্বাধীনতায় রাখনা কেন?—যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি ত হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা, তা হলেও কি দাঁড়ায় দেখ। অগ্নি ত এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য, সুবিচার বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু, এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দি কতক নানা সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে, ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তাঁরি প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দির আবর্ত্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীয় দু পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্ম্মপ্রাণ হ'ক্ না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক্ না?

আসল কথা হচ্ছে যে, নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে, ত ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। সে নদী যেমন করে হ'ক্, সমুদ্রে যাবেই, দু দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল যায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে, ত তার আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়্‌তে গেলেই মরে যাবে বইত নয়।

কিন্তু, এ বুদ্ধিটি আগা পাস্তলা ভুল; মাপ করো, অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও, এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তার পর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশদেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চক্ষে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক ধ্বক্ কর্‌ছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম;—আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তাঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এ সব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে হয় ত, হবে; নইলে তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!

অন্য ছাড়া উপায় ত সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান

পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে ; বাকি গুলো খালি "ভেড়িয়া ধসন্" বই ত নয়। ও তোমার "পার্লেমেণ্ট" দেখলুম, "সেনেট্" দেখলুম, ভোট্, ব্যালট্, মেজরিটি, সব দেখলুম, রামচন্দ্র ; সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে, সমাজকে চালাচ্ছে, বাকি গুলা ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ কে ? না ধর্ম্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতি নীতি বদ্লাবার দরকার হলে, বদ্লে দেন। আমরা চুপ করে শুনি, আর করি। তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ, ঐ মেজরিটি ভোট্ প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই; এই মাত্র।

অবশ্য ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না ; কিন্তু, রাজনীতির নামে যে চোরের দল, দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নাই। সে ঘুষের ধূম্, সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র ! যদি ভেতরের কথা দেখতে, ত মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। "গোরস্ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ্ বিকায়", "সতীকো না মিলে ধুতি, কস্‌বিন্ পেছনে খাসা।" যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্য শাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্‌ছে, শুষছে, তার পর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাঁদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো ত সেই খানেই মারা গেল,—হে রাম ! চম্‌কে যেও না, ভাঁওতায় ভুল না।

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে ? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে ? মানুষে নাম যশ করে, না নাম যশে মানুষ করে ?

মানুষ হও, রামচন্দ্র ! অমনি দেখবে, ওসব বাকি আপনা আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে, সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ, ত একটা দাগ রেখে যাও। "তুলসী ইয়া জগ্ আয়কে জগ হাঁসে তুম্ রোয়, অব এ্যায়সা করনি কর চলো যস্ তুম্ হঁসে জগ রোয়"। যখন তুমি জন্মেছিলে, তুলসি, সকলে হাঁসতে লাগলো, তুমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে মরবে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। এ পার, তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি ?

[ক্রমশঃ।

হীরক তত্ত্ব।

হীরক সম্বন্ধে প্রবাদ ও কুসংস্কার।

বাবু অনুকুলচন্দ্র ঘোষ।]   [৩০০ পৃষ্ঠার পর।

হীরকের বিষয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত। ইহার কল্পিতশক্তি বিষয়ীভূত করিবার অনেক অদ্ভুত গল্প রচিত হইয়াছে। শীলচাঁদ নামক এক বণিক কার্য্যোপলক্ষে লাহোর গিয়াছিল। তথাকার রাজার একটা বৃহৎ হীরক ছিল। বণিক রাজাজ্ঞায় যখন হীরকটী দেখিতে পাইল, তখন প্রণিপাত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। কথিত আছে, জনৈক সম্রাটের আদেশে এক হীরক দ্বিখণ্ড হওয়ায় ঐ সাম্রাজ্যের পতন হয়। টাভার্নিয়ের সুবিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, তৎকালে জগন্নাথের মন্দিরে মণিকারদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, ঐ শ্রেণীর এক ব্যক্তি রাত্রি-কালে দেবতার চক্ষু হইতে এক হীরক অপহরণ করিয়া, প্রত্যুষে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, মন্দিরের দ্বারদেশে প্রাণত্যাগ করিল।

হীরক যে জলে স্থাপিত হয়, তাহাতেও আশ্চর্য্য গুণের সঞ্চার হয়। কিন্তু হীরকের এরূপ কোন ক্ষমতা আছে কি না, তাহা গম্ভীর সন্দেহের বিষয়। আবার শুনা যায়, হীরক বিষাক্ত পদার্থ ও উহা ভক্ষণ করিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। ডাব্‌লিন মিউজিয়মের (Dublin Museum) তত্ত্বাবধারক বল্ সাহেব বলেন যে, এই বিশ্বাস কুসংস্কারাপন্ন ও অমূলক। টাভার্নিয়ে লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণাত্যের হীরক আকরের শ্রমজীবিগণ স্বল্প বেতনে অসন্তুষ্ট হইয়া হীরকখণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া, উহা লুকাইয়া রাখিত ও সুযোগ পাইলে বিক্রয় করিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ রবার্ট বয়েল তাঁহার হীরক সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে, যে স্থান হইতে প্রথম হীরক উদ্ধৃত হইয়াছে, দুই বৎসর পরে সেই স্থানে আবার হীরক দৃষ্ট হইবে। বয়েলের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এক ধনী স্ত্রীলোকের দুইটী হীরক ছিল। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, তাঁহার বাক্সের দুইটীর স্থানে, চারিটী হীরক রহিয়াছে। অবশ্য এই সকল ঘটনা কত দূর সত্য, তাহা আর বলিতে হইবে না।

প্লিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, অগ্নির উত্তাপে হীরক পরিবর্ত্তিত হয় না। কেবল ছাগের উষ্ণ শোণিতে স্থাপিত করিলে, ইহাকে খণ্ডিত করা যায়। খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে নিকলকন্টি নামক পরিব্রাজক ভারতবর্ষীয় হীরকের আকরের বর্ণনা কালে, এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে হীরক পাওয়া যাইত। কিন্তু তথায় বহুসংখ্যক বিষধর সর্পের বাসস্থান থাকায়, হীরকান্বেষণকারিগণ ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিত এবং তাহাতে হীরক সংলগ্ন হইত। হিংস্র পক্ষীগণ ঐ সকল মাংসখণ্ড লইয়া যখন বৃক্ষশাখায় স্থাপন করিয়া ভক্ষণ করিত, তখন ঐ সকল হীরক সংগৃহীত হইত। মার্কোপোলোও তাঁহার পুস্তকে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তৎকালে আকর খননের পূর্ব্বে, ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই মেষাদি বধ করিত। পক্ষীগণ ঐ সকল মাংসখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত পরিব্রাজকেরা এই ঘটনার অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্লিনি যে ছাগের শোণিতের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় এই প্রাচীন প্রথা হইতে গৃহীত।

হীরকের উৎপত্তি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হীরকের উৎপত্তির বিষয়ে অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কোন কোন নদীর তীরে হীরক পাওয়া যাইত। আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর তীরস্থ হীরকের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে আকর হইতে হীরক উদ্ধৃত হয়। কিম্বার্লির আকর সকল খননকালে এক প্রকার নীলবর্ণের মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মৃত্তিকা হইতেই হীরকখণ্ড সমূহ সংগৃহীত হয়। যে প্রণালীতে হীরক মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা হইতে কেহ কেহ ভূগর্ভস্থ অগ্নির প্রভাবে হীরক উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনুমান করেন। অনেকে বলেন, চাপের প্রভাবে কয়লা হীরকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এডেনবয়ার নামক পণ্ডিত বলেন যে, হীরক সকল আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মতে হীরক সমন্বিত উল্কাপিণ্ড প্রবলবেগে ভূমির উপর পতনকালে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ সকল স্থান খনন করিয়া এখন হীরক উদ্ধৃত হইতেছে।

কিম্বার্লির মৃত্তিকার সহিত উল্কাপিণ্ডের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আরিজোনা হইতে এক উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত হয়; তাহা হইতে ডাক্তার ফুট, মোয়সাঁ ও সার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ রাসায়নিক উপায়ে হীরক নিষ্কাসিত করিয়াছেন।

হীরকের কয়েকটী প্রসিদ্ধ আকর।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষ হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে হীরকের আকর সকল দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। মুসলমানের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে হীরক পাওয়া গিয়াছিল। গোলকোণ্ডা হীরকের আকর বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। কিন্তু প্রফেসার নিকল বলেন যে, উহা এক প্রাচীন দুর্গ। উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। গোলকোণ্ডাধিপতির রাজত্বের চতুর্দ্দিকে অনেক হীরকের আকর ছিল। তথা হইতে হীরক সকল আনীত হইয়া ঐ দুর্গে রক্ষিত হইত। গোলকোণ্ডাধিপতির ২৩টী ও বীজাপুর-রাজের ১৫টী হীরকের আকর ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কডাপা, বেলারি, কর্ণুল, কৃষ্ণা ও গোদাবরী ডিষ্ট্রিক্ট, মধ্যভারতের অন্তর্গত সম্বলপুর ও চাণ্ডা ডিষ্ট্রিক্ট ও বঙ্গদেশের লোহারডাগা ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত শাঙ্ক ও কোয়েল নদীর তীরস্থ আকর সকলও প্রসিদ্ধ ছিল। বুন্দেলখণ্ডে পান্না নামক স্থানে হীরকের আকর আছে।

কোন কোন পোর্টুগীজ ঐতিহাসিক, বোর্ণিয়ো দ্বীপের অন্তর্গত তানিয়াপুরা নামক স্থানের আকরের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানকালে আফ্রিকার অন্তর্গত কিম্বার্লির হীরকের আকর সকল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আফ্রিকায় কিরূপে হীরক আবিষ্কৃত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ব্রেজিলের অন্তর্গত সেরো-ডি-ফ্রাইওর আকর হইতেও বহুসংখ্যক হীরক উদ্ধৃত হইয়াছে।

আফ্রিকায় হীরক আবিষ্কার।

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকুল হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে, ড্রাকেন্সবার্গ নামক উন্নত পর্ব্বত-শ্রেণীর শিখর সমূহ ভারত মহাসাগর হইতে উত্থিত জলীয়বাষ্পসমন্বিত মেঘজালের গতিরোধ করে। ঐ সকল মেঘ হইতে বারিধারা বর্ষিত হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ও

অবশেষে পরস্পর মিলিত হইয়া, সুদীর্ঘ অরেঞ্জ নদীতে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে ঐ বারিধারা পার্ব্বত্য প্রদেশ ও সমতল ভূমি বিদীর্ণ করিয়া যে, কেবল নদীগর্ভের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে; দ্রুত-গতিতে পতনকালে ঐ বিশাল জলরাশি হীরকের আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া রত্ন সকল গমনপথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

হোপ্‌টাউনের সন্নিকটে ভাল্ নামক স্রোতস্বিনী অরেঞ্জনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে নদীর তীরে এক বৃদ্ধা ওলন্দাজ স্ত্রীলোক তাহার অল্পবয়স্ক পৌত্রীকে লইয়া বাস করিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একদিন যখন ঐ বৃদ্ধা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল ও তাহার পৌত্রী কুটীরের দ্বারদেশে কয়েক খণ্ড প্রস্তর লইয়া খেলা করিতেছিল, তখন শ্যাক্ ভ্যান নিকার্ক নামক এক ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করিল। এই ব্যক্তি ঐ বালিকার খেলা দেখিতে দেখিতে তাহার নিকট হইতে এক প্রস্তর খণ্ড গ্রহণ করিল। শিলাখণ্ডে কোন বিশেষত্ব দর্শন করিয়া, সে গৃহস্বামিনীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঐ বৃদ্ধা কহিল যে, সে অরেঞ্জ নদীর সামান্য প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে এবং নিকার্ককে উহা বিনামূল্যে লইতে বলিল। নিকার্ক কহিল যে, সে যদি প্রস্তর খণ্ড বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে প্রাপ্তমূল্যের অর্দ্ধেক বৃদ্ধাকে প্রদান করিবে।

কয়েকদিন পরে নিকার্ক হোপটাউনের কমিশনার সাহেবকে প্রস্তর খণ্ড দেখাইল। তিনি কাচের উপর ঘর্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহা কাচ কাটিতে পারে, এবং তাঁহার এক খনিজতত্ত্ববিদ্‌বন্ধুর পরীক্ষার জন্য শিলাখণ্ড গ্রাহাম্‌সটাউনে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ বন্ধুটী লিখিয়া পাঠা-ইলেন যে, প্রস্তর খণ্ডটী একটী উৎকৃষ্ট হীরক। কেপ্‌টাউনের এক মণিকার হীরকটীর জন্য ৫০০ পাউণ্ড দিতে চাহিল।

অরেঞ্জ নদীর তীরে হীরক প্রাপ্তির সংবাদ কেপ্‌কলনির শাসনকর্ত্তা উড্‌হাউস সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল এবং তিনি এই হীরক ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া, হোপ্‌টাউনের কমি-শনার সাহেব নিকার্ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিকার্ক এতদিন তাহার প্রস্তর খণ্ডের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। সে উপস্থিত হইলে, কমিশনার সাহেব তাহাকে প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিতে বলিলেন। সে, যে

কোন মূল্যে, বিক্রয় করিতে চাহিল। কয়েকদিবস পরে সে কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি টেবিলের উপর পাঁচশত পাউণ্ড রাখিয়া তাহাকে লইতে বলিলেন। নিকার্ক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কমিশনার সাহেবকে বলিল, "মহাশয়, আমি অত্যন্ত দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত, আমাকে এরূপ উপহাস করিবেন না। কমিশনার সাহেব তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার প্রস্তরখণ্ড প্রকৃতই একটী হীরক ও তিনি উহা ৫০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। নিকার্ক অবশেষে অর্থরাশি লইয়া চলিয়া গেল এবং বৃদ্ধার কুটীরে গমন করিয়া তাহাকে ২৫০ পাউণ্ড প্রদান করিল ও আপনার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া, অবশেষে সে অরেঞ্জনদীর তীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে যে সকল হীরক প্রাপ্ত হইল, তাহা বিক্রয় করিয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরক আবিষ্কারের কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে দলে দলে হীরকান্বেষণকারিগণ অরেঞ্জনদীর তীরে হীরকের অন্বেষণে আসিতে লাগিল। অবশেষে যখন নদীতীরে হীরক সকল নিঃশেষিত হইল, তখন ভাল্ নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশের ও কিম্বার্লির জগদ্বিখ্যাত হীরকের আকর সকল আবিষ্কৃত হইল। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে ঐ সকল স্থান হইতে ২৪৮৭৮০০০ পাউণ্ড মূল্যের হীরক ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছে। ট্রান্সভালের অন্তর্গত প্রিটোরিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৯০০০ পাউণ্ড মূল্যের হীরক সংগৃহীত হয়।

কিম্বার্লির আকর ও সংগ্রহ প্রণালী।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মিসনারি সম্প্রদায় ভুক্ত একব্যক্তি আফ্রিকার একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করেন। তখন কিম্বার্লির হীরকের কথা কেহই জানিত না। কিন্তু ঐ মানচিত্রে যে স্থানে বর্ত্তমান কিম্বার্লি অবস্থিত, সেই স্থানে হীরক আছে ইহা লিখিত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে হীরক আবিষ্কারের পর ঐ স্থান লোকে লোকারণ্য হয়।

বর্ত্তমান সময়ে কিম্বার্লির আকর ১১০০ ফিট্ গভীর। মৃত্তিকা খননকালে কথন কখন নলাকার কঠিন মৃত্তিকার মধ্যে হীরক পাওয়া যায়। কিন্তু কলের সাহায্যে নীলবর্ণ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া, তাহা হইতে অধিকাংশ হীরক সংগৃহীত হইয়া থাকে।

হীরকের শ্রেষ্ঠত্ব।

হীরকের মূল্যের কারণ অনেকেই অবগত আছেন। ইহার ন্যায় অসামান্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন পদার্থ আর নাই। ভারতবর্ষে ইহা বহুকাল হইতে সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। প্রায় খৃষ্টীয় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীষে ইহার আবির্ভাব হয়। গ্রীষদেশে হীরক কাঠিন্যের জন্য 'আডামস' নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি হীরকের এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী বস্তুর মধ্যে হীরকের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অতি অল্পসংখ্যক রাজা এই মূল্যবান রত্নের অধিকারী ছিলেন। প্লিনি ছয় প্রকার হীরকের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ও আরবদেশীয় হীরক বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই দুই দেশজাত হীরক এরূপ কঠিন যে, লৌহের উপর স্থাপিত করিয়া আর এক খণ্ড লৌহের আঘাতে হীরকের কিছুই হয় না। কিন্তু লৌহ খণ্ডদ্বয় ভগ্ন হইয়া যায়।

হীরকের বিকীরণ শক্তি।

হীরকের উপর আলোকরশ্মি পতিত হইলে, উহা অভ্যন্তর ভাগ হইতে প্রতিফলিত হইয়া হীরককে জ্যোতির্ম্ময় করে। এই জ্যোতিই হীরকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। সূর্য্যের আলোকে কিয়ৎকাল রাখিয়া, হীরক অন্ধকারে স্থাপিত করিলে, উহা দীপ্তিশালী হয়। সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক সার্ উইলিয়াম্ ক্রুক্সের একটী হীরক আছে; ইহা বায়ুশূন্য কাচপাত্রের মধ্যে স্থাপিত হইলে, এরূপ আলোক বিতরণ করে, যাহা দ্বারা অনায়াসে পুস্তক পাঠ করা যায়।

কয়েকটী বিশেষত্ব।

হীরকের ন্যায় কঠিন পদার্থ আর নাই। হীরক, হীরক ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা কর্ত্তিত হয় না। হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন পালিস করিবার জন্য সূক্ষ্ম হীরক চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। রোমাণ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে ইউরোপে হীরক প্রচলিত হয়। কিন্তু, ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে লাড্উক্ ভ্যান্ বারকেল কর্ত্তৃক যখন হীরক কর্ত্তনের উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন হইতে ইহা যাবতীয় রত্নের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করে।

আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হর্টেনসিও বর্জিও কর্ত্তৃক কোহিনুর কর্ত্তিত হয়। কিন্তু সম্রাট তাঁহার কার্য্যে এরূপ অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে হয়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া গ্যারার্ড সাহেবকে কোহিনুর কর্তনের ভার অর্পণ করেন। ভুর সাঙ্গার নামক সাহেব কর্তৃক কোহিনুর কর্ত্তিত হয়। এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে, ৩৮ দিন লাগিয়াছিল ও কোহিনুরের ভার ১ ৬.০৬২৫ ক্যারাট অর্থাৎ ৪২৪.২৫ গ্রেণে পরিণত হইয়াছিল। এই কঠিন কার্য্যের জন্য ৮০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে হীরকের দ্বারা প্রথম কাচ কর্ত্তিত হয়। খনি, পর্ব্বত, ও আর্টিসিয়ান কূপ খননের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু বহুমূল্য হীরকের পরিবর্ত্তে, এই সকল কার্য্যের জন্য কার্ব্বোনাডো নামক নিকৃষ্ট হীরকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক হওয়ায়, তৎসদৃশ পদার্থ হইতে ইহা সহজে বিভিন্ন করা যাইতে পারে। এই জন্য জনষ্টাড্ সলিউসন্ নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। ঐ পদার্থে হীরক ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ ভাসিতে থাকে।

আকর হইতে উত্তোলনের সময়, কোন কোন হীরক, সংগ্রহকারীদিগের হস্তের অল্প উত্তাপেই ফাটিয়া যায়। বৃহদাকার হীরক সকল এইরূপে প্রায়ই খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন কোন হীরক আলুর মধ্যে পুরিয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি হীরক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৭০ টীকে ঐতিহাসিক হীরক বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ব্রাগাঞ্জা (Braganza) নামক হীরকের আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহার ওজন ১৬৮০ ক্যারাট অথবা ৬৭২০ গ্রেণ। এই হীরকটী ব্রেজিলের সুপ্রসিদ্ধ আকর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা পোর্টুগিজ ঐশ্বর্য্যাগারে রক্ষিত হইতেছে। ইউরোপের মধ্যে অর্লফ্ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহার ওজন ১৯৩ ক্যারাট বা ৭৭২ গ্রেণ। ষ্টার অফ্ দি সাউথ নামক উৎকৃষ্ট হীরকটী ব্রেজিল রাজ্যে এক কাফ্রি রমণী ভূমির উপর প্রাপ্ত হয়। ইহার ওজন ২৫৪ ক্যারাট বা ১০১৬ গ্রেণ। কোহিনুরের বর্ত্তমান ওজন ১০২.৫ ক্যারাট্ বা ৪১০ গ্রেণ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উহা কর্ত্তিত হয়; তখন উহার ওজন ১৮৬.০৬২৫ ক্যারাট্ ছিল।

[ক্রমশঃ।

কাঞ্চীপুর প্রাচ্য সাহিত্য-সভা।

১৮৯৬ সালের মার্চ্চ মাসে, "শ্রীকাঞ্চীকলাবতী পুস্তকালয়" নামে এক অবৈতনিক পুস্তকালয় সাধারণের উপকারার্থ কাঞ্চীপুর সহরে খোলা হয়।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারি হইতে ইহা "কাঞ্চীপুর প্রাচ্য সাহিত্য সভা' নামে পরিচিত হয়; কারণ, ইহার কার্য ক্ষেত্র এক্ষণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এই সভার উদ্দেশ্য :—(ক) সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের শিক্ষা ও আলোচনা বিস্তার। সভা তজ্জন্য এই উপায়গুলি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক।

১।—একটি ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল বা কলেজ স্থাপনা ও উহার পরিচালনা।

২।—এখানে পূর্ব্বাবধিই যে দুইটি শুদ্ধ সংস্কৃত কলেজ রহিয়াছে, যাহাতে তর্ক ব্যাকরণ ও মীমাংসা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই দুইটির যথাসাধ্য উন্নতি করা।

৩।—বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে নিয়মিত শিক্ষাদান।

৪।—বার্ষিক পণ্ডিত সম্মিলনী।

(খ) শরীরপালন বিদ্যা (Hygiene), ইতিহাস, ভূগোল, শরীর-বিধান (Physiology), সরল পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা (Geology) ইত্যাদি সম্বন্ধীয় দেশীয় ভাষায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা, যাহাতে অল্পবয়স্ক বালকগণকে এই সকল বিষয়, বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিতে গিয়া অনর্থক পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিতে না হয়।

(গ) ভাল ভাল ভারতীয় বা ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ বা তাহার টীকা প্রকাশ করা।

(ঘ) মূল্যবান প্রাচীন সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার হস্তলিপি সংগ্রহ ও উহার প্রকাশ।

(ঙ) ভাল ভাল আবশ্যকীয় বিষয়ের নিয়মিত বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা।

(চ) যদি সম্ভব হয়, একটি আয়ুর্ব্বেদ-ক্লাস খোলা।

(ছ) যথাসম্ভব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সম্মিলনের সহায়তা করা।

উপযুক্ত অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

আজকাল চারিদিকে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা; সে দিন 'মহা ধর্ম্মসভা' (Parliament of religions) হইয়া গেল। দীর্ঘকাল ব্যাপী নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ, জড়বাদ প্রভৃতি অজ্ঞানের রজনী প্রভাতা হইয়া, আজ অধ্যাত্মসূর্য্যের

বিমল জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশ পর্যান্ত এক্ষণে প্রাচ্য গ্রন্থ সমূহের উপর গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

আর আমাদের কি নিশ্চিন্ত থাকা শোভা পায়? কত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত, হয় ত তাহার হস্তলিপি কীটদষ্ট হইতেছে, কালের আক্রমণে তাহাদের অনেকগুলি লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে (যেমন কিছু দিন পূর্ব্বে মহীশূর প্রাসাদে অগ্নি লাগিয়াছিল) সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে,—কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা সহ্য করিবেন?

কাঞ্চীপুরে এই সভার কার্য্যক্ষেত্র করা হইয়াছে; তাহার উদ্দেশ্য, এই স্থান ইতিহাসে ইহার রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও সমাজনৈতিক উদ্যমের জন্য বিখ্যাত। ইহা এক সময়ে প্রাচীন চোলরাজগণের রাজধানী ছিল; ইহা সংস্কৃত শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল; এই স্থানেই জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ হিন্দুগণের উপর প্রাধান্যলাভে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এই স্থানই শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রচারক্ষেত্র ছিল; এই স্থানেই অনেক মঠ ও অন্যান্য মহাপুরুষের আশ্রম ছিল।

যদি কতকগুলি মহাত্মা স্বদেশের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদিগের সাহায্যে এই সভা সমুদয় কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

আশা করা যায়, এই মহদ্ব্যাপারে সকল শিক্ষিত রাজা, মহারাজা, জমিদার ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ যোগদান করিবেন। যে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য এবং যে কোন ভাষার পুস্তক সাদরে গৃহীত হইবে এবং তৎপ্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। প্রাচ্য পুস্তকালয়ে এক্ষণে ১০০০ খানি ও ইংরাজী পুস্তকালয়ে ১৩০০ খানিপুস্তক আছে; সমুদয় গুলির মূল্য ৩৪০০ টাকা।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ এই বিষয়ের উদ্যোগী।

১। মান্যবর পি, আনন্দ চার্লু, সি, আই, ই, বিদ্যাবিনোদ, মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল, কলিকাতা গবর্ণর জেনেরালের সভার সদস্য।

২। রাজা সার এস, রামস্বামী মুদালিয়র, নাইট, সি, আই, ই।

৩। মান্যবর সি, শঙ্করনেয়ার, বি, এ, বি, এল, মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

৪। মান্যবর সি, বিজয়রাঘবাচার্য্য, বি, এ, সালেমের উকিল, ও মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

৫। সি, খুট্‌কুমার স্বামী এভার্গাল, বি, এ, জমিদার, চুনাম্পেট, চিংলিপট জেলা।

৬। এম, বীররাঘবাচার্য্য এভার্গাল, বি, এ, ইংরাজী হিন্দু পত্রিকার সত্বাধিকারী।

৭। এস, বিলিগিরি আয়াঙ্গার এভার্গাল, এটর্ণি-এট-ল, মাদ্রাজ।

৮। টি, টি, রঙ্গাচার্য্য ; এভার্গাল, বি, এ, বি, এল, জেলা মুন্সেফ্, পুনামেলি।

৯। টি, এন্, কৃষ্ণমাচার্য্য এভার্গাল, এম, এ, অধ্যাপক, কোম্বকোনাম কলেজ।

১০। সি, ভাষ্যম্ আয়েনগার এভার্গাল, বি, এ, প্রধান শিক্ষক, চিতোর হাই স্কুল ; প্রাচ্য সাহিত্য সভার সম্পাদক, কাঞ্চীপুর।

আমাদিগের নিকট প্রেরিত অনুষ্ঠান পত্র হইতে উপরে অধিকাংশ অনুবাদিত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠকমহাশয় দেখিলেন, মাদ্রাজ প্রদেশের—অনেক গণ্য মান্য বরেণ্য শিক্ষিত মহোদয়, সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের উদ্ধারে কেমন বদ্ধপরিকর। অনেকে বলিতে পারেন, 'যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।' আমরা বলি, 'খোস খবরের—ঝুটাও ভাল।' এতগুলি স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা যখন এই কার্য্যের জন্য প্রাণপণ হইয়াছেন, তখন এই উদ্যমে যে, কিছু না কিছু ফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। 'এ মাদ্রাজ প্রদেশের ব্যাপার, আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ইহাতে স্বার্থ কি ?—এই বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে আর এ প্রশ্ন করিবার অবসর নাই। জগৎ একসূত্রে গ্রথিত ; আমার মঙ্গলে, তোমার মঙ্গল, তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। 'থিয়োজফিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক বলেন, 'মাদ্রাজ প্রসিডেন্সির যত গণ্য মান্য লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক, আর গত দুই বর্ষে, এই সভা হইতে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ৭৮টী বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বোধ হইতেছে, এই সভা বেশ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কালে এই সভা মহৎ মহৎ কার্য্যসাধন করিবেন। আমরা আশা করি, সকল বাঙ্গালী এই কার্য্যে সহানুভূতি ও যোগদান করিবেন এবং ইহার অনুকরণে আপনাদের দেশেও সংস্কৃত ও এতদ্দেশীয় ভাষার বিস্তার চেষ্টা করিবেন। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, এই সভা সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার উপর অনুরাগী হইয়াও, পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে যে টুকু উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক নহেন।

আমাদের দেশের 'সাহিত্য পরিষদে'র ও 'সাহিত্য সভা'র সহিত এই সভার

কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই সভার কার্য্যক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে, তাহার কার্য্যও রীতিমত-প্রণালীবদ্ধ ভাবে না হইলে, রীতিমত ফলপ্রত্যাশা করা যায় না। আশা করি, সভা ইহার সমুদয় কার্য্য-গুলিকে রীতিমত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিশেষ বিশেষ বিভাগে দক্ষ লোক নিযুক্ত করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ-ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব শুনিয়া আমাদের বড় আনন্দ হইল। অনেকের ধারণা, প্রাচীনকালে হিন্দুরা চিকিৎসাবিজ্ঞান ভাল জানিতেন না। এ ভ্রম ক্রমশঃ অপনীত হইতেছে। আর্য্যেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, আয়ুর্ব্বেদপাঠেই তাহা জানা যায়। আর আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রকৃতরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে, যে বিলাতী ঔষধ অপেক্ষা অনেক স্থলে আমাদের দেশের বিশেষ উপযোগী হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই সভা দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়া মহৎ মহৎ কার্য্যসমূহ দেশ হিতার্থে সম্পাদন করুন।

আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [৩০০ পৃষ্ঠার পর।

আসামে চা ব্যবসায় থাকায়, চা-কর অপেক্ষা, ভারতবাসী অধিক লাভবান; কারণ এই বিদেশী চা-করগণই ভারতীয় দশ লক্ষ কুলিকে অন্ন বস্ত্র দিয়া বজায় রাখিয়াছেন; তাহা ছাড়া কত শত বাঙ্গালী ও আসামী লেখাপড়ার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে উদরান্ন করিয়া খাইতেছে, তাহার কি কেহ হিসাব করিয়া থাকেন? দুই হাজার, চারি হাজার, দশ হাজার একার (তিন বিঘার কিঞ্চিদধিক জমিতে এক একার—Acre—হয়) জমি ঘেরিয়া এক একটী চা বাগিচা; আবার প্রত্যেক বাগিচায় হাজার হইতে দশ হাজারেরও অধিক কুলি খাটিয়া থাকে! ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন ব্যাপার খানা কি? আজ যদি সাহেবেরা চা ব্যবসায় উঠাইয়া দেন, অথবা আসামে কুলি চালান বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এই দশ লক্ষ লোক কাহার দ্বারস্থ হইবে? হয়, তাহাদিগকে, ফিজি, নিউ গায়েনা, ডামেরেরা প্রভৃতি উপনিবেশে কুলি হইয়া যাইতে হইবে, না হয়, অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে, কিম্বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিবে।

দেশের কোন্ শ্রেণীর লোক কুলিগিরি করিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন, তথাপি কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংবাদ,—দেশীয় সংবাদ পত্রে দেখা যায় যে, রমণী মহিলা, কুলকামিনী প্রভৃতিকে প্রলোভন দেখাইয়া আসামে চালান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা চা বাগিচায় কিছু দিবস থাকিয়াছেন, যাঁহাদিগের চা-বাগান সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না যে, ঐ শ্রেণীর মহিলা কুলকামিনী বা রমণীকে চালান দেওয়া হইয়াছে। যে সকল "মোটা" অর্থাৎ নীচ শ্রেণীর পুরুষ মানুষ ও "মাইকী" অর্থাৎ নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোক, কুলি হইয়া আসাম যায়, তাহারা স্বদেশে থাকিয়া কখনও তাহাপেক্ষা ভাল কাজ করিত না, ইহা নিশ্চয়। স্বদেশে থাকিয়া অনেক সময়ে দুইবেলা দূরের কথা, একবেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পাইত কি না সন্দেহ। আর তাহাদিগের দেশের ঘর দুয়ার বা কিরূপ, তাহাও লেখকের দেখিতে বাকী নাই। তাহার পরে কুলকামিনীর অপহরণ হওয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা দেখা যাউক। ভদ্রেতরনির্ব্বিশেষে সতী স্ত্রীলোক সহস্রবার অরক্ষিত হইলেও পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। যাহারা তথাকথিত হৃত হয়, তাহারা নষ্টা ভ্রষ্টা ভিন্ন আর কি? সতী স্ত্রীলোক আড়কাটির সংস্পর্শে আসিবার কারণ কি? যাহারা আইসে, তাহারা স্ব স্ব কু অভিলাষ সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আসে। তবে পরে যে, সময়ে সময়ে একটা গণ্ডগোল উঠে, সে কেবল তাহার আত্মীয় স্বজনের মমতা হেতু, কিম্বা চা বাগিচায় গিয়া তথাকার পরিশ্রম খাটুনি দেখিয়া তথা হইতে পলাইবার ইচ্ছা বশতঃ। চা-বাগিচায় অত্যাচারের কথা শ্রুত ছিলাম বলিয়া, দুই চারিটা অত্যাচার দেখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আপশোসের বিষয় এই যে, এতগুলি বাগিচা ঘুরিলাম, এবং এক এক বাগানে এক সপ্তাহ হইতে ৪।৫ সপ্তাহ থাকিয়া আসিলাম, লোক জনের সঙ্গেও মিশিয়া আসিলাম, সংবাদ পত্রে লিখিত অত্যাচার একটা দেখিতে পাইলাম না। পরন্তু চা-করগণ কুলিদিগের উপর কৃপাপরবশ, ইহাই আমার ধারণা হইল। দশ লক্ষ কুলির মধ্যে কোথায় কবে একটা শুক-রমণীর প্রতি অশিষ্টাচার হইয়াছে, তাহা ধর্ত্তব্যই নহে। এ প্রকার ত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে কি তাহা হইতেছে না? তবে, দেশের জন্য যদি প্রাণ কঁদিয়া থাকে, যদি কেহ এই নিঃসহায় কুলিদিগের জন্য কখনও ভাবিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে।

চা বাগিচা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে উহার ব্যাপার উপলব্ধি করা যায় না।

এক একটি চা বাগানের আয়তন হাজার হাজার বিঘা; এক হাজার, দুই হাজার, পাঁচ হাজার, সাত হাজার বিঘার বাগান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই সকল বাগানকে আবাদে রাখিতে হইলে, কত লোকজন, কত মূলধনের আবশ্যক তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। আসামের ন্যায় জনহীন প্রদেশে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে কুলি আমদানী করিয়া আবাদ করা যে কত টাকার খেলা, তাহা ক্ষীণ-প্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা একরূপ অসাধ্য। কুলি সংগ্রহের প্রণালী ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবে তাহাতে কিরূপ ব্যয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করি নাই। এক একটি কুলি সংগ্রহ করিতে সত্তর, আশী, নব্বুই টাকা খরচ পড়িয়া থাকে; ন্যূন কল্পে যদি সত্তর টাকা খরচ পড়ে, তাহা হইলে একশত কুলির জন্য ৭০০০ সাত হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়া থাকে; যে বাগানে পাঁচ হাজার কুলি আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে কত ব্যয় পড়িয়াছে, তাহা পাঠক পাঠিকাগণই হিসাব করিয়া দেখুন! কুলি-সংগ্রহ কার্য্যে যে এত টাকা খরচ পড়ে, তাহা কিছু অসঙ্গত নহে, কারণ সংগ্রহকালে কুলিদিগকে কিছু নগদ টাকা দেওয়া আবশ্যক, তাহার পর সংগৃহীত কুলিগণ যাবৎ না বাগানে চালান হয়, তাবৎ স্থানীয় ডিপোতে উহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিতে হয়;—কাপড় দিতে হয়, কম্বল দিতে হয়;—অনন্তর সংগ্রহের স্থান হইতে চা বাগান পৌঁছিবার তাবৎ খরচা, সায় দুই বেলার খোরাকী দিতে হয়। পশ্চিম অঞ্চল হইতে কুলী আনিতে হইলে কলিকাতার ডিপোতে কয়েক দিবস তাহাদিগকে থাকিতে হয়;—পরে হাকিমের সম্মুখে এগ্রিমেণ্ট রেজিষ্টারী হইলে, শিয়ালদহের রেলযোগে তাহারা গোয়ালন্দে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে ষ্টিমারে আসামের নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে পৌঁছে। কুলিদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত হইলে চিকিৎসা করিবার জন্য প্রত্যেক ষ্টিমারে একজন করিয়া ডাক্তার আছেন। বার মাসই প্রত্যেক বাগানে কুলি সরবরাহ করিতে হয়, এই জন্য প্রতি ষ্টিমারেই কুলি চালান হয় এবং মফঃস্বলে বারমাস কুলি-সংগ্রহ কার্য্য চলিয়া থাকে। কুলিগণ যদি অজর অমর হইত এবং বাগিচার আয়তন প্রতি বৎসর বর্দ্ধিত না হইত, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত কুলি চালান করিবার আবশ্যক হইত না। এই ত গেল কুলিসংগ্রহের কথা।

আসামের জমিদার—গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং। জমির পাট্টা পত্তনি বা বন্দোবস্ত

করা গবর্ণমেণ্টের হস্তে। আসামের জনহীনতা বশতঃ গবর্ণমেণ্ট স্বল্প হারে জমির বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, এই জন্য বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা আসামের জমির হার অনেক কম এবং মেয়াদও ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত। চা বাগানের জমি মাত্রেই উক্ত মেয়াদে প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়া থাকে। চা ভিন্ন অপর কোন আবাদ করিবার জন্য জমির আবশ্যক হইলেও, উল্লিখিত নিয়মে উহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

আবহমানকাল পতিত অথবা গভীর জঙ্গলময় স্থানই চা আবাদের উপ-যোগী এবং এই প্রকারের জমিই গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা যেমন ইচ্ছা-মত বাটী পলাইবার জন্য দেশের নিকট, রেলের বা নদীর নিকট কার-কার-বারের স্থান নির্ব্বাচন করি, ইংরাজ কিন্তু তাহা যে করেন না, তাহার প্রথম প্রমাণ, তাঁহাদিগের ইংলণ্ড হইতে ভারতে আগমন এবং স্বর্গতুল্য শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের দেশে, ঘোর ম্যালেরিয়ার দেশে অবস্থান। স্থানের দূরত্ব আর হাওয়ার উপযোগিতা, যাতায়াতের সুবিধা প্রভৃতির কথা, কার-কারবার বা ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইংরাজের মনে স্থান পায় না; সুতরাং সাহেবেরা সুদূর ও গভীর জঙ্গলে গিয়া জমি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন এবং অল্পদিন মধ্যেই সেই স্থানকে ইন্দ্রালয় তুল্য করিয়া তুলেন। যে গভীর জঙ্গল নিধন করিয়া আবাদ করিতে হয়, তাহাতে কত টাকা জলের মত খরচ করিতে হয়, কত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, কত ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার আবশ্যক, কত শীতল মস্তিষ্কের আবশ্যক, তাহা যদি বাহিরের লোক জানিতেন, তাহা হইলে কোথায় একটা কি ঘটনা হইয়াছে, তাহা লইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল এক করিতে ইতস্ততঃ করিতেন।

কুলিগণ মূর্খ ও বর্ব্বর, তাহাতে যদি তাহাদিগকে এক স্থানেই থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত মারামারি, দাঙ্গা, হল্লা ও বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারে বলিয়াই, বোধ হয় বাগানের তাবৎ কুলিকে এক স্থানে থাকিতে না দিয়া, বাগিচার স্থানে স্থানে উহাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুলিদিগের বাসস্থানকে লাইন (line) কহে। প্রত্যেক লাইনই এক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ন্যায় এবং এই সকল লাইনে ৫০।৬০ কি শতাবধি লোক বাস করিবার উপযোগী ঘর আছে। এই সকল ঘর খড়ো, এবং কাঁচা দেয়াল বিশিষ্ট, কোন কোন বাগানের কুলিদিগের

ঘরের দেওয়াল ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা। প্রত্যেক লাইনের মধ্যে দুই একজন সর্দ্দার থাকে। প্রত্যেক লাইনেই একরূপ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট সর্দ্দারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকে। মারামারি দাঙ্গা না হয়, কুলিগণ না পলাইয়া যায়, এই সকল দেখিবার জন্য সর্দ্দারগণের তথায় থাকিবার ব্যবস্থা। বাঙ্গালা বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পথঘাট যেরূপ সুগম, আসামের সেরূপ নহে। তৎপ্রদেশে একে ত রাস্তাঘাট অতি কম, এবং তাহাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহ বশতঃ বিচ্ছিন্ন, আবার এতই জঙ্গলময় এবং হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ যে, সহজে পলাইয়া কোথাও যাইবার যো নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কুলিগণ এক বাগান হইতে পলাইয়া গিয়া অন্য বাগানে আশ্রয় লইত; কিন্তু তাহাতে সকল বাগানেরই ক্ষতি হইতে দেখিয়া, এক্ষণে সকল বাগানেরই মালিকগণ মিলিত হইয়া নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন পলাতক কুলিকে কেহ ত আশ্রয় দিবেই না, অধিকন্তু পলাতক কুলিকে তাহার নির্দ্দিষ্ট বাগানে পৌঁছিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পলাতক (এগ্রিমেণ্টের) কুলি আইনানুসারে দণ্ডনীয়; তথাপি কিন্তু কুলি-পলায়নের কথা মধ্যে মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়।

চা-কর সাহেব কর্ত্তৃক কুলিগণ মধ্যে মধ্যে নিগৃহীত হইয়া থাকে সত্য কিন্তু দেখিতে হইবে, তৎপক্ষে প্রকৃত দোষী কে? এক একটি কুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে কত টাকা খরচ পড়ে, তাহাদিগকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য প্রত্যেক বাগানে ডাক্তার ও ডাক্তারখানা এবং হাঁসপাতাল রাখিতে মাসিক কত খরচ পড়ে, এরূপ অবস্থায় একটা কুলি পলায়ন করিলে বা কার্য্যে অবহেলা করিলে কত ক্ষতি হয়, তাহা কি কেহ স্থির ভাবে বিচার করিয়াছেন? যে সকল কুলি বিনয়ী ও কার্য্যকুশল,—যাহারা কাজের সময় কাজে অবহেলা করে না, তাহাদিগের উপরে কখন পীড়ন বা অত্যাচার হওয়া কিরূপে সম্ভব? তুমি আমি যখন নিজের কাজের জন্য দুই পাঁচটা কুলি, ঘরামী বা রাজমজুর নিযুক্ত করি, তখন যদি কাজের সময় তাহারা দুই মিনিট গল্প করে, অথবা তামাকু সেবনে পাঁচ মিনিট সময় কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে যে আমরা ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ি, তাহাদিগকে যথেচ্ছা তিরস্কার করি; কখন কখন দুই এক ঘা দিতেও কি ছাড়ি? সামান্য কারণেই যদি আমরা মেজাজ হারাইয়া ফেলিতে পারি, তখন পাঁচ, সাত, কি দশ হাজার এই বন্য বর্ব্বর লোকের সহিত কারবার করিতে যে সাহেবদিগের মধ্যে মধ্যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি

আছে? এই শ্রেণীর লোক লইয়া যাহাকে কাজ করিতে হয়, তাহার পক্ষে একেবারে দয়াশীল ও ধীর মেজাজ হইয়া কাজ করা কোন রূপে সম্ভব নহে। সামরিক আইনের (martial law) বিভীষিকা আছে বলিয়াই, নগণ্যসংখ্যক পদস্থ কর্ম্মচারী (officer) দ্বারা লক্ষ লক্ষ সৈন্য পরিচালিত হইতেছে; সামরিক আইন না থাকিলে সেই অসভ্য ও বর্ব্বর সৈন্যগণ একদিনে মহা বিপ্লব বা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিত। নৌবিভাগে কঠিন আইন প্রচলিত আছে বলিয়াই, একজন অধ্যক্ষ শত শত মূর্খ নাবিক লইয়া সমুদ্রে পোত চালাইতে সক্ষম হয়েন। কোন চোরকে যদি বলা যায় যে, "মহাশয়, আপনি কি, চুরি করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, বামাল কোথায় রাখিয়াছেন বলিয়া বাধিত করুন, আর আপনি গঙ্গাজল লইয়া সপথ করুন যে, আর কখন চুরি করিবেন না", ইত্যাদি সসম্মানে সম্ভাষণ করিলে কি তাহার পেটের কথা পাওয়া যাইবে, না সে অপহৃত দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া চৌর্য্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে? পিছমোড়া বন্ধন, চাবুকের আঘাত, অবশেষে ঠাণ্ডা ঘরে প্রেরণ ভিন্ন, সে কিছুতেই সকল কথা স্বীকার করিবে না, অবশেষে আইনানুসারে দণ্ড না দিলে তাহার গা মত ঔষধ হইবে না। তাহাতেই বলি যে, চা বাগানেই বল, আর অন্য কোন কাজেই বল, যেখানে এই শ্রেণীর লোক লইয়া কাজ করিতে হয়, তথায় একটু কঠিন না হইলে সুশৃঙ্খলে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর বলিয়া মনে হয়।

অতি প্রত্যুষ হইতেই সর্দ্দারগণ প্রতি লাইনে গিয়া, মহা চীৎকার ধ্বনি করিয়া কুলিদিগকে ডাকাডাকি করিতে থাকে। কুলিগণ সহজে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে চাহে না, কাজেই প্রথম চীৎকার, পরে গালাগালি, অবশেষে বেত্র চালনা ব্যতিরেকে তাহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় না। শীত কালে কুলিগন একেবারে আহার করিয়া প্রাতে আট ঘটিকার সময় কাজে বাহির হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রাতে সাতটার সময় বাহির হইতে হয় এবং দ্বিপ্রহর কালে দুই ঘণ্টা ছুটী পায়; সুতরাং বেলা ১টার সময় কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি করে এবং পুনরায় ২টার সময় দ্বিতীয়বার কাজে গিয়া ৫ পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ করে। পাঁচটার ঘণ্টা বাজিলেই সে দিবসের জন্য তাহাদিগের কাজের শেষ হইল।

অপরাহ্নে ৫ টার পর কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলে স্ব স্ব কাজে প্রবৃত্ত হয়। স্নান ও গাত্র ধৌত করণ, পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল আনয়ন

ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করিয়া রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করে। সচরাচর সকল কুলিই প্রায় রাত্রিতে রাঁধিয়া রাখে, রাত্রিতে খায় এবং পরদিন প্রাতে বা মধ্যাহ্নে আহার করে। দিনের বেলায় কাজে যাইবার পূর্ব্বে বা ছুটীর সময় দ্বিপ্রহর কালে রন্ধন করিবার সময় পাওয়া যায় না বলিয়াই, রাত্রিতে রাঁধিবার ব্যবস্থা। দুই বেলা রন্ধন করিতে খরচ কিছু অধিক পড়ে,—এক বেলা রন্ধন করিয়া দুই বেলা খাইবার ইহাও একটী কারণ।

প্রায় সকল কুলিরই (পুরুষ) বিবাহিত পত্নী অথবা অবিবাহিত ঘরণী আছে; সকল কুলিনীরও তাহাই। সময়ে সময়ে পত্নী বা ঘরণী লইয়া পুরুষ-কুলিমধ্যে বিভ্রাট ঘটে, কিন্তু সে বিবাদ, হয় পঞ্চায়েত দ্বারা মিটমাট হয়, না হয়, সাহেবগণ মধ্যস্থতা করিয়া মিটাইয়া দেন। কোন কুলিনী কোন কুলিকে স্বীয় পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বলিয়া থাকে যে, "অমুক ব্যক্তি মোটা ধরিলো";—আবার কোন কুলি, কোন কুলিনী গ্রহণ করিলে, বলিয়া থাকে—"অমুক মাইকী করিলো।" এ স্থলে 'মোটা' অর্থে পুরুষ, আর 'মাইকী' অর্থে স্ত্রীলোক বা মেয়ে মানুষ। 'মাইকী' শব্দটা বোধ হয় বাঙ্গালা 'মাগী' শব্দের রূপান্তর বা অপভ্রংশ। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, কোন 'মাইকী মোটা ধরিল,' অথবা কোন 'মোটা মাইকী করিলে', উভয়কেই কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাগানে অতিরিক্ত এগ্রিমেণ্ট দিতে হয়। ঘরণী বা পুরুষ-গ্রহণে জাতিভেদ দেখা যায় না। এইরূপে সম্মিলিত স্ত্রী ও পুরুষে যথাক্রমে সন্তান উৎপন্ন হইতেছে এবং একটা বৃহৎ সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইতেছে।

রবিবার চা-বাগানের কুলিদিগের ছুটী থাকে এবং সেই দিবসই স্থানে স্থানে হাট বসিয়া থাকে। 'বড় জুলি টী এষ্টেট' সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ বাগানের মধ্যে হাট বসে, আর যেখানে দুই চারিটী বাগান কাছাকাছি আছে, তাহারই কোন সুবিধা মত স্থানে হাট হইয়া থাকে। চাল, ডাল, ঘৃত, ময়দা, লবণ, গুড়, তরি-তরকারি, হাঁস, মুরগী, ডিম্ব, প্রভৃতি যথা সম্ভব আমদানী হয়; কাপড় জামার দোকান, মনোহারীর (Stationary) দোকান, জুতার দোকান, নানাবিধ কাচের জিনিসও আমদানী হয়। প্রতি হাটেই মদের দোকানও দেখিতে পাওয়া যায়।

শনিবার বৈকাল হইতেই হাট বসিতে আরম্ভ হয়, অনেকে সেই দিন, অনেকে, পর দিন, হাট বাজার করে। রবিবার প্রাতে ঘরের বাহিরে রাস্তার ধারে দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক হাটে

চলিয়াছে। কুলিনীরা সেই দিন হাটে যাইবার কালে, ভব্য সভ্য হইয়া, কেশ-বিন্যাস করত কেহ বা শুভ্র বা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া,কেহ বা অঙ্গে জ্যাকেট অাঁটিয়া, কেহ বা রৌপ্য বলয় ও পৈঁছা পরিয়া নানা গল্প বা হাস্য পরিহাস করিতে করিতে চলিয়াছে। আবার কত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সন্নিকটবর্ত্তী তড়াগ, পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিতে ব্যস্ত; কেহ বা সাবান বা ক্ষারে কাপড় কাচিতে রত, ইত্যাদি। ফিরিবার কালে সকলে, হস্তে, পৃষ্ঠে বা মস্তকে সাংসারিক দ্রব্যাদি চাল, ডাল, তরকারি, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছে। বাজারের সরাপের দোকানেও খুব ভিড়। বাটীতেও কুলিদিগের আজ খুব আনন্দ; কাজ নাই; ছুটী; দলে দলে একত্রে সকলে সম্মিলিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল বাগানেই ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, কুলির সংখ্যার ন্যুনাধিক্যানুসারে কোথাও এক বা ততোধিক ডাক্তার থাকে। প্রায় সকল ডাক্তারই পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় এবং নেটিভ ডাক্তার অথবা সে-কেলে বাঙ্গালা ডাক্তার। বড় বড় বাগানে এক জন ইংরাজ ডাক্তার থাকেন এবং তাঁহার অধীনে দুই এক জন নেটিভ ডাক্তার থাকেন। ডাক্তারের কার্য্য প্রতি দিবস প্রাতে এবং আবশ্যক হইলে বৈকালেও লাইনে গিয়া সকল কুলির শারিরীক কুশল সমাচার লইতে হয়। সক্ষম রোগী হইলে তাহারা ডাক্তার খানায় আসিয়া ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ লইয়া যায়। রোগ কঠিন হইলে, রোগীকে বাগানের হাঁস্‌পাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল সম্বন্ধে সাহেবদিগের নিকট রিপোর্ট পাঠাইতে হয়। বৎসরে শতকরা ৭ জনের অধিক লোক মরিলে, ডাক্তারের পক্ষে তাহা শুভ নহে এবং তাহা হইলে বাগানের নাম গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্ল্যাক বুকে (Black Book) উঠে। উপর্য্যুপরি ৩।৪ বৎসর ঐরূপ হইলে, সে বাগান অস্বাস্থ্যকর বলিয়া গণ্য; সুতরাং সে বাগান উঠাইয়া দিতে হয়। জেলার সিভিল সার্জ্জন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে প্রত্যেক চা-বাগানে গিয়া স্থানীয় স্বাস্থ্য, কুলিদিগের অবস্থা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া আইসেন এবং যথামত রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে দাখিল করেন। জেলার ডেপুটী কমিশনরকেও সময়ে সময়ে চা-বাগিচা পরিদর্শন করিতে যাইতে হয়। চা-বাগানের কুলি ও অপরাপর লোকজনেরা যাহাতে সুস্থ শরীরে ও সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এ জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা সচেষ্ট এবং তাহার জন্য বিবিধ প্রকারের আইন করিয়া দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

দেবেভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে,স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি স্তেন এব তস্কর এব সঃ দেবাদি স্বাপহারী ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণ অধিকারী পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য,তাহার অন্য কারণও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ইষ্টান্ ভোগানিত্যাদি। দেবগণ যজ্ঞ সমূহের দ্বারা ভাবিত (অর্থাৎ) পরিতোষিত হইয়া, তোমাদের অভিলষিত পুত্র স্ত্রী পশু প্রভৃতি ভোগের বস্তু প্রদান করিবেন। সেই দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভোগ সকল, তাহাদিগকে না প্রদান করিয়া (অর্থাৎ) তাঁহাদের ঋণ হইতে আপনাদিগকে যজ্ঞাদিদ্বারা, মুক্ত না করিয়া, যে ব্যক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে, সে স্তেন (অর্থাৎ) তস্কর, (কারণ) সে দেবতার ধনাপহারী, কেবল নিজের ইন্দ্রিয় ও দেহের তৃপ্তসাধন করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তেত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশিষ্টভোজনশীলাঃ) সন্তঃ (সাধবঃ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে ; যে তু পাপাঃ (জনাঃ) আত্মকারণাৎ) (আত্মতৃপ্ত্যর্থমেব) পচন্তি, তে অঘং (পাপং) ভুঞ্জতে (লভন্তে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যে সকল সাধুব্যক্তি,যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, যাহারা কিন্তু নিজের পরিতৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করিয়া থাকে, তাহারা পাপই ভোজন করে (অর্থাৎ) পাপী হয় ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য।—যে পুনঃ যজ্ঞেতি। দেবযজ্ঞাদীন্ নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ—সর্ব্বপাপৈঃ চুল্ল্যাদিপঞ্চ-সূনাকৃতৈঃ প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈশ্চান্যৈঃ।—যেত্বাত্মম্ভরয়োভুঞ্জতে তেতু অঘং পাপং, স্বয়মপি পাপা যে পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি আত্মকারণা দাত্ম-হেতোঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহারা কিন্তু (যজ্ঞাদি করে তাহাদের বিষয়ে বলা যাইতেছে যে) যজ্ঞ ইত্যাদি। দেব যজ্ঞ প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া অবশিষ্ট অমৃত নামক (ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাহারা যজ্ঞশিষ্টাশী শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে) সেই যজ্ঞশিষ্টাশী সৎপুরুষগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ, (অর্থাৎ) চুল্লী প্রভৃতি হিংসা কারণ বস্তুর নিত্য ব্যবহার জনিত, গৃহস্থ জনের অপরিহরণীয়

পাপ এবং অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত অন্যান্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে সকল অসুস্থরি পুরুষগণ আপনার তৃপ্তির জন্যই অন্ন প্রস্তুত করে, তাহারা স্বয়ং পাপ স্বরূপ হইয়া (অন্ন ভক্ষণের ব্যপদেশে) কেবল পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—অন্নাদ্ ভূতানি ভবন্তি, পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ (ভবতি), যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যো ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—অন্ন হইতে প্রাণিনিচয় উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন সমুদ্ভূত হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। ১৪ ॥

ভাষ্য।—ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্। জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম্ম, কথমিতি উচ্যতে অন্নাদ্ ভবন্তীতি। অন্নাদ্ ভুক্তাত্ লোহিতরেতঃপরিণতাত্ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি। পর্জ্জন্যাদ্ বৃষ্টে রন্নস্য সম্ভবঃ অন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ,

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যা জ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥

ইতি স্মৃতেঃ।

যজ্ঞেহপূর্ব্বং সচ যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ ঋত্বিগ্‌যজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম ততঃ সমুদ্ভবো যস্য স যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই জন্যও অধিকারী পুরুষের কর্ম্ম করা উচিত, কারণ কর্ম্ম সংসারচক্রের প্রবৃত্তির কারণ,তাহাও কি প্রকারে হয় তাহাই বলা হইতেছে যে, অন্নাদ্ভবন্তীত্যাদি। ভুক্ত অন্ন, শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইলে তাহা হইতে, প্রাণিগণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে, ইহা সকলেরই অনুভূত। পর্জ্জন্য (অর্থাৎ) বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য হইয়া থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহা উক্ত হইয়াছে যে,—"অগ্নিতে আহুতি অর্পিত হইয়া আদিত্যে উপস্থিত হয়, আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়।"—(এই স্থলে) যজ্ঞ (শব্দের অর্থ) অদৃষ্ট,—সেই অদৃষ্ট, পুরোহিত ও যজমান সাধ্য যাগাদিরূপ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাত্‌ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

অন্বয় —কর্ম্ম (যজ্ঞাদিকং) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদপ্রমাণকং) বিদ্ধি (জানীহি) ব্রহ্ম (বেদঃ) অক্ষরসমুদ্‌ভবং (পরমেশ্বরাদুৎপন্নম্) তস্মাত্‌ সর্ব্বগত (মপি ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতং (বর্ত্ততে)॥ ১৫॥

অনুবাদ।—যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বেদ। বেদ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন। এই কারণে সেই সর্ব্বগত বেদ নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছে॥১৫।

ভাষ্য।—তচ্চ কর্ম্মেতি কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ব্রহ্ম বেদঃ সউদ্‌ভবঃ কারণং যস্য তত্‌কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি জানীহি। ব্রহ্ম পুনর্বেদাখ্যং অক্ষর সমুদ্‌ভবং,) অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্‌ভবো যস্য তত্‌ অক্ষরসমুদ্‌ভবং ব্রহ্ম বেদ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাৎ অক্ষরাৎ পুরুষনিশ্বাসবৎ সমুদ্‌ভূতং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতং সর্ব্বগতমপি সন্নিত্যং সদা যজ্ঞবিধিপ্রধানত্বাদ্‌ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥ ১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই কর্ম্ম ইত্যাদি। কর্ম্ম, ব্রহ্মোদ্ভব (অর্থাৎ) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, সেই বেদ, যাহার উদ্ভব (অর্থাৎ) কারণ, তাহাকেই ব্রহ্মোদ্‌ভব বলিয়া জান। সেই বেদ নামক ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্‌ভব, (অর্থাৎ) অক্ষর শব্দের অর্থ সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই যাহার সমুদ্‌ভব (অর্থাৎ) উৎপত্তির হেতু, সেই বেদ কে) অক্ষরসমুদ্ভব (শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া জানিবে।) যে কারণে সাক্ষাৎ পরমাত্মশব্দপ্রতিপাদ্যঅক্ষর হইতে পুরুষনিশ্বাসের ন্যায় (অনায়াসে) এই বেদরূপ ব্রহ্ম সমুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, এই কারণে সকল প্রকার অর্থের প্রকাশকত্ব নিবন্ধন সর্ব্বগত ব্রহ্ম, (অর্থাৎ) বেদ, কর্ম্মবিধির প্রাধান্যপ্রযুক্ত নিত্য (সদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥ ১৫॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬॥

অন্বয়।—যঃ (পুরুষঃ) এবং (প্রাক্‌কথিতরূপং) প্রবর্ত্তিতং চক্রং (বেদযজ্ঞ পূর্ব্বকং সংসার চক্রং) ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি, হে পার্থ! সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং (নিস্ফলং) জীবতি॥ ১৬॥

অনুবাদ।—এই প্রকার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, বেদযজ্ঞপূর্ব্বক

সংসার চক্রের, যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে, তাহার জীবন পাপময়, সে ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামী, (অতএব) তাহার বাঁচিয়া থাকা নিষ্ফল ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য।—এবমিতি। এবং ইত্থং ঈশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতং যোনানুবর্ত্তয়তি ইহলোকে কর্ম্মণি যঃ অধিকৃতঃ সন্। অঘায়ুঃ অঘং পাপমায়ুঃ জীবনং যস্যসঃ অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ ইন্দ্রিয়ৈরারাম আরমণমাক্রীড়া বিষয়েষু যস্য সঃ ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং বৃথা হে পার্থ স জীবতি। তস্মাদজ্ঞেন অধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি প্রকরণার্থঃ। প্রাগাত্মনিষ্ঠযোগ্যতাপ্রাপ্তে স্তাদর্থ্যেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠান মধিকৃতেন অনাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যমেব ইতি এতৎ নকর্ম্মণা মনারম্ভাদিত্যত আরভ্য শরীর যাত্রাপিচতে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ইত্যেব মন্তেন প্রতিপাদ্য যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র ইত্যাদিনা মোঘং পার্থ সজীবতি ইত্যেব মন্তেনাপি গ্রন্থেন প্রাসঙ্গিক মধিকৃতস্য অনাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে বহু কারণ মুক্তং তদকরণে চ দোষ সংকীর্ত্তনং কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এবমিত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) এবং (অর্থাৎ) এই প্রকার ঈশ্বর কর্ত্তৃক, বেদযজ্ঞপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রকে যে ব্যক্তি ইহলোকে বিহিত কর্ম্মে অধিকারী হইয়াও অনুবর্ত্তন না করে, সে ব্যক্তি অঘায়ুঃ, অঘ (শব্দের অর্থ) পাপ, এবং (আয়ু শব্দের) অর্থ জীবন, যাহার জীবন পাপ স্বরূপ তাহারই নাম অঘায়ু; (সে ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়ারাম (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয় নিচয়ের দ্বারা যাহার আরাম (অর্থাৎ) আরমণ বা আক্রীড়া বিষয় সমূহে হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ারাম, এইরূপ অঘায়ু ও ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তি, হে পার্থ, বৃথা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই কারণে, অনাত্মজ্ঞ অথচ কর্ম্মাধিকারী লোকের কর্ম্মই কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকরণার্থ। "আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রকর্ষলাভের অনুকূল সামর্থ্য লাভ করিবার পূর্ব্বে, সেই সামর্থ্য লাভের জন্য অনাত্মজ্ঞ অধিকারীর কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য"—এই বিষয়টী "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, "শরীর যাত্রাপিচতে ন প্রসিধ্যেদ কর্ম্মণঃ" এই শ্লোক পর্য্যন্ত বাক্য নিচয়ের দ্বারা প্রতিপাদন পূর্ব্বক, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্ম ণোঽন্যত্র" ইত্যাদি এবং "মোঘং পার্থ সজীবতি" এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ও প্রসঙ্গক্রমে অনাত্মজ্ঞ অথচ অধিকৃত ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি বহুতর কারণ (ভগবান্) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং কর্ম্মের অকরণে দোষ কীর্ত্তনও করিয়াছেন ॥১৬॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥

অন্বয়।—যঃ মানবঃ আত্মরতিরেব স্যাৎ, (তথা) আত্মতৃপ্তশ্চ আত্মন্যেব সন্তুষ্টশ্চ স্যাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥

অনুবাদ।—যে মানব, আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তোষবান্ হয়, তাহার কোন (বিহিত) কার্য্য বিদ্যমান নাই॥ ১৬॥

ভাষ্য।—এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বেণানুবর্ত্তনীয় মাহোস্বিৎ পূর্ব্বোক্তকর্ম্ম যোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামনাত্মবিদা জ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্ম-বিদ্ভিঃ সাংখ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈব ইত্যেবমর্থ মর্জ্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য, স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থং এতংবৈত মাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যা জ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্য কর্ত্তব্যোভাঃ পুত্রৈষণাদি ভোব্যুত্থায় ভিক্ষা-চার্য্যং শরীরস্থিতিমাত্র প্রযুক্তং চরন্তি ন তেষা মাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা ব্যতিরেকেণান্যৎ কার্য্য মস্তীত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপিপাদয়িষিত মিত্যাবিষ্কুর্ব্বন্ আহ ভগবান্ যস্ত্বিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার সিদ্ধান্তের নিরূপণ হইবার পরে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, সাংখ্যনামক সাধুগণ কেবল জ্ঞান যোগের দ্বারা যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠানরূপ উপায়দ্বারা সাধ্য সেই জ্ঞান নিষ্ঠা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় নাই, এই প্রকার অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিরই পূর্ব্বোক্তরূপে ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত এই জগচ্চক্রের (বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) অনুবর্ত্তন করিতে হইবে? কিম্বা আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ এই উভয়েরই জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তনের জন্য তুল্যভাবেই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে?" এই প্রকার প্রশ্ন অর্জ্জুনের মনে উদিত হইয়াছে, এই প্রকার সম্ভাবনা করিয়া ভগবান্ তাহার উত্তর স্বরূপে বলি-তেছেন যে, যস্ত্বাত্ম ইত্যাদি; অথবা (এ প্রকার অবতারণার দ্বারাও যস্ত্বাত্ম-রতিঃ ইত্যাদি শ্লোকের উত্থিতি হইতে পারে যে) সেই পরমেশ্বর হইতে বাস্তব পক্ষে অভিন্ন জীব স্বরূপ ব্রহ্মের তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া, যাঁহাদের মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে এবং মিথ্যাজ্ঞানবান্ পুরুষগণ কর্ত্তৃক অবশ্যকর্ত্তব্য পুত্রবিত্তাদ্যেষণা হইতে যাঁহারা নিবৃত্ত হইয়া কেবল শরীর যাত্রার জন্য ভিক্ষাচর্য্য করিয়া থাকেন্, সেই সকল সাধু ব্রাহ্মণগণের আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যই কর্ত্তব্য নহে, এই প্রকার শ্রুতির তাৎপর্য্যই এই গীতা শাস্ত্রে, প্রতিপাদনেচ্ছার